বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

ধর্ম্ম ও পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত
শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

অধ্যাত্ম গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ের জন্য
১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।
সন ১৩০৭ সাল।
ইং ১৩ই এপ্রেল ১৮৯৯ হইতে ১২ই এপ্রেল ১৯০০ পর্য্যন্ত।

কলিকাতা।
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য—কলিকাতা ২৲ টাকা।
" " মফঃস্বলে ২৶০ আনা।

প্রত্যেক সংখ্যার
নগদ মূল্য ৴১০ আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
অভিচার	ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮৮
আগমনী	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা	১৬১
অধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত	৩১৬
আঁধারে	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা	১২৯
আত্ম-সংযম	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি-এল	৩৬৬
আমাদের তৃতীয় বৎসর	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল,	১
'আমি' অমর	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর	৩২৫
"আমি কি চাই"	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র [illegible]	৬২।৮০
আরোগ্য	শ্রীযুক্তশম্ভূনাথ গুপ্ত	৫৮
উত্তর কাশী	শ্রীযুক্ত কালীদাস ভট্টাচার্য্য	৩৭৪
উত্তরা খণ্ডে	" "	২৫।৯৩।১৫৮।২[illegible]।২৮৬।৩৫০
উপনিষৎ	শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দেব	২৯
উপাদান তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল,	২৬৪
"এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে"	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	৩১৮
এ কি স্বপ্ন	কস্যচিৎ অপ্রবুদ্ধস্য	৮৯।১১৩
কাশী-পঞ্চক-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	১৯৩
গান	" "	১২৮।২১০
চিত্রগুপ্ত বা গুপ্তচিত্র	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ	২০৫
চিদাকাশে সৃষ্টিপ্রকরণের চিত্র	শ্রীঅনন্তরাম	৬৯
জড়ভরত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি বিদ্যাবিনোদ	৩৩০।৩৬০
জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	৩৮
জ্ঞান ও ভক্তি	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস বি-এল,	৩১৩
জীবন্মুক্তির পরে	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল	১৯৬।২৫৭
ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	১৩৩
থিওসফি বা পরাবিদ্যা	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি এল	২২৯
দে[illegible]াষ্টক-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	২৪৯
[illegible]নাষ্টকম্	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা	৬৫
[illegible]াম কর্ম্ম	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ, বি-এল	১০
[illegible]র কথা	" "	১২৪
প্রভুপাদ কমলাকর পিল্লাই	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়	৩৩৭
[illegible]মে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস, বি-এল্,	৭৫
[illegible]িণাম	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৭৯
পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্-এ, বি-এল,	২০।১৭৬।২৭৫।৩০৮

প্রার্থনা	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা	৫
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়	১৯৯
ভক্তি তত্ত্ব	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	২১৩
ভক্তি ও ভক্তচরিত	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি-এল,	১০৯
ভৌম-পৃচ্ছা	শ্রীযুক্ত সুমগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	২২৫
মহাগান	" "	১৯
মানবীয় সপ্ততত্ত্ব	যুগল সেবক	১০১।১৭২
মানবের সপ্তরূপ	ঐ	২৩৯
ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি সঙ্গে	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	১৮৩
মার্গ-দীপিকা	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল,	২৯২
যমালয়ের ফেরত	" " "	১২৫
যোগ সম্বন্ধে গুটিকত কথা	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত (প্রকাশক)	২৭১
রাখালের গল্প	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল,	১৯০
রোগ ক্ষালন	ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৮৪
শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি-এ,	৩২১
শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুর	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	১৭৯।২৪৪
শ্রীশ্রীস্বামীজি ভাস্করানন্দ	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	৮৫
শ্রীহরি স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ	৩৩
সঙ্কীর্ত্তন	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	১৫৬।২০৮
সঙ্গীত	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	২০৮
সতীতেজ	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল,	১৬৬
স্তব	শ্রীযুক্ত মুন্সি দিদার বক্স	১২৩
সদিচ্ছা ও তাহার ফল	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৩৭৭
সমালোচনা	" " "	৩১।১৫৯
স্বদেশের প্রতি	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী	২৪৮
স্বপ্নে-দীক্ষা	" " "	৭।৫১।১৪২।২৩১
সাধন-পঞ্চকম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ,	৯৭
সাধনা	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বি-এ,	৪৬।১৪৯।২৪৯
সাবিত্রী চরিত	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল	২৯৭
হিন্দুধর্ম্ম তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্-এ,	১১৬।২১০।৩৪৪

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

৩য় ভাগ। } বৈশাখ ১৩০৬ সাল। { ১ম সংখ্যা।

আমাদের তৃতীয় বৎসর।

ওঁ

এই দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইয়া তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইল। গত বৎসরের কর্ম্মফল, ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানে সমর্পণ করিয়া, আবার ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক আমরা আমাদের তৃতীয় বৎসরের কার্য্য আরম্ভ করিব। ওঁকার মহাপন্থা; আমাদের পন্থা এই মহাপন্থায় মিলিত হউক। ওঁ ∴

আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি ইহার উদ্দেশ্য সাধনে কি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছে? পন্থার পাঠকগণের কাছে ইহা কি আদৃত হইয়াছে? মধ্যে মধ্যে এই প্রশ্ন মন মধ্যে উদয় হইয়া থাকে কিন্তু ঐ জিজ্ঞাসাকে আমরা

আর মন মধ্যে স্থান দিব না। উক্তরূপ জিজ্ঞাসা মন মধ্যে স্থান দেওয়াই ফল প্রত্যাশা করা। ভগবানের উপদেশ—কর্ম্ম কর, কিন্তু ফল প্রত্যাশী হইও না; আমরা ভগবানের এই উপদেশ লঙ্ঘন করিব না। আমাদের কার্য্য কতদূর সফল হইয়াছে বা কতদূর নিষ্ফল হইয়াছে আমরা আর সে বিষয়ের অন্বেষণ করিব না। ভাগবত কথা চর্চ্চা করা আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; এই কর্ত্তব্য জ্ঞানে আমরা যে কিছু কার্য্য করিয়াছি ভগবান্ তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিয়াছেন; এই বিশ্বাসটুকু হৃদয়ে ধরিতে পারিলেই যে প্রীতিরস হৃদয় হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে মন সেই প্রীতিরস পানানন্দে নিবিষ্ট হইলে, কর্ম্মের ফল কি হইল তাহা দেখিতে ইচ্ছাও হয় না। সুতরাং পন্থা এই দুই বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া কাহার কি উপকার করিল তাহা আর অন্বেষণ করা হইল না এবং পাঠকগণকেও তাহা জানাইতে পারিলাম না।

'কর্ম্ম কর কিন্তু ফল প্রত্যাশী হইও না' ভগবানের এই বাক্যই ভাগবতত্ত্ব-জ্ঞানের, এবং ভগবৎ প্রীতিলাভের পন্থা। এস ভাই সব আমরা সকলে মিলিয়া এই পন্থা অনুসরণ করিতে শিখি। এই পৃথিবীতে যত কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র আছে সকল শাস্ত্রের সারপূর্ণ একখানি গ্রন্থ আছে সেইখানি ভগবদ্গীতা এবং পূর্ব্বোক্ত ঐ বাক্যটি অর্থাৎ 'কর্ম্ম কর কিন্তু ফল প্রত্যাশী হইও না' ইহাই সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সার কথা। ঐ বাক্যটি অনুসরণ করিতে শিখিলেই ক্রমে ক্রমে যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্য বুঝিতে পারা যায়। ঐ বাক্যটি যিনি জীবনের মূল-মন্ত্র করিয়াছেন, ঐ বাক্যটি অবলম্বনে যিনি জীবন চালিত করিতে শিখিয়া-ছেন তিনি সংসারী হইয়াও উদাসীন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও সদসৎ কর্ম্ম জন্য দায়ী নহেন। 'কর্ম্ম কর কিন্তু ফল প্রত্যাশা করিও না' এই মহাবাক্য অনু-সরণ করিয়া যিনি জীবনের রণক্ষেত্রে প্রবল শত্রু কামকে জয় করিতে পারিয়া-ছেন তিনিই প্রকৃত বীর, তিনিই মহাপুরুষ। এস ভাই সব আমরা সকলে মিলিয়া এইরূপ মহাপুরুষগণের অনুসরণ করিতে শিখি। বিষয়ভোগেচ্ছার বীজ আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবল, সেইজন্য ফল প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা আমাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ; দুরূহ বলি কেন এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু একটি উপায় আছে যাহা অবলম্বনে এই অসম্ভব কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া উঠে। পূর্ণকাম স্বরূপিণী শান্তিরূপা জগজ্জননীর অঙ্কলাভে কৃতার্থ, কামজয়ী মহাপুরুষ-

গণের করুণা প্রার্থনাই সেই একমাত্র উপায়। মহাপুরুষগণ সাধনা দ্বারা, ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর স্তন্যপান করিয়া যে ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহাও জগদ্ধিতের জন্য আমাদের জন্য। সেই ব্রহ্মতেজ বিন্দু তাঁহারা যাঁহাকে দেন, সর্ব্বভূতস্থা ব্রহ্মময়ী তাঁহার হৃদয়ে দেখা দেন; প্রথমে ঘোররূপে প্রকাশিতা হন তখন তাঁহার ঘোর হুঙ্কার নিনাদ শ্রবণ করিয়াই কাম ভয়ে পলাইয়া যায় এবং অবশেষে মা শান্তরূপ ধরিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া জগৎ পিতাকে দেখাইয়া দেন। এস ভাই সব মহাপুরুষগণের নিকট হইতে এই ব্রহ্মতেজবিন্দু লাভের চেষ্টা করি। চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে বলি শুন। মহাপুরুষগণ সোমরসাত্মক যে চন্দ্রবিন্দু হৃদয়ে ধরিয়া আছেন উহাও যজ্ঞের উদ্দেশে। উপযুক্ত অগ্নি দেখিলেই সেই অগ্নি সংস্কৃত করিয়া তাঁহারা উহাতে আহুতি প্রদান করেন। আমরা যদি আমা-দের হৃদয়কুণ্ডে বিশুদ্ধ অগ্নি জ্বালিতে পারি তবেই তাঁহারা আহুতি প্রদান করিবেন। 'গুরুদেব' কর্ম্ম করিব কিন্তু ফল প্রত্যাশা থাকিবে না এই অবস্থা আমাকে দান কর' এই কামনার সংযোগই সেই বিশুদ্ধ অগ্নি। এই অগ্নি হৃদয়কুণ্ডে জ্বলিতে আরম্ভ হইলেই মহাপুরুষগণের দৃষ্টি সেই হৃদয়ে পতিত হয়। অগ্নি সম্যক্ প্রজ্জ্বলিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপদেবতাগণ ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টিত থাকে কিন্তু ঐ অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে চেষ্টা যদি সাধকের থাকে তবে মহাপুরুষগণ অজ্ঞাতভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন। চেষ্টা করিতে করিতে উক্ত সংবেগাগ্নি যখন তীব্র প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে তখন মহাপুরুষগণের মধ্যে যিনি সাধকের গুরু তিনি সহস্রার কমলে দেখা দেন এবং শঙ্খ পূর্ণ সোমরস হাতে করিয়া সেই অগ্নিতে আহুতি দেন। সাধকের দেহ তখন তাঁহার গুরুর যজ্ঞকুণ্ডরূপে পরিণত হয়। এই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িলেই মা দেখা দেন। তার পর মা, বাবা ও ছেলে তিনে মিলিয়া এক হইয়া যান; তখন আর কিছুই থাকে না; থাকে কেবল একটি ধ্বনি—ওঁ; সাধক বুঝেন সোহং। ইহাই বেদান্ত। ইহাই পন্থা।

ওঁ নমঃ শিবায়

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

হবে কি সুদিন হেন কপালে আমার
হেরিব অন্তরে রূপ অনন্ত তোমার,
বসিবে হৃদয়ে নাথ, মোহন-মূরতি,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত, নিত্য, ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
দেখাবে, দেখিব, তুমি দেখিবে আপনি
পুলকিত, পরমেশ, হইব অমনি ;
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিবে সমাদরে দীন,
হবে কিহে, দীননাথ, হেন শুভদিন ?

(২)

হবে কি সুদিন হেন কপালে আমার
হেরিব হৃদয়ে বিশ্বরূপ হে তোমার,
চরাচর, জলচর, ভূচর, খেচর,
জল, স্থল, নদ নদী, পর্ব্বতকন্দর,
পঞ্চভূত, পাপ পূণ্য জ্ঞান বা অজ্ঞান,
জন্ম, মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, মোক্ষ নিরবাণ,—
সবের আধার তোমা, কবে দয়াময়,
দেখিব, দেখাবে মোরে হইয়া সদয়,
হৃদয় কমলে মম হবে সমাসীন,
দীননাথ, হবে কিহে, হেন শুভদিন ?

(৩)

হবে কি এমন দিন, হে আনন্দময়,
হেরিব অনন্ত বিশ্ব সব তোমাময়,
চন্দ্র সূর্য্য—দীপ্তি, তেজ-বিজলী-অনলে
গাম্ভীর্য্য—গিরি, সাগরে, শীতলতা-জলে,
সৌন্দর্য্য—কুসুমে, ভব, মহত্ত্ব—আকাশে;
জীবে—দয়া, জ্ঞান—বিশ্ব, সৃজন বিনাশে,
বুঝিব, বুঝাবে মোরে হইয়া সদয়,
হাসিব, ভাসিব প্রেম-নীরে, দয়াময় ;
পড়িবে চরণে, হ'য়ে আত্মহারা দীন,
হবে কিহে, দীননাথ, হেন শুভদিন ?

(৪)

দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হয়ে নীরদবরণ,
কমলিনী লয়ে বামে কমল নয়ন,
পুনঃ মুক্তকেশী শ্যামা হয়ে ত্রিনয়নী,
জটাজুট ধরি পুনঃ, হয়ে শূলপাণি।
পুনঃ রাধা, পুনঃ শ্যাম, পুনঃ শ্যামা, শিব ;
অন্তরে বসিয়ে কর অন্তরে ত্রিদিব ;
হও রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু চিদানন্দময়,
হৃদয়-কমলে আসি হওহে উদয়,
প্রাণভ'রি তবরূপ করি নিরীক্ষণ,
দয়াময়, কর মম বাসনা পূরণ ;
অধম অকৃতি আমি গুণ জ্ঞান হীন,
দীননাথ, দয়াকরি দীনে দাও দিন।

(৫)

মুলাধারে, সহস্রারে হৃদয় কমলে,
এসো নাথ, বল, দেখি মুদিয়া দ্বিদলে,
নাদ-বিন্দুরূপ তব প্রণব-মূরতি,
ভাবিব, ডাকিব তোমা করিয়া ভকতি,
কর্ম্মফল ঘুচাইব তব কর্ম্ম জ্ঞানে.
ভাবিতে ডাকিতে তোমা কাটাব জীবনে,
তুমি আমি, আমি তুমি, অভেদ সকল,
অভেদ দেবতা, নর,—পশু, বৃক্ষ, জড় ;
সব ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, আমি সেইজন,
হেন জ্ঞান, দীননাথ, হবে কি কখন ?
ভাবিতে ভাবিতে তোমা তোমাতেই লীন
হব কিহে দীননাথ, হবে কি সে দিন ?

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

—:০:—

স্বপ্নে দীক্ষা।

(২য় ভাগ—১২শ সংখ্যার ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ভূমধ্য সাগরের উত্তর যে সমস্ত দেশ আছে তাহার মধ্যে গ্রীস ও রোম ইয়ুরোপ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। পূর্ব্বে রোম ও গ্রীসে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, উহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গূঢ়তত্ত্ব সকল অপেক্ষাকৃত অবিকৃত ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহাদের উপাসনা হিন্দুদের শিবলিঙ্গ উপাসনার অনুরূপ ছিল। হিন্দুদের প্রত্যেক কর্ম্মই যেরূপ ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ইহাদের সকল কার্য্যও সেইরূপ ধর্ম্মসহ মিলিত ছিল। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া গ্রীক জাতি ও রোমানরা এক সময়ে সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। যবনাচার্য্য পিথাগোরস্ (পৃথ্বী গুরু), প্লেটো, সক্রেটিস, আরিসটটল প্রভৃতি মহা সাধুগণ এই সময়ে গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সাধু পুরুষগণ যে সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন উহাই এতাবৎকাল জড়বাদরূপ রাক্ষসের হাত হইতে ইয়ুরোপকে রক্ষা করিতেছে। গ্রীস ও রোমবাসীগণ যতদিন তাহাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্য ধর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল ততদিন তাহারা পৃথিবীর আদর্শ জাতি স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল কিন্তু ক্রমে ধর্ম্ম যাজকগণের স্বার্থপরতা, ও রাজকার্য্য পরিচালকগণের ধনলিপ্সা বৃদ্ধি হওয়ায় উহারা অন্য জাতির উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে। শেষে ব্যভিচারাদি দোষ উপস্থিত হওয়ায় উক্ত জাতিদ্বয়ও ধর্ম্মতেজ হারাইয়া ফেলে।

যে সময় খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজকগণ যিশুর মাহাত্ম্য ইয়ুরোপে প্রথম প্রচার আরম্ভ করেন সে সময় রোমানদের মধ্যে ধর্ম্মভাব একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। উহাদের ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডের প্রকৃত মর্ম্ম সকল উহারা সেই সময় ভুলিয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় উহাদের ধর্ম্মভাবটুকু তখনও বিদ্যমান ছিল। উহাদের ধর্ম্মের গ্লানির এই অবস্থায় যখন উহারা যিশুর উপদেশ গুলি পাইল তখন উহারা সেই সমস্ত উপদেশ নিজেদের প্রাচীন ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত মিশাইয়া নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়। রোমানরা এই সময়ে ইয়ুরোপে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং যে দেশ জয় করেন সেইখানেই প্রজাবর্গকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যেই প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং

ORIGINAL

খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক প্রধান পোপ রোমে থাকিয়া ধর্ম্মাধিপত্য করিতে থাকেন। কিন্তু যেরূপ স্বার্থত্যাগী ও যেরূপ জ্ঞানবান্ হইলে ধর্ম্মাধিপত্য করিতে পারা যায় সেইরূপ স্বার্থত্যাগ ও সেইরূপ জ্ঞান না থাকায় খ্রীষ্টিয়ানরা আর পোপের আধিপত্য সহ্য করিতে পারিল না। খ্রীষ্টিয়ানরা ক্রমেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মে অনাস্থা, নাস্তিকতা ও জড়বাদ অধুনা ইয়ুরোপে আধিপত্য করিতেছে। ইয়ুরোপের অবস্থা এখন বড় ভয়ানক। তাই এই যুগসন্ধির সময় মহাত্মাগণ ইয়ুরোপের জড়বাদের স্রোত ফিরাইতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। ইয়ুরোপের জড়বাদের স্রোত এত প্রবল হইয়াছে যে যেখানে ইয়ুরোপ বাসীর সহিত সংস্রব সেই খানেই ঐ স্রোত খরবেগে বহিতেছে। এই স্রোতের প্রতিকুলে বাঁধ দেওয়া যাইতে পারে না; বাঁধ দিলে শীঘ্রই বাঁধ উপচিয়া পড়িবে, তখন একেবারে সব ভাসাইয়া দিবে। সেইজন্য মহাপুরুষগণ ধীরে ধীরে আজ ২৩ বৎসরাধিক সময় ধরিয়া উক্ত স্রোতকে নানা ধারায় প্রবাহিত করাইয়া ক্ষীণ বল করিতেছেন। মহাপুরুষগণ কিন্তু অতি সত্বরই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। এই ১৩০৬ সালের মাঘীপূর্ণিমাতে কলিকালের ৫০০০ বৎসর পূর্ণ হইবে; এই সময়ের পর মহাপুরুষগণ আর শীঘ্র কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই উহাঁরা সমাধিস্থ হইবেন তখন আর হাজার ডাকাডাকি করিলেও তাঁহাদের আর সাড়া পাওয়া যাইবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাজবিদ্যার বীজ বপন করাই মহাপুরুষগণের কার্য্য; প্রত্যেক শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে তাঁহারা এই বীজ বপন কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বীজের শক্তিই নূতন শতাব্দীর প্রথম ৭৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া রাখে। বর্ত্তমান সময়টি গঙ্গাচক্রের শেষ ও জগন্নাথ যুগের মধ্যস্থল বিধায়, পূর্ব্বজন্মে সাধনমার্গে অপেক্ষাকৃত উন্নত এরূপ অনেকগুলি লোক, এই সময়ে মহাপুরুষগণের বীজ গ্রহণোপযোগী দেহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা এই সন্ধিকালে মহাপুরুষগণের নিকট হইতে রাজবিদ্যার বীজ প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহাঁরাই ক্রমে ক্রমে জড়বাদের স্রোত ফিরাইয়া ধর্ম্মের জ্যোতি পৃথিবীতে বিস্তার করিবেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে দুইশত বৎসর মধ্যে রাজবিদ্যার আলোক সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিবে।

ইয়ুরোপ মধ্যে কেবল তুরস্ক দেশবাসীরাই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমানদের মধ্যে সুফি সম্প্রদায়ীদের ধর্ম্মভাব নির্ম্মল; সুফী সম্প্রদায়ীদের শক্তিই এতদিন তুরস্ক দেশকে সতেজ রাখিয়াছে, নচেৎ তুরস্ক এতদিন কোথায় থাকিত কে জানে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সুফিদের মধ্যেও গোঁড়ামি ও পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতা আসিতেছে সেইজন্য তুরস্ক সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সময়ে কিছু ভয়ের কারণ আছে। তবে তুরস্কদেশে রাজবিদ্যায় দীক্ষিত কতকগুলি লোক আছেন এবং নিভৃতস্থলে তাঁহাদের মিলিবার স্থানও ঐ দেশে আছে; ইহাঁরা উক্তদেশের উন্নতি সাধন জন্য বিশেষ সচেষ্ট আছেন।

তুরস্কের ন্যায় রোম ও মিশরেও রাজবিদ্যায় দীক্ষিত কতকগুলি লোক আছেন এবং উহাঁদের নিভৃত মিলন স্থানও তত্তদ্দেশে আছে। তুরস্ক রোম ও মিশরদেশীয় এই সব দীক্ষিত জনের মধ্যে কেহ কেহ এই যুগসন্ধিকালে ভারতবর্ষে ও হিমালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন।

এখন সময়টি কিরূপ পড়িয়াছে তাহা সকলেরই বুঝিয়া রাখা কর্ত্তব্য একদিকে মহাপুরুষগণ, তাঁহাদের দীক্ষিত শিষ্যগণ, এবং দীক্ষার্থীগণ ভাবময় জগতে ধর্ম্মভাবের প্রাধান্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন আর একদিকে অবিদ্যা বশীভূত স্ব স্ব প্রধান লোক সকল জড়বাদ ও নাস্তিকতার প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপে এই স্ব স্ব প্রধান ভাব হইতে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রজারা আর রাজা চায় না; ইয়ুরোপে রাজ হত্যাকারীর একদল হইয়াছে ইহারা রাজ বংশের কাহাকেও হত্যা করিলেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে; ধর্ম্মভাবের এত অধঃপতনের লক্ষণ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ইয়ুরোপের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অবিদ্যার বশে মানব কতদূর কুৎসিত হইতে পারে ইহা দেখিয়া এই অবিদ্যার বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করিতে চাও অগ্রসর হও। কে আছ অগ্রসর হও; দেব সেনাপতি কুমারের সৈন্য বিভাগে নাম লেখাও; মহামন্ত্ররূপ মহাস্ত্র হস্তে লও; বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

ক্রমশঃ।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

এক সময়ে "নিষ্কাম কর্ম্ম" শিক্ষিত বাঙ্গালির উপহাসের বিষয় ছিল। সে আজ অধিক দিনের কথা নহে। ৭৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত বাঙ্গালি পিতৃ-পুরুষের অতুলকীর্ত্তি—হিন্দু ধর্ম্মের সারতত্ত্ব নিষ্কাম কর্ম্মের উপর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। এখন স্রোত ফিরিয়াছে। এখন নিষ্কাম কর্ম্ম আমাদের বুঝিবার, ভাবিবার, শিখিবার সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই মতি পরিবর্ত্তনের জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রধানতঃ আমাদের ধন্যবাদের ভাগী। তিনি অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে নিষ্কাম কর্ম্মের মহান্ আদর্শ বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তিনি "প্রচার" পত্রে নানাবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়া এবং গবেষণাপূর্ণ "ধর্ম্মতত্ত্ব" ও গীতার সর্ব্বজনসুগম টীকা প্রণয়ণ করিয়া এবং "দেবী চৌধুরাণী" ও "সীতারাম" গ্রন্থের "প্রফুল্লমুখী" ও "জয়ন্তী" চরিত্রে নিষ্কাম কর্ম্মের ক্ষুদ্রাদর্শ ও "কৃষ্ণ চরিত্রে" নিষ্কাম কর্ম্মের সুসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের তত্ত্বকথা প্রথমতঃ বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করান। ক্রমশঃ উপহাসের বস্তু, আদরের সামগ্রীতে পরিণত হয়। এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালীর কর্ম্ম-জীবনে যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চির-ঋণে আবদ্ধ থাকিব।

বঙ্কিম বাবুর এত চেষ্টা-সত্ত্বেও নিষ্কাম কর্ম্মের স্বরূপ তত্ত্ব আমরা ঠিক বুঝিয়াছি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতামত আলোচনা করিলে এই জটিল তত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে কতকটা সহায়তা হইতে পারে, এই বিশ্বাসে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। অর্থাৎ ইউরোপীয় duty ও ভারতীয় নিষ্কাম কর্ম্ম একই পর্য্যায়ের বস্তু। এ বিশ্বাস একবারে ভিত্তিশূন্য না হইলেও ইহা যে ভ্রম জড়িত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ত্তব্য পালনে একটা কঠোরতা আছে—dutyর সঙ্গে একটা কঠোর ভাব জড়িত আছে। সেই জন্য মনীষী কবি Wordsworth, duty কে "ধর্ম্ম-নীতির কঠোর দুহিতা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (Stern daughter of the moral law)। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মে কঠোরতার লেশ মাত্র নাই। ইহা অতীব রুচিকর, হৃদ্য পদার্থ। দীন-দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিয়া দাতার যে আনন্দ, শিশুকে স্তনপান করাইয়া মাতার যে আনন্দ, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতার সেই জাতীয় একটা আনন্দের অনুভব হয়। একথা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম স্তর, duty (বা কর্ত্তব্য পালনের) সহিত প্রায় একপ্রকার অভিন্ন। ইংরাজ লেখক কার্লাইল (Carlyle) যে ভাবে dutyর তত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন এবং স্বপ্রণীত নানা গ্রন্থে ইংরাজ পাঠককে বুঝাইয়াছিলেন তাহাতে মনে হয়, যেন তিনি ঋষি প্রণীত নিষ্কাম কর্ম্মের অতি সন্নিকটে পহুঁছিয়াছিলেন—প্রতিভাবলে যেন তিনি ঋষিরচিত মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর দুইপদ অগ্রসর হইলেই মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সে গৌরব ঘটিয়া উঠে নাই।

কর্ত্তব্যপালন ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রভেদ নিতান্ত অল্প নহে। এই কার্য্য আমার অনুষ্ঠেয় অতএব অনিষ্ট বা প্রতিকূল হইলেও আমি ইহার অনুষ্ঠান করিব—এইরূপ ঔচিত্য জ্ঞানের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠানকে কর্ত্তব্যপালন বলে। কর্ত্তব্য পালনে সকল স্থলে ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকুক, ফলের প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত থাকে, এবং ইহার শেষ ফল অনেক সময় চিত্তপ্রসাদ না হইয়া অবসাদ বা নির্ব্বেদে পরিণত হয়। এইরূপ কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পুরাকালে ব্রুটস্ (Brutus) নিজ পুত্রের বধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন; তাহার ফলে তাঁহাকে দারুণ মনঃপীড়া অনুভব করিতে হইয়াছিল। রামচন্দ্র যদি কঠোর পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া, বনবাসী হইয়া আজীবন নির্ব্বেদ অনুভব করিতেন তবে তাঁহাকে এই বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিত।

শুনা যায় রাণা ভীমসিংহ বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সজল নয়নে, কম্পিতকরে আপন কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মুখে বিষপাত্র তুলিয়া দিয়া ছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ বিষাদের নিবিড় ছায়াতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। কর্ত্তব্যপালনের ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার সহিত নিষ্কাম কর্ম্মের কত অন্তর তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ বিবৃতির সময় বুঝা যাইবে।

বলা বাহুল্য, নিষ্কাম কর্ম্ম সন্ন্যাসের নামান্তর মাত্র নহে। সন্ন্যাস বলিলে সাধারণতঃ নৈষ্কর্ম্ম বা কর্ম্মাভাব বুঝায় অর্থাৎ যখন কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী কুফল পর্য্যালোচনা করিয়া জীব, কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, তখন তাহাকে কর্ম্ম সন্ন্যাসী বলা যায়। এক কথায় এরূপ সন্ন্যাস অর্থে কর্ম্মত্যাগ। এক সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ সন্ন্যাসীর অভাব ছিল না; তাঁহারা কর্ম্ম বন্ধের কারণ, কর্ম্ম অশেষ দোষের আকর, কর্ম্মই সংসারের হেতু, এইরূপ ভাবিয়া জগতের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া একান্তে অরণ্যবাস পরিগ্রহ করতঃ নৈষ্কাম্য মার্গ অবলম্বন করিতেন। এমন কি মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যও স্থানে স্থানে এইভাবের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সারতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন তাহাই আমাদের গ্রহণীয় মনে হয়। তাঁহার মতে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যথার্থ কর্ম্মসন্ন্যাস। তিনি বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
নচ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্মলাভ করে না এবং সন্ন্যাস করিলেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না॥

কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ হইয়া যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সেই কর্ম্মযোগী সেই যথার্থ সন্ন্যাসী। নিরগ্নি বা কর্ম্মত্যাগীর অনুষ্ঠান যথার্থ সন্ন্যাস নহে।

জলে কৃমি হইতে পারে এই ভয়ে জলপান ত্যাগ করা, বাতাসে কীটাণু থাকিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধ করা, এবং কর্ম্ম বন্ধের কারণ হইতে পারে এই ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করা একই প্রণালীর বাতুলতা। যদি জল বা বায়ু দোষযুক্ত হইয়া থাকে, কৌশলে সেই দোষের স্খালন কর; নতুবা আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বায়ু ও জলের অভাবে আত্মহত্যা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ যদি কর্ম্ম বাস্তবিকই দোষের আকর হয়, তবে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই দোষের পরিহার কর; নতুবা কর্ম্মফল ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে জড়পদার্থে পরিণত করিলে ধার্ম্মিকের কার্য্য হইবে না। অর্থাৎ কৌশল পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মে এইরূপ কৌশলের নামই যোগ বা নিষ্কাম কর্ম্ম। "যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলং"।

নিষ্কাম কর্ম্মের উপাদান গুলির একে একে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম স্তর ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ। আমরা সাধারণতঃ ফললাভের লোভে প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি। যদি বুঝি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত হইতে পারিলে ধনাগম, উচ্চ পদপ্রাপ্তি অথবা রাজসম্মানলাভ হইবে তবেই আমরা নির্ম্মম পরীক্ষা নিষ্পেষণীতে আত্মপেষণ করিতে সম্মত হই। এস্থলে ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র প্রবর্ত্তক। এস্থলে আমাদের ফলাকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল, ফলে আসক্তি এমন তীব্র, যে যদি সে ফললাভে বঞ্চিত হই তবে ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা থাকে না। ফললাভ না ঘটিলে হৃদয় নিরাশার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। অনেক সময়ে হিতাহিত জ্ঞান তিরোহিত হইয়া দারুণ মোহ আসিয়া হৃদয়কে গ্রাস করে। তাহার ফলে, অনেককে আত্মজীবনও তুচ্ছজ্ঞান করিতে দেখা গিয়াছে। ফলাসক্তি নিবন্ধন কর্ম্মানুষ্ঠানের ইহা অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এরূপ ঘটে না। নিষ্কামব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত। তিনি বুঝেন যে,

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে কদাচন নহে।" সেই জন্য তিনি অনাসক্তভাবে অর্থাৎ ফলে আসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ভগবান তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন—

তস্মাৎহ্যসক্তঃ সততম্ কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
হ্যসক্তশ্চাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

"সেই হেতু অনাসক্ত হইয়া সতত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের আচরণ করিবে। অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মীর পক্ষে সিদ্ধি, অসিদ্ধি, জয় পরাজয়, সফলতা নিষ্ফলতা তুল্য বোধ হয়। সেইজন্য অর্জ্জুনকে ভগবান উপদেশ দিয়াছিলেন—

সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায়যুজ্যস্ব নৈবংপাপমবাপ্স্যসি॥
যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

"সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হও; এরূপ করিলে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

"আসক্তি পরিহার করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর; এইরূপ সমত্ব বোধকে যোগ বলে।"

আমরা অনেক স্থলে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি এই ভাবিয়া আত্ম বঞ্চনা করি। কর্ম্ম সকামভাবে অথবা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা জানিবার একখানি কষ্টিপাথর আছে। সে পাথরটী এই—সেই কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি আমরা সমভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছি কি না; অর্থাৎ সেই কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি কি না; এবং সেই কর্ম্মের অসিদ্ধিতে বিষাদে ম্রিয়মাণ হইতেছি কি না। যখন দেখিব, আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সফলতা নিষ্ফলতা তুল্যজ্ঞান করিতেছি, তখনই বুঝিব যে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছি।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ফলে অনাসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যতার কথা শুনিয়া কেহ এরূপ ধারণা না করেন যে বুঝি নিষ্কাম কর্ম্ম উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, কর্ত্তা কোনরূপ উদ্দেশ্যের (motive) পরিচালনায় কর্ম্ম করেন না। কাহারও কাহারও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে বলিয়া তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মকে একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করেন। বাস্তবিক নিষ্কামকর্ম্ম উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম্ম নহে। উদ্দেশ্য ভিন্ন কর্ম্ম হইতেই পারে না।

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোপি প্রবর্ত্ততে।

'অর্থাৎ উদ্দেশ্য ভিন্ন মূঢ় ব্যক্তিও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।' নিষ্কাম কর্ম্মী ও

সকাম কর্ম্মী উভয়েই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে নিষ্কামকর্ম্মী ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত; সেই জন্য সিদ্ধি অসিদ্ধি তাঁহার নিকট তুল্য জ্ঞান হয়; সকাম কর্ম্মী ফলাসক্ত, সেইজন্য সফলতা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় ও নিষ্ফলতা নিতান্ত হেয় বোধ হয়।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টী অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যখন উদ্যোগ পর্ব্বের আয়োজন হইতেছে তখন শ্রীকৃষ্ণ লোকক্ষয় নিবারণ জন্য কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপন উদ্দেশ্যে কুরু-শিবিরে যাত্রা করেন। তাঁহার হিতকর বাক্য কৌরবদিগের পক্ষে মনোহর হয় নাই; সেই জন্য তাহারা সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে অপমানিত করিবার চেষ্টা করে। তিনি তাহা দেখিয়া সন্ধিস্থাপন অসাধ্য বুঝিয়া পাণ্ডবশিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য নিষ্কাম কর্ম্মের একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সে কর্ম্ম উদ্দেশ্যহীনভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই। আমরা দেখি যে তাঁহার এই দৌত্য কর্ম্মের উদ্দেশ্য কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সন্ধিস্থাপন। সেই উদ্দেশ্যের প্রেরণায় তিনি দৌত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এ কর্ম্মে তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। যদি কর্ম্মটী সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইত তবে এই নিষ্ফলতার জন্য তাঁহাকে অবসাদগ্রস্ত দেখিতাম। কিন্তু তাহা দেখি না; তাহার কারণ এই যে তিনি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করেন। সেই জন্য সিদ্ধি অসিদ্ধি জয়, পরাজয়, সফলতা নিষ্ফলতা তাঁহার নিকট সমান।

নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর নিরহঙ্কার অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহার সহিত আত্মার যোগ করিয়া দিই। আমরা ভাবি, যে ঐ কর্ম্ম আমরা করিলাম। সেই জন্য কর্ম্ম, ফলতঃ আত্মার বন্ধনরূপে পরিণত হয় এবং তাহার ফলাফল অর্থাৎ সুকৃতির ফল সুখ ও দুষ্কৃতির ফল দুঃখ, আত্মাকে ভোগ করিতে হয়। সেই জন্যই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।

'ভোগ ভিন্ন শতকোটী কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয় হয় না'। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন,

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্মশুভাশুভং।

কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। এই ভোগের হেতু, কর্ত্তৃত্বাভিমান,—আমি করিতেছি এই অহঙ্কার। কিন্তু এই ভাব ঠিকভাব নহে, নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা বুঝেন; সেই জন্য তিনি আপনাকে কর্ত্তৃপদে অধিরূঢ় করেন না। তিনি বুঝেন

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥

সকল কর্ম্মই প্রকৃতির গুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। এরূপ মনে করা যে ভ্রান্তি জনিত তাহা নিষ্কাম কর্ম্মী বুঝিতে পারেন, সেই জন্য তিনি প্রকৃতিকেই যথার্থ কর্ত্তা এবং আপনাকে দ্রষ্টামাত্র অনুভব করেন। তাঁহারই সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন

'প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ১৩।২৯

'যিনি সকল কর্ম্মকে প্রকৃতির দ্বারাই ক্রিয়মাণ বুঝিতে পারেন, এবং আত্মাকে কর্ত্তা দেখেন না তিনিই যথার্থদর্শী'। এইরূপ নিষ্কামকর্ম্মীর পক্ষে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম একই হইয়া দাঁড়ায়; অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানে ও কর্ম্মসন্যাসে কোনও প্রভেদ থাকে না। কারণ তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত—নিরহঙ্কার। তাঁহাকেই ভগবান সর্ব্বকর্ম্মকারী বলিয়াছেন।

কর্ম্মন্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মনি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সযুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম বোধ করেন তিনিই বুদ্ধিমান কর্ম্মযোগী ও সর্ব্বকর্ম্মকারী'।'

কিন্তু আত্মাকে কর্ত্তৃত্বাভিমান বিরহিত করিলেই অর্থাৎ নিরহঙ্কার হইলেই নিষ্কাম কর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান হইল না। ইহা নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বিতীয় স্তর মাত্র। ইহার উপর আর একটী স্তর আছে। সেই তৃতীয় স্তর ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ, যজ্ঞার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান।

মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কর্ম্ম করে অর্থাৎ তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের মূলে স্বার্থানুসন্ধান জড়িত থাকে। সে আপনাকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়; সেই জন্য তাহার কর্ম্ম সকাম হইয়া পড়ে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের প্রকৃতি অন্যরূপ। নিষ্কাম কর্ম্মী সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে। সে যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রীতি নহে। তাহার লক্ষ্য ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য-সাধন। অর্থাৎ সে নিজেকে ঈশ্বরের করণ মাত্র মনে করে। ঈশ্বরে আপনার ক্ষুদ্র সত্তা ডুবাইয়া দেয়। সেই জন্য তাহার কর্ম্মে সকামতার লেশমাত্র থাকে না। এইরূপে সে সকল কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করে। তখন তাহার জীবন গীতার সারগর্ভ উপদেশের দৃষ্টান্ত স্থল হয়।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং॥

'হে অর্জ্জুন, তুমি সকল প্রকার অনুষ্ঠান, ভজন, যজন, দান ও তপস্যা—অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।'

এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করা। যজ্ঞের ইংরাজী অনুবাদ Sacrifice। এই Sacrifice শব্দে যে ত্যাগের ভাব জাজ্বল্যমান আছে, আধুনিক কালে যজ্ঞশব্দ হইতে সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। তখন যজ্ঞ বলিলে লোকের মনে ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন পুরুষ সূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, ভগবানের জীবের হিতার্থে বিশাল আত্মত্যাগ। এই রূপ জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে যে ত্যাগ, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা তাহাকে যজ্ঞনামে অভিহিত করিতেন। এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়। সেইরূপ কর্ম্মই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখন মানবজীবন একটী মহাযজ্ঞের আকার ধারণ করে। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান, ও যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং শ্রীভগবান্।

এই ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম বন্ধের হেতু হয় না; কারণ সেই কর্ম্মের, অনুষ্ঠাতার সহিত কোন যোগ সংঘটিত হয় না। তাহার যোগ হয় ঈশ্বরের সহিত। সেই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।

'এইভাবে কর্ম্ম করিলে, জীব শুভ ও অশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়।' অন্যত্র আরও সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

'যজ্ঞের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্ম বন্ধের কারণ হয়।'

যেমন পদ্মপত্র জলের সহিত সংযুক্ত হইলেও জলসিক্ত হয় না, সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কর্ম্মের লেপ লাগে না। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব। ইহাই কৌশল পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করা। কর্ম্ম করিব অথচ কর্ম্মের ফলভোগী হইব না ইহাই কর্ম্মযোগ। ভগবান এই ভাবেই কর্ম্ম করেন। সেইজন্য তিনি কর্ম্মপাশে কখনও বন্দী হয়েন না।

ন মাংতানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়ঃ।
উদাসীনবদাসীনম্ অসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥

ভগবান বলিতেছেন "কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া উদাসীন ভাবে আমি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি; সেইজন্য সেই সকল কর্ম্ম আমাকে বন্দী করিতে পারেনা।" ঋষি মহাত্মা মনু সপ্তর্ষি প্রভৃতি অধিকারী পুরুষগণ এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জগৎ যাত্রা নির্ব্বাহের সহায়তা করেন। তাঁহারা সতত অতন্দ্রিত হইয়া ভূয়ান জগৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অথচ সেই কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া, তাঁহারা কখনও কর্ম্মজালে জড়িত হন না। এইভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ম্মের শক্তি অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগতের পালন কার্য্যে—জগদীশ্বরের সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তখন যাঁহার পবিত্র আত্মা হইতে সেই শক্তির পুণ্য প্রস্রবণ ঈশ্বরের অভিমুখে প্রধাবিত হয় তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তখন সে বুঝিতে পারে, যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের শুষ্ক কঠোরতায় ও নিষ্কাম কর্ম্মের আনন্দময় সরসতায় কত প্রভেদ।

আর তখন ভগবানের শ্রীমুখে নিষ্কাম কর্ম্ম স্তুতির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে তাঁহার চরণে ভূয়োভূয়ঃ প্রণিপাত করে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্প মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ২।৪০।

"নিষ্কাম কর্ম্মে প্রযত্নের নাশ হয় না এবং প্রত্যবায়ও ঘটে না; সুল্পমাত্র হইলেও ইহা মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে।"

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মহাগান।

(কোন বন্ধু রচিত)

প্রথম নাম, কারণ সনাতন,
বিশ্বের প্রাণ,
ওঁ ওঁ ওঁ॥

জাগায়ে মেদিনী, জাগায়ে ব্যোম,
বাজে মহাশব্দ, ওঁ ওঁ ওঁ,
এক মহাশক্তি, এক মহাগান,
প্রণব জাগ্রত, ওঁ ওঁ ওঁ॥

অসীম লীলা, মহিমা মাঝে,
এক মহা জ্যোতি বিরাজে;
একেতে নিখিল, বিশ্ব নিমগন,
প্রাণের প্রাণ, ওঁ ওঁ ওঁ॥

পৌরাণিক কথা।

—:০০:—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও জীব সৃষ্টির বিভাগ।

যেমন মন্বন্তরের রাজা মন্বন্তর অবতার, তেমনি কর্ম্মের রাজা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর—যাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ, বিরাট পুরুষ, সহস্র শীর্ষা পুরুষ, নারায়ণ, ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন রূপে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য সাধিত করেন।

ব্রহ্মা, প্রজাপতি দিগকে সৃষ্টির ভার দেন। প্রজাপতিরা প্রজাসৃষ্টি করেন, পরে সেই প্রজা সকল সৃষ্টির প্রণালী চালাইয়া থাকে। কল্পের প্রথম অবস্থায় যে ভেদ শূন্যতা ছিল, তাহার অনুমান আমরা সহজে করিতে পারিনা। সেই ভেদ শূন্য অবস্থা হইতে ভেদের আবিষ্কার করা, অপরিচ্ছন্ন জীবকে পরিচ্ছেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা বিনা আয়াসে হইতে পারিতনা। সেই আয়াসই প্রজাপতিগণের তপস্যা। প্রজাপতিগণ সৃষ্টির জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন।

"সর্গে তপোঽমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ"

ভা, পু, ২-৭-৩৯

সৃষ্টির জন্য তপস্যা এবং প্রজাপতি সংজ্ঞক নয় ঋষি আমার বিভূতি।

ব্রহ্মাকে সৃষ্টির জন্য অবতার গ্রহণ করিতে হয় না।

ধর্ম্ম, মনু, দেবগণ ও প্রজাপালক রাজাদিগকে লইয়া বিষ্ণু বিশ্ব পালন করেন।

"স্থানেঽথ ধর্ম্ম-মখ-মন্বমরাবনীশাঃ"

ভা, পু, ২-৭-৩৯,

সৃষ্টির প্রবাহ ও স্থিতির প্রবাহ এ উভয় বিপরীতগামী। সৃষ্টির অঙ্গ প্রবৃত্তি এবং স্থিতির অঙ্গ নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সহায়ক ভেদ এবং নিবৃত্তির

সহায়ক অভেদ। সকাম জীবকে নিষ্কাম করিবার জন্য ঋষিগণ প্রথমে সনাতন বেদের প্রচার করেন। তাঁহারা সমগ্র বেদের বেত্তা হইলেও দেশকাল পান বিবেচনা করিয়া প্রথমে কর্ম্ম কাণ্ডের অবতারণা করেন। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সন্ধিস্থল। পরে ভগবান্ বিষ্ণু মনুষ্যরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ প্রদান করেন। বিষ্ণু নানারূপে জগৎ পালন করিতেছেন। কখনও তিনি অংশরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও অন্য জীবে আপনার শক্তির আবেশ করেন। চারিদিকে তাঁহার শক্তির প্রকাশ। উৎকর্ষের জন্য যাহা কিছু সাধিত হয়, যাহা কিছু ধর্ম্ম, যে কোন যজ্ঞ, সকলই বিষ্ণুর স্বরূপ। "যজ্ঞোবৈ বিষ্ণুঃ"। উৎকর্ষের বিরোধী অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম সঞ্চিত, তাহার কোন না কোন সময়ে নাশ হয়। অধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া মহাদেব সর্প ও অসুর আদির সাহায্যে প্রলয়ের কার্য্য করেন।

"অন্তে ত্বধর্ম্ম-হর-মন্যুবশাহি সুরাদ্যাঃ।
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ" ॥

ভা, পু, ২-৭-৩৯,

সৃষ্টি আদির জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের যেরূপ স্বতন্ত্রতা আবশ্যক সেইরূপ তাঁহাদের সহকারিতা তদপেক্ষা প্রয়োজন।

দক্ষ প্রজাপতি প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির অর্থ প্রসব। সৃষ্টির প্রবাহ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সূক্ষ্ম, অব্যাকৃত অবস্থা হইতে স্থূলতম ভাবে পরিণতি।

২। স্থূলতম ভাব হইতে ঊর্দ্ধস্রোত, তির্য্যক্ স্রোত ও অর্ব্বাক্ স্রোত এই ত্রিবিধ সৃষ্টি।

প্রথম বিভাগ বুঝিতে হইলে কতকগুলি কল্পনা করিতে হইবে। প্রতি লোকের উপযোগী সেই লোকবাসী জীবের দেহ ও প্রকৃতি।

এই ভূর্লোক অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী স্থূল উপাদানে গঠিত। আমাদের দেহও সেই উপাদানে গঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল সেই উপাদান নিজ বিষয়ীভূত করিতে পারে। এবং আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি স্থূল পদার্থকে অনুসরণ করে।

ভূর্লোক প্রেতদেহ বা পিতৃদেবতাদিগের উপযোগী দেহ। সেই লোকে ইন্দ্রিয়, বিষয়, প্রবৃত্তি ও তদনুরূপ।

এইরূপ স্বর্গলোকে মানসিক দেহ। স্বর্গবাসী দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় বিষয় ও মানসিক দেহের অনুরূপ

দৈনন্দিন বা কাল্পিক প্রলয়ে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্গলোক, এই তিন লোকের নাশ হয়। জীবের মনুষ্যাদি দেহ, পিতৃদেহ ও দেবদেহ সেই সঙ্গে নষ্ট হয়। সৃষ্টির আরম্ভে জীব একবারে মনুষ্য হইতে পারে না। প্রথমে জীবের দেবাদি দেহ হয়। সেই দেহ ক্রমে ক্রমে স্থূলতার চরমসীমায় উপনীত হয়। সেই অবস্থায় তাহাকে পর্ব্বত Mineral বলা চলে।

এই পর্ব্বত ভাবাপন্ন জীব প্রথমে উদ্ভিদ, পরে পশু, পক্ষী, পরে মনুষ্যের আকার ধারণ করে। পরে এই সকল মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞান সম্পন্ন হয়। প্রথম প্রবাহে পর্ব্বত পর্য্যন্ত অবনতি। দ্বিতীয় প্রবাহে মনুষ্য পর্য্যন্ত উন্নতি।

যে শক্তি বলে, জীব এই প্রবাহ-দ্বয় মধ্যে নীত হয়, যে শক্তির বলে এই প্রবাহ দ্বয় অতিক্রম করিয়া জীব ঐশ্বরিক ভাব প্রাপ্ত হয়, যে শক্তি জীবের সনাতন অধিনেত্রী, সেই শক্তি সতী, পার্ব্বতী ও মহামায়া। দক্ষকন্যা সতী প্রথম প্রবাহের অধিনেত্রী। হিমালয় কন্যা পার্ব্বতী দ্বিতীয় প্রবাহের মূলশক্তি। এবং নন্দ কন্যা মহামায়া তৃতীয় প্রবাহে এখন আমাদিগকে চালিত করিতেছেন।

প্রথম প্রবাহে ভগবতী তামসী, দ্বিতীয় প্রবাহে তিনি রাজসী এবং তৃতীয় প্রবাহে তিনি সাত্বিকী।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ তামসিক অঙ্গকোষ অবলম্বন করিয়া জীব দেবদেহ, প্রেতদেহ, পরে পাঞ্চভৌতিক স্থূল পর্ব্বতাকার দেহ অবলম্বন করে। এই প্রথম প্রবাহের সৃষ্টি তামসিক সৃষ্টি।

সসর্জ্জ ছায়য়া বিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং তমোমোহো মহাতমঃ"।

ভা, পু, ৩-২০-১৮।

প্রভার প্রতিযোগী ছায়া দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মা পঞ্চপর্ব্ব অবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"বিসসর্জ্জাত্মনঃ কায়ং নাভিনন্দং তমোময়ং।
জগৃহুর্যক্ষ রক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুত্তৃট্ সমুদ্ভবাম্॥"

ভা, পু, ৩-২০-১১,

সেই তমোময় দেহ দ্বারা ব্রহ্মা প্রসন্ন হইলেন না। তিনি সেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উৎপাদক রাত্রিরূপে সেই দেহ যক্ষ ও রাক্ষসগণ গ্রহণ করিল। এইরূপে যক্ষ ও রাক্ষসের সৃষ্টি হইল।

"দেবতাঃ প্রভয়া যা যা দীব্যন্ প্রমুখতোঽসৃজৎ।
তেঽহার্য্যুর্দ্দেবয়ন্তো বৈ বিসৃষ্টাং তাং প্রভামহঃ॥

ভা, পু, ৩-২০-২২।

পিতামহ ত্যক্ত প্রভাময় দিবসরূপ দেহ গ্রহণ করিয়া প্রভা সম্পন্ন দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছিল।

"দেবোঽদেবান্ জঘনতঃ সৃজতিস্মাতিলোলুপান্।
ত এনং লোলুপতয়া মৈথুনায়াভিপেদিরে॥

ভা, পু, ৩-২০-২৩।

জঘন দেশ হইতে ব্রহ্মা অতি লোলুপ অসুর দিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কামার্ত্ত অসুরগণ নির্লজ্জ ভাবে ব্রহ্মারই অনুসরণ করিয়াছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণ লইলেন। বিষ্ণু বলিলেন।

"বিমুঞ্চাশুতনুং ঘোরাং॥

৩-২০-২৮

কাম কলুষিত এই ঘোর দেহ ত্যাগ কর। ব্রহ্মা সেই দেহ ত্যাগ করিলেন, এবং সন্ধ্যা সেই দেহ গ্রহণ করিল। অসুরেরা সন্ধ্যাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল।

শ্রীধর স্বামী বলেন "সর্ব্বত্র তনুত্যাগো নাম তত্তন্মনোভাবত্যাগো বিবক্ষিতঃ গ্রহণঞ্চ তত্তদ্ভাবা পত্তিঃ"। ব্রহ্মা সেই তনুত্যাগ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সেই মনোভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন। অন্যে সেই তনু গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ সেই ভাব গ্রহণ করিয়াছিল।

এইরূপে ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন মনোবিকার অবলম্বন করিয়া, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ভূত, পিশাচ, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, কিন্নর, কিম্পুরুষ এবং নাগ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল।

এই গেল প্রথম প্রবাহের সৃষ্টি, যাহাকে পুরাণ মূলক ইংরাজি পুস্তকে Elemental সৃষ্টি বলে।

দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টিকে মনুসৃষ্টি বলে। এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনের বৃত্তি বিকশিত করা। দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টির কথা পরে বলা হইবে।

যে সময়ে প্রথম সৃষ্টির প্রবাহ শেষ হয় এবং দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হয় সেই সময়ে দক্ষ ও শিবের বিবাদ হয়। এক প্রবন্ধে সে কথার মীমাংসা হইবেনা বলিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে সে কথা লেখা হইবে।

এখন প্রথম প্রবাহের সৃষ্টি সম্যক রূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা-যায়, যে এই সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব এই তিনেরই সহকারিতা আছে।

শিব হইতে জীবের তামসিক অধঃপতন, ব্রহ্মা হইতে তাহার ভেদ এবং বিষ্ণু হইতে সেই ভেদের অবস্থিতি।

যখন জীব এই অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইল, ব্রহ্মার প্রিয় পুত্র কৃতঘ্ন দক্ষপ্রজাপতি মনে করিল, আর শিবের আবশ্যকতা নাই। দক্ষ ইহা জানিতনা, যে দ্বিতীয় প্রবাহের সৃষ্টিতে শিবের সহকারিতা অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই অজ্ঞান বশতঃ শিবের সহিত তাঁহার কলহ।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

উত্তরাখণ্ডে।

মহাপুরুষ কপোলদেশ স্পর্শ করিলে, চিন্তামণি যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন সেই চিন্তাতেই তাঁহার মন নিমগ্ন হইল। তিনি অনুমান করিলেন যে, সেই অদ্ভুত তৈল লেপনই তাঁহার মস্তিষ্কের ভাব পরিবর্ত্তনের অভূত পূর্ব্ব কারণ। মহাত্মাগণের ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে তাঁহার চিন্তাস্রোত আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত হওয়ায়, নবীন নীরদ নিকরে বিদ্যুদ্দামবৎ সুস্পষ্ট ও পরিস্কৃত হইয়া আসিতে লাগিল। প্রখর সৌর কিরণে যেমন কুজ্ঝটিকা বিনষ্ট হইয়া যায় সেইরূপ, হিমাদ্রি শিখরস্থ-মহাত্মাদিগের লোকাতীত ক্ষমতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংশয় তাঁহার মানসক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। তিনি চিন্তাদ্বারা এ সমুদয়ই বুঝিতে পারিলেন।

এইরূপ চিন্তাকালে যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সেই "জ্ঞান ভাণ্ডারে" আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি বারত্রয় দ্বারে আঘাত করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিন্তামণি সন্তোষ জ্ঞাপক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,— "আসিতে আজ্ঞা হউক ; আপনার দ্বারা আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমার অন্তর এক্ষণে আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ। "আমি মহাত্মাগণের অনুজ্ঞা ক্রমে আপনাকে দীক্ষিতগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য গুপ্ত বিদ্যাশিক্ষা দিতে আসিয়াছি। তদ্বারা আপনি ক্রমে ক্রমে জগৎ পরিচালনের সাধারণ ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় সমুদয় নিয়মই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। এই বিদ্যা অভ্যাসে প্রথমতঃ কতকগুলি সামান্য সামন্য ক্ষমতা জন্মে, যথা আপনার ওজঃ যে কোন ব্যক্তির ওজঃ সংসৃষ্ট হয়, তাহারই গূঢ় চিন্তার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায়। সযত্নে ও সাবধানে অভ্যাস করিলে ক্রমে স্থূল দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক লিঙ্গ শরীরে নিমেষ মধ্যে যথা ইচ্ছা গমন করা যায়। অধিক-তর অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সেই সূক্ষ্ম দেহকে স্থূলদেহে পরিবর্ত্তন করিয়া

সমুদয় ইন্দ্রিয় বিষয়ান্তর্ভূত করা যায়; সুতরাং আত্মীয় বন্ধু যে যেখানে থাকুক না কেন ইচ্ছা ক্রমে তাহাদিগের সহিত শিষ্টালাপ করা সহজ সাধ্য হইয়া উঠে, অধিক কি মৃত ব্যক্তিগণের সহিত ও দেখা, সাক্ষাৎ, সম্ভাষণ চলিতে পারে। কেমন স্বীকার আছেন ?"

চিন্তামণি দৃঢ়তা সহকারে কহিলেন—"ইহাতে আর সন্দেহ কি ? আমি সর্ব্বদাই আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।"

ব্রাহ্মণ। "নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় এই ভাবে এখন এই চেয়ার খানিতে শয়ন করুন।"

চিন্তা। " নিদ্রা যাইতে হইবে ?"

ব্রা। "আপনার এই শরীর নিদ্রাবস্থাপন্ন হইবে বটে, কিন্তু আপনার আত্মা বর্ত্তমানাবস্থাপেক্ষাও বরং সচেতন থাকিবে।"

"কোন বিষয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী ও একাগ্র গভীর চিন্তা করা এক প্রকার অসম্ভব। ক্ষণমাত্রের জন্যও জ্ঞান শাস্ত্রের কোন একটী বিষয় চিন্তা করিতে গেলে দেখা যায় যে, অপরাপর বহুবিধ চিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিয়াছে। সম্মুখে চারি পাঁচ অঙ্গুলী অন্তরে কোন বিন্দুতে—সাধারণতঃ নাসিকাগ্রে দর্শন শক্তি পুঞ্জীকৃত করিলে কপোল পার্শ্ববর্ত্তী স্নায়ু মণ্ডলে একটা টান পড়ে, তাহাতে চিন্তনীয় বিষয়ের ব্যাঘাত উৎপাদন করে না, অথচ অপরাপর চিন্তা স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় মন একাগ্র হয়। বহু কাল পূর্ব্বে মহাত্মাগণ এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু এইটীকেই মনের স্থৈর্য্যের বিশিষ্ট উপায় বলিয়া মনে করিবেন না। মহাত্মাগণ স্থূল জগতের উপর যে সকল ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আত্মার শক্তি বিকাশের অন্তর্ভূত। প্রকৃতির মানসিক আকর্ষণী-শক্তি ও মনোবিজ্ঞানের পূর্ণ জ্ঞান হইতেই সে সমুদয় লাভ করা যায়। অদ্য প্রাতে আমার আশ্রমে আপনিই ফ্রান্সদেশীয় কোন বাতুলাগারে রোগীদিগের পরীক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণের ওজঃ বিস্তার আবিষ্কারের কথা কহিয়াছিলেন ; সন্নিহিত বস্তুর ওজঃ শক্তির সম্যক্ বশীভূত করিবার জন্য প্রথমতঃ তাহাদিগকে অচেতন করা আবশ্যক ইহাও বলিয়াছিলেন; এ সমস্ত অবশ্য আপনার স্মরণ আছে॥"

"এক্ষণে একটু মন দিয়া শ্রবণ করুন, কারণ কোন বিশেষ গুপ্ত সত্য আপনাকে বুঝাইয়া দিব। পার্থিব বস্তুর ন্যায় গগন বিহারী গ্রহ নক্ষত্রাদিও ওজঃ সমন্বিত। পরব্রহ্মের ওজঃ পুঞ্জে সমস্ত বিশ্ব সংসার গ্রথিত। সেই ওজঃপুঞ্জ প্রভাবে নিখিল সংসার পরিচালিত ও ক্রমবিকাশমার্গে প্রধাবিত হইয়া, লীন হইবার জন্য সেই পরব্রহ্মাভিমুখে গমন করিতেছে। জীবাত্মা চেষ্টাদ্বারা যদৃচ্ছা ক্রমে সকলের মূল ওজঃ, শ্রীভগবানের পবিত্র ওজঃ পুঞ্জ হইতে ওজঃ শক্তি গ্রহণ করিতে পারে। এই সত্য আপনার, গভীর চিন্তার বিষয় হওয়া আবশ্যক।"

"মনুষ্যের জীবাত্মাই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন স্থানে উপস্থিত হইলে, আপন ক্ষমতানুযায়ী সেই জগদ্ব্যাপী ওজঃ গ্রহণে সমর্থ। রুগ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় নিচয় স্বভাবতঃ শিথিল হইয়া থাকে, তাহার উপর সেই সকল উন্মাদ-গ্রস্তগণকে অচেতন করিয়া তাহাদিগের ইন্দ্রিয়ের সমধিক শিথিলতা সম্পাদন পূর্ব্বক সন্নিহিত বস্তুর ওজঃ গ্রহণে সমধিক সক্ষম করা হয়। সেইরূপ সাধকগণের ইন্দ্রিয় নিচয় নিস্তেজ হয় কিন্তু সে নিস্তেজতা রোগে নহে ; অধ্যয়ন, ধ্যান, ধারণা, মৌন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নৈতিক আলোচনাদি দ্বারা তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে হীনতেজ করিয়া, স্ববশীকরণ দ্বারা (১) আপনাকে দৈব ওজঃ, অধিক কি পরব্রহ্মের ওজঃ গ্রহণে সমর্থ করিয়া তুলেন।"

"অন্য কর্ত্তৃক বশীকৃত ব্যক্তি বশীকরণ কারীর (২) দাস স্বরূপ। তিনি সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ কারীর সদসৎ প্রবৃত্তির আয়ত্বাধীন হইয়া পড়েন। অন্যের উপর এইরূপ কার্য্য করিবার অধিকার মহাত্মাগণের নাই॥"

---

(১) "বশীকরণ" শব্দটি বহিঃ প্রজ্ঞা আচ্ছন্ন করিয়া অন্তঃপ্রজ্ঞ হওয়া বা করা (ইংরাজিতে যাহাকে Mesmerism বলে) সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে উহা কদর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আপন অসদভিপ্রায় সংসাধনার্থ অন্যের বহিঃপ্রজ্ঞা আচ্ছন্ন করা অর্থেই উহার প্রয়োগ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে উহা প্রাচীন অর্থেই ব্যবহার করিব ; কারণ ঐ প্রাচীন অর্থবোধক দ্বিতীয় শব্দ দুষ্প্রাপ্য। স্ববশীকরণ Self mesmerism।

(২) এইটি বশীকরণের আধুনিক বা কদর্থ॥

"প্রত্যেক মহাত্মাই ইচ্ছামাত্র স্ববশীকৃত হইয়া স্থূল জগতে অন্য মনুষ্যের সংসর্গ এবং ইন্দ্রিয়াতীত লোকে পরব্রহ্মের পর্য্যন্ত সংসর্গ লাভে সমর্থ হয়েন॥"

"আপনি স্বীয় তর্জ্জনীর অগ্রভাগ নাসিকার অদূরে ধারণপূর্ব্বক তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ইপ্সিত বিষয় ধ্যান করুন, এবং যে সময় মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন তাহাও স্থির করুন। কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে, সত্যপথ প্রদর্শনার্থ একান্তমনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে ইহা যেন স্থির থাকে, প্রার্থনা মধ্যে ইহাও যেন নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত না হন যে, তিনি যেন আপনাকে দুর্ঘটনা সমূহ হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করেন। দুর্ঘটনা নিবারণার্থ রক্ষা কবচ খানি সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে বিস্মৃত হইবেন না; কারণ আপনার আত্মার সমুদয় দ্বার সর্ব্বদা বিশেষতঃ এই সময়ে উদ্ঘাটিত থাকিবে। তদ্দ্বারা মঙ্গলামঙ্গল উভয়বিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ। কবচ খানি মেষ শাবকের লোমে কুমারীদ্বারা সূত্র প্রস্তুত ও বয়ন করাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং মহাত্মাগণ একত্রিত হইয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে উহাতে ওজঃ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছেন কি?"

"ব্রাহ্মণ চিন্তামণির চৌরখানির সম্মুখবর্ত্তী টেবিলের উপর তাঁহার হস্তদ্বয় স্থাপিত করাইয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অনুমান ছয় অঙ্গুলি অন্তরে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ স্থাপন করিলেন ও তাঁহাকে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কহিলেন। তদনুসারে তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টি শক্তি পুঞ্জীকৃত করায় তাঁহার ললাটস্থ পেশীচয় ব্যথিত হইলেও তিনি কথাঞ্চিৎ সমর্থ হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মণিদ্বয় সুস্থির হইল না। তখন ব্রাহ্মণ বদরীফলাকৃতি একটি রজত বর্ত্তুল গ্রহণপূর্ব্বক তর্জ্জনীর অগ্রভাগের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন ও কহিলেন "এক্ষণে মনে মনে অভীষ্ট বিষয় ধ্যান করুন ও দণ্ডেক কালমধ্যে জাগৃত হইবার সংকল্প করুন।"

চিন্তা। "করিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ। "উত্তম; এক্ষণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এইটি দেখুন।"

এবার চিন্তামনির দৃষ্টি অনেকটা স্থির হইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থায় শয়ন করাইয়া সন্তোষ ব্যঞ্জক স্মিতমুখে "ঠিক হইয়াছে" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া গেলেন॥

কিয়ৎক্ষণ পরে চিন্তামণির বোধ হইল যেন তাঁহার মস্তিষ্কের কোন বিন্দু হইতে একখণ্ড মেঘ নির্গত হইয়া গৃহস্থ যাবতীয় বস্তু হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিল মেঘখানি যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল যেন তাঁহার দর্শন ক্ষমতা অন্তর্হিত হইল। আর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাঁহার বোধ হইল যেন উহাও ক্রমশঃ অপসৃত হইতেছে যেন তাঁহাকে তিমিরাবৃত করিয়া তুলিতেছে এবং তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই অনুভূতি গাঢ়তর হইলে যেন পতনের সহিত তাঁহার চৈতন্য অন্তর্হিত হইল। চৈতন্য পুনরাগত হইলে, তিনি দেখিলেন যে, তিনি অননুধারণীয় বেগে গগনমার্গে গমন করিতেছেন; একটি সুবর্ণোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম সূত্রের এক প্রান্ত তাঁহার পশ্চাতে সংলগ্ন, তাহার অপর প্রান্ত চেয়ারে শয়িত নিস্পন্দ ও অচেতন বৎ প্রতীয়মান তাঁহারই দেহে সংসৃষ্ট।

ক্রমশঃ।

উপনিষৎ।

—*০০*—

ভগবান্ আমাদের অতি নিকটে—নিকট হইতেও নিকটে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি এরূপ বিনষ্ট হইয়াছে যে, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম নহি। তিনি অতি নিকটে থাকিয়াও যেন আমাদের অতি দূরবর্ত্তী হইয়া গিয়াছেন, অতি আত্মীয় হইয়াও যেন পর হইয়া গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই ত আমাদের এত ক্লেশ, এত যাতনা! সেই আনন্দময় ভগবান্‌কে না পাইলে ত আর আমাদের সকল যাতনা সকল ক্লেশ দূর হইবে না।

'উপনিষৎ'-শাস্ত্র সেই ভগবান্‌কে—যিনি আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও সুদূরবর্ত্তী হইয়াছেন, একান্ত আত্মীয় হইয়াও পর হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবান্‌কে সেই আনন্দময়কে আমাদের হাতে হাতে সমর্পণ করিয়া দেন, 'উপনিষৎ'-শাস্ত্রই সেই সুদূর প্রদেশে অবস্থিত ভগবান্‌কে আমার নিকটে আনিয়া নিশ্চয়রূপে জানাইয়া দেন যে, ইনিই তোমার আনন্দের নিদান ভগবান্। 'উপনিষৎ'-শব্দের অর্থও তাহাই। উপ+নি+যদ্+ক্বিপ্=উপনিষৎ। ব্রহ্মবস্তু আমাদের সকলেরই 'উপ'—সমীপে, ইহা 'নি',—নিশ্চয়রূপে, জানাইয়া যে শাস্ত্র তাঁহাকে 'যদ্'—গমন করাইয়া—লাভ করাইয়া—পাওয়াইয়া দেয়, সেই শাস্ত্রেরই নাম—উপনিষৎ। সুতরাং আনন্দ-ভিখারী অধিকারিমাত্রেরই সেই 'উপনিষৎ'-শাস্ত্র আলোচনা করা উচিত। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা পন্থার অনুগ্রাহক গ্রাহকগণকে সম্প্রতি সটীক, সানুবাদ ও সতাৎপর্য্য 'ঈশ-উপনিষৎ' ও উপহার প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

প্রধানতঃ দ্বৈত ও অদ্বৈতভেদে দুই প্রকার মত আমাদের দেশে প্রচারিত আছে। উপনিষদেরও উভয় মতেরই ভাষ্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অদ্বৈত মতের গ্রন্থেরই বহুল প্রচার আমাদের দেশে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দ্বৈত মতের গ্রন্থের প্রচার অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ অধিকার ভেদে বা অবস্থা ভেদে উভয় মতই অনেকের উপকার প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা সুপ্রসিদ্ধ দ্বৈতবাদী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মতের অনুমোদিত শ্রীমৎ রাঘবেন্দ্রযতি বিরচিত টীকার সহিতই উপনিষৎ গ্রন্থের প্রচারে ব্রতী হইলাম।

কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনের ভার লইয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সমালোচনা।

১। শ্রীচৈতন্যভাগবত।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। মহানুভব বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যলীলার আদিগ্রন্থ চৈতন্য ভাগবতের নূতন করিয়া আর কি পরিচয় দেওয়া যাইবে। সম্পাদক মহাশয় বহুদিনের পুরাতন পুঁথি মিলাইয়া বিবিধ পাঠান্তর, সংস্কৃত শ্লোক সমূহের যথাযথ টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সহ বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের জীবনী, প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দ সমূহের অর্থ ও দুরূহ স্থলের তাৎপর্য্য প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় যে প্রকার পণ্ডিত সম্পাদন কার্য্য ও তদনুরূপ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গোস্বামী মহাশয় সম্পাদন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বরাজ্য প্রবেশ করিবার চূড়ান্ত পুস্তক "শ্রীলঘু ভাগবতামৃতম্" ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উত্তম। মূল্য ও তুলনায় অধিক নহে। এক কথায় উক্ত পুস্তকের এ প্রকার সংস্করণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

এ প্রকার গ্রন্থের নির্ভুল ও বিশুদ্ধ সংস্করণ যেরূপ বাঞ্ছনীয় সাধারণের উহার প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদান ও সেইরূপ প্রার্থনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তকের সাধারণ্যে বহুল প্রচার দেখিলে আমরা সুখী হইব।

গ্রন্থের মূল্য রাজসংস্করণ ২॥০ গার্হস্থ্য সংস্করণ ১॥০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

কলিকাতা, সিমলা ১১ নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেনে প্রাপ্তব্য।

২। সচিত্র ইণ্ডিয়া-ডাইরেক্টারি—পি, এম, বাগ্‌চি কোং কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৩৮।১, মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট হইতে উক্ত কোং দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধাই ১৲ চলিত কাপড়ে বাঁধাই ১।০ উত্তম কাপড় বাঁধাই ১॥০ মাত্র।

আজ কাল কি সহর কি মফস্বল বাঙ্গালার সর্ব্বস্থানের লোকের পূর্ব্বের ন্যায় কেবল সামান্য চাকরি ও চাষাদি দ্বারা সচ্ছন্দে আর জিবিকা-নির্ব্বাহ হয় না। প্রায় সকলকেই নানাকর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই প্রবল হওয়ায় নানাবিষয়ের অনুসন্ধান রাখিতে হয়; বিষেশতঃ ধনী ও ব্যবসায়ীদের ত কথাই নাই।

যে পুস্তকে নানাবিষয়ের অনুসন্ধান লেখা থাকে তাহার নাম ডাইরেক্টারি। এইরূপ পুস্তকের অভাব হওয়ায় মেসার্স থ্যাকার, স্পিংক এণ্ড কোং ইংরাজিতে প্রকাশ করিয়া তাহার অভাব মোচন করেন। কিন্তু ঐ পুস্তকখানি ইংরাজিতে প্রকাশ ও বর্ত্তমান ২৪, চব্বিশ টাকা মূল্য বলিয়া প্রকৃত পক্ষে এই দরিদ্র বাঙ্গালা দেশের ও সাধারণ ইংরাজি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দিগের অভাব মোচন হয় নাই। বহুদিনের এই অভাব মোচনার্থ পি, এম, বাগ্‌চি কোং বহু ব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া অতি অল্প মূল্যে উক্ত প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আশা করি সর্ব্ব সাধারণে উক্ত কোং কে উৎসাহ দানে উৎসাহিত করিবেন যাহাতে ভবিষ্যতে উক্ত গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কলেবর লাভ করিতে পারে।

৩। ২০ নং লাল বাজার ষ্ট্রীট স্থিত বিখ্যাত চশমা বিক্রেতা মেঃ দে মল্লিক কোম্পানীর ১ খানি সুন্দর ছবি যুক্ত সিট পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি, ছবি খানি একটি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তি। যোগিনী নিভৃত নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য প্রদেশে শিলা খণ্ডের উপর ভক্তি ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্না। পূর্ণ বয়স্কা সেই যোগিনীর সেই পবিত্র ভাব স্বতই ভক্তি প্রবর্ত্তক।

পন্থার গ্রাহক মাত্রেই ৵০ আনায় ডাক মাশুল উপরে লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে এক খানি পাইতে পারিবেন।

৩য় ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। [২য় সংখ্যা।

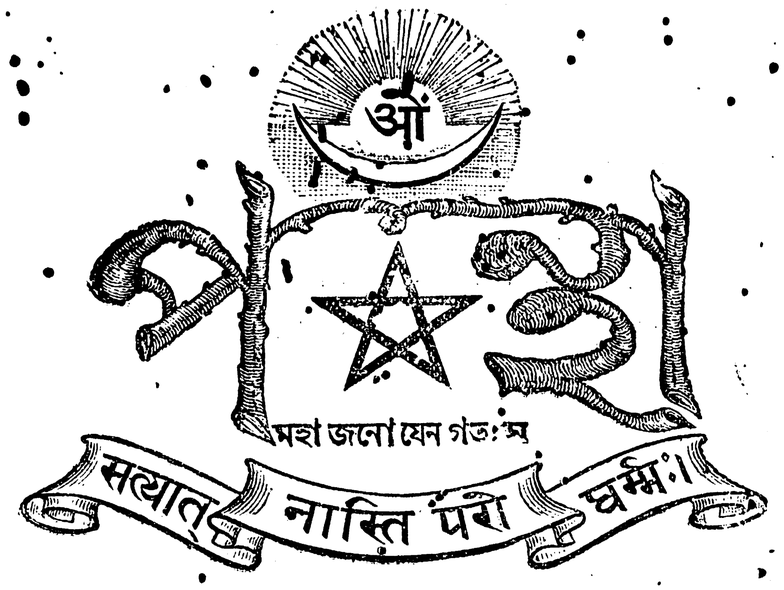

মাসিক পত্রিকা

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও

পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী

সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

৩৯। ১ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকের নাম।	পৃষ্ঠা
১। শ্রীহরিস্তোত্রম্	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, ...	৩১
২। জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৩৮
৩। সাধনা	শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বি-এ, ...	৪৬
৪। স্বপ্নেদীক্ষা		৫১
৫। আরোগ্য	শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত	৫৯
৬। আমি কি চাই	শ্রীশরৎচন্দ্র দেব	৬২

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০

অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।

"ভারত-দর্পণ প্রেস" হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।

১৭৩। ১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। ৩৯, ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ও ৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে, প্রাপ্তব্য।

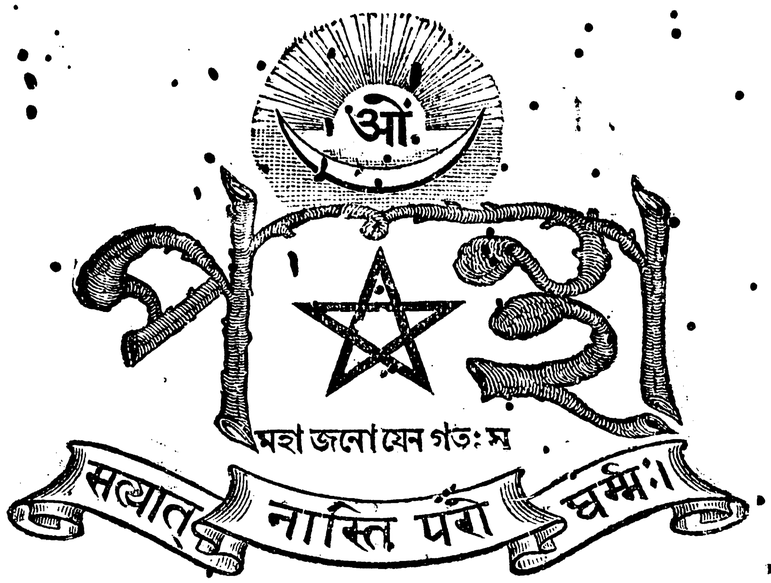

৩য় ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল। { ২য় সংখ্যা।

শ্রীহরিস্তোত্রম্‌।

(ব্রহ্মানন্দ কৃতম্‌)

[১]

জগজ্জালপালং কচৎকণ্ঠমালং
শরচ্চন্দ্রভালং মহাদৈত্যকালম্‌।
নভোনীলকায়ং দুরাবারমায়ং
সুপদ্মাসহায়ং ভজেঽহং ভজেঽহম্‌॥

এই ত্রিসংসার যিনি করেন পালন,
শব্দ করে কণ্ঠে যাঁর মালা অনুক্ষণ,
যাঁহার ললাট শরচ্চন্দ্রের মতন
পরম প্রশস্ত পুনঃ পরম শোভন,

মহাকাল সদা যিনি করেন দমন,
অকাশের মত যাঁর শ্যামল বরণ,
যাঁর মায়াজালে বদ্ধ এই ত্রিভুবন
ছেদন করাও যাহা অসাধ্য সাধন,
কমলা সহায় যাঁর রন্ সর্ব্বক্ষণ
সদা আমি ভজি সেই হরির চরণ।

[২]

সদাম্ভোধিবাসং গলৎপুষ্পহাসং
জগৎসন্নিবাসং শতাদিত্যভাসম্।
গদাচক্রশস্ত্রং লসৎপীতবস্ত্রং
হসচ্চারুবক্ত্রং ভজেহহং ভজেহহম্।

ক্ষীরোদ সাগরে যাঁর সদাই শয়ন,
গলে যাঁর পুষ্পমালা পরম শোভন,
ত্রিসংসারে ব্যাপ্ত হয়ে যিনি সদা রন্,
শত সূর্য্য সম যাঁর উজ্জ্বল বরণ,
গদা চক্র অস্ত্র যিনি করেন ধারন,
পরিধানে পীতবর্ণ যাঁহার বসন,
হাস্যময় সদা যাঁর সুন্দর বদন,
সদা আমি ভজি সেই হরির চরণ।

[৩]

রমাকণ্ঠহারং শ্রুতিব্রাতসারম্
জলান্তর্বিহারং ধরাভারহারম্।
চিদানন্দরূপং মনোজ্ঞস্বরূপম্
ধৃতানেকরূপং ভজেহহং ভজেহহম্।।

কমলার কণ্ঠহার যিনি অনিবার,
চতুর্ব্বেদে বলে যাঁরে একমাত্র সার,
ক্ষীরোদ-সাগর-জলে যাঁহার বিহার,
জন্ম লইলেন যিনি হরিতে ভূভার,
চিদানন্দে মত্ত যিনি রন্ অনিবার,
মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তি সদাই যাঁহার,
নানারূপ ধরি যিনি নানা অবতার,
সেই শ্রীহরির পদ ভজি অনিবার।

[৪]

জরাজন্মহীনং পরানন্দপীনম্
সমাধানলীনং সদৈবানবীনম্।
জগজ্জন্মহেতুং সুরানীককেতুম্
ত্রিলোকৈকসেতুং ভজেহহং ভজেহহম্।।

কিবা জরা, কিবা জন্ম, নাহি যাঁর রয়,
পরম আনন্দে যিনি সদাই তন্ময়,
সদাই করেন যিনি সমাধি আশ্রয়,
পুরাণ পুরুষ বলি যাঁরে সবে কয়,
জগৎ সৃষ্টির যিনি একমাত্র হেতু,
দেবতাগণের যিনি একমাত্র কেতু,
ত্রিলোকগমনে যিনি একমাত্র সেতু
সেই শ্রীহরির পদ ভজি মোক্ষহেতু।

[৫]

কৃতাম্নায়গানং স্বগাধিশয়ানম্
বিমুক্তের্নিদানং হরারাতিমানম্।
স্বভক্তানুকূলং জগৎবৃক্ষমূলম্
নিরস্তার্ত্তশূলং ভজেহহং ভজেহহম্।।

সদাই করেন যিনি চতুর্ব্বেদগান,
খগেন্দ্র গরুড় যাঁর একমাত্র যান,
সংসার মোচন কার্য্যে যিনিই নিদান,
হরশত্রু স্মর যাঁর সম্মান কারণ,
নিজভক্তজনে যিনি সদা অনুকূল,
জগৎ বৃক্ষের যিনি একমাত্র মূল,
নিরন্ত করেন যিনি পীড়িতের শূল,
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া ব্যাকুল।

[৬]

সমস্তামরেশং দ্বিরেফাভকেশম্
জগদ্বিম্বলেশং হৃদাকাশদেশম্।
সদা দিব্যদেহং বিমুক্তাখিলেহম্
সুবৈকুণ্ঠগেহং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যিনিই সুরেশ,
ভ্রমর সমান যাঁর কৃষ্ণবর্ণ কেশ,
অনন্ত-সংসার এই যাঁর বিম্বলেশ,
হৃদয় আকাশ যাঁর অতি প্রিয়দেশ,
অতি মনোমুগ্ধকর রয় যাঁর দেহ,
নিরন্তর রন্ যিনি মুক্ত অখিলেহ,
সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম যাঁর প্রিয় গেহ,
সেই শ্রীহরিরে ভজি;-আর নাই কেহ।

[৭]

সুরালীবলিষ্ঠং ত্রিলোকীবরিষ্ঠম্
গুরূণাংগরিষ্ঠং স্বরূপৈকনিষ্ঠম্।
সদাযুদ্ধধীরং মহাবীরবীরম্
ভবাম্ভোধিতীরং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

বলিষ্ঠ যাঁহার মত কোন দেব নয়,
বলিষ্ঠ যাঁহার মত সংসারে না রয়,
গরিষ্ঠ যাঁহার মত কোন গুরু নাই,
একনিষ্ঠ নিজরূপে যিনিই সদাই,
যুদ্ধের সময় যিনি পরম সুধীর,
বীরের মধ্যেও যিনি মহাশ্রেষ্ঠ বীর,
ভবসাগরের যিনি একমাত্র তীর,
সেই শ্রীহরিরে ভজি হইয়া অধীর।

[৮]

রমাবামভাগং তলালগ্ননাগং
কৃতাধিনযাগং গতারাগরাগম্।
মুনীন্দ্রৈঃ সুগীতং সুরৈঃ সম্পরীতং
গুণাধৈরতীতং ভজেঽহং ভজেঽহম্॥

কমলা শোভেন যাঁর সদা বামভাগ,
যাঁহার শয়নতলে রয় শেষ নাগ,
যাঁর তরে লোক জন নিত্য করে যাগ,
কোন বিষয়েই নাই যাঁর অনুরাগ,
মুনিগণ-মুখে যিনি সদাই সুগীত,
সুরগণে-রন্ যিনি সদা পরিবৃত,
ত্রিভুবন মধ্যে যিনি গুণের অতীত,
সেই শ্রীহরিরে ভজি ভক্তির সহিত,

[৯]

ইদং যস্তু নিত্যং সমাধায় চিত্তম
পঠেদষ্টকম্ কণ্ঠহারং মুরারেঃ।
স বিষ্ণোর্বিশোকং ধ্রুবং যাতি লোকং
জরাজন্মশোকং পুনর্ব্বিন্দতে ন॥

হরির কণ্ঠের হার এই শ্লোকচয়.
যেই জন পঠে নিত্য হইয়া তন্ময়,
নিশ্চয় সে জন লাভ করে বিষ্ণুলোক,
নাহি থাকে তার আর জরাজন্মশোক।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ।

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবকে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনের তথ্য কি?" পরমহংস উত্তর করেন "আমি অত জানিনা বাপু, আমি কেবল মাকে জানি"। পরমহংসদেবের এই উত্তরেই, প্রশ্নের যে প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইয়াছে ইহা কিন্তু অনেকে ভাবেন নাই! "আমি কেবল মাকে জানি" এই বাক্যটির ভিতর কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলেই, জ্ঞেয় কি, জ্ঞান কি, এবং জ্ঞাতা কে তাহা বেশ সহজে বুঝা যায়। এই বাক্যটির কর্ম্ম কারক 'মা'ই সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের **জ্ঞেয়**; কেবল এই 'মা'কে জানাই প্রকৃত **জ্ঞান** এবং এই জ্ঞানে যিনি জ্ঞানী তিনিই **জ্ঞাতা**; তিনিই 'আমি' অর্থাৎ **আত্মা**। পরমহংসদেব এই 'মা' শব্দ, যে জগজ্জননীকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ভাগবদ্গীতা শাস্ত্রের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক যোগ কথিত হইয়াছে, জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই তিনের বিচার দ্বারাই ঐ যোগ অভ্যাস করিতে হয়। জ্ঞেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে গীতার কথা এই—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।
১৩ অধ্যায় ১২ শ্লোক।

যাহা জ্ঞেয়, যাহা জানিলে জীব অমৃত ভোগ করেন তাহা বলিতেছি। তাহা অনাদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম। তিনি না সৎ না অসৎ বলিয়া উক্ত হয়েন।

পরিণাম শীলা বলিয়া যাঁহাকে সৎ বলিতে পারি না অথচ তিনি জগতের আদি হেতু বলিয়া অসৎ শব্দের বাচ্যাও নহেন তিনিই সাংখ্য দর্শনের মূল প্রকৃতি; তিনিই সাধকের কাছে মা জগজ্জননী।

জ্ঞেয় কথাটির অর্থ যাহা জানিবার বিষয়। জানিবার বিষয়ত মানবের অনেকই আছে; তবে কেবল ব্রহ্মকেই জ্ঞেয় বলা হইল কেন? সত্যানুসন্ধিৎসা প্রেরিত সাধক এমন তত্ত্ব জানিতে যান যাহা জানিলে সব জানা হয়, যাহা জানিলে জিজ্ঞাসা রূপ ক্ষুধার পরাশান্তি লাভ হয়, যাঁহা জানিলে জানিবার আর কিছুই বাকি থাকে না। এক মাত্র ব্রহ্মই সেই তত্ত্ব; সেই জন্য সাধকের কাছে জানিবার যোগ্য পদার্থ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় সেই এক মাত্র ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জ্ঞেয়তত্ত্বকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান; সেই জ্ঞানের নাম মহাবিদ্যা।

ব্রহ্ম পদার্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম সূত্রকার ব্যাসদেব বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। অস্য অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি যাঁহা হইতে হইয়াছে তাঁহার নাম ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে তিনি চেতন কি অচেতন? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন "ঈক্ষতের্নাশব্দং"। ঈক্ষতেঃ অর্থাৎ ঈক্ষিতৃত্বাৎ জগৎ কারণং ন অশব্দং অচেতনং। উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে সেই এক অদ্বিতীয় সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং ভাবিলেন আমি বহু হইব উহা হইতেই জগৎ সৃষ্টি হইল; জগৎকারণের এই ঈক্ষিতৃত্ব থাকা নিবন্ধন জগৎকারণ ব্রহ্ম অচেতন নহেন। সাংখ্যকার বলেন জগৎকারণ অব্যক্ত প্রকৃতি অচেতন এবং এই অব্যক্ত প্রকৃতিতত্ত্ব ভিন্ন আর এক

অব্যক্ত তত্ত্ব আছে তিনি পুরুষ এবং চেতন। বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন মধ্যে এই এক মহাবিবাদ আছে কিন্তু সাধক যিনি জগজ্জননীকে প্রকৃতিকে 'মা' বলিয়া ডাকেন তাঁহার কাছে এই বিরোধ কেবল কথার ঝগড়া মাত্র। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন বটে কিন্তু সেই অচেতন কথার অর্থ স্পন্দহীন জড় পদার্থ নহে। সাংখ্যকার যাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়াছেন গীতাশাস্ত্র ভগবান তাঁহাকেই পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদংধার্য্যতে জগৎ ॥

জীবভূতা যিনি এই জগৎ ধরিয়া আছেন তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি জীবন শূন্যা নহেন তিনিই জীবন স্বরূপিনী। তবে সাংখ্যকার যে তাঁহাকে অচেতন বলিয়াছেন সেই অচেতন কথার অর্থ কি তাহা সাংখ্যদর্শনের গুটিকত সূত্র অবলম্বনে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ধেনুবৎ বৎসস্য।

প্রকৃতির সৃষ্টি চেষ্টা কিরূপ? বৎস সন্নিধানে বৎস জন্য ধেনুর স্তনে দুগ্ধসঞ্চারের ন্যায়। পুরুষ সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয় এবং সত্ত্ব রজ ও তমঃ সংঘাত হইতে নানাবিধ সজীব দেহ সৃষ্টি হয়; পুরুষ ঐ দেহাধিষ্ঠিত হইয়া গুণ ভোগ করেন। প্রকৃতির কার্য্য পরার্থ এই জন্য প্রকৃতি অচেতন এবং যাঁহার জন্য প্রকৃতির চেষ্টা তিনি চেতন।

সংহত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য ॥

সাংখ্যদর্শন ১ম অধ্যায় ৬৬ সূত্র।

সাংখ্য দর্শনে যে চেতন ও অচেতন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অর্থ কি তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারি। যাঁহার স্বার্থ আছে তাঁহার নাম চেতন আর যিনি পরের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন তিনি চেতন নহেন। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোজ্য প্রসবিনী; পুরুষ বৎস, প্রকৃতি ধেনু; পুরুষ জননীর স্তন্যপান পিপাসু, প্রকৃতি

স্নেহময়ী স্তন্যদাত্রী জননী। সাংখ্যের চেতন ও অচেতন কথার এই অর্থ।

সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকে অচেতন বলাতে অনেকে মনে করেন তবে বুঝি সাংখ্যের প্রকৃতি বিস্তৃত জড়পরমাণু পুঞ্জ মাত্র (Chaotic & Cosmic matter) বই আর কিছুই নহে; সাংখ্যদর্শনের এই কদর্থবাদ মহাঅনিষ্টপ্রদ সেই জন্য উক্ত কদর্থবাদ খণ্ডন জন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে সাংখ্যদর্শনের অচেতন জগৎকারণ বাদ যে ভ্রান্ত তাহার বিচার করিয়াগিয়াছেন। শঙ্করশিষ্যগণ সেই জন্য অনেকেই গোঁড়ামি ধরিয়া সাংখ্যের উপর খড়্গ হস্ত। আমরা বলি যে গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া যদি দর্শন শাস্ত্র সকলের সদর্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি তবে সকল দর্শনেরই সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। পাণ্ডিত্যাভিমানী সাংখ্যবাদী ও বেদান্তবাদী জগৎকারণ চেতন কি অচেতন এই লইয়া বিবাদ করিয়া থাকেন এবং বরাবরই করিবেন সাধক কিন্তু তাঁহাদের বিবাদ দেখিয়া হাঁসেন মাত্র। তাঁহারা যতক্ষণ বিবাদ করিবেন সাধক ততক্ষণ জগজ্জননীকে স্নেহময়ী জননী জানিয়া চুপে চুপে তাঁহার স্তন্যপান করিতেই ভাল বাসেন। এই মাতৃদুগ্ধ কি জান? ওঁকার রূপ অমৃতই এই মাতৃস্তন্য আবার এই ওঁকারই ব্রহ্মের জগদ্‌যোনির নাম। ওঁ শব্দটি বাচক, ব্রহ্ম বা প্রকৃতি এই শব্দের বাচ্য। হৃদয় হইতে উত্থিত নাদধ্বনি যে অনন্ত অব্যক্তে লয় হইয়া যায় সেই অব্যক্তই ওঁকারবাচ্য জগদ্‌যোনি। এই জগৎদ্‌যোনিকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই পুরুষ এই দেহ রূপ ক্ষেত্র মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। সাধকের সাধনা প্রভাবে শক্তি যখন জাগ্রতা হন তখন এই পুরুষও জাগিয়া উঠেন। এই শক্তি কথার অর্থটি এই খানে বলা কর্ত্তব্য। মাতৃযোনি নিঃসৃত তেজঃস্বরূপ ওঁকার শব্দই এই শক্তি। এই শক্তির অপর নাম শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মই অব্যক্ত ব্রহ্মের (শব্দব্রহ্ম হইতে পার্থক্য রক্ষা জন্য যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে) বাচক, পরব্রহ্ম বাচ্য। ত্রিবৃৎসর্পস্বরূপিণী শক্তি যখন জাগিয়া উঠেন তখন ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষও জাগিয়া উঠিয়া সাধককে শক্তি উপাসনা শিখান। সাধক গুরু

অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের উপদেশ অনুসারে পূজা সমাপন করিয়া যখন শক্তি বিসর্জ্জন দেন, তখন, গুরুদেব ওঁকারের উদ্ভব ও লয়স্থানের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াদেন তৎ সৎ। শক্তির আবাহন করিলেই তাহার বিসর্জ্জন দিতে হয় এই বিসর্জ্জনের পর যাহা থাকে তাহাই সৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ যতক্ষণ সাধক জীবকে শক্তি পূজা করান ততক্ষণ তিনি এক শান্ত জ্যোতির্ম্ময় রূপধারী থাকেন; শিষ্যকে তৎ সৎ দেখাইয়া দিয়া তিনি ওঁ সোহং বলিয়া সেই অনন্তে মিশিয়া যান শিষ্যও তখন তৎ সৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া নিজেই সেই আনাদি অনন্ত অব্যক্ত এই ভাবে ভোর হইয়া শিবোহং এই জ্ঞান লাভ করেন। এই শিবোহং জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞেয় সৎস্বরূপ জগৎকারণকে যিনি জানেন সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই শিব, আমি যখন সেই জ্ঞেয়কে জানিব তখন আমিই সেই শিবত্ব পাইব ইহাই শিবোহং কথার অর্থ। সাধনার পন্থা দেখিয়া যিনি এই কথাগুলি বুঝিবেন তিনি দ্বৈতবদী, তিনি অদ্বৈতবাদী, তিনি পুরুষবাদী, তিনি প্রকৃতিবাদী, তিনি শক্তিবাদী, তিনি ব্রহ্মবাদী, তিনি নিরাকারবাদী এবং তিনিই আবার সাকারবাদী। অর্থাৎ সাধনার পন্থা পাইলে যে জ্ঞান পাওয়া যায় উহাই সর্ব্ববাদী সম্মত জ্ঞান। এই জ্ঞানই জ্ঞান আর যা কিছু সব অজ্ঞান। এই জ্ঞান যখন স্বরূপতঃ উদয় হয় তখন সাধক বুঝেন "আমি জানি কেবল মা"। এই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই (যিনি হৃদয়রূপ পুরীতে শয়ন করিয়া আছেন) ক্ষেত্ররূপা প্রকৃতিকে জানেন; সুতরাং যিনি কেবল রূপা মাকে জানিয়াছেন তাঁহার অহংজ্ঞান সেই পুরুষে লীন হইয়াছে অর্থাৎ তিনিই যে সেই পুরুষ ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। সেই অন্তর্যামী পুরুষ যিনি হৃদয় মধ্যে বাস করেন, যিনি কেবল আমার হৃদয়ে নহে, সকল জীবের হৃদয়েই বাস করেন যিনি সর্ব্বক্ষেত্রের জ্ঞাতা, আমিই সেই পুরুষ এইভাব উপলব্ধি জন্য সাধনাই অদ্বৈতবাদীর সাধনা। আমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব, জগৎকারণকে জানিতে চাই; এই হৃদয় মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কে আছ আমার মাকে দেখাইয়া দাও, আমার মায়ের

কথা সব আমাকে বলিয়া দাও এইরূপে ডাকিয়া গুরুকে ও মাকে জাগানই দ্বৈতবাদীর সাধনা। দুই পন্থার গম্য স্থল একই। দ্বৈতবাদী ও জ্ঞেয়তত্ত্বের জ্ঞাতা হইতে চান; অদ্বৈতবাদীও তাহাই চান। তবে আমাদের বিবেচনায় "গুরুদেব মাকে সঙ্গে লইয়া দেখা দাও" এই বলে কাঁদতে শিখা রূপ সাধনাই সোজা পন্থা। যেমন তেমন মা পেলেই কিন্তু ভুলে যেও না। ওঁকার বাচ্যা মাকে যতক্ষণ না পাবে ততক্ষণ গুরুঠাকুরকে ছাড়িওনা। মা সহজে তাঁহার স্বরূপ কাহাকেও দেখান না। স্বরূপ দেখাতে গেলে তাঁহাকে উলঙ্গ হইতে হয়; সেই জন্য সাধকের অন্তরে বাসনার লেশ মাত্র যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মা আপনার আবরণ উন্মোচন করেন না। ওঁকারের উদ্ভব ও লয়স্থান, যোনিরূপা মা জগজ্জননীর উদ্দেশে ক্রমাগত নমস্কার করিতে করিতে কাম ক্রমেই পরাজিত হয়; কামরূপ শত্রুর রক্তই মাতৃপদ রঞ্জন যোগ্য লাক্ষারস (আলতা); এই অলক্তে মায়ের পা সাজাইয়া তাহার উপর একটি ত্রিপত্র বিল্বপত্র যদি বসাইতে পার তবেই বাবার বড় আহ্লাদ। মার সেই আলতা পরা পা দেখে বাবা আর থাকতে পারেন না; সেই পা লইয়া বুকে ধরিয়া বসেন; আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। জগৎপিতার হৃদয় হইতে তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হয়; এইজ্যোতি এক প্রেমময়ী রূপ ধরিয়া সাধকের বামোরুতে আসিয়া বসেন ইহাঁর নাম ভক্তি। সাধকএই ভক্তিসহ মিলিত হইলেই দুইজনে মিলে কেবল জপ করিতে থাকেন। জপ করিতে করিতে সাধকের অহংকারটুকু ভক্তিদেবীতে লীন হইয়া যায়; এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যাঁহাকে ভক্তিদেবী বলিয়াছি ইনিই সাংখ্যদর্শনেয় বুদ্ধিতত্ত্ব; সাধকের সহিত এই বুদ্ধিতত্ত্বের মিলনের নামই ভাগবদ্গীতার কথিত বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগ। ভক্তিদেবী সাধকের অহংকারটুকু—অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই অভিমানটুকু লইয়া নিজে আবার মাতৃপদে লয় হইয়া যান। তখন সাধক আর সাধক থাকেন না; তিনি তখন সিদ্ধ হন। তখন তিনি দেখেন যে দেবী জগজ্জননী তাঁহারই হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আছেন। মা এইবারে তাঁহার স্বরূপ দেখান। পরম পুরুষার্থলাভে সিদ্ধপুরুষ তখন দেখেন কিছুই নাই কেবল আছেন

মা; এই মা অনন্ত অনাদি অব্যক্ত। ওঁ তৎ সৎ। মা এতক্ষণ সাকার ছিলেন মা এইবারে নিরাকার হন। পূর্ণানন্দ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞান পুরুষের আর থাকে না। পুরুষ তখন নিজেকেও দেখেন যে তিনি অনাদি অনন্ত অব্যক্ত নিরাকার; তিনি ইহাও বুঝেন স্বভাবতঃ তিনিই পূর্ণানন্দের ভোক্তা; এতদিন কি যেন এক ভ্রমে পড়িয়া নিজের এই স্বভাবিক স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। এই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অব্যক্ত পুরুষ সম্বন্ধীয় উপদেশ গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এবং গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত আছে।

সাংখ্য দর্শনকার বলেন যে নিরোধ শক্তির উদয়ে মন অহংকার তত্ত্বেলীন হয়, অহংকার তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয় এবং বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্তে লীন হয়। এই পর পর লীন হওয়ার অর্থ শক্তি সাধনা ব্যতিত অন্য কোনরূপ বুঝা যায় না। সাধকের অহংকার তত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হওয়া ও বুদ্ধিতত্ত্ব অব্যক্ত জননীতে লীন হওয়ার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অহংকার তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হইবার পূর্ব্বে মনস্তত্ত্ব অহংকার তত্ত্বে লীন হওয়া চাই; সাধন পন্থার এই মনস্তত্ত্বকে অহংকার তত্ত্বে লীন করবার নামই কামবিজয়। মনস্তত্ত্বই কামের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই মনই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে যোজনা করে এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বিষয়সমুহের রসে জীবকে মুগ্ধ করিয়া আনন্দময়ী জগজ্জননীর কাছে যাইতে দেয় না। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে সন্তান স্ত্রী পেয়ে মাকে ভুলিয়া যায়, জীবও সেইরূপ মনকে পেয়ে জগজ্জননী মাকে ভুলিয়া যায়। মনের যে শক্তি ইন্দ্রিয়গণকে রূপরসাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত করে উহারই নাম কাম। জীব মনের অধীন হইয়া কিছুকাল বিষয়ভোগ চেষ্টায় লিপ্ত থাকিতে থাকিতে শেষে বুঝিতে পারেন যে বিষয়সুখভোগ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। বিষয়সুখভোগে হৃদয়ের অন্তঃস্তলের পিপাসা মিটে না। তখন তিনি বিষয়সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ করিতে অভিলাষী হন এবং হৃদয় যাঁকে চায় তাঁহাকে খুঁজিবার প্রয়াসী হন। মন কিন্তু তাঁহাকে ছাড়ে না। মন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে জীব

তখন বুঝেন এই মনই তাঁহার শত্রু। তখন তিনি এই শত্রু সংহারে কৃত সংকল্প নহেন। যখন তিনি এই শত্রুসংহারে কৃতসংকল্প হন তখন তিনি সাধনার পথে পদার্পণ করেন। কি! আমি মনের অধীন থাকিব ইহা কখনই হইতে দিব না এই অহংকার হৃদয়ে ধরিয়া সাধক তখন কামের সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধ বড় ভীষণ যুদ্ধ। সাধক কতবার পরাস্ত হন; শেষে কাতর হইয়া যখন ডাকেন, কে আমার সুহৃদ আছ আমাকে এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা কর; তখন পরম করুণাময় মহেশ্বর মন্ত্ররূপ অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করেন। এই অস্ত্র অবলম্বনে বীরভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে কাম ক্রমেই হীনবল হইতে থাকে; মনের শক্তি সমস্ত ক্রমে ক্রমে সাধকের অহংকার তত্ত্বেলীন হয়। সাধক তখন রৌদ্রতেজে তেজস্বী হইয়া শেষে কাম সংহার করিতে সক্ষম হন। কাম সংহার হইলেই মনস্তত্ত্ব অহংকার তত্ত্বেলীন হইয়া গেল। আমরা এইখানে যাহাকে মনস্তত্ত্ব বলিলাম থিওসফি সম্বন্ধীয় পুস্তকে উহাকে Lower manas কোথাও বা Kama manas নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাকে অহংকার তত্ত্ব বলিলাম উহাকে Higher manas নাম দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্যের অহংকার তত্ত্ব বেদান্তর বিজ্ঞানময় কোষ। সাংখ্য মতে অহংকারঃ কর্ত্তা; বেদান্তমতে বিজ্ঞানময় কোষ কর্ত্তা এবং থিওসফি সম্বন্ধীয় গ্রন্থে Higher manas কে thinker অর্থাৎ যিনি চিন্তা করেন সেই কর্ত্তা কারককেই বলা হইয়াছে। সাধনমার্গে অহংকার তত্ত্ব উপেক্ষনীয় তত্ত্ব নহে।

সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মধ্যে আভ্যন্তরিক তত্ত্ব চারিটি অর্থাৎ মন, অহংকার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্ত্বকি তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। আর বাকি কুড়িটির নামও এইখানে বলিয়া রাখি। সেই কুড়িটি তত্ত্ব এই, পঞ্চমহাভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম; পঞ্চ তন্মাত্র—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ; এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বুঝিলেই ক্ষেত্র তত্ত্ব বুঝা হয়। এই ক্ষেত্রতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ। এই পুরুষ সাংখ্যে পঞ্চবিংশ

তত্ত্ব। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে তিনিই সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। আমরা এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে নমস্কার করি। আর সেই সঙ্গে জ্ঞেয় তত্ত্ব জগজ্জননীকে নমস্কার করিয়া 'জ্ঞান,' জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ওঁ হৃদ্‌কমল কর্ণিকান্তর্গত চিৎঘনশ্যাম ত্রিকোণ বাসিনী
ওঁ তৎ ত্রিকোণ নিঃসৃত তেজপুঞ্জগঠিত মহাবিদ্যারূপ ধারিনী
ওঁ তৎ সৎ ত্রিকোণ মধ্যস্থ স্কন্দবিন্দুস্ফুরিত ওঁকার নাদামৃতধারা স্বরূপিনী
ওঁ মা নাম জপনশীল সাধকাভিষ্টদায়িনী
ওঁ ওঁকার বাচ্যা দেবী জগজ্জননী তুভ্যং নমঃ। ওঁ

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

সাধনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[২য় ভাগ ১০ম সংখ্যার ৩০৪ পৃষ্ঠার পর]

জৈব কার্য্য সমূহের কারণ যেমন জৈব ইচ্ছা, আবার সেই রূপ জৈব কার্য্য সকল জৈব দেহদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইতেই অনুমেয় ও যুক্তিযুক্ত যে, উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তি যাহার সংবেগরূপ ক্রিয়াই জাগতিক সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ, উহা কাহারও দেহ এবং উক্ত দেহের কার্য্য সকল উক্তদেহধারীর ইচ্ছানুযায়ীই হইয়া থাকে।

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥"

এই-জ্যোতির্ম্ময়ী-শক্ত্যুপাধি-দেহধারী-সগুণ ব্রহ্মকেই ঈশ্বরসংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই শক্তির সংবেগরূপ ক্রিয়াই জীবগণের জ্ঞানবৈষম্যের সুতরাং তাহাদের ইচ্ছা ও তদনুযায়ী কার্য্যাদির কারণ, এজন্য এই শক্তিকেই "ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি" নামে অভিহিত করা যায়।

"বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তংহি নিষ্ফলং গগনোপমম্।
প্রবুদ্ধং শক্তিসংবেগাৎ নচ বুদ্ধং গুণক্ষয়ে॥"
(গুরূপদেশ)

তন্ত্রে উক্ত আছে যে,

"সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসী স্তমোরূপমগোচরম্।
তত্তো জাতং জগৎসর্ব্বং পুরংব্রহ্ম সিসৃক্ষয়া॥
তস্যেচ্ছা মাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতৎ চরাচরম্॥"

উক্ত শ্লোক সম্ভবতঃ মায়াশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শিবপ্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু যখন পাঞ্চভৌতিক জগতের পরিবর্ত্তনাদি সাবয়ব জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির সংবেগেই হইয়া থাকে এবং যখন উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তির আবির্ভাবের সমকালীনই উহা হইতে পাঞ্চভৌতিক জগতের উৎপত্তি এবং উহার তিরোভাবে উহার ক্রিয়ায়ই যখন পাঞ্চভৌতিক জগতের লয় হইয়া থাকে, তখন উক্ত জ্যোতির্ম্ময়ী সাবয়ব জগতের এবং অবয়বহেতু সাকার শক্তিকে মায়াশক্তির সাকাররূপ বা সাকার মায়াশক্তি বলিলে অত্যুক্তি হয়না; তথাহি তন্ত্রে,—

তবরূপং মহাকালো জগৎসংহার কারকঃ।
মহাসংহার সময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদি রূপিনী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে॥

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥
সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা ॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগদেবী ত্বংদেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা ত্বং স্থূলা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি ॥
ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবি সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ ॥"

এই—জ্যোতির্ম্ময়ী শক্তিরূপ—ব্রহ্মপ্রতিবিম্বস্বরূপ সগুণ ব্রহ্মই সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, ও অসীমশক্তি ঈশ্বর। ইনিই জীবগণের উপাস্য ও আরাধনীয়। পিতৃ মাতৃ গুরুভক্তির ন্যায় নিষ্কাম ভক্তির সহিত কোন কোন সাধকশ্রেষ্ঠ ইঁহাকেই মা তারা, কালি প্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করেন।

শক্তি সংবেগেই জাগতিক সুতরাং দৈহিক পরিবর্ত্তনাদি ঘটে এবং তদনুযায়ী জীবগণের ইচ্ছা ও জ্ঞানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কিন্তু এই শক্তি যাঁহার দেহ তাঁহার সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা, ও সর্ব্বসক্ষমতা রহিয়াছে, কারণ যে শক্তির সংবেগ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ সেই শক্তিই তাঁহার দেহ। জৈবদেহ এই শক্তির অধীন কিন্তু এই শক্তি কাহারও অধীন নহে, সুতরাং এই শক্তির ক্রিয়ায় যে কোনও কার্য্য বা ঘটনা হয় তাহা শক্তিদেহধারীরই ইচ্ছানুযায়ী হয় বলিতে হইবে। এবং এই জন্যই ঈশ্বরের কোনরূপ অভাববোধ নাই এবং অভাবাভাবে অশান্তির অভাব। অসীম জগৎই তাঁহার সংসার এবং অসংখ্য ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি জীব সকলই তাঁহার উদরস্থ সন্তান সন্ততিগণ। এই মহাসংসারে তিনিই সর্ব্বজীবের মহামাতা বা পালনকর্ত্রী। এই মহাসংসার তাঁহার লীলাক্ষেত্র। এই

মহাসংসারের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সংসার রহিয়াছে; সকল সংসারের কার্য্যাদিই উক্ত মহাসংসারের কার্য্যাদির অন্তর্গত এবং উহার নিয়মাবলী অনুসারেই পরিচালিত। সদ্‌গুরূপদেশে ভক্তির সহিত দৃঢ়তর তীব্র সাধনায় এই মহামাতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং সাক্ষাৎ পাইলেই সাধকগণ তৃপ্ত হয়েন ও ভোগমোক্ষাদির লালসা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র হইতে কালে তিরোহিত হইয়া যায়। এবম্বিধ ভোগমোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী ভক্ত সাধকগণই প্রকৃত "মহাশয়" শব্দের অভিধেয়।

বুভুক্ষুরিহ সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয়ঃ স উচ্যতে।

(অষ্টাবক্র)

বিশ্বজননী মহামাতার দর্শন পাইলে অন্তঃকরণে আর নির্ব্বাণ মুক্তির কামনা থাকেনা। এবং এই মাতার আরাধনাকারী ভক্তসাধকগণ ক্রমশঃই জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে জ্ঞানের পরিপাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়েন;—

"ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাৎ হৃদ্‌গত প্রত্যগাত্মনঃ।
মম সন্বিদ্‌পরতনোঃ তস্য প্রাণাঃ ব্রজন্তি ন ॥"

(দেবীগীতা)

গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতার প্রতি ভক্তি যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তাহাহইলে, সে প্রেমময়ী জগজ্জননী মহামাতার উদরমধ্যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, তাঁহাকেও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে? শিশুগণ মাতৃদত্ত দ্রব্যজাত মাতাকে প্রদান করিয়া যখন আনন্দিত হয়, তখন মহামাতা বিশ্বজননীকে তদ্‌প্রদত্ত মনোরম্য পত্রপুষ্প ফলাদি সম্প্রদান করিয়া জীবগণ কেননা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইবে? শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া যখন আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, এবং ভয় ভাবনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, তখন জ্ঞানীভক্ত জীবগণ মহামাতার ক্রোড়ে আপনাদিগকে স্থিত জানিয়া কেননা সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনা শূন্য হইয়া পরমানন্দে বিহার করিবে? রোগের ভীষণ

যন্ত্রনায় অস্থির, শয্যাশায়ী জীবগণ মাতৃস্মরণ করিয়া মা মা করিয়া ডাকিয়া পীড়িতাবস্থায় যখন কথঞ্চিৎ পরিমাণেও শান্তি লাভ করে, তখন সংসারের তীব্র যন্ত্রনায় অধীর মানবগণ, প্রেমময়ী বিশ্বজননী মহামাতাকে স্মরণপূর্ব্বক, মা তারা, আনন্দময়ী মা, প্রভৃতি সম্বোধনে ডাকিয়া কেননা শান্তি লাভ করিবে ? বিদেশে একাকী অসময়ে অকুল পাথারে পড়িয়া মাতৃস্মরণ করিলে যখন মাতৃমুর্ত্তি-বিশেষ স্থায়ীভাবে সন্দর্শন পূর্ব্বক সামান্য নদনদীও অন্ততঃ পার হওয়া যায়, তখন সংসাররূপ অকুল পাথারে মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ করিলে, তাঁহার জগন্ময়ী মূর্ত্তির আংশিক প্রকাশ দর্শনে এই ভবসমুদ্র কেননা অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে ? মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কোন বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইলে, যখন দৈববাণী শ্রবণে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা যায়, তখন শাস্ত্রোক্ত মহামাতৃ-বাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক সাধনায় ব্রতী থাকিলে, কেননা পথনিদর্শক বাক্য সকল কর্ণগোচর হইবে ? সামান্য ভক্তি সহকারে অজ্ঞানাবস্থায়ও যদি ব্যাকুলতার সহিত মহামাতাকে দিবানিশি স্মরণ পূর্ব্বক ডাকিলে, পারলৌকিক আতিবাহিকদেহধারী জীবের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তাহা হইতেই পরলোক সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাসও যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন পরাভক্তি সহকারে জ্ঞানীভক্ত সাধকগণ সদ্‌গুরূপদেশে তীব্রসাধনায় কেননা তত্ত্বসমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক ষড়ৈশ্বর্য্যাদির অধিকারী হইবে ? সামান্য ভক্তিতে অল্পসাধনাই যদি তিমিরাচ্ছন্নবদ্ধগৃহাভ্যন্তরস্থিত ভক্ত সাধকগণের নিকট বহিস্থ দূরবর্ত্তি বস্তুনিচয় সময়ে সময়ে কোন অলোকসামান্য জ্যোতি সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে, তবে পরাভক্তিতে সদ্‌গুরূপদিষ্ট পথে দৃঢ়তর উগ্রসাধনায় কেনইনা কালে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইবে ? স্বপ্নাবস্থায়ও যদি ভীষণ রাক্ষসমূর্ত্তি দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া, মা মা করিয়া মহামাতাকে ডাকিলে, তাঁহার জগন্ময়ী মূর্ত্তি ক্ষুদ্র মানবাকারে হস্তপদাদিবিশিষ্ট হইয়া, রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাহইলে এই দীর্ঘস্বপ্নাবস্থায়ও সংসাররূপ তমসাচ্ছন্ন ভীষণ মহারণ্যে, কামক্রোধাদি বিকট রাক্ষসগণের হস্ত হইতে নিস্তারার্থ, ব্যাকুলান্তঃকরণে তাঁহাকে ডাকিলে, কেননা তিনি

তদ্রূপ স্নেহময়ী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্ত সাধকগণকে কৃতার্থ করিবেন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

স্বপ্নে দীক্ষা।

(১ম সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাই সকলই পরিবর্ত্তনশীল, এবং এই জন্যই জগতের নাম জগৎ। জগৎ কথাটি গম ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ; ইহার অর্থ যাহা গতিশীল; যাহা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জগৎ আজ যাহা আছে কালি তাহা নাই এই জন্য ইহার আর এক নাম অশ্বত্থ। শ্ব শব্দের অর্থ কল্য; শ্ব শব্দ ও স্থা ধাতুর যোগে অশ্বত্থ শব্দটি হইয়াছে; যাহা আজি আছে কালি নাই উহার নাম অশ্বত্থ। সংসার শব্দটির অর্থও যাহা ক্রমাগত চলিতেছে কখনও স্থির নহে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যত কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে তাহা সকলই কিন্তু নিয়মের বশীভূত। জগৎ চলিতেছে কিন্তু নিয়মে নিয়ত হইয়া চলিতেছে। এই পৃথিবীর স্থান বিশেষের উন্নতি ও অবনতি যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তাহাও নিয়মে নিয়ত। এই নিয়মের বশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার আলোক পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে পৃথিবীকে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যেমন এক স্থানে উদিত হইয়া প্রথমে পূর্ব্বাহ্নের জ্যোতি মধ্যে মধ্যাহ্নের ও শেষে

সায়াহ্নের জ্যোতি সেই খানে বিস্তার করিয়া অস্তমিত হয় জ্ঞান সূর্য্যও সেইরূপ এক দেশে উদিত হইয়া প্রথমে উহার পূর্ব্বাহ্ন জ্যোতি মধ্যে মধ্যাহ্ন জ্যোতি ও শেষে সায়াহ্নের জ্যোতি বিস্তার করিয়া অস্তমিত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যের রশ্মি ধরিয়া রাখিতে পারে, সূর্য্য অস্তমিত হইলে সেই মণি হইতে আলোক বাহির হইয়া থাকে। এই মণি যাহার কাছে থাকে সেই ব্যক্তি সূর্য্যাস্তের পরও উহা অবলম্বনে আপনার পথ আলোকিত করিয়া চলিতে পারেন, এবং পরকে পথ দেখাইয়া চালাইতে পারেন। জ্ঞান সূর্য্য সম্বন্ধে মহাত্মাগণের চিত্ত এইরূপ সূর্য্যকান্তমণি। যে নিয়তি বশে যেখানে অন্ধকার আসিয়াছে সেইখানে লোকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য মহাপুরুষগণ এই নির্ম্মলমণি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। তাই এই যুগসন্ধি সময়ে মহাপুরুষগণ ইয়ুরোপবাসীগণকে ডাকিতেছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়মণি নিঃসৃত আলোক অবলম্বনে চলিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। ইয়ুরোপের অধিবাসীগণের কর্ম্মসমষ্টির ভীষণ চিত্র যাহা আকাশে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া মহাপুরুষগণ বলিতেছেন যে জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া যদি ইহা ক্ষয় করিতে পার ভালই নচেৎ ঐ সমস্ত কর্ম্মের বিষময় ফল ইয়ুরোপবাসীদিগকে শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে কারণ ঐ সমস্ত কর্ম্ম ফলোন্মুখী হইয়া উঠিয়াছে। ওঃ স্পেন পর্টুগাল ও ফ্রান্সের আকাশে কর্ম্ম সমষ্টির চিত্র কি ভীষণ ও কি কলুষিত !!!

যখন মানবজাতির ৪র্থ শাখার ৪র্থ প্রশাখা জাতি আটলাণ্টিক মহাদেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার নিশান উড়াইয়া আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, তখন আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের আদিম বাসস্থান যে স্থল এখন গোবিমরুভূমি, সেইখানে জ্ঞান সূর্য্যের প্রাতঃরশ্মি দেখা দিল। ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যদিগের সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ হইতে মিশরে, মিশর হইতে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশে ও ক্রমশঃ গ্রীস, রোম, স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। সভ্যতার আলোক সম্বন্ধে রোম

গ্রীসে যখন মধ্যাহ্ন, তখন ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশ সকলে উষাগম হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে স্পেন রাজ্য উন্নতি লাভ করিল; স্পেন বাসীরা আমেরিকা আবিষ্কার করিল। উঃ কি ভয়ানক নৃশংসতার চিত্র আকাশে অঙ্কিত রহিয়াছে !! স্পেনবাসীরা আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগকে অসভ্য ও বন্য আখ্যা দিয়া যেরূপে তাহাদিগকে হত্যা করে ও যেরূপে তাহাদিগকে পীড়িত করে, উহা সেই নৃশংসতার চিত্র। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই অত্যাচার কৃত হইয়াছিল; ধর্ম্ম ইহা আগ্নেয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন; এই কর্ম্মের ফল দেখাইয়া ধর্ম্ম এইবারে শিক্ষা দিবেন, যে ধর্ম্মের গোঁড়ামী ধর্ম্মপালন নহে; যিশু প্রদর্শিত প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা ধর্ম্মদেব এইবারে শিক্ষা দিবেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পেনবাসীদের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে উন্নত ছিল তাহাদিগকে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পীড়িত করা, তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করা, স্পেনবাসীদের এই কর্ম্ম ধর্ম্মদেবের হৃদয় ব্যথিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী।

স্পেনের কর্ম্ম দেখিলাম, ফ্রান্সের কর্ম্ম ইহা অপেক্ষা ভীষণ। ভীষণ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কুৎসিৎ ব্যভিচারের চিত্র ফ্রান্সের আকাশে আঁকা পড়িয়াছে। ফ্রান্সবাসীগণ রাজা চাহেনা, ব্যভিচার দোষ উহাদের কাছে আর দোষের মধ্যে নহে, প্রজাবৃদ্ধি নিবারণের উপায় স্বরূপ বুঝিয়া উহারা ব্যভিচারের সম্যক প্রশ্রয় দিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধঃপতন আর বুঝি হয় না। রাজা শূন্য রাজ্যের নাম অরাজক রাজ্য। হিন্দুদের কাছে এই অরাজক শব্দটী বিশৃঙ্খল শব্দেরই প্রতিশব্দ স্বরূপ হইয়া আছে। ইহার কারণ এই যে, অন্তদর্শী হিন্দুগণ জানিতেন যে যেখানে রাজা নাই সে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। 'অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা' ইহা হিন্দুদের নীতি শাস্ত্রের সর্ব্ববাদী সম্মত উপদেশ। ফ্রান্সবাসীগণ বলেন যে রাজাও মানুষ, প্রজাও মানুষ তবে রাজা বলিয়া এক অদ্ভুত জীব দেশে দাঁড় করাইবার দরকার কি? বৈষয়িক সুখে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত তত্বজ্ঞান যাহারা হারাইয়াছে তাহারা বুঝেন রাজাও যে রকম মানুষ প্রজাও সেই রকম মানুষ; কিন্তু তত্বজ্ঞানী অন্যরূপ দেখেন।

তত্বজ্ঞানী, রাজার ভিতর ভগবানেরই এক বিভূতির প্রকাশ দেখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন নরগণের মধ্যে নরাধিপ রাজা তাঁহারই এক বিভূতি। রাজাও একজন জীব, প্রজাও একজন জীব তবে কেন এক-জন অপরের প্রভু হইবেন ইহার কারণ বুঝিতে গেলে জন্মান্তর বাদ প্রথমে মানিতে হইবে; কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মফলে রাজা এজন্মে রাজা হইয়া দেশ শাসন করিয়া থাকেন; অধ্যাত্ম তত্ববিদ পণ্ডিতগণ রাজা ও প্রজার বৈষম্যের এই কারণ বুঝেন। কিন্তু যাঁহারা বৈষয়িক সুখে মত্ত হইয়া ভক্তি বৃত্তি হীন হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা জন্মান্তর বাদ মানেন না, যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিয়ম বুঝেন না তাঁহাদিগকে রাজা প্রজার এই বৈষম্যের হেতু কথা দ্বারা বুঝান দুঃসাধ্য। কিন্তু, 'রাজা চাই না' প্রজার মনে এই ভাব যখনই উদয় হইয়া থাকে তখনই সেই দেশের রক্ষক মহাপুরুষের হৃদয়ে আঘাত লাগে, তিনি প্রজাদের অন্তরের সেই ভাবের ঝড় প্রশমিত করিতে নানারূপে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভক্তি বৃত্তি হীন সাম্যবাদীদের যুক্তি ও মিমাংসা গত শতাব্দীতে ফ্রান্সদেশে যে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া-ছিল, যদি মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক উহা সত্বর নির্ব্বাপিত না হইত তবে সেই আগুনেই ইয়ুরোপ এত দিনে ছারেখার যাইত। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ে ফ্রান্সবাসীগণ যখন রাজহত্যা করিল, তখন ইয়ুরোপের সমস্ত আকাশ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশের এই কম্পনে দেবী প্রকৃতির হৃদয় মধ্যস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল; কারণ সমাজ চক্রের কেন্দ্র স্বরূপ রাজার সহিত,—চক্ররূপী প্রকৃতির কেন্দ্রস্থ বিন্দুর সহিত একটি অন্তর্জগতীয় সম্বন্ধ সূত্রের সংযোগ আছে। প্রকৃতির ক্রোধাগ্নি সেই সময় সমস্ত ইয়ুরোপ ধ্বংস করিয়া ফেলিত কিন্তু পরম করুণাময় মহাপুরুষগণ সেই অগ্নি আপনাদের শিরোপরে ধরিয়া লইয়াছিলেন তাই ইয়ুরোপ সেই বার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

মহাপুরুষগণ অলক্ষিত ভাবে পৃথিবীর যে উপকার সাধন করেন তাহা অতি অল্পলোকেই বিদিত আছেন। ফ্রান্সদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইঁহারা ইঁহাদের দুইজন প্রধান শিষ্যকে উক্ত বিপ্লবের উপশম জন্য

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরণ করেন; ইঁহাদের প্রকৃত নাম কেহ জানেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাউণ্ট সেণ্টজারমন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের শক্তি প্রভাবেই উক্ত বিপ্লবের স্রোত ফিরিয়া যায়। শেষে মহাপুরুষগণ তাঁহাদের শক্তি, দ্রোণাবতার স্বরূপ নেপোলিয়ন বোনা-পার্টিতে সঞ্চারিত করেন। দেহের মধ্যে স্ফোটক যখন পাকিয়া উঠে তখন অস্ত্র চালনা ব্যতীত উহার আরোগ্য সাধন হয় না; ইয়ুরোপের সমাজে রাজদ্রোহিতারূপ বিষস্ফোটক যখন পাকিয়া উঠিয়াছিল তখন নেপোলিয়নের অস্ত্রই উহার আরোগ্য সাধন করিয়াছিল। মহাপুরুষগণের দৈবীশক্তির প্রভাবে কর্সিকাদেশে সামান্য সৈনিক নেপোলিয়ন সমগ্র ইয়ুরোপ সন্ত্রাসিত করিয়া, অরাজক শাসন প্রণালী প্রিয় অসুরগণের হাত হইতে ইয়ুরোপকে রক্ষা করিয়াছিলেন। যদি সেই সময়ে নেপোলিয়নের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে অরাজক শাসন প্রিয়তারূপ আসুরিক ভাব এত দিন সমস্ত ইয়ুরোপকে অন্ধকারে ডুবাইয়া ফেলিত।

আপন ক্ষমতা বলে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে রাজা হইলেন; অরা-জক শাসন প্রিয়তারূপ সংক্রামক রোগ হইতে ইয়ুরোপ রক্ষা পাইল; কিন্তু ফ্রান্সে ঐ ব্যাধি এমন বদ্ধমূল হইয়াছিল যে ফ্রান্সবাসীগণ নেপোলিয়ানের সম্যক অধীনতা স্বীকার করিতে পারিল না। ফ্রান্সবাসীগণের কলুষিত অন্তঃকরণ নেপোলিয়নের অন্তর—কলুষিত করিয়া ফেলিল; তিনি উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পতিপ্রাণা জোসেফাইনকে ত্যাগ করিলেন। সতীর অবমাননার যাহা ফল হয় তাহাই হইল। মহাপুরুষগণের দৈবীশক্তি—নেপোলিয়নের হৃদয় ছাড়িয়া গেল। ওয়াটারলুতে নেপো-লিয়ন ওয়েলিংটনের হাতে পরাস্ত হইলেন। দ্রোণ যেন দ্রুপদতনয়ের কাছে পরাস্ত হইলেন। ফ্রান্সের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ আবার রুদ্ধ হইয়া গেল।

রাজা শূন্য রাজ্য আর কীলক শূন্য চক্র একপ্রকার। কীলকে বদ্ধ না থাকিলে চক্রের গতি যেমন বিশৃঙ্খল হয়, রাজা শূন্য রাজ্যেও সেইরূপ বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির আভ্যন্তরিক তত্বাভিজ্ঞ মহা-

পুরুষগণ জানেন, যে জগজ্জননীর রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগেই এক এক জন দলপতি বা কর্ত্তা আছেন, সেই দলভুক্ত অন্যান্য জীবেরা সেই দলপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে; দলের সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইলেই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, ও আধ্যাত্মিক অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। মানবজাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম। যে রাজ্যের প্রজারা রাজভক্ত হইয়া রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে থাকে ভগবানের শক্তি সেই রাজাতে আবিষ্ট হইয়া থাকে এবং সেই শক্তির প্রভাবে প্রজাগণ ক্রমশই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। যে রাজ্যে প্রজারা স্ব স্ব প্রধান সেখানে ভক্তিবৃত্তি ক্রমশঃ প্রজাদের মন হইতে অপসারিত হইতে থাকে এবং এই ভক্তির লাঘবতা হইতেই মহাজনগণ প্রতি শ্রদ্ধাও কমিয়া যায় দেশে ঘোর জড়বাদ রাজত্ব করিতে থাকে; সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়। অরাজক শাসন প্রিয় প্রজাগণ স্বাধীনতার দোহাই দিয়া বলেন যে তাহারা স্বাধীনজীব, সুতরাং কেন একজন রাজার বশ্যতা স্বীকার করিবে? কি ভ্রান্তি!!! অরাজক শাসন প্রিয় মানব তুমি যে আপনাকে স্বাধীন জীব বলিতেছ, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যে যতদিন তুমি জীব, ততদিন তোমার স্বাধীনতা কোথায়? বাল্যকালে যখন জননীগর্ভে ছিলে তখন তোমার স্বাধীনতা কোথায়; যখন জননীর ক্রোড়ে শায়িত হইয়া তাঁহাদ্বারা রক্ষিত হইতেছিলে তখন তুমি স্বাধীন ছিলে, কি পরাধীন ছিলে। যখন পিতা মাতা তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করেন তখন তুমি স্বাধীন না পরাধীন। মানব তুমি যতদিন জীব নামে অভিহিত হইবে অর্থাৎ যতদিন শিবত্ব না পাইবে ততদিন তুমি জগজ্জননী প্রকৃতি কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইতেছ; ততদিন সেই দেবী তোমাকে তোমার পোষণ জন্য রক্ষণ বা শিক্ষার জন্য তোমাকে যাঁহার যাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন তাঁহার অধীনে থাকাই তোমার ধর্ম্ম। এই অধীনতা স্বীকারই প্রকৃতির সেবা অর্থাৎ প্রকৃতির অনুমোদিত কার্য্য সাধন। ইন্দ্রিয়গণের প্রেরণা হইতে স্বেচ্ছাচারিতা জন্মে এবং এই

স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ভক্তিবৃত্তির হ্রাস হয়; মানব তখন স্বাধীন হইব মনে করে; কিন্তু স্বাধীন কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কাম ক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং এই শত্রুগণের বশ্যতাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া লয়। ইহাই মহাভ্রান্তি। স্বাধীন কথার প্রকৃত অর্থ স্বভাবের অধীন থাকা। এই স্বভাব অর্থ প্রকৃতি। প্রকৃতির নিয়মের অধীন থাকাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রকৃতির নিয়মলঙ্ঘন স্বাধীনতা নহে, উহার নাম যথেচ্ছাচারিতা। রাগ দ্বেষ এবং অহংকার জীবকে প্রকৃতির প্রতিকুলাচরণে প্রেরণা করে; ইহারাই মানবের পরম শত্রু। মহাপুরুষগণ এই শিক্ষা সতত দিতেছেন। মানব যদি স্বাধীনতা শিখিতে চাও তবে স্বেচ্ছাচারিতাই তোমার পরম শত্রু জানিয়া, আপনাকে কখনও তাহার বশে ফেলিও না। জগজ্জননীর বশ্যতা স্বীকারই তোমার স্বধর্ম্ম ইহা জানিয়া, তিনি তোমাকে যাঁর শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, ভক্তিভাবে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে শিখ। রাজভক্তি শিক্ষা ভগবদ্ভক্তি লাভের সোপান বুঝিয়া রাজভক্তি বৃত্তির মূলে অস্ত্রাঘাত করিও না। এই বৃত্তির অবনতি নিবন্ধন ফ্রান্সদেশ যেন প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ফ্রান্সবাসীগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া পড়ায় মহাপুরুষগণ প্রদর্শিত পন্থা আর কেহ অনুসরণ করিতে চাহে না; উহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ফ্রান্সবাসীদের জীবনের লক্ষ্য, ইন্দ্রিয়সুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। ঘোর ব্যভিচার দোষ ফ্রান্সবাসীদের অন্তঃকরণ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই যুগসন্ধি সময়ে ফ্রান্সবাসীগণ যদি মহাপুরুষগণের হৃদয় নিঃসৃত জ্যোতি ধারণ করিতে পারে তবে উহাদের মঙ্গল নচেৎ ফ্রান্সের পরিণাম বড় ভীষণ। ফ্রান্সবাসীগণ তোমাদের মঙ্গল হউক। এই সময় একবার অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া মহাপুরুষগণ যে জ্যোতি বিস্তার করিতেছেন তাহা অন্তরে ধারণ করিয়া লও; মঙ্গলময় সেই জ্যোতি তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ক্রমশঃ—

আরোগ্য।

এই সংসারে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখিতে পাই, জীব মাত্রেই সুখ অন্বেষণে ব্যস্ত—সকলেই সুখের ভিখারী। নিরবশেষে দুঃখ পরিহার করিবার ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভের চেষ্টাই জীবের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এই প্রকৃতির সঙ্কেতে আমরা অহরহঃ সুখের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি কিন্তু বিকৃতির মোহান্ধকারে পড়িয়া সেই সুখের প্রকৃত পন্থা খুজিয়া পাইতেছি না। অন্ধকারে পড়িয়া প্রকৃত সুখের পথ ছাড়িয়া আমরা রাগদ্বেষরূপ কণ্টকাকীর্ণ—অরণ্যে পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছি, বেদনায় নিরন্তর হা হুতাস করিতেছি। এই যাতনাই আমাদের রোগ। এই রোগের শান্তির নামই সুখ বা আরোগ্য। আরোগ্যই সুখের মূল।

চরক শাস্ত্রে সুখ ও দুঃখের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া আছে।

বিকারো ধাতু বৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতি রুচ্যতে।
সুখ সংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখ মেব চ॥

(চরক)

অর্থাৎ—

ধাতু বৈষম্যের নাম বিকার এবং ধাতু সাম্যের নাম প্রকৃতি। এই ধাতু সাম্যই সুখ সংজ্ঞক আরোগ্য এবং বিকারই দুঃখ।

আমাদের দুঃখ দ্বিবিধ; শারীরিক ও মানসিক। উদ্ধৃত শ্লোকটি হইতে আমরা ইহা বুঝিলাম যে ধাতু বৈষম্যই বিকার বা দুঃখ। শারীরিক ধাতু বৈষম্যই শারীরিক দুঃখ বা শারীরিক রোগ এবং মানসিক ধাতু বৈষম্যই মানসিক দুঃখ বা মানসিক রোগ। এইবারে এই ধাতু কথার অর্থ—বুঝিতে হইবে। স্থূলদেহ সম্বন্ধে বাত পিত্ত এবং কফই আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিবিধ ধাতু। মন সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্র কথিত সত্ব রজ ও তম গুণই ত্রিবিধ ধাতু। বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থাই (Harmonious Union) দেহের স্বাস্থ্য। সাংখ্যকার বলেন যে সত্ব রজ

ও তম গুণের সাম্যাবস্থাই পরা প্রকৃতি; এই প্রকৃতি গত হইলেই জীবের সকল দুঃখের অবসান হয়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দেহের ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ পিত্ত বায়ু ও কফ ইহারাও যথাক্রমে সত্ব রজ ও তম গুণাত্মক।

যথা—

পিত্তযুষ্টং দ্রবং পীতং নীলং সত্বগুণোত্তরং।
সয়ং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্নমম্লস্তপাকতঃ॥

অর্থাৎ পিত্ত সত্ব গুণময়, উহা নিয়মে এবং সামভেদে পীত ও নীল; উহা কটু লঘু স্নিগ্ধ এবং পাকে অম্ল।

দোষ ধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্র সমীরণঃ।
রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মো রুক্ষ শীতো লঘুশ্চলঃ॥

বায়ু রজোগুণময়ঃ, সূক্ষ্ম, রুক্ষ, শীত, লঘু ও চল। বায়ুই, দোষ ধাতু ও মলাদির নেতা।

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধং পিচ্ছিলঃ… …
তমোগুণাধিকঃ স্বাদুর্বিদগ্ধো লবণো ভবেৎ॥

শ্লেষ্মা তমোগুণাধিক, শীতল, স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ইত্যাদি।

(ভাবপ্রকাশ)

উদ্ধৃত শ্লোক গুলি হইতে ইহা বুঝা গেল যে স্থূল দেহে যাহা সত্বগুণের পরিণাম তাহাই পিত্ত যাহা রজোগুণের পরিণাম তাহাই বায়ু এবং যাহা তমোগুণের পরিণাম তাহাই শ্লেষ্মা এবং স্থূল দেহাশ্রয়ী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই স্থূল দেহের আরোগ্য বা সুখ।

দর্শন শাস্ত্রের কথা এবং আয়ুর্ব্বেদের কথা মিলাইলে আমরা দেহ ও মন উভয় সম্বন্ধেই আরোগ্যের এই সংজ্ঞা পাই যে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই আরোগ্য বা সুখ বা শান্তি বা স্বাস্থ্য।

সাংখ্যকার বলেন

"গুণত্রয়ানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি।

এই প্রকৃতিই জীবের সুখ ও শান্তি। এই প্রকৃতির বিকৃতিই দুঃখ বা রোগ।

এইবারে চিকিৎসা কি তাহার সংজ্ঞা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রবৃত্তি ধাতু সাম্যার্থা চিকিৎমেত্যভিধিয়তে।" অর্থাৎ ত্রিবিধ ধাতুকে সাম্যাবস্থায় আনার চেষ্টা বা প্রবৃত্তির নামই চিকিৎসা। মানসিক দুঃখ সম্বন্ধে আভ্যন্তরিক ত্রিবিধ ধাতু অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা সাধন করাই মানসিক দুঃখের চিকিৎসা এবং এই চিকিৎসার নামই সাধনা।

আর্য্যগণের আয়ুর্ব্বেদ প্রধানতঃ দৈহিক রোগের চিকৎসারই বিধান করিয়াছেন বটে কিন্তু মানসিক দুঃখের চিকিৎসার কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শরীর ও মন ভেদে দ্বিবিধ দুঃখ বা দ্বিবিধ রোগের মীমাংসা করিয়া মানসিক রোগের যাহা প্রতিকার বলিয়াছেন তাহা এই—

'মনসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ'।

মানসিক রোগ জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি বলে নিবৃত্ত হয়। এই কথাটি আর্য্যদিগের যাবতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের সার কথা।

শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এই উভয় বিধ ব্যাধির চিকিৎসাই আবার পাদচতুষ্টয় সম্পন্ন—

ভিষক্ দ্রব্যান্যুপস্থাতা রোগী পাদ চতুষ্টয়ং
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তায়।

চরক।

বৈদ্য, দ্রব্য (ঔষধ পথ্যাদি) পরিচারক এবং রোগী ইহারাই পাদ চতুষ্টয়। এই পাদ চতুষ্টয় যেরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত সেইরূপ হইলেই বিকারের শান্তির কারণ হইয়া থাকে। সাধন মার্গে সাধক স্বয়ং রোগী, গুরুই বৈদ্য, সৎসঙ্গই উপস্থাতা এবং গুরুদত্ত মন্ত্রই ঔষধ এবং পূজার অন্যান্য উপকরণ পথ্যাদি। এই পাদচতুষ্টয় কিরূপ গুণ সম্পন্ন হওয়া উচিত তাহা বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রে বিবৃত আছে।

রোগী যতক্ষণ না আপনাকে রোগ যুক্ত বোধ করেন ততক্ষণ তিনি চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থী হন না; নিজে রোগী এই জ্ঞান জন্মিলে তবে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা জন্মে তখন সেই রোগী যে চিকিৎসককে শ্রদ্ধা করেন তাঁহার শরণাপন্ন হন; সুতরাং রোগীর আবশ্যকীয় প্রধান গুণ দুইটি থাকা চাই; প্রথম রোগ মুমুক্ষত্ব, দ্বিতীয় চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা। যে ষট্‌সম্পত্তি থাকিলে সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন বলিয়া বেদান্ত দর্শনে কথিত আছে উহার মধ্যে শ্রদ্ধা এবং মুমুক্ষত্বই প্রধান। সাধক যখন তাঁহার জন্মও মৃত্যুই দুঃখের প্রধান কারণ বলিয়া বুঝেন, তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুই তাঁহার প্রধান রোগ বলিয়া বুঝিয়া এই জন্ম মরণ মোক্ষার্থ কাতর হন তখনই তাঁহার মুমুক্ষত্ব জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি চিকিৎসকের অন্বেষণ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ভবব্যাধি নাশক ঔষধ-স্বরূপ মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া সৎসঙ্গ মিলিত হইয়া সেই ঔষধ সেবন করিতে থাকেন তখন সেই ঔষধের প্রভাবে গুণত্রয়ের বিকারের ক্রমেই শান্তি হইতে থাকে। ইহাই সাধনা, ইহাই পন্থা। এই সাধনার ফলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি, ইহারই নাম পরাশান্তি; এই পরাশান্তি বা পরনির্ব্বাণই প্রকৃতির স্বরূপ। এই সাধন পন্থার লক্ষ্যস্থানই পুরুষের পরমধাম; এই পরমধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই পরাপ্রকৃতি। আধিভৌতিক আধিদৈবিকে ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিতাপের সংস্পর্শ লেশ শূন্য এই পরমধামই কাশীক্ষেত্র। ত্রিতাপই ত্রিশূল; * মুক্তিক্ষেত্র এই ত্রিশূলের পারে অবস্থিত তাই বুঝি কাশীক্ষেত্রকে ত্রিশূলের উপর স্থাপিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

---

* আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়কে শিবের ত্রিশূল বলা সঙ্গত নহে কারণ শিবের ত্রিশূল এই তাপত্রয় সংহারক অস্ত্র। নাদ বিন্দু সম্বলিত শিবের ত্রিশূলই প্রণব মন্ত্র।

সম্পাদক।

হে ভবব্যাধি বিনাশক চিকিৎসক, পরমগুরু পরমেশ্বর প্রণব বাচ্য পরমপুরুষ মহাদেব আমরা ভবরোগ শান্তির জন্য তোমার শরণাপন্ন হইলাম। মা উমে, মা হৈমবতী তুমি পরাশান্তি স্বরূপ ভাবের অধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়ীদেবী তোমার কৃপালাভ হইলে তুমি শান্তিরূপা দেবী-মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে দেখা দিয়া সাধকের ত্রিতাপ নাশ করিয়া থাক; মাগো তোমার চরণে আত্মবিসর্জ্জন দিলাম। দূর্গে অসীম অনন্ত অনাদি চিদাকাশ তোমারই হৃদয়ের বিস্তার; এই বিস্তৃত সমুদ্রই বেদান্তের নিগুণ ব্রহ্মসমুদ্র এবং ইহাই সাংখ্যের প্রকৃতি; আর মা তুমি এই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান স্বরূপিনী শাম্ভবী বিদ্যা; দেবী আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া অবিদ্যার অন্ধকার দূর কর মা। মা তুমি জ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞেয় ও শিব জ্ঞাতা; আর আমরা কে মা? আমরা কিছু নই, কিছু নই, কিছু নই; আমরা অহংকার তত্বলীন জীব ব্রহ্মসমুদ্রের বুদ্বুদমাত্র; এই আছি এই নাই। মাগো আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে জীব ও শিবের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞান কেবল ভ্রান্তিমুলক; মাগো ঐ রাঙ্গা পাদুখানি একবার বুকে দিয়ে দাঁড়াও তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব **শিবোহং**।

ওঁ হরি ওঁ

শ্রীশম্ভুনাথ গুপ্ত।

ওঁ নমঃ শিবায়॥

"আমি কি চাই।"

ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই? আমি কত দেশ বিদেশে ঘুরিলাম, কত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পথে পথে ফুকারিয়া বেড়াইলাম, "ওগো আমি কি চাই বলিয়া দিতে পার?"

আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না, কেহ একবার ফিরিয়াও তাকায় না। প্রত্যেক গৃহের দ্বারে দ্বারে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই?" কেহ উত্তর দিল না। একটী প্রাসাদের দ্বারে গিয়া সবে মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "ওগো আমি কি চাই, কেহ বলিয়া দিতে পার?" দেখি না, একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ লগুড় হস্তে আমাকে "পাগলামী কর্‌বার আর স্থান পাওনি" বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তাহাতে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি জনান্তিকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আহা, এ লোকটী বুঝি কোন প্রকার মনের কষ্টে পাগল হইয়াছে।" এই শুনিয়া আমি ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিলাম, তবে বুঝি আমি পাগল। কিন্তু তিনি বলিলেন "মনের কষ্টে পাগল," আমি ত জ্ঞানতঃ কোনও কষ্টানুভব করি নাই, তবে আমি পাগল কিসে? মনে যখন যে ভাব উঠে তাহা প্রকাশ করি, তাই পাগল। আর মনের ভাবে মনে পোষণ করিয়া যে কপটতা দেখায় সে ভাল লোক। আমি মনের ভাব চাপিতে পারি না তাই—। আবার কিছু দূর যাইয়া এক গৃহের দ্বারে উচ্চৈস্বরে ফুকাইয়া বলিলাম, ওগো কেহ বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই? দেখি না একটী নবীনা যুবতী আর দুই একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল "দেখ্‌ দেখ্‌ দিদি, ঐ মিন্‌ষেটা কি বল্‌ছে শুন্‌," তাই শুনে আমি আবার বলিলাম ওগো তোমরা আমায় বলিয়া দিতে পার আমি কি চাই—" এই বলিয়া আমি তাহাদের প্রতি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। সেই নবীনা হেসে ঢলে অন্য স্ত্রীলোকদের গায়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো ও বল্লে "ওলো ও ওর মনের মানুষ হারিয়েছে তাই মনের মানুষের জন্য পাগল হয়েছে; আর একটী মনের মানুষ চায়।" আমি এই শুনে ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, "আমি কি মনের মানুষ চাই!" কিছুই বুঝিতে পারিলান না। মানুষ আবার মনের আর বাহিরের কি?

সন্ধ্যা হয় দেখিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী দর্শনার্থ অন্যমনস্কে পথ

চলিতেছি, কিন্তু অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কেবলই সেই এক কথা—ওগো আমি কি চাই—মনে উঠিতে লাগিল। মনে করিয়াছিলাম, আর কোন প্রকার ঐরূপ কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিব না। কিন্তু আমার মনে প্রাণে সর্ব্বদাই কি যেন হইতেছে; কেবল কি চাই কি চাই ভাব উঠিতেছে।

ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। শন্ শন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোক গঙ্গাবক্ষে পড়িয়া যেন তরল রজত ঢল্ ঢল্ করিতেছে। প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমি একটী বাঁধাঘাটের সোপানোপরি উপবেশন করিলাম। গঙ্গার পশ্চিম তীরে ঘাট। সম্মুখে পূর্ণচন্দ্র। তাহে ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। কোন লোকের সমাগম নাই; সমস্ত নিস্তব্ধ। জাহ্নবীদেবী কুল্ কুল্ করিয়া অবিশ্রান্ত সাগরের দিকে ধাবিত হইতেছেন! দেখিয়া একবারে সমস্ত ভুলিয়া যাইলাম।

সহসা চমক ভঙ্গ হইল। কেবল কুল্ কুল্ শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। মা, তোমার কুল্ কুল্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাইনা কেন? মা তুমিও কি আমার মত কি চাও? নচেৎ একই ভাবে কেবল কুল্ কুল্ শব্দ কেন মা? মা পতিতোদ্ধারিণি! বল্ মা, বল্ মা তোমার অধম সন্তান কি চায়। কই মা! বল্লিনা; আবার সেই কুল্ কুল্ ধ্বনি। মা, তোর কি কুল্ কুল্ শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই? বল? ওকিমা? ও আবার কি? কুল্ কুল্, চল্ চল্? মা, আমি কি কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাইব? ব'লে দেমা, ব'লে দেমা আমি কি চাই? কতবার কাতর ভাবে ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম, তবু ত কোন উত্তর পাইলাম না। তবে মা তোর বক্ষে এই অধম সন্তানকে স্থান দে। দেমা, অধম সন্তানকে স্থান দে, তোর সঙ্গে কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাই।

ক্রমশঃ—

শ্রীশরৎ চন্দ্র দেব,
(কার্য্যাধ্যক্ষ)।

৩য় ভাগ।] আষাঢ় ১৩০৬। [৩য় সংখ্যা।

মাসিক পত্র।
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।
৩৯। ১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

	বিষয়	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	নিরঞ্জনাষ্টকম্	শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা	৬৫
২।	চিদাকাশে সৃষ্টি প্রকরণের চিত্র ...	শ্রীঅনন্তরাম	৬৯
৩।	পরমেব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ ...	শ্রীসুদর্শন দাস বি, এল্	৭৫
৪।	" আমি কি চাই "	... ...	৮০
৫।	শ্রীশ্রীস্বামীজি ভাস্করানন্দ সরস্বতী ...	রাণী শ্রীমতী মৃণালিণী	৮৫
৬।	এ কি স্বপ্ন	... ...	৮৯
৭।	উত্তরা খণ্ডে	... ...	৯৩

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

"ভারত-দর্পণ প্রেস্" হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।
১৭৩। ১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৮/০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। ৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত
সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।
ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।
গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ॥৵০ দশ আনা।
কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ৩৯। ১ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে …

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স
সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ।

৩য় ভাগ। } আষাঢ়, ১৩০৬ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

নিরঞ্জনাষ্টকম্।

(পরিব্রাজক ভগবান্ শঙ্কররচিত)।

(১)

জ্ঞানং ন মানং নচ নাদবিন্দু—
রূপং ন রেখা নচ ধাতু বর্ণঃ।
দ্রষ্টা ন দৃশ্য শ্রবণং ন শ্রাব্যং
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায়॥

স্থান, মান নাদবিন্দুরূপ রেখা আর
নাহি যাঁর, ননধাতু, নাহিবর্ণ-যাঁর,
দর্শক, শ্রবণ, দৃশ্য, শ্রাব্য নাহি যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(২)

বৃক্ষো ন মূলং নচ বীজকুলং
শাখা ন পত্রং নচ বল্লিপল্লবং।
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

বৃক্ষরূপ হেন যিনি সদানন্দময়,——
কিন্তু মূল, বীজ, শাখা, পত্র, নাহি রয়,
লতা, পুষ্প, গন্ধ, ফুল, ছায়া, নাহি যার,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৩)

বেদং ন শাস্ত্রং নচ শৌচ সন্ধ্যা—
মন্ত্রং ন জাপ্যং নচ ধ্যান ধ্যেয়ং।
হোমো ন যজ্ঞো নচ দেবপূজা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

বেদ, শাস্ত্র, শৌচ, সন্ধ্যা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান,
হোম, যজ্ঞ, দেবপূজা নহে ক্রিয়াবান,
নাহি ধ্যেয়, জপনীয় না আছে যাঁহার,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৪)

অধো ন ঊর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ
পুমান্ ন নারী নচ লিঙ্গ মূর্ত্তিঃ।

ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্নচ দেব রুদ্রো—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নাহি ঊর্দ্ধ, অধঃ যাঁর, শিব, শক্তি নয়,—
পুরুষ, প্রকৃতি ; নহে লিঙ্গমূর্ত্তিময়,
নহে ব্রহ্মা, নহে বিষ্ণু, দেব রুদ্র আর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৫)

অখণ্ডখণ্ডং নচ দণ্ডখণ্ডং—
কালোপি জীবো ন গুরুর্নশিষ্যঃ।
গ্রহা ন তারা নচ মেঘমালা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নহে জগতের অংশ, কাল—দণ্ডপল,
নহে জীব, গুরুশিষ্য, নহে মেঘ দল,
নহে গ্রহ নহে তারা যিনি, বার বার—
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৬)

শ্বেতং ন পীতং নচ রক্ত রেতং
হেমং ন রৌপ্যং নচ বর্ণ বর্ণং।
চন্দ্রার্ক-বহ্নে-রুদয়ো ন চান্তং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

নহে রক্ত, রেতঃ, সিত বা পীত বরণ,
নহে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা, নহে যেইজন——
সোম, সূর্য্য, বহ্নি ; নাহি উদয়াস্ত যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৭)

স্বর্গে ন পংক্তির্নগরে ন ক্ষেত্রে
জাত্তেরতীতং, নচ ভেদ ভিন্নং।
নাহং ন তত্ত্বং ন পৃথক পৃথকত্বাৎ
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

স্বরগে নগরে ক্ষেত্রে নাহি অবস্থান,—
জাতির অতীত নাহি কোন ভেদভাণ ;
অপৃথক্ নাহি আমি, তুমি, বা সে যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৮)

গম্ভীরধীরং ন নির্ব্বাণশূন্যং—
সংসারসারং নচ পাপপুণ্যং।
ব্যক্তং নচাব্যক্তমভেদ ভিন্নং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥

গম্ভীর বা ধীর নয়, ভবে সারধন,
পাপ, পুণ্য, নিরবাণ শূন্য, যেইজন,—
ব্যক্ত ও অব্যক্ত ; নাহি ভেদ ভাণ যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

চিদাকাশে সৃষ্টি প্রকরণের চিত্র।

আজি আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। হৃদয়ের মধ্যে যেন হু হু করিতেছে ; কি যেন খুজিতেছি কিন্তু পাইতেছি না। কি করি, কোথায় যাই—এই ভাবিতে ভাবিতে বারান্দাতে খানিক পদ চালনা করিতে লাগিলাম। সেই সময় মনোমধ্যে নানাবিধ ভাবনা আসিতে লাগিল। আমি কে ? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি ; কি করিতে আসিয়াছি এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, কে আছ আমাকে এই সব বিষয় বুঝাইয়া দাও ; এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। খানিক ক্ষণ এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে ও ভাবিতে ভাবিতে এমন অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম যে মাতঙ্গিণী সেই সময় সেই বারান্দাতে আসিয়া যে একখানি চেয়ারে চুপ করিয়া আসিয়া বসিয়া রহিয়াছেন তাহা আমি দেখিতেই পাই নাই। হঠাৎ মাতঙ্গিণী একটু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন।

হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা ॥

আমি চমকিয়া উঠিলাম। মাতঙ্গিণী সংস্কৃত জানেন না ; তাঁহার মুখে পরিষ্কার সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি বারান্দাতে এসে বসেছ কতক্ষণ ?

গৃহিণী বলিলেন আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি ; দেখ আজি বড় আশ্চর্য্য দেখিলাম। আমি বারান্দাতে আসিয়া দেখিলাম যে তুমি একমনে কি ভাবিতেছ ও বেড়াইতেছ, তাই তোমাকে কিছু না বলিয়া চুপে চুপে চেয়ার খানিতে বসিলাম। বসিয়া তোমার পায়ের

দিকে চাহিয়া তুমি কেমন তালে তালে চলিতেছ তাহাই দেখিতেছিলাম, তোমার চলনের সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিও বারান্দার উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে আর দক্ষিণদিক থেকে উত্তরদিকে চলিতেছিল। দেখ তোমার ঐ পায়ে কি যেন আনন্দ মাখান আছে সেই আনন্দে আমার হৃদয় যেন ভরিয়া উঠিতেছিল; আমি স্থির নেত্রে তোমার ঐ পায়ের দিকে চাহিয়া তোমার তালে তালে চলন দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল; সেই সময় দেখি যে আমার বুকের মধ্যে চিদানন্দ বাবা বসিয়া বলিতেছেন।

হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ঐ কথাগুলির অর্থ কি তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিও।

নিকটে আর একখানি চেয়ার ছিল, আমি তাহাতে উপবেশন করিলাম। আমি বলিলাম যে আমি কিছু কাজ পাইতেছিলাম না তাই আমাদের গুরু তোমার হৃদয় মধ্যে দেখা দিয়া আমাকে ঐ উপদেশ দিয়া গেলেন। ভগবানের নাম জপ এবং তাঁহার নাম কীর্ত্তনই কলিকালের লোকের সাধনার পথ। এস আমরা দুইজনে বসে জপ করিতে থাকি। আমরা উভয়েই স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতে লাগিলাম। জপ করিতে করিতে হস্ত পদ ক্রমে যেন শিথিল হইয়া আসিল; দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া তালুমূলে আঘাত করিতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রণব ধ্বনি শুনিতে পাইতে লাগিলাম; বড় এক আনন্দ হইতে লাগিল। সেই সময় আমার হৃদয় যেন ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে বোধ হইতে লাগিল; হৃদয়ের সেই আকাশের দিকে আমার মন পড়িল। একটি তড়িৎ স্রোত হৃদয়ের সেই আকাশ হইতে উঠিয়া, তালুমূলে ভেদ করিয়া মাথার মধ্যে যে যন্ত্রটিকে চিদানন্দ বাবা হরনেত্র বলিয়াছিলেন সেই স্থলে আঘাত করিল আমি একবারে বাহ্যজ্ঞান শূণ্য হইলাম। তখন স্বপ্নের ন্যায় দেখিলাম যে আমার মাথার উপর সুনীল সন্ধ্যাগগণ শোভা পাইতেছে এবং আমি ও আমার আর ৭ জন আত্মীয়, সেই সন্ধ্যাগগণের তলে, আমাদের বাড়ীর ছাদের

উপর বসিয়া অধ্যাত্মতত্ব আলোচনা করিতেছি। আমরা ৮ জনে ঠিক একটি চক্রাকারে বসিয়া আছি; উত্তরদিকে দুইজন, দক্ষিণদিকে দুইজন, পূর্ব্বদিকে দুইজন এবং আমি ও আর একজন, পশ্চিমদিকে বসিয়া আছি। যে দুইজন উত্তরদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ দক্ষিণদিকে, যাঁহারা দক্ষিণদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ উত্তরদিকে, যাঁহারা পূর্ব্বদিকে বসিয়াছেন তাঁহাদের মুখ পশ্চিমদিকে এবং আমি ও আর একজন যিনি পশ্চিমদিকে বসিয়াছেন আমাদের মুখ পূর্ব্বদিকে। আমাদের এই ৮ জনের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—তিনি তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'দেখ ভাই কি হতে কি হচ্চে, এই সব কোথা হতে কোথা যাইতেছে আর কে যে কি করিতেছে এ সমস্ত বোঝা ভার।' বয়োজ্যেষ্ঠতা সম্বন্ধে যিনি তৃতীয় তিনি উত্তর করিলেন যদি সহজেই বুঝা যাইবে, তবে আর কষ্ট কি? 'ইহারা দুইজনে ঐরূপ কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, আমি আকাশের দিকে চাহিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে আকাশে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের ছবি পড়িল। ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় কলোড়িয়ন মাখান কাচে যেমন ছবি পড়ে সেই রকমের ছবি পড়িল। ঐ গাছটি এত বড় যে উহা ধারণা করা যায় না। দেখতে দেখতে আরও দেখিলাম যে গাছটির উপরে দুইটি সমান্তরাল রেখা রহিয়াছে উহার একপ্রান্ত আকাশের উত্তরদিকে অন্যপ্রান্ত আকাশের দক্ষিণদিকে। আমি পূর্ব্বমুখী হইয়া পূর্ব্বদিককার আকাশের এই বৃক্ষের ছবি দেখিতেছি। দেখিতে দেখিতে সেই সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে এই কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে দেখিলাম "এই খানে প্রশ্নের উত্তর লেখা আছে।" লেখাগুলি জ্যোতির্ম্ময়। খানিক পরেই দেখিলাম যে সমান্তরাল রেখা দুইটির মধ্যে একটি বিন্দুর ছবি পড়িল। ঐ বিন্দুটি ঠিক আমার সামনে ছিল না, একটু বামদিকে ছিল। ঐ বিন্দুটির বর্ণ কাল কুচ কুচ করিতেছে; খানিক পরেই উহা লাল টক্ টকে হইয়া উঠিল; আবার খানিক পরেই উহা সাদা ধপ্ ধপে হইয়া উঠিল। তাহার পর ঐ বিন্দু

হইতে প্রথমে কাল পরে লাল ও শেষে সাদা রশ্মি বাহির হইতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে বিন্দুটির নিচে একটি Crescent চাঁদ দেখা দিল। এই চন্দ্রকলাও প্রথমে কাল, পরে লাল ও শেষে সাদা রংএর হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। তাহার পর উহার নীচে একটি 'ও' আসিয়া পড়িল। এই 'ও' কারও ক্রমান্বয়ে কাল রাঙ্গা ও সাদা রঙ্গের হইল। এই 'ও' কার এবং উহার উপরের চন্দ্রকলা ও বিন্দু লইয়া যে ছবিটি হইল উহা যখন আকাশে ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল তখন উহার শোভা বর্ণনাতীত। আকাশে ওঁ কার ধ্বনি এইবারে স্পষ্টরূপে হইতে লাগিল। ওঁ অক্ষরটি এইবারে প্রণবধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার পাইতে লাগিল ; প্রথমে উহা বিস্তৃত হইয়া একটি চক্রাকারে পরিণত হইল। অবিশ্রান্ত প্রণবধ্বনি এই বৃত্তটিকে ক্রমেই বিস্তৃত করিতে বাড়িয়া বাড়িয়া বৃত্তটি অসীম হইয়া পড়িল শেষে বম্ শব্দে ফাটিয়া গেল। ঐ বৃত্তটি যখন ফাটিয়া গেল তখন আমি বলিয়া উঠিলাম "ওঃ কি Hollow sound যেন Hollow sound of a distant gun" বৃত্তিটি ফাটিয়া গিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট বৃত্তহইল; সেই বৃত্তগুলিও ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জলাশয়ে একটি প্রস্তরখণ্ড ফেলিলে যেরূপ গোল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমে বিস্তৃত হইতে থাকে, উহা আকাশের উক্ত বৃত্তগুলির বিস্তারের কথঞ্চিৎ অনুরূপ কিন্তু জলাশয়ের তরঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ত সেই নাদ ধ্বনিটি নাই সেই জন্য আমি যে বৃত্তের বিস্তার দেখিয়াছি উহার সহিত ইহার সাদৃশ্য হইতে পারে না।

বৃত্তগুলি যখন বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া সকল গুলিই বড় বিস্তৃত হইয়া পড়িল তখন আমি আর সব গুলার দিকে চাহিতে পারিলাম না; একটার দিকে স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলাম; সেটাও অসীম বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বম্ শব্দে ফাটিয়া গেল। এই চক্রটি ফাটিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র হইল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রগুলি আমাদের সৌরজগতের সূর্য্য পৃথিবী চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রগণ এবং যে চক্রটি ফাটিয়া উহারা বাহির হইল সেইটি যেন উহাদের জননী। সূর্য্য পৃথিবী

ও গ্রহ নক্ষত্রগণ জননী গর্ভ নিঃসৃত হইয়া যেন আপন আপন কার্য্য করিতে চলিল। প্রথম যে গুলিকে ছোট ছোট দেখিলাম কিন্তু উহারাও সকলে আবার বিস্তার পাইতে লাগিল। যখন খুব বিস্তৃত হইল তখন আমি কেবল আমাদের পৃথিবীটিকেই দেখিতে লাগিলাম। পৃথিবী ক্রমে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এত বড় হইল যে তাহার মধ্যে নদ নদী পর্ব্বত প্রান্তর সকলই দেখিতে পাইলাম। পৃথিবীর বিস্তার যখন বড় বেশী হইয়া উঠিল তখন আমি কেবল ভারতবর্ষটিই দেখিতে লাগিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যে বাড়ির ছাদে বসিয়া আছি উহাও দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষের ছবি যখন খুব বিস্তৃত হইয়া উঠিল তখন আমি আমাদের বাড়িটির ছবিই কেবল দেখিতে পাইলাম। ঐ বাড়ির ছাদের উপর যে আমরা ৮ জন বসিয়া আছি উহাও আকাশে দেখিতে পাইলাম। আমাদের নিজেদের চিত্র আকাশে দেখিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। ছবি বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমি আর বাড়ীটিও ধারণা করিতে পারিলাম তখন কেবল আমার চিত্রটিরদিকে দেখিতে লাগিলাম; সে ছবিও বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া এত বড় হইল যে আর দেখা চলে না তখন আমার উহা হইতে একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বাহির হইল; উহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র। উহা অনেকক্ষণ আমার সামনে স্থির ভাবে রহিল; তখন আমার বড় আনন্দ হইতে লাগিল; সেরূপ আনন্দ আমি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। তাহার পর প্রসারণ শক্তির পরিবর্ত্তে আকাশে সংকোচন শক্তি আসিল আমার শরীরের যে চিত্রটি আকাশে ছিল উহার মধ্যে ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থটি প্রবেশ করিল; আমার শরীর সংকুচিত হইয়া আসিল; আবার আকাশে আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর আমরা যে ৮ জন বসিয়াছিলাম উহার ছবি দেখিলাম, ক্রমে ভারতবর্ষ দেখিলাম, পৃথিবী দেখিলাম গ্রহ নক্ষত্রাদি দেখিলাম এবং পূর্ব্বে অনুলোমে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাই বিলোমে দেখিতে পাইলাম, সর্ব্বশেষে সব সেই বিন্দুতে পরিণত হইল এবং ঐ বিন্দুও আকাশে মিলাইয়া গেল। যখন সব মিলাইয়াগেল তখন সেই অশ্বত্থবৃক্ষের উপরিস্থ

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যে লেখাটি ছিল সেই লেখাটি মুছিয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্ত্তে লেখা রহিয়াছে **'ইহার নাম সৃষ্টি প্রকরণ'**। বিন্দুর প্রসারণ ও সংকোচন যতক্ষণ দেখিতেছিলাম সমস্তক্ষণই অশ্বত্থবৃক্ষটি আকাশে ছিল। সর্ব্বশেষে উহার উপর ঐ লেখাটি দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম 'দেখ দেখ সৃষ্টিপ্রকরণ'। এইবারে আমার চমক ভাঙ্গিল।

আমার চমক ভাঙ্গার পর চাহিয়া দেখি মাতঙ্গিনী চেয়ারের উপরে পদ্মাসনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; একটি সুনীলবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দেহবেষ্টিত এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থর আকার যেন একটি ডিম্বের ন্যায়। ম্যাডেম ব্লাভাট্‌স্কি যাহাকে Auric egg বলিয়া গিয়াছেন আমার মনে হইল ইহাই সেই Auric egg অল্পক্ষণ পরেই গৃহিনী বলিয়া উঠিলেন—

ক্ষেত্রতত্ত্বে কর সার
বিন্দু যার মূলাধার
যে ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে হরি
করিতেছেন জ্ঞান দান।

এই বলিয়া তিনিও চক্ষু চাহিলেন ও বলিলেন যে দেখ চিদানন্দ বাবা আমায় কি বলিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলি বলিয়া উঠিলাম।

সেই সময় গীতার একটি শ্লোক আমার মনে পড়িল সেই শ্লোকটি এই—

'ইদংশরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

গীতা ১৩ অধ্যায় ১। ২ শ্লোক।

আমি বলিলাম মাতু এস আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভগবানকে ও

ক্ষেত্র স্বরূপা ভগবতীকে নমস্কার করি। উভয়ে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে নমস্কার করিলাম।

অমি বলিলাম	মাতঙ্গিনী বলিলেন।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়	কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং	ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
হ্রীং নমস্তে শিবে	সর্ব্বার্থ সাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি	নারায়ণি নমস্তুতে॥
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ

শ্রীঅনন্তরাম।

—*—

পরমেব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মানব, তুমি কে, কি ছিলে, কোথায় ছিলে, কোথা হইতে আসিলে? কেন আসিলে কিরূপে আসিলে, কে আনিল? এই ভাবে আর কত কাল এই ভাবে আনাগোণা করিবে? তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়? সেই স্থানে পৌঁছিবার পথ কি? কি রূপেই সেই পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, অনুসন্ধান পাইয়া বা কি নিয়মে সেই পথে পদক্ষেপ করিতে

সমান্তরাল রেখাদ্বয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যে লেখাটি ছিল সেই লেখাটি মুছিয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্ত্তে লেখা রহিয়াছে **'ইহার নাম সৃষ্টি প্রকরণ'**। বিন্দুর প্রসারণ ও সংকোচন যতক্ষণ দেখিতেছিলাম সমস্তক্ষণই অশ্বত্থবৃক্ষটি আকাশে ছিল। সর্ব্বশেষে উহার উপর ঐ লেখাটি দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম 'দেখ দেখ সৃষ্টিপ্রকরণ'। এইবারে আমার চমক ভাঙ্গিল।

আমার চমক ভাঙ্গার পর চাহিয়া দেখি মাতঙ্গিনী চেয়ারের উপরে পদ্মাসনে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন; একটি সুনীলবর্ণের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যেন তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দেহবেষ্টিত এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থর আকার যেন একটি ডিম্বের ন্যায়। ম্যাডেম ব্লাভাট্‌স্কি যাহাকে Auric egg বলিয়া গিয়াছেন আমার মনে হইল ইহাই সেই Auric egg অল্পক্ষণ পরেই গৃহিনী বলিয়া উঠিলেন—

ক্ষেত্রতত্ত্বে কর সার
বিন্দু যার মূলাধার
যে ক্ষেত্রে দাঁড়ায়ে হরি
করিতেছেন জ্ঞান দান।

এই বলিয়া তিনিও চক্ষু চাহিলেন ও বলিলেন যে দেখ চিদানন্দ বাবা আমায় কি বলিলেন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কথাগুলি বলিয়া উঠিলাম।

সেই সময় গীতার একটি শ্লোক আমার মনে পড়িল সেই শ্লোকটি এই—

ইদংশরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥

গীতা ১৩ অধ্যায় ১। ২ শ্লোক।

আমি বলিলাম মাতু এস আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভগবানকে ও

ক্ষেত্র স্বরূপা ভগবতীকে নমস্কার করি। উভয়ে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে নমস্কার করিলাম।

অমি বলিলাম	মাতঙ্গিনী বলিলেন।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায়	কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং	ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
হ্রীং নমস্তে শিবে	সর্ব্বার্থ সাধিকে!
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি	নারায়ণি নমস্তুতে॥
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ
ওঁ	তৎ সৎ

শ্রীঅনন্তরাম।

—*—

পরমেব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

মানব, তুমি কে, কি ছিলে, কোথায় ছিলে, কোথা হইতে আসিলে? কেন আসিলে কিরূপে আসিলে, কে আনিল? এই ভাবে আর কত কাল এই ভাবে আনাগোণা করিবে? তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়? সেই স্থানে পৌঁছিবার পথ কি? কি রূপেই সেই পথের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, অনুসন্ধান পাইয়া বা কি নিয়মে সেই পথে পদক্ষেপ করিতে

ও অগ্রসর হইতে হয়? অগ্রসর হইয়াই তোমার গতি কি? তোমার পরিণাম কি?

এই সকল প্রশ্ন আপাত দৃষ্টিতে সোজা বোধ হইলেও ইহারা প্রকৃত পক্ষে জীবন-জ্যামিতির বিষম সমস্যা। এই দুরূহ সমস্যাগুলির সুমিমাংসা করার উদ্দেশ্যেই জগতে যত কিছু ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তনা, ও দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে করুণা নিদান বিশ্ব প্রেমিক সাধু মহাজনদিগের অবতারণা! তাই, সাবহিত চিত্তে সাধু মহাজনদিগের প্রদর্শিত পথ চিনিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আর পথভ্রান্ত পথিকের দশা প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা।

শাস্ত্রে কথিত আছে, জীব জন্ম মৃত্যুর বশে ইহ পরকালে যাতায়ত করার সময় তিনটী অবস্থায় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ মাতৃগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই জীবন নাট্যশালায় প্রবেশ লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে; দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যুসময়ে; তৃতীয়তঃ, পুণর্জ্জন্ম গ্রহণ করার প্রাক্কালে। যখন জীবন লীলার পরিসমাপ্তি হইয়া জীবের আসন্ন মৃত্যুসময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীব তাহার অতীত জীবনের ঘটনাবলির দৃশ্য এই ক্ষণকালের মধ্যে তড়িত প্রবাহের ন্যায় মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করে; জীবনে কতই কুকাজ সুকাজ করিয়াছে; কতই সুখ দুঃখ উপভোগ করিয়াছে; কুকার্য্যজনিত শোক তাপের নিদারুণ ঘটনাবলী চিত্র পটের ন্যায় যখন দৃষ্টি পথে পতিত হয়, তখনই মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতে থাকে এবং বদনে বিষাদের কালিমা পতিত হওয়াতে তাহা ম্লান হইয়া যায়। আবার পর মুহূর্ত্তেই যখন সুকার্য্যজনিত আনন্দদায়িনী ও সুখাবহ ঘটনাবলী নয়ন পথে পতিত হয়, তখনই নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় সেই নির্ব্বাত নিষ্পন্দ মুখেও হাস্যের রেখা বাহিরে প্রতিফলিত হওতঃ প্রফুল্লিত হইয়া অন্তরের সুখানুভূতি জ্ঞাপন করে। মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বে মৃত্যুশয্যায় বসিয়া যিনি কখনও তাহার বদনমণ্ডলের প্রতি স্থির ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই তাহাতে কখন বিষাদের মলিনতা

আবার পরক্ষণেই প্রসন্নতার পরেই আবার মলিনতা, এবং মলিনতার পর প্রসন্নতা এইরূপ উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

মৃত্যুর পরে জীব কৃতকর্ম্মের ও গত জীবনের প্রকৃতির অনুরূপ যমলোকে অথবা Astral Worldএ বাস করিয়া ভোগাবসানে যখন উপযুক্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সৎ ও পুণ্যকর্ম্মের সুফল ভোগ করিবার জন্যে স্বর্গরাজ্যে উপনীত হওতঃ নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন জাগ্রত জীবনের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিয়া ও বিগত শোক হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নসুখ উপভোগ করে, দারুণ যুদ্ধকার্য্য ব্যাপ্ত পরিশ্রান্ত রণবীর সংগ্রামান্তে সায়ংকালে স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করতঃ নিশা আগমনে নিদ্রাদেবির অঙ্কারুঢ় হইয়া যেরূপ বিশ্রাম লাভ করে, ঠিক সেইরূপ জীবও দুঃখময় সংসার ক্ষেত্রে দারুণ শোকতাপ উপভোগ করিয়া পরিশেষে সুখাবতিতে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে থাকে; কৃতপুণ্যকর্ম্মের ফলভোগ শেষ হইয়া আসিলে যখন কালের হোরা বাজিয়া উঠে, যখন কর্ম্মানুযায়ী পুণর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের সুখস্বর্গোভোগবাসনা রূপ সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়, তখন তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, এবং আগামীতে ভাবী জীবন এই জীবন রঙ্গমঞ্চে যে যে বিষয়ের অভিনয় করিতে হইবে তৎসমস্তই সেই ক্ষণেকের তরে তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কত কুকর্ম্ম পাপকর্ম্ম, কত শত হীন কর্ম্ম করিতে হইবে, সুখদুঃখ মিশ্রিত কত ভোগই না উপভোগ করিতে হইবে, তত্তাবৎ ঘটনাবলির দৃশ্য একে একে চপলার চমকের ন্যায় তাহার মানস চক্ষুর সন্মুখ দিয়া চলিয়া যায়। আবার দুর্ব্বিসহ নিদারুণ জীবন সংগ্রামে প্রবর্ত্ত হইবে, আবার দারুণ শোক, তাপ, অবিচার, অত্যাচার কতই না উপভোগ করিতে হইবে, ইত্যাকার ভাবিয়া জীব বিষণ্ণ হয়, কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করিবে কে? মাতা পিতার শোণিত শুক্র সংযোগে গর্ভসঞ্চার উপলক্ষ করিয়া সেই সময় স্বীয়কর্ম্মবশে প্রথমতঃ তাহার ছায়াশরীর বা সূক্ষ্মদেহ (Ethric double), যাহা ভাবী স্থূল দেহের অবিকল সূক্ষ্ম অনুরূপ, তাহা আসিয়া মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়; তৎপরে ক্রমশঃ তদবলম্বনে অঙ্গ

প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়া সপ্তম মাসে এই দেহে জীবের সঞ্চার হয়, অনন্তর নবম মাসে সেই গর্ভস্থবালক মনুষ্যজাতি ব্যঞ্জক সর্ব্ব প্রকার অবয়ব এবং জ্ঞান, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মনুষ্য লক্ষণ সম্পন্ন হয়, এবং তাহার দর্শন শ্রবণাদি শক্তি জন্মে। এইরূপ অবস্থা হইলেই সেই বালক জন্মলাভ করে এবং সেই সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিতে থাকে। গর্ভস্থবালক জন্মের পূর্ব্বে এইরূপ স্মরণ করিতে থাকে।

"পূর্ব্বযোনি সহস্রাণি দৃষ্টা চৈব ততো ময়া।
আহারা বিবিধা ভুক্তাঃ পীতা নানা বিধাঃ স্তনাঃ।
জাতশ্চৈব মৃতশ্চৈব জন্মচৈ পুনঃ পুনঃ।
যন্ময়া পরিজন স্যার্থে কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
একাকী তেন দহেঽহং গতাস্তে ফলভোগিনঃ।
অহো দুঃখোদধৌ মগ্নো ন পশ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে মহেশ্বরম্।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ প্রপদ্যে নারায়ণম্।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্যেঽহং তৎ সাংখ্যং যোগমভ্যসে।
অশুভ ক্ষয়কর্ত্তারং ফল মুক্তি প্রদায়কম্।
যদি যোন্যাঃ প্রমুঞ্চামি ধ্যায়ে ব্রহ্ম সনাতনম্"॥

গর্ভোপাণিষৎ

"আমি ইতি পূর্ব্বে সহস্র সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং নানা প্রকার স্তনপান করিয়াছি, এমন কি শূকর কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শূকর কুক্কুরাদির ভক্ষ্য বস্তুও ভোজন করিয়াছি। আমি পুনঃ পুনঃ জন্মিয়াছি এবং পুনঃ পুনঃ মরিয়াছি। আমি পরিজন প্রতিপালনের নিমিত্ত যে সকল শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, এইক্ষণ একাকী সেই সকল কর্ম্মফলে দগ্ধ হইতেছি। পুত্রকলত্রাদি পরিজনবর্গ

ফল ভোগ করিয়া গমন করিয়াছে, আমি এইক্ষণ দুঃখ সাগরে মগ্ন হইয়া কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতেছিনা। যদি একবার এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তি ফলপ্রদ দেবাদিদেব মহাদেবের সেবা করিব। আর যদি এই গর্ভ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে অশুভক্ষয়কারী মুক্তিফলপ্রদ নারায়ণের শরণাপন্ন হইব। যদি এই গর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিতেপারি, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সাংখ্য যোগ অভ্যাস করিব। যদি একবার মাত্র এইগর্ভ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তাহা হইলে মোক্ষফলপ্রদ সনাতন ব্রহ্মের ধ্যান করিব।" এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে থাকে।

অনন্তর সেই গর্ভস্থ বালক প্রসবদ্বারে সমাগত হইয়া যন্ত্রনায় পরিপীড়িত হয়, এবং মহাদুখে জন্মগ্রহণ করে। জন্মমাত্রেই সেই বালককে বৈষ্ণবীমায়া আক্রমণ করে, বালক কাঁদিতে থাকে, তখন আর তাহার জন্মমরণ ও শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই স্মরণ থাকেনা বিষ্ণুমায়ায় সকলই বিস্মৃত হয়।

এইরূপে জন্মগ্রহণ করতঃ জীব শোকতাপের পাপপুণ্যের অতীত সুকোমল শৈশব কাল অতিবাহিত করিতে থাকে; সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলেই সেই দেহে মনসের বা বিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। দেহে এই রূপে বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিলেই তখন হইতে বালকের ভালমন্দ বোধ শক্তির বিকাশ হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় কুকার্য্য জনিত কর্ম্ম ফলের জন্য দায়ী হইতে আরম্ভ হয়। তৎপর পৌগণ্ড ও কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করে; তখন যৌবন সুলভ আমোদ প্রমোদে মত্ত হওত কেবল ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করার জন্য ব্যস্ত থাকে। তারপর বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া জরা উপভোগ করিয়া কালপূর্ণ হইলে জীব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তৎপর ভুবর্লোক বা যমলোকে * গমন করতঃ অতীত জীবনের পাপকর্ম্মের ফল স্বরূপ

* ভুবর্লোক (Astral world) কে যমলোক অথবা কখন সংযমলোকও বলা হইয়া থাকে, কারণ মৃত্যুর পর এইলোকে গমন ও বসবাস করার পরই জীবের বাসনা বা কামশক্তির সংযমন হইয়া থাকে।

কঠোর দণ্ড ও যন্ত্রনা ভোগ করিয়া ঠিক উপযুক্ত সময় স্বর্গলোকে বাস করিয়া কালাবসানে পুণ্যক্ষয় হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া কঠোর যন্ত্রনা ভোগ ও দারুণ ক্লেশ পাইতে থাকে।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ॥

বাল্যকালে জীব খেলায় রত থাকে, যৌবন সময় যুবতী ভার্য্যাতে আসক্ত থাকে, বৃদ্ধবয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, কিন্তু হায়! পরব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় ত কাহারই মন অনুরক্ত হয় না!

শ্রীসুদর্শন দাস।

"আমি কি চাই?"

[২য় সংখ্যার ৬৪ পৃষ্ঠার পর হইতে]

এই বলিয়া যেমন ঝম্প দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সহসা কে যেন বলিল "বৎস! সুখ অন্বেষণ করিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা কর।" চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু কথাগুলি হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। "মনের কষ্টে পাগল," "মনের মানুষ," মা জাহ্নবীর "কুল্ কুল্, চল্ চল্ শব্দ" ও অদৃশ্য শ্রুত উল্লিখিত বাক্য সকল যুগপৎ মনে উদয় হইয়া আমাকে সন্দেহ দোলায় দোলাইতে লাগিল। আমি যা চাই তাহা পাইয়াছি কি না? যদি আমি যাহা চাই তাহা নিজে জানিতাম,

তবে তাহা পাইবার চেষ্টা করিতাম। যখন আমি যাহা চাই তাহা অপরের নিকট জানিতে ও পাইতে চেষ্টা করিয়াছি তখন অপরে যাহা জানাইয়া দিয়াছে তাহাই এখন বিচার্য্য। আমার এমন কিছু অভাব হইয়াছে যাহা নিজে আমি জানি না, তাহা পূরণার্থ আমি অস্থির হইয়া অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া "আমি কি চাই" বলিয়া ফুক্‌রাইতেছি ও পথে পথে দ্বারে দ্বারে জানিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যে দিন হইতে পৃথিবী দেখিয়াছি অর্থাৎ ভূমিষ্ট হইয়াছি—সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত সুখের অন্বেষণ করিয়াছি কি না? যদি করিয়া থাকি তবে কেন করিয়াছি ও কিরূপ ভাবে করিয়াছি!

কথিত আছে কষ্টের অভাবের নাম সুখ! সুখ চায় কে? সুখই বা হয় কার? আমি করি, আমি দেখি, আমি ভাবি, আমি আছি ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত ভাব তাহা কেন হয়? এই গুলিই কি আমার স্বাভাবিক ভাব! এই ভাবই কি অভাবের কারণ নয়? বাহ্যবস্তু হইতে আমাকে পৃথক্ ভাবি বলিয়াই কি অভাব অনুভব করি না?

আমি আমাকে লইয়া বড় ব্যস্ত। তাই যখন আমি মাতৃক্রোড়ে শয়ান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিনা, বসিতে পারিনা, দাঁড়াইতে পারিনা ক্ষুধা হইলে ইচ্ছামত খাইতে পারিনা ইত্যাদি ভাব মনে উদয় হইয়া তাহা করিবার বা পাইবার জন্য চেষ্টা করি—তখন আমি আমাকে লইয়া ব্যস্ত হই। কিন্তু অক্ষম বিধায় কষ্টবোধে কাঁদিয়া ফেলি, মা অভাব বুঝিয়া তৎকালীন উপযুক্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, বাধ্য হইয়া মার উপর নির্ভর করি। ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বর্দ্ধিত হওয়াতে, নির্ভরতা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে থাকে। স্বাধীন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সুখের আশায়, স্বেচ্ছাচারীতাকে স্বাধীনতা জ্ঞানে পিতামাতার উপর নির্ভরতা সম্পূর্ণরূপে না যাইলেও তাঁহাদের অনুজ্ঞা ও নিষেধ বাক্যে অবহেলা করিয়া দুঃখের ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়া থাকি। বিবেক জ্ঞান হীন, তাই, দয়াময় পিতামাতার অনুজ্ঞা ও নিষেধ বাক্য

অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারীতাকে আশ্রয় করতঃ—যে সময়ের যে নিয়মিত কার্য্য তাহা না করিয়া সম্মুখে যাহা সুখসেব্য বিষয় দেখিতে পাই তাহাতেই নিজেকে সমর্পণ করি। কিসে সুখী হইব অনুক্ষণ এই ভাবনা মনে জাগরূক থাকাতে, সেই সুখের চেষ্টায় আমি আমাকে লইয়া সর্ব্বদা বড়ব্যস্ত পাছে দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে এই বড় ভয়। আমার—আমি রূপ অমূল্য রত্ন কোথায় রাখিলে যে নিশ্চিন্ত হইব কোথায় রাখিলে দুঃখরূপ চোর যে তাহা আর দেখিতে পাইবে না এই ভয়ে, এই ভাবনায় আমি বড়ই সতর্ক--তাই কাহাকেও বিশ্বাস হয় না। স্বেচ্ছাচারীতা এক নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দিয়া পরামর্শ দিল ঐ স্থানে "রত্ন" টীকে রাখিয়া দিলে আর কোন ভয় নাই; অমনি সেইদিকে দ্রুত ধাবিত হইলাম। তাহাকে বিশ্বাসী ভাবিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার সেবা করিলাম কিন্তু হায় শেষে দেখিলাম সে বিশ্বাসী মিত্র নয় কপটাচারী শত্রুমাত্র।

তখন আবার আমি "আমিত্বরূপ রত্নটীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কোথায় রাখিলে নিরাপদ হইব এই ভাবনায় বড়ই ভাবিত হইলাম। এমন সময়ে একজন আদর করিয়া আশ্বাস দিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং বলিল পূর্ব্বে যাহার কাছে রত্নটী রাখিয়াছিলে, সে উহাতে কত দাগ ও কলঙ্ক পড়াইয়াছে। আমিও দেখিলাম বাস্তবিক তাহাই ত বটে। ভাবিতে লাগিলাম এখন এদাগ ও কলঙ্ক কেমন করিয়া তুলিয়া ফেলি। আবার ভাবিলাম কপটচারীর সহবাসে দাগ ও কলঙ্কপূর্ণ আমিত্ব লইয়া তাহাকেই আমি বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজে কি ভয়ানক কপটাচরণ ও আত্ম প্রবঞ্চণা করিতেছি! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দিশেহারা হইলাম; জ্ঞান হারাইলাম। তখন আবার সে আমাকে কোলে লইয়া আশ্বাস বচনে বলিল, "ভয়কি? আমি সমস্ত দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া দিব, তোমার "রত্ন"টীকে আমার কাছে রাখিয়া দাও" তাহার বাক্যে ভুলিয়া যাইলাম বিশ্বাস করিয়া আমার "আমিত্ব রত্ন" কে তাহার হস্তে ন্যস্ত করিলাম আশা সে আমার রত্নের দাগ ও কলঙ্ক তুলিয়া আবার

উজ্জল করিয়া দিবে। সেই আনন্দে সেই আশায় তাহার কত সেবা করিতে লাগিলাম। কপটাচারীর সহবাসে আমার 'আমিত্ব রত্নে, যে কালিমা রেখা অঙ্কিত হইয়াছে এইবার তাহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সুন্দর—আমার মনের মত হইবে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম। কিন্তু হায়! কই সেও ত আমার রত্নটীকে উজ্জল করিয়া দিল না; কেবল নূতন হইতে নূতনতর কলঙ্করেখাই ত অঙ্কিত করিয়া দিল। হায় হায়! সকলেই ভণ্ড, সকলেই কপটাচারী!!!

এইরূপে কতকাল ধরিয়া কত রকমে কত জনের সেবা করিলাম, কত তোষামোদ করিলাম,—বিশ্বাসী, বন্ধু ভাবিয়া আমার অমূল্য রত্নটী অর্পণ করিলাম—রত্নটীকে উজ্জল করিয়া দিবে—কিন্তু হায়, শেষে দেখি, সকলেই ঐ রত্নটীকে চুরি করিবার মানসে (চুরি ভিন্ন আর কি বলিব)—উজ্জল করিয়া দিবার নাম করিয়া—এমনই ঘন আবরণে উহাকে আবৃত করিয়াছে যে, এখন আমার সেই রত্নটী চিনিয়া উঠাই কঠিন। যখন আমার 'আমিত্ব রত্নটীকে' যাহাকে বড় ভালবাসি—যাহার জন্য ক্ষণমাত্র স্থির হইতে পারি না—যাহার সৌন্দর্য্য ও উজ্জলরূপ ভাবিয়া আমি আত্মহারা—তাহাকে ঘন আবরণে আবৃত দেখি—কদাকার, শ্রীভ্রষ্টদেখি, তখন প্রাণের ভিতর কি যেন কি একপ্রকার যাতনা অনুভব হয় কেমন করিয়া বলিব,—কেমন সে যাতনা,—যখন তাহা হৃদয়ের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়, হৃদয় চাপিয়া ধরে—দূর দূর করিতে থাকে, তখন, কেমন করিয়া বলিব, তখন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যেন কি একটা মহা অভাব বোধ হয়! যাহাদের বহুকাল ধরিয়া আপন ভাবিয়া বিশ্বাসী বন্ধু জানিয়া সেবা করিয়াছি, যাহাদের আপাত মধুর প্রবঞ্চণা বাক্যে ভুলিয়া ক্ষণভঙ্গুর সুখের স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি—কে জানিত, তাহারা আমার কপট বন্ধু,—পরম শত্রু, কে জানিত আমার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমার যাতনা দেখিয়া তাহারা নিকটে আসিয়া আবার কত প্রলোভন দেখায়—বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন লোক সাজিয়া,—আবার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চাহে,

কিন্তু আমার মহা অভাব পূরণ করিবার—পথ দেখাইতে চাহেনা—পারে না—অভাব কি তাহা বলিয়া দিতেও পারে না। তখন কি অভাব, কি করিয়া তাহা পূরণ হইবে, কোথায় যাইলে তাহা পোইব—কে আমায় তাহা বলিয়া দিবে—এই সব চিন্তা আমায় ব্যাকুল করিয়া তুলে। আমার যে কি অভাব তাহা বুঝিতে পারি না,—পারি না বলিয়াইত এত যন্ত্রণা; তাই জানিবার জন্যইত—দ্বারে দ্বারে নগরে নগরে "আমি কি চাই" বলিয়া ফুকরাইয়া বেড়াইতেছি, কই কেহত আমাকে বলিয়া দিল না যে "আমি কি চাই"।

আমার নিজের অভাব—আমি কি চাই, তাহা আমি বুঝে জানি না,—নিজে বুঝি না, এ কেমন কথা! সকলেই মনে করে যে তাহাদের কখন কি অভাব হয় তাহা তাহারা জানে ও বুঝে। তাই তাহারা আমার কথায় কর্ণপাত করে না। তাই কেহ "পাগল" বলিয়া প্রহারে উদ্যত হয়; কেহ বা "মনের মানুষ হারায়েছে, আর একটা মনের মানুষ চায়—" বলিয়া উপহাস করে। উপহাসই ভাবি কেন? বাস্তবিক ত এতকাল ধরিয়া মনের মানুষ খুঁজিয়া—ভাবিয়া কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের সেবা করিয়াছি, শব্দস্পর্শরূপাদি বিষয়ে আশক্ত হইয়া তাহাদের কত উপাসনা করিয়াছি, প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কত কাল উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া কত তোষামোদ করিয়াছি—কিন্তু হায়! কেহই "আমি কি চাই; আমার প্রকৃত অভাব কি ও তাহা কি প্রকারে পূরণ হইবে তাহা বলিয়া বা দেখাইয়া দেয় নাই। বরঞ্চ, বিপথে লইয়া গিয়া অভাব বাড়াইয়া দিয়াছে। কে আমার এমন সুহৃদ আছে, প্রকৃত মনের মানুষ হইয়া "আমি কি চাই" জানাইয়া দিবে! মা জাহ্নবী! তুমি কি আমার "আমি কি চাই" বলিয়া দিলে? মা! তুমি ত কুল্ কুল্ চল্ চল্ শব্দ দ্বারা কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাইতে বলিয়ে দিলে। মা, আমি কি কুলের উদ্দেশে চলিয়া যাওয়াই চাই? এই অকুল সংসারের কুল কিনারা যে দেখি না মা! লক্ষ্য ভ্রষ্ট, উদ্দেশ্য হীন, আমি যে চিরকাল উদ্দেশ

জ্ঞান শূন্য। চিরদিন উপায়কে উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকি! তাই বলিয়াইত এত কষ্ট, এত যাতনা! মা, অজ্ঞান বলিয়া আমি কি তোমার কুল্ কুল্ চল্ চল্ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। তাই বুঝি মা, তুমি অলক্ষ্যে "সুখ অন্বেষণ করিয়া নিরাপদ হও" বলিয়া দিলে? সুখ অন্বেষণ করি বলিয়াইত নানা প্রকার কষ্ট পাই। মা! প্রকৃত নিত্যসুখ কি! কেমন করিয়া কোথায় পাওয়া যায় মা? আমি আমার "আমিত্ব" রূপ রত্নটী কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে পারিলে প্রকৃত নিত্য সুখ পাইব। সে নিরাপদ স্থান কোথায়? মা যাহাকে বিশ্বাস করিয়া যাহার কাছে রাখিয়া নিরাপদ হইতে পারি এমন স্থান বা লোকও আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলাম না। তাই বলিয়াই ত "আমি কি চাই" বলিয়া ফুকরাইতেছি।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশ্রীস্বামীজি ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

(স্বর্গারোহণের পর)

---

(১)

তুমি আর নাহি এ ধরায়!
এ কি শুনিলাম কথা!
চলে গেলে হে দেবতা,
হায় কেন এতেক ত্বরায়!

—মা পেনু দেখিতে আর
সেই মূর্ত্তি প্রেমাধার
মনোসাধ রয়ে গেল মনে।
বসি' সে চরণ তলে,
হোলোনা কি কর্ম্মফলে
শিক্ষালাভ হায় এ জনমে!

(২)

শোকে আঁখি উচ্ছ্বাসিত নীরে!
হায় প্রভু, হায় প্রভু,
আর না দেখিব কভু,
আর না আসিবে তুমি ফিরে!
—জগতের গুরু হয়ে
তুমি এসে ছিলে লয়ে
জ্ঞান ও আনন্দ, বিতরিতে।
—গেলে তুমি দেখাইয়া
সারা বিশ্ব কি করিয়া
পারা যায় আপন করিতে!

(৩)

মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম।
তোমার মহিমা গাথা
প্রতি তরু, লতা, পাতা,
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম,
প্রতি ধূলি কণা সনে,
গগণে ও সমীরণে

আছিল জড়িত, বিকশিত,
মরতে কৈলাস ভূমি;
তারি মাঝখানে তুমি
ছিলে শিব সদানন্দ চিত!

(৪)

নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগীজন।
তবু কি মোহিনী বলে
ওই চরণের তলে
এক হ'ত নিখিল ভুবন!
রত্নময় শিরশত
সম্ভ্রমে লুণ্ঠিত হ'ত
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে,
একটী সুমিষ্ট কথা
আনি দিত কৃতার্থতা।
—ধরা হেন পুনঃ কি দেখাবে?

(৫)

হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি!
শূন্যকরি সে কৈলাস,
করি কাশী শোকাবাস,
সারা ধরণীর হৃদি দলি!
'কত আশা,' কতসাধ
ভগ্ন আজি অকস্মাৎ,
—জুড়াবে কোথায় তাপী আর?
উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে
হায়, আর কোন্ দেশে
এমন উদার কোল কার?—

* * * * *

(৬)

তুমি বারাণসী,
জগতে পবিত্রতর ধাম।
তোমার উন্মুক্ত বক্ষোদেশ
মহাত্মার সদা লীলা স্থান।

যুগ যুগ ধরি' তব গৌরব কাহিনী
ভুবনেতে প্রচারিত, গীত।
আশা তব বক্ষঃ নব রত্নে পুনঃ
দেখিব উজ্জ্বল সুশোভিত।
মহাত্মারা যান্ চলি লীলা অবসানে,
কিন্তু কিছু যান্ নাকি রাখি' ?
তাঁহাদের পূত বাণী, পবিত্র নিশ্বাস,
পূত দৃষ্টি, রহে চির জাগি'।
অলক্ষ্যে গঠিত হয় সে সকল দিয়া
মানসী সন্তান তাঁহাদের;
অনন্ত শোকেও এই অনন্ত সান্তনা,—
চিরদিন আছে জগতের।

শ্রীমতি মৃণালিনী।

আষাঢ়, (১৩০৬)।

এ কি স্বপ্ন ?

হরি হরি ! তবে কি শুধুই অলীক স্বপ্ন ! লোকেত তাই বলে, কিন্তু কি জানি মনত মানে না। এত সুন্দর, এত রমনীয়, মন প্রাণ স্নিগ্ধকর এত সত্য—তবুও স্বপ্ন ! তবে তাই হবে ! কিন্তু আমাদের জীবন কি স্বপ্ন নয় ? দেখ দেখি, ঘুমঘোরে কত আশার কুহকে পড়ি ! শান্তি শান্তি করিয়া সতত ব্যাকুল হই ! যাহা পাই তাহাই ঘরে লয়ে যাই, কিন্তু কই, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাত মিটে না। যাহা ধরি, তাহাও ভাঙ্গিয়া যায়, দেখ দেখি, বাসনা পরবশ হইয়া, আত্মজ্ঞান হারাইয়া, শুধু অলীক বাহ্য পদার্থে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলি, সুখের আশায় ধাবিত হই। কিন্তু পাঠক ! সুখ কি কখন পেয়েছ ? সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে কত শত বুদ্‌বুদ্ উঠে, বাতাসের সহিত তালে তালে তারা কত নাচে, সূর্য্যের কিরণে রামধনুর বর্ণে কত চিত্রিত হয় ; মনে হয়, কত সজীব কত সোহাগে রঙ্গে ভঙ্গে খেলা করে।—কিন্তু এত খেলা, এত সোহাগ, এই আছে এই নাই।—সমুদ্রের অনন্তে মিশাইয়া যায়—চিহ্নও থাকে না। তাই বলি, জীবনও স্বপ্ন, তুমি আমিও স্বপ্ন সুখও বুঝি স্বপ্ন ! তবে স্বপ্ন, সবই স্বপ্ন ! কিন্তু এ ঘুম ঘোর কি ভাঙ্গিবে না—এ মায়ার, ছলনার কি শেষ নাই ! ঘুমঘোরে, বিষয় স্বপ্নে কতই কষ্ট পাইতেছি—এ ঘুম ভাঙ্গাইবার কি কেহ নাই ? তাই বলি, " করহে চেতন, যে আছ চেতন "। হায় ! যদি জানিতে শিখিতাম—কত যাতনা, কত কষ্ট দূর হইত। কালের বশে থাকিয়া, বাসনার বশীভূত হইয়া এ খেলা খেলিতে আর সাধ নাই। এ স্বপ্নের আশার ছলনার ত সীমা দেখি না ! যত ঘুমাই স্বপ্ন ত থামে না। একের পর এক—ধারাবাহী স্রোতে কত কাল বল ভাসিয়া যাওয়া যায়। তাই আবার বলি " করহে চেতন, যে আছ চেতন "।

পাঠক! মাপ করিবেন, স্বপ্ন কথা বর্ণনা করিতে গিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দূর হউক। তবে শুনুন।

বসন্তকাল। প্রকৃতি দেবী রমনীয় বেশে জীবের মনমোহিত করিতেছেন ও হৃদয়ে কত সুখের ছবি আঁকিতেছেন। মনোরম বসন্তের সহিত উন্মেষিণী শুভ সম্মীলন। চারিদিকে বিহঙ্গকুলের মধুর ধ্বনি ও ভ্রমর নিচয়ের ঝঙ্কার। সম্মুখের সরোবরে বিকাশত কমলিনী নিজ সৌরভে দশদিক আমোদিত করিতেছে। নিশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া পূর্ব্বগগনে রক্তিম ছটায় অরুণদেব জনসমাজে সবিতার আগমন ঘোষণা করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়া জগতকে পুনরায় জাগাইতেছেন। কি জানি কেন মনপ্রাণ, সৃষ্টির পূর্ব্বের অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রকাশমান "ঋত ও সত্য" অনুসন্ধানে রত হইল। কি জানি কেন ক্ষুদ্র হৃদয়ে জগৎ প্রকাশক সবিতা দেবের তত্ত্বনিরূপণ করিতে বাসনা উপস্থিত হইল। প্রকৃতির অসীমতা অনুসন্ধানে চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইল। ভাবিতে লাগিলাম, আমি কে—আমি কার? উষার উন্মুক্ত ভাব দেখিয়া, মনও মায়া বন্ধন ফেলিয়া দিয়া অনন্ত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। আমার "আমি" যেন ক্ষুদ্র শরীরের আবরণ ত্যাগ করিয়া ক্রমেই বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক প্রকার অতীন্দ্রিয় অমানুষ শান্তভাবে হৃদয় আপ্লুত হইল।

* * * * * * * *

হঠাৎ দেখি আমি এক ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এ অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়। শুধু অভাব ব্যঞ্জক শূন্যময় এ অন্ধকার নহে। যেন ইহার ভিতর দিয়া একটী স্রোত বহিতেছে যেন সজীব অন্ধকার। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল, তাহা মনে নাই, কিন্তু যেন অনন্ত সময় ব্যাপিয়া এই অনন্ত অন্ধকারে ছিলাম বলিয়া বোধ হয়। মন কার্য্যহীন—বুদ্ধি বিকল কাতর প্রাণে ভাবিলাম, নাথ! তুমি কোথায়? আর যেন সেই সুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সর্ব্বত্র এক প্রতিধ্বনি হইল "কোথায়, কোথায়"। আমার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম!!

* * * * * * * * *

পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যেন দেখিলাম সেই অনন্ত অন্ধকার হইতে এক অনন্ত মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছেন! দেখি—

ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তং স্বমস্তকং।
পিবন্তি রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠ বিনির্গতাং॥
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।
রতি কামোপরিস্থাঞ্চ সদাধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ॥

দেখি, মা আমার স্বহস্তে নিজমুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। ত্রিধারায় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। মধ্যধারায় তিনি নিজে ছিন্নশিরে রুধির পান করিতেছেন বালসূর্য্যের ন্যায় মা রক্ত বর্ণা; মিথুনযুগলের উপর দণ্ডায়মানা।

চিত্ত ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইল—চতুর্দ্দিক কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। কর্ণে যেন এক অদ্ভুত শব্দ বাজিয়া উঠিল। যেন শুনিলাম "একোহং বহুস্যাম", "আমি যজ্ঞরূপী" "আমি হয়গ্রীব", "আমার আত্মোৎসর্গে-জগৎ প্রতিষ্ঠিত"। তোমাদিগকেও এই প্রকার হইতে হইবে!

* * * * * * * * *

এ আবার কি! এ যে মহাশ্মশান—ভীষণ রণক্ষেত্র! চারিদিক নরদেহে আচ্ছন্ন, রুধির স্রোতে প্লাবিত। শিবাকুল মহানন্দে নৃত্য করিতেছে ও পূতি গন্ধ শবদেহ ভক্ষণ করিতেছে। প্রেতগণের জয়ধ্বনিতে রণক্ষেত্র ধ্বনিত হইতেছে। কোথাও গৃধ্রগণ নরমাংসে উদর পূরণ করিতেছে। ঘন ঘোর কুজ্ঝটিকায় সমস্ত আবৃত; দিঙ্‌নির্দ্দেশ হয় না। একি দেখি! মধ্যে মুণ্ডমালিনী মা আমার—পতির বক্ষস্থলে দণ্ডায়মানা! লোলজিহ্বা—এলোকেশী—ঘোরা—ভয়ঙ্করী—কালীমূর্ত্তি! দক্ষিণদিকে মা দুই হস্তে বরাভয় দানে দেব, ঋষি ও অমরগণকে অভয় ও শান্ত করিতেছেন—বামে অসি ও মুণ্ডধারণ করিয়া ভূত ও অসুর গণের ভয় উৎপাদন করিতেছেন। ভীত স্তম্ভিত হইয়া ডাকিতে লাগিলাম। 'মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা' মাকে ডাকিতে

লাগিলাম। আবার যেন কর্ণে এক অমৃত বর্ষিণী বাণী বাজিল

" আমি কাল, কর্ম্মরূপী, আমার অনুগমন কর। "

ভাবিতেলাগিলাম—মহাকালের কালশক্তির প্রভাবে মহাপ্রলয় হয়। সেই মহাপ্রলয়ে মহাশ্মশানে ব্যক্ত জগৎ আবার অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হয়। দেখিলাম বাম মার্গের ফল দৈত্যগণের অহঙ্কার বৃত্তিলয়। দেখিলাম দক্ষিণ মার্গের ফল অব্যক্তে প্রকৃতির লয়। অমর গণের লয় নাই।

* * * * * * * *

আবার পট পরিবর্ত্তন হইল। সম্মুখে দেখি, দশভুজা সিংহবাহিনী মা মহিষাসুর দলনে দশ হস্তে দশায়ুধ ধারিণী হইয়াছেন। মার চারিধারে গণপতি, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী ও সরস্বতী শোভা পাইতেছেন। দেবতা ঋষিগণ জয় ধ্বনি করিতেছেন দেখিয়া হৃদয়ে এক দিব্য ভাবের উদয় হইল। প্রাণ ভরিয়া উমা হৈমবতীর চরণ কমল ধ্যান করিতে লাগিলাম! শুনিলাম "আমি বিদ্যারূপিণী, আমা ভিন্ন জয়লাভ হইবে না, আমিই দেবগণকে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিই" মা বলিতেছেন।

ভাবিতে লাগিলাম—মা আমার গায়ত্রীরূপিণী, মার সঙ্গে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ ফিরিতেছে। মনে মনে উচ্চারণ করিলাম।

" তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়য়ো ন প্রচোদয়ৎ "।

* * * * * * * *

আবার পট পরিবর্ত্তন হইল।

কস্যচিৎ অপ্রঃবুদ্ধস্য।

(ক্রমশঃ—)

উত্তরাখণ্ডে।

(১ম সংখ্যায় ২৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

তিনি সত্যজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছেন—গিরি, বন, নদ নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন এবং দেখিলেন একখানি ট্রেন লৌহবর্ত্মে চলিতেছে আকাশপথে পক্ষীকুল উড়িতেছে কিন্তু তাহার গতির ভুল নয় এ সকলেরই গতি অতীব মন্থর।—

"তীর তারা উল্কা বায়ু, শীঘ্র সাথী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যা'বে কেবা॥"—

তিনি অবিলম্বে ভট্টদর্পণে পূর্ব্বদৃষ্ট-রাজভবনের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে চুকিতবৎ প্রবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তথায় ব্যভিচারের জঘন্য দৃষ্টান্ত অভিনীত হইতেছিল। রাণী মনোরমা ব্যথিত অন্তরে ম্লানমুখে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সভাসদ্‌গণ রাজার সম্মুখে বসিয়া যথেচ্ছা সুরাপান করিতেছে ও কতকগুলি বারবিলাসিনীর সহিত অতি কুৎসিত গীত গাহিতেছে। তিনি বারবণিতাগণকে লক্ষ করিয়া দ্বারাভিমুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করত জলদগম্ভীরস্বরে কহিলেন—"দূর হ—এখনই দূর হ—নচেৎ—"

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে সেই সকল বেশকারিণীগণের মধ্যে একজন সুরাপান-কষায়িত-লোচনে, অর্দ্ধোন্মত্ত ভাবে ব্যঙ্গসূচক উচ্চ হাস্য করিয়া "নচেৎ কি বাবা—নচেৎ কামড়াবে" এই কথা বলিয়া বাহুযুগলদ্বারা রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে লম্বিত হইল। তদ্দর্শনে রাণী, লজ্জায়, ঘৃণায় কাতর হইয়া পড়িলেন; তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তিনি অভ্যস্তবৎ কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"রাজন্, দেখুন সভ্যতার অনুরোধে, নৈতিক দৃষ্টান্তের অনুরোধে, যেখানে আপনার পুত্রগণ, আপনার রাণী বাস করেন

অন্ততঃ সেখানে-সেবাটীতে 'আপনার ঘৃণিত ব্যবহার একান্তই অকর্ত্তব্য। আমি অনেক সহিয়াছি—অনেক সহ্য করিতেও পারি—সহ্য করিতে প্রস্তুতও আছি। কিন্তু অসদ্দৃষ্টান্তে সন্তানগণের ভাবি উন্নতি পথে কণ্টক দেওয়া একান্তই অসহ্য। আমি এখনই আপনার সন্তানগণকে এইখানে আনিতেছি—তাহাদিগের জনক কিরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন একবার দেখাইতেছি।"—

রাজা, পানোন্মত্ত তদীয় পুরোহিত ও গুরুপুত্রকে কহিলেন "তোমার রাণীকে আপন গৃহে রাখিয়া আইস।" তাহারা তথা করণে উদ্যত হইলে রাণী উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"দুর্বৃত্তগণ—আমি এসকল দৌরাত্ম সহ্য করিবনা—আমি সরকার বাহাদুরকে জানাইতেছি যে, রাজা উন্মত্ত হইয়াছেন তাঁহার—রাজ্ঞীর বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বে রাজা উন্মত্ত স্বরে উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে বলিলেন তোমাদিগকে যাহা বলিলাম—কর।"

তাহারা রাজাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাণীর হস্ত ধারণ করিল; তদ্দর্শনে চিন্তামণি নিজ শরীরে—উপস্থিতির বিষয় বিস্মৃত হইয়া উত্তেজিত হৃদয়ে তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিতে যাইতেছিলেন—ইত্যবসরে রাণীর সখীদ্বয় গৃহপ্রবেশ পূর্ব্বক রাণীকে তাহাদিগের হস্তমুক্ত করিয়া তদীয় গৃহে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, রাণী ঘৃণিত স্বরে কবিলেন—"পুরোহিত! গুরুপুত্র! আপনাদিগের উপযুক্ত কার্য্যই করিতেছেন—যজমান শিষ্যের মঙ্গলচিন্তা আপনাদিগের কর্ত্তব্য—সেই কর্ত্তব্য বিলক্ষণ প্রতিপালন করিতেছেন—নিশ্চয় জানিবেন যে, এমত এক দিন উপস্থিত হইবে, যখন আপনাদিগকে কৃত কর্ম্মের জন্য বিশেষ অনুতাপ করিতে হইবে!"

গুরুপুত্র ক্রোধোন্মত্ত হইয়া একটা বোতল লইয়া রাণীকে মারিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু রাণীর ঘৃণারোষ-পূর্ণ কঠোর কটাক্ষে পাষাণ মূর্ত্তিবৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এ দিকে সখীদ্বয় রাণীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। স্বীয় প্রকোষ্ঠে উপনীত হইবা মাত্র রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সখীদ্বয় তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ঠিক সেই সময়ে চিন্তামণির প্রতিনিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা অনিবার্য্য হইল; তিনি প্রবল বেগে গগন মার্গে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, স্বদেহ অবিকল পূর্ব্বাবস্থায় নিস্পন্দ ভাবে চেয়ারে শয়িত রহিয়াছে। তিনি ক্ষণকাল মধ্যে জাগ্রত হইয়া ঘটিকা যন্ত্র দেখিলেন, রজত বর্ত্তুল সন্দর্শনের সময় হইতে অর্দ্ধ ঘটিকা মাত্র অতীত হইয়াছে।

স্থূল দেহে চৈতন্য সঞ্চার মাত্র চিন্তামণির মনের যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত, তিনি ভাবিলেন "এ কি স্বপ্ন অথবা আমার বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের বিকার দৃশ্য? আমি যেরূপ, দেখিলাম, যথার্থই কি মনোরমা সেইরূপ অসুখী?"

বিবেক উত্তর করিল—"হাঁ!"

নিদ্রাকাল অতীত হওয়ায় চিন্তামণির শরীর অবসন্ন হইয়াছিল; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। বারংবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক মনের শান্তি সংস্থাপনার্থ মঙ্গলময়ের নিকট ব্যাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে মন শান্তভাব ধারণ করিল—তিনি ক্ষণ মধ্যে নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে আশ্রয় হইলেন কিন্তু শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মনোরমা পুনরায় স্বপ্নে দেখা দিলেন—সে দৃশ্য মনোরমার অশান্তি নিকেতন রাজ প্রাসাদ নহে—তাঁহার বাল্যকালের পাঠ গৃহে বালিকা মনোরমা তাঁহার উরুদেশে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া "চারুপাঠ তৃতীয় ভাগের" "স্বপ্ন দর্শন—ন্যায় বিষয়ক" প্রবন্ধের সমালোচনায় নিযুক্ত। সমালোচনায় বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও ন্যায়ের একান্ত পক্ষপাতিতা দর্শনে, চিন্তামণির ওষ্ঠাধর মনোরমার ওষ্ঠাধরে সংলগ্ন হইল, তিনি উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন—উভয়ের চক্ষে চক্ষে কত বাক্য-বিনিময় হইল, কত অর্থপূর্ণ অস্ফুট ভাব উভয়ের হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, উভয়েই তাহার রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন।

চিন্তামণি যেমন পুনরায় তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে, শ্বাশ ঘন ঘন বহিতেছে ও শরীর উত্তপ্ত হইয়াছে।

গলদেশে হাত দিয়া রক্ষা কবচ পাইলেন না, তখন মনে হইল পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সময়ে উহা ভ্রম ক্রমে উন্মোচন করিয়া রাখিয়াছেন। অন্বেষণ করিয়া উহা গৈরিক বসন মধ্যে পাইলেন এবং গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে স্পর্শ করিলেন এবং উচ্চ গম্ভীর স্বরে প্রণব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন!

ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক শীতল হইল, হৃদয়ের গতি মন্দীভূত হইল, দেহের উত্তেজনা নিবৃত্ত হইল এবং মন স্বতঃই ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল। তিনি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলে, প্রবীন মহাত্মার কণ্ঠ স্বরে শুনিতে পাইলেন—

"দেখিও! তোমাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা যাইতেছে, অবসর পাইলেই পিশাচগণ সন্মার্গবর্ত্তীগণকে বিপথগামী ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট করিবার জন্য অতীব প্রলোভন প্রদর্শন করাইয়া থাকে। আর কখনও রক্ষা কবচ বিচ্ছিন্ন হইও না। পরব্রহ্ম তোমায় রক্ষা করুন।"

অতঃপর চিন্তামণি শ্রান্তিহারী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। প্রত্যুষে প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভ্রমণার্থে আহ্বান করিলেন, এবং প্রাতঃকাল চিন্তার উপযুক্ত সময় বলিয়া কাহারও সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। তখন উভয়ে কিঞ্চিৎ গিরিভিৎ পান করিয়া ভ্রমণে নির্গত হইলেন।

ক্রমশঃ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পন্থার গ্রাহকমহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, আমাদিগের পন্থার যখন যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সে গুলি যেন আপনারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করেন। বিশেষতঃ গত চৈত্র মাসের বিজ্ঞাপন পাঠ একান্ত আবশ্যক। আর যিনি যখন স্থান বা ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিবেন তাঁহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া পত্রে জানাইবেন। তাহা না হইলে আমাদিগকে পুস্তক পাঠাইতে কষ্ট পাইতে হয় এবং ঠিকানার গোলমালের জন্য যদি কেহ পুস্তক না পান তাহা হইলে আমরা দায়ী নহি।

নিন্দা এতদুভয়েরই যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারেনা ॥ ১১ ॥

মূল।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

টীকা।—'মিথ্যাজ্ঞানম্ অনর্থহেতুঃ, তত্ত্বজ্ঞানমেব মুক্তিহেতুঃ' ইতি প্রাগুক্তস্য বিবরণম্ "অন্ধং তমঃ" ইতি উত্তরমন্ত্রত্রয়েণ ক্রিয়তে। তত্র আদ্যস্য অয়মর্থঃ।— অসম্ভূতিং—জগৎসৃষ্টেঃ অকর্ত্তারং, 'সৃষ্টিকর্ত্তা ন' ইতি উপাসত ইত্যর্থঃ। সম্ভূত্যাম্, উ-শব্দ এবার্থোঽনেন অন্বেতি। সম্ভূত্যাম্ উ—সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে এব, রতাঃ, 'ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা এব, ন সংহারকর্ত্তা' ইতি উপাসত ইত্যর্থঃ। প্রাগ্‌বদেব অবশিষ্টস্য অর্থো ধ্যেয়ঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতামসে প্রবেশ করে, কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র সম্ভূতিতেই রত, তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে, মিথ্যাজ্ঞানই অনর্থের এবং তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির হেতু। উপস্থিত তিনটী মন্ত্রে উক্ত বিষয়েরই বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

সম্ভূতি-শব্দের অর্থ—সম্ভবস্থান, উৎপত্তিস্থান বা সৃষ্টিকর্ত্তা। অসম্ভূতি—অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা নহে।

যাহারা অ-সম্ভূতির উপাসনা করে, অর্থাৎ 'ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন' এই বলিয়া যাহারা উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে সেই নিবিড়-তিমির-পরিবৃত লোকসমূহে গমন করিতে হয়। কিন্তু যাহারা কেবল মাত্র সম্ভূতিতেই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেই রত, অর্থাৎ যাহারা 'ভগবান্ কেবল মাত্র সৃষ্টিই করিয়া থাকেন, সংহার করেন না' এই বলিয়া

উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অসম্ভূতির উপাসক অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে আচ্ছন্ন লোকে গমন করিয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত ॥ ১২ ॥

মূল।

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

টীকা।— ন কেবলং বিপক্ষেঽনর্থসত্ত্বাদেব সৃষ্টিসংহারয়োঃ কর্ত্তৃত্বং হরের্জ্ঞেয়ং, কিন্তু দলদ্বয়-যুক্তমোক্ষোপযোগিত্বাদপীত্যাহ, অন্যদেবেতি। সম্ভবাৎ—হরেঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বজ্ঞানাৎ। অসম্ভবাৎ—সংহারকর্ত্তৃত্বজ্ঞানাৎ। শিষ্টং প্রাগ্‌বজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ।—যাঁহারা আমাদিগের সমক্ষে মোক্ষসাধনসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল ধীরবৃন্দেরই সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে,—বৃদ্ধগণ বলেন, সম্ভূতি হইতে যাহা লাভ করা যায়, তাহা অন্য। আর অসম্ভূতি হইতে যাহা লভ্য হয়, তাহাও যে অন্য, ইহাও উক্ত বৃদ্ধগণ কহিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—'ভগবান্ শ্রীহরিই সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, 'ভগবান্ শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের সে অংশ লাভ করা যায় না। এইরূপ আবার 'শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের যে অংশ লাভ করা যায়, 'শ্রীহরি সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের সে অংশ লাভ করা যায় না। ফলতঃ, সম্ভূতি হইতে অর্থাৎ 'শ্রীহরি সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের এক অংশ এবং অ-সম্ভূতি হইতে অর্থাৎ 'শ্রীহরি সংহারকারী' এই জ্ঞান হইতে মোক্ষফলের অপর এক অংশ যে লাভ করা যায়, ইহাই এই মন্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥

মূল।

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

টীকা।—এতন্মন্ত্রার্থমেব ব্যক্তমাহ, সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিং—সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বম্। বিনাশং—জগৎসংহারকর্ত্তৃত্বম্। শিষ্টং প্রাগ্‌বৎ। সৃষ্ট্যুপলক্ষিতানন্তগুণাত্মকত্বজ্ঞানাৎ আনন্দানুভবঃ, বিনাশকর্ত্তৃত্বজ্ঞানাৎ অখিলক্লেশনিবৃত্তিঃ, ইত্যুভয়রূপমোক্ষায় উভয়জ্ঞানম্ আবশ্যকম্ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যিনি সম্ভূতি ও অসম্ভূতি এই দুইটীকে পুরুষার্থের হেতু বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তিনি বিনাশ বা অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, সম্ভূতি দ্বারা অমৃত লাভ করিয়া থাকে না ॥ ১৪ ॥

ভাবব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটী পূর্ব্বমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা বিশেষ।

চণক (চেণা, বুট, ছোলা) ফল যেরূপ দ্বিদল-বিশিষ্ট, মোক্ষফলও সেইরূপ। চণক একটী, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহার দল দুইটী; ঐ দুইটী দল লইয়াই চণক একটী; এইরূপ মোক্ষ এক, এ কথা প্রকৃত, কিন্তু তাহার দল দুইটী; এই দুইটি দল লইয়াই মোক্ষফল একটী। চণকের একটী দলও চণক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা চণকের এক অংশ মাত্র; আর একটী দল উক্ত অংশের সহিত যুক্ত না করিলে, একটী 'পূর্ণ চণক' হইতে পারে না। এইরূপ দ্বিদল-বিশিষ্ট মোক্ষফলের একটী দলও যে মোক্ষ, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও, তাহা সম্পূর্ণ মোক্ষ নহে,—মোক্ষফলের এক অংশ মাত্র, বুঝিতে হইবে। উভয় অংশ বা দুইটী দল একত্রিত হইলেই একটী 'অখণ্ড মোক্ষফল' হইয়া থাকে।

আনন্দানুভব এবং অখিলক্লেশনিবৃত্তিই মোক্ষফলের দুইটী দল বা দুইটী অংশ। সম্ভূতি হইতে বা 'শ্রীহরিই সৃজনকারী' এই জ্ঞান হইতে অমৃত বা আনন্দানুভব রূপ মোক্ষ-

ফলের এক অংশ এবং বিনাশ (অসম্ভূতি) হইতে বা ' শ্রীহরিই সংহারকারী ' এই জ্ঞান হইতে মৃত্যু-অতিক্রম বা অখিলক্লেশ-নিবৃত্তি রূপ মোক্ষফলের অপর অংশ লাভ করা যায়। এখন এ বিষয়টি একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৃক্ষের বীজ না হইলে অঙ্কুর হয় না, আবার অঙ্কুর না হইলে বীজও হয় না, সুতরাং বৃক্ষের বীজ অগ্রে, কি অঙ্কুর অগ্রে, সঞ্জাত হইয়াছে, ইহা যেরূপ নির্ণয় করা যায় না; সেইরূপ কর্ম্ম অগ্রে, কি জীব অগ্রে, তাহারও মীমাংসা করা সুকঠিন। কেন না, কর্ম্ম না হইলে জীব হয় না, আর জীব না হইলে কর্ম্মও সম্ভাবিত হয় না। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বীজাঙ্কুরন্যায়ে জীব ও কর্ম্ম এতদুভয়ই অনাদি—জীব অনাদি-কর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ। অঙ্কুর-উদ্গমের পূর্ব্বে বৃক্ষের বীজগুলির যে অবস্থা, সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রারব্ধকর্ম্ম জীবসমূহেরও ঠিক সেই অবস্থা। একটু বিচার করিয়া দেখিলে, আমরা এ বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারিব। বৃক্ষের বীজগুলি কি? না, এক একটি আবরণ দ্বারা আবৃত অতিসূক্ষ্মভাবাপন্ন শাখা-পল্লবাদি-সমন্বিত সেই সেই বৃক্ষ। বাস্তবিক আমাদের যদি সুসূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমরা যে কোন বৃক্ষের একটি বীজের আবরণ উন্মোচন করিলেই দেখিতে পাইতাম যে, সেই ফল-পুষ্পাদি-সমন্বিত সুবৃহৎ বৃক্ষটিই সুসূক্ষ্মরূপে সেই আবরণের অভ্যন্তরে বিরাজিত রহিয়াছে। অপ্রারব্ধকর্ম্ম জীবসমূহও ঠিক এক একটি বীজের মত। সূক্ষ্মশরীরের আবরণে আবৃত শুভাশুভ-কর্ম্মফল-সমন্বিত এক একটি জীবই—জীবের বীজতুল্য। যেরূপ বৃক্ষবীজের অঙ্কুরোৎপাদনের স্থান—মৃত্তিকা, এইরূপ জীববীজের অঙ্কুরোপাদনের বা কর্ম্মপ্রারম্ভের স্থান—এক কথায় বলিতে হইলে, প্রকৃতিই বলিতে হয়। বৃক্ষের বীজ বহু দিবস যাবৎ মৃত্তিকায় অবস্থান করিলেও, যত দিন পর্য্যন্ত জলধরের কৃপা লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয় না। এইরূপ জীবের বীজগুলিও প্রকৃতির ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ

কাল অবস্থান করিলেও, যতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের ইচ্ছা-শক্তির সঞ্চার বা কৃপাবারি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের অঙ্কুরোদ্গম হয় না—তাহাদের কর্ম্ম প্রারব্ধ হয় না। যে বীজটি যে বৃক্ষের, জলধরের জল লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে, সেই বৃক্ষই প্রাদুর্ভূত হয়। যথা—আম্রের বীজ হইতে আম্রবৃক্ষ, লিচুর বীজ হইতে লিচুবৃক্ষ প্রভৃতি। আবার যে বীজটি যেমন পুষ্ট বা অপুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বা অপুষ্ট বৃক্ষই জন্মিয়া থাকে। ঠিক এইরূপই, যে বীজটি যে জীবের, তাহা হইতে সেই-রূপ জীবই প্রাদুর্ভূত হয়। যথা—মনুষ্যের বীজ হইতে মনুষ্য; পশুর বীজ হইতে পশু প্রভৃতি। আবার যে বীজটি যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা পুষ্ট বা অপুষ্ট থাকে, তাহা হইতে সেইরূপ পুষ্ট বা অপুষ্ট জীবই সঞ্জাত হইয়া থাকে। এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, জলধর যেরূপ নূতন করিয়া কোন বৃক্ষ সৃষ্টি না করিয়া, যাহা সেই বীজের অভ্যন্তরে বিন্যস্ত, তাহারই অভিব্যক্তি করিয়া দেয় মাত্র, ভগবান্‌ও ঠিক সেইরূপই নূতন করিয়া কোনরূপ ছোট বড় জীব সৃষ্টি না করিয়া, কেবল সেই বীজনিহিত জীবগুলির প্রাদুর্ভাব করিয়া দেন মাত্র। ভগবান্ পরম কারুণিক, সকল জীবেই তাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনি অনন্ত গুণের আধার, সুতরাং তিনি যে কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ, কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ভোগী, আর কাহাকেও বা রোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে। যে বীজটির ভিতর যেমন উপাদান থাকে, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বা করুণাবারি লাভ করিয়া, সেই বীজ হইতে সেইরূপ জীবই বিনির্গত হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রতি করুণাময় ইচ্ছাময় ভগবানের করুণা বা ইচ্ছাই এক মাত্র কারণ। অর্থাৎ যখন তিনি দেখেন যে, আহা! কত শত শত জীব, কত কাল হইতে, আপনাপন কর্ম্ম তুলি লইয়া, বন-লীন বিহঙ্গের ন্যায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে,—তাহাদের কর্ম্মগুলি ফলোন্মুখ হইয়াও ফল প্রদান করিতে পারিতেছে না, —আহা! ইহার মধ্যে আবার কত কত যোগভ্রষ্ট শাপভ্রষ্ট সাধক

মহাত্মাও রহিয়াছেন, উপযুক্ত শরীরের অভাবে ইঁহাদের সাধন ভজন সম্পন্ন হইতেছে না,—এই সকল দেখিয়া তাঁহার সৃজনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে, অমনি তিনি প্রকৃতির প্রতি তাঁহার কৃপামৃতবর্ষিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আর অমনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতি হইতে বহুবিধ নাম ও বহুবিধ রূপ লইয়া বহুবিধ জীব প্রাদুর্ভূত হইতে থাকে। ইহাই হইল সৃষ্টিরহস্যের সংক্ষেপ কথা। এই সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, সৃষ্টিকর্ত্তাকে 'করুণাবারিধি গুণনিধি' না বলিয়া থাকা যায় না। আবার যখন ভাবা যায় যে, সেই সৃষ্টিকর্ত্তাই আমার একান্ত আশ্রয়—সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরি, তখন কি আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে? সুতরাং 'শ্রীহরি সৃজনকারী' ইত্যাকার জ্ঞান হইতে আনন্দানুভবরূপ ফল লাভ না হইবে কেন? আবার যখন দেখা যায় যে, যিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই—সেই শ্রীহরিই সংহারকর্ত্তা, তখন রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশেরই বা অবকাশ কোথায়? সৃষ্টির আদিতেও যিনি, অন্তেও তিনি, (সুতরাং মধ্যেও তিনি),—এইরূপ অবিচলিত জ্ঞান লাভ করিলে (বা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিলে) পরিপূর্ণ মোক্ষফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মূল।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

টীকা।—এবম্ আদ্যমন্ত্রদ্বয়েন উক্তদিশা প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি "অনেজদেকম্" ইত্যাদিনা ভগবৎস্বরূপং নিরূপ্য, "যস্তু সর্ব্বাণি" ইত্যাদি সার্দ্ধমন্ত্রদ্বয়েন 'তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষহেতুঃ' ইতি উক্তং; স চ সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদিমাত্রেণ, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদেন ভবতি, ইত্যতঃ অনুষ্ঠিতশ্রবণাদিকেনাপি তৎসাক্ষাৎকারার্থং ভগবৎপ্রার্থনং কার্য্যম্, ইতি ভাবেন প্রার্থনাপ্রকারমাহ, হিরণ্ময়েনেত্যাদিনা স্মরেত্যন্তেন গ্রন্থেন। হিরণ্ময়মিব—হিরণ্ময়ং—জ্যোতির্ম্ময়ম্। 'পিবতি রসান্, ত্রায়তে জগৎ'

ইতি চ—পাত্রম্। তেন হিরণ্ময়েন পাত্রেন—সূর্য্যমণ্ডলেন। সত্যস্য—সদ্গুণপূর্ণস্য, সূর্য্যমণ্ডলস্থস্য তব, মুখং—উপলক্ষণঞ্চৈতৎ,—বপুঃ, সর্ব্বদা অপিহিতম্ অস্তি। হে পূষন্!—পূর্ণ!; 'পুষ পুষ্টৌ' ইতি ধাতোঃ। তৎ—বপুঃ, ত্বং, সত্যধর্ম্মায়—('সত্যং—ভগবন্তং, হৃদয়ে ধারয়তি' ইতি ব্যুৎপত্ত্যা) ত্বদ্ধ্যানাদিমতে ভক্তায় মহ্যং, দৃষ্টয়ে—মম ত্বদ্দর্শনার্থম্, অপাবৃণু—অপগতাবরণং কুরু ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ।—হে পূষন্! (পূর্ণস্বরূপ ভগবন্!) হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পাত্র দ্বারা—সূর্য্যমণ্ডল দ্বারা, সত্যের—সদ্গুণপরিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলস্থিত তোমার, মুখ (মুখ প্রভৃতি সমস্ত শরীর) সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আমি সত্যধর্ম্মা—সত্যস্বরূপ তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমার দর্শনার্থ, তোমার সেই শরীর আবরণোন্মুক্ত করিয়া দাও ॥ ১৫ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—ভগবৎসাক্ষাৎকারই যে মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু, তাহা পূর্ব্বেই অভিহিত হইয়াছে। কেবল মাত্র শ্রবণাদি-সাধন দ্বারাই যে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, তাহা নহে, কিন্তু ভগবৎকৃপা প্রভাবেই তাহা লাভ করা যায়। সুতরাং শ্রবণাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরও ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করা বা তাঁহার কৃপাভিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিরূপে কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে, তাহাই "হিরণ্ময়েন" প্রভৃতি পাঁচটি মন্ত্রে প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

মূল।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ॥ ১৬ ॥

টীকা।—হে পূষন্!—পূর্ণ!; একর্ষে!—সর্ব্ববিষয়কত্বাদিনা প্রধানজ্ঞানবত্ত্বহেতুনা একর্ষি-শব্দবাচ্যঃ সন্ একর্ষ্যাখ্যমুনিস্থ!; যম!—সর্ব্বনিয়ামকতয়া যমশব্দবাচ্যঃ সন্ যমান্তর্গত!; সূর্য্য!—সূরিভিঃ

প্রাপ্যত্বহেতুনা সূর্য্য-শব্দবাচ্যঃ সন্ সূর্য্যান্তর্গত !; প্রাজাপত্য !—প্রজাপতেঃ হিরণ্যগর্ভস্য বিশেষেণ প্রাপ্যতয়া প্রাজাপত্য-শব্দবাচ্য ! ; রশ্মীন্—মদীয়ং স্বরূপজ্ঞানং, ব্যূহ—বিস্তারয়, তেজঃ—বাহ্যজ্ঞানং, ৮, সমূহ—বিস্তারয়েত্যর্থঃ। তেজ ইতি স্বরূপজ্ঞানং, রশ্মীন্ ইতি বাহ্যজ্ঞানং বা। তথা চ যৎ তে রূপং কল্যাণতমং, তৎ—রূপং, তে প্রাসাদাৎ অহং পশ্যামীতি। আদিত্যরশ্ম্যাদীনাম্ অপগমনাদিনা তদন্তর্গত-প্রতীত্যসম্ভবাৎ আদিত্য-রশ্ম্যাদিবিষয়ং ব্যাখ্যানম্ অযুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ।—হে পূষন্ ! একর্ষে ! যম ! সূর্য্য ! প্রাজাপত্য ! তুমি আমার স্বরূপজ্ঞান বিস্তার কর, এবং বাহ্যজ্ঞানও বিস্তার কর, আমি তোমারই প্রসাদে, তোমার যে কল্যাণতম রূপ, সেইরূপ সন্দর্শন করি ॥ ১৬ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—পূষন্—পূর্ণ। 'ঋষ্' ধাতুর অর্থ—গমন ; 'ঋষি' শব্দ এই 'ঋষ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন। যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে গমন করিয়াছেন, তিনিই 'ঋষি'। ভগবানের অপেক্ষা ঋষি অর্থাৎ জ্ঞানবান্ আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে 'একর্ষে'! বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। একর্ষিনামক মুনির অন্তর্যামী বলিয়াও ভগবান্—একর্ষি। ভগবান্ সকলেরই নিয়মনকর্ত্তা, আবার যমেরও অন্তরে তিনিই অবস্থিত, সুতরাং তাঁহাকে 'যম !' বলিয়া সম্বোধন করা হইল। সুরি-সমূহের বা পণ্ডিতমণ্ডলীরই প্রকৃত প্রাপ্য বলিয়া এবং সূর্য্যেরও অন্তর্যামী বলিয়া, ভগবান্ 'সূর্য্য !' সম্বোধনে সম্বোধিত হইলেন। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অপর নাম—প্রজাপতি। ভক্তবৎসল ভগবান্ পণ্ডিতগণের প্রাপ্য হইলেও, তিনি তাঁহার পরম ভক্ত প্রজাপতিরই বিশেষরূপে প্রাপ্য, এই নিমিত্তই 'প্রাজাপত্য !' এই সম্বোধনসূচক শব্দ তাঁহার উপর প্রযুক্ত হইল। 'রশ্মীন্' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ এই মন্ত্রটিকে সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। টীকাকারের মতে—উক্তরূপ ব্যাখ্যান অযুক্তিযুক্ত। সূর্য্যের রশ্মি প্রভৃতি অপসারিত হইলে যদি সূর্য্য-মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইত, তাহা

মাসিক পত্র।
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি, সম্পাদিত।
৩৯।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে,
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১। সাধনপঞ্চকম্।	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে বি, এ,	৯৭
২। মানবীয়সপ্ততত্ত্ব।	যুগল দাস	১০১
৩। ভক্তি ও ভক্ত চরিত।	শ্রীযুক্ত অমৃত কৃষ্ণ মল্লিক বি,এল,	১০৯
৪। একি স্বপ্ন।	কস্যচিৎ অপ্রবুদ্ধস্য	১১৩
৫। হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সেন এম এ,	১১৬
৬। স্তব।	শ্রীযুক্ত মুন্সি দিদার বক্স	১২৩
৭। পদ্মের কথা।		১২৪
৮। যমালয়ের ফেরত।		১২৫
৯। গান।		১২৮
১০। ঈশোপনিষৎ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, অতিরিক্ত ১ ফর্ম্মা		২৫—৩২

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

"ভারত-দর্পণ প্রেস্" হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ধর দ্বারা মুদ্রিত।
১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত।
প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ও ৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে, প্রাপ্তব্য।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

৩য় ভাগ। } শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

সাধনপঞ্চকম্।

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

(১)

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং
তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যেমতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাং
আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥

বেদ-শাস্ত্র নিরন্তর কর অধ্যয়ন,
বেদোচিত কার্য্যগুলি কর সম্পাদন,
বেদ-শাস্ত্রমতে কর ঈশ্বর অর্চ্চনা,
বিষয় ভোগের লাগি না কোরো কামনা,
পাপ-পঙ্ক লাগে যদি কর প্রক্ষালন,
সংসার-সুখের দোষ করহ দর্শন,
মন প্রাণ সঁপে দাও পরমাত্ম ধনে,
গৃহস্থ আশ্রম ছাড়ি শীঘ্র যাও বনে।

(২)

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বানুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥

সাধুসনে সহবাস কর নিরন্তর,
দৃঢ় ভক্তি রাখ ভগবানের উপর,
শান্তি ক্ষমা আদি গুণ করহ ধারণ,
যতেক সকাম কর্ম্ম করহ বর্জ্জন,
পরম জ্ঞানীর সেবা কর অনিবার,
নিজের মাথায় ধর পাদুকা তাঁহার,
একাক্ষর ব্রহ্মনাম করহ স্মরণ,
মন দিয়া কর সদা বেদান্ত শ্রবণ।

(৩)

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং
দেহেঽহংমতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিক্ষীয়তাম্॥

"তত্ত্বমসি" সারগর্ভ বেদের বচন
বিচার করিতে চাও তুমি সর্ব্বক্ষণ।
বেদসার বেদান্তের লইবে আশ্রয়,
কুতর্ক করিতে যেন মতি নাহি রয়,
চেষ্টা কর বেদজ্ঞের বুঝিতে বিচার,
"আমিই পরম ব্রহ্ম" ভাব অনিবার,
দম্ভ গর্ব্ব যত কিছু করহ বর্জ্জন,
দেহেতে অহং বুদ্ধি না রেখো কখন,
পরম পণ্ডিত যাঁরা তাঁহাদের সনে,
তর্ক হেতু ইচ্ছা যেন নাহি রয় মনে।

(৪)

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্॥

ক্ষুধা-রোগ করে যদি তোমায় পীড়ন,
ভিক্ষা-মহৌষধি দিয়া করিও দমন।
সুমধুর খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের তরে,
কিছুতে তোমার যেন মন নাহি সরে।
যা কিছু মিলায়ে দেন তোমারে ঈশ্বর,
তাহাতেই তুষ্ট হয়ে থাক নিরন্তর।
শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু সকলি সহিবে,
কখনো অসার বাক্য মুখে না আনিবে,
বিষয় বৈরাগ্য হেতু করহ যতন,
সর্ব্ব জীবে সম দয়া ক'র সর্ব্বক্ষণ।

(৫)

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্।
প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং
প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥

নির্জ্জন বনের প্রান্তে করহ বসতি,
পরব্রহ্ম পদে সদা সঁপে দাও মতি,
পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা করহ দর্শন,
তন্ময় জগৎ এই কর বিলোকন ;
পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম চিন্তা বিনাশ করিয়া
জ্ঞান বলে ভবিষ্যতে কামনা ছাড়িয়া,
প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভুগিয়া হেথায়,
মিশাইয়া যাও শেষে পরম-আত্মায়।

(৬)

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানল তীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ॥

নিত্য এই পঞ্চশ্লোক পঠে যেইজন,
স্থিরভাবে মনে মনে করয়ে স্মরণ,
ভবের ভীষণ জ্বালা দাবানল প্রায়
জ্ঞানবলে শীঘ্র তার শান্ত হয়ে যায়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।

মানবীয় সপ্ততত্ত্ব।

(Seven Principles of man.)

এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড (macrocosm) এবং মানব মাত্রকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (microcosm) কহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন উপাদানই নাই, যাহা এই ক্ষুদ্র মনুষ্য শরীরে বর্ত্তমান নাই। তবে কোন কোন দেহীতে কোন কোন উপাদান বিকসিত, কোন কোন শরীরে অর্দ্ধবিকসিত, কোন কোন শরীরে ফুটনোন্মুখ, আবার কোন কোন শরীরে তাহারা অস্ফূটাবস্থায় সত্ত্বা মাত্র রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন অতি ক্ষুদ্র অশ্বথ-বীজে সুবৃহৎ অশ্বথ বৃক্ষের সত্ত্বা বিরাজমান রহিয়াছে ; এবং এই বীজকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া কালে যদ্রূপ বহু শাখা প্রশাখা পত্র পল্লব বিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষে পরিণত হয় ; সেইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্য দেহেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় উপাদানের সত্ত্বাই চির বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের ক্রমস্ফূরণ ও ক্রমোৎকর্ষতা লাভ হইলে পরিণামে এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবই বৃহদ্বস্তুতে পরিণত হইয়া থাকে ; তবে অশ্বথবীজ অঙ্কুরিত হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হয় ; মানব উক্ত উপাদান গুলির স্ফূরণ ও ঔৎকর্ষ্য সাধন করিয়া মহতে পরিণত হইতে এবং তাহা হইতে শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য স্বরূপে উপনীত হইতে, যুগের পর যুগ, তাহার পর মহাযুগ, তৎপর মন্বন্তর, কল্প ও মহাকল্প পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। মানব শরীরের এই উপাদান গুলিকেই বৈদান্তিকেরা "কোষ," তারক রাজ যোগীরা "উপাধি" এবং গুপ্ত বিদ্যামতে "তত্ত্ব" বা প্রিন্সিপল্ (Principle) বলিয়া থাকেন।

বৈদান্তিকেরা প্রোক্ত কোষ গুলিকে যথাক্রমে অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া আত্মাকে সর্ব্বোপরি ও সর্ব্বান্তে রাখিয়াছেন।

তারকরাজযোগীরা তাঁহাদের উপাধি গুলিকে যথাক্রমে স্থূলোপাধি,

সূক্ষ্মোপাধি ও কারণোপাধি, এই তিন উপাধিতে বিভক্ত করিয়া বৈদান্তিক দিগের ন্যায় আত্মাকে সর্ব্বোপরি ও সর্ব্বান্তে রাখিয়াছেন।

সাধারণতঃ খড়্গাদির খাপকে কোষ কহে। এস্থলে কোষ বা উপাধি অর্থে আবরণ, আধার অথবা বাহন। আত্মা কোনরূপ আবরণ বা উপাধি শূন্য, তিনি শুদ্ধ মুক্ত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ; তিনি স্বস্বরূপে কোন রূপ বাহন শূন্য। বাহন বা উপাধি যুক্ত হইলেই আত্মার স্বীয় স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, তিনি পার্থিব বস্তু না হওয়াতে, পার্থিব ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য যোগ্য নহেন। যেমন জলাশয়ের জল শান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিলে তদোপরি চন্দ্রের ছায়া স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু জল আলোড়িত হইলে উক্ত প্রতিবিম্ব পরিষ্কার রূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঠিক সেইরূপ জীব-উপাধিযুক্ত থাকিলে স্বস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারেনা, কিন্তু উপাধিমুক্ত হইলেই স্বীয় শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্য স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হয়।

গুপ্তবিদ্যামতে তাহারা—(১) স্থূলশরীর, (২) পিণ্ডদেহ, (৩) প্রাণ, (৪) কাম, (৫) মনস্ (৬) বুদ্ধি এবং (৭) আত্মা, স্থূলতঃ এই সাতটি তত্ত্বে বিভক্ত। উপরোক্ত তত্ত্ব গুলিকেই গুপ্ত বিদ্যায় মানবীয় সপ্ততত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। মনস্ দুইভাগে বিভক্ত, (ক) কাম মনস্ ও (খ) বুদ্ধি মনস্। কাম মনস্‌কে সংকল্প এবং বুদ্ধি মনস্‌কে বিজ্ঞান কহে। বহিরঙ্গা প্রণালীতে আত্মাকে একটি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত করিলেও বাস্তবিক এই মতানুসারেও আত্মা কোনরূপ তত্ত্ব নহেন। বৈদান্তিক এবং রাজযোগীদিগের ন্যায় গুপ্ত বিদ্যায়ও আত্মাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যরূপেই জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিশেষ কোন গুহ্য কারণবশতঃ তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে সপ্তম তত্ত্বটিকে গোপন রাখিয়া বহিরঙ্গাভাবে আত্মাকে সপ্তমতত্ত্ব মধ্যে পরিগণিত করিয়া সাতটি তত্ত্বের সমবায় করা হইয়াছে মাত্র। কথিত সপ্তম তত্ত্বটি কি তাহার বিবরণ পরে বক্তব্য।

প্রথমতঃ বৈদান্তিক ও রাজযোগীদের সঙ্গে শোষোক্ত সপ্ততত্ত্বের তুলনা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য সপ্তম তত্ত্বটিকে বর্ত্তমানে গোপন ও বাদ রাখিয়া আত্মাকেই সপ্তমতত্ত্ব রূপে ধরা যাইবে।

নিম্নলিখিত টেবল্ বা তালিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রাগুক্ত তিন মতে পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ আছে; তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

তালিকা (TABLE)
THE SEPTENARY DIVISION.
মানবীয় সপ্ত তত্ত্ব (SEVEN PRINCIPLES OF MAN.)

(ক) গুপ্তবিদ্যা মতে।		(খ) বেদান্তমতে।	(গ) তারকরাজযোগমতে।
১। আত্মা (The Spirit) The Higher Self The inseperable Ray of the Universal One Life. It is the God above, more than within us.	... ...	১। আত্মা।	১। আত্মা।
২। বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) (The Soul) The Spiritual Divine Ego, or the Spiritual Soul-The Vehicle (বাহন) of Atma.	... ...	২। আনন্দময় কোষ।	২। কারণোপাধি।
৩। মনঃ The Thinker The Inner or Higher Ego-The permanant Individuality or the Re-incarnating Ego-জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভোগী জীব।	(১) বুদ্ধিমনস্ বা বিজ্ঞান (Higher Manas)	৩। বিজ্ঞানময় কোষ।	৩। সূক্ষ্মোপাধি।
	২। কাম মনস্ বা সংকল্প Lower manas	৪। মনোময় কোষ।	৩। সূক্ষ্মোপাধি।
৪। কাম (Desire-body) The body of Sensations & passions.	... ...	৪। মনোময় কোষ।	৩। সূক্ষ্মোপাধি।
৫। প্রাণ (The Life)		৫। প্রাণময় কোষ।	৩। সূক্ষ্মোপাধি।
৬। পিণ্ড দেহ বা ছায়াশরীর। Etheric Double-Vehicle (বাহন) of *Prāna.*	... ...	৬। অন্নময় কোষ।	৪। স্থূলোপাধি।
৭। স্থূল শরীর (The Physical body)	... ...	৬। অন্নময় কোষ।	৪। স্থূলোপাধি।

প্রথম চিত্র।

(ক) ত্রিভুজ (The Upper Triad)
অবিনশ্বর। (Immortal.)

(Plastic Mediator.)

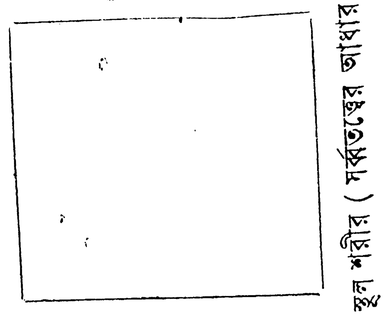

দ্বিতীয় চিত্র।

(খ) চতুর্ভুজ (The Lower Quaternary.)
বিনশ্বর-Transitory & Mortal.

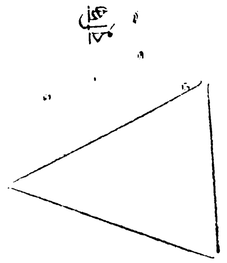

এখন দেখা যাইতেছে যে, তারক রাজযোগ মতে যাহাকে স্থূলোপাধি বলা হইয়াছে, বেদান্ত মতে তাহাকে অন্নময় কোষ বলা হইয়াছে। এবং তারক রাজযোগ মতে যাহাকে সূক্ষ্মোপাধি বলা হইয়াছে, তাহাকেই বেদান্ত মতে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। রাজযোগের কারণোপাধি বৈদান্তিকদিগের আনন্দময় কোষ, এবং তৎপর, উভয় মতানুসারেই সর্ব্বোপরি বা সর্ব্বান্তে আত্মা।

আবার গুপ্তবিদ্যার প্রথমতত্ত্ব ও দ্বিতীয় তত্ত্ব স্থূল দেহ ও পিণ্ডদেহ বৈদান্তিকদের প্রথমতত্ত্ব অন্নময় কোষের সমান। গুপ্তবিদ্যার তৃতীয় তত্ত্ব প্রাণ, বৈদান্তিকদের দ্বিতীয় তত্ত্ব প্রাণময় কোষ। গুপ্তবিদ্যার চতুর্থ তত্ত্ব কাম, এবং পঞ্চম তত্ত্ব মনসের নিম্নার্দ্ধেক ভাগ কাম-মনঃ বা সংকল্প বেদান্তের মনোময় কোষের সমান। গুপ্তবিদ্যার পঞ্চম তত্ত্ব মনসের উর্দ্ধাদেক ভাগ বুদ্ধি-মন বা বিজ্ঞান, বেদান্তের বিজ্ঞানময় কোষ। গুপ্তবিদ্যার বুদ্ধি বা চিদাত্মা বৈদান্তিকদের আনন্দময় কোষ। তৎপর উভয় মতে আত্মা নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপে সর্ব্বোপরি।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে দেহতত্ত্ব বিভাগে পূর্ব্বোক্ত তিন মতেই মূলতঃ কোন পার্থক্য দৃষ্টি গোচর হয় না কিম্বা তাহারা কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে। তবে বোধ সৌকর্য্যার্থে * সেই তত্ত্বগুলিকে চারিভাগে, কেহ ছয় ভাগে, আবার কেহ সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম শিক্ষার্থীগণের পক্ষে কথিত সপ্ত ভাগের বিভাগই গুপ্তবিদ্যার অনুমোদিত।

এই সপ্ত তত্ত্ব চর্চার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিতে হইলে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণাম কি সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এই জগতে অচেতন পদার্থ কিছু নাই। এই জগৎ সজীব; ইহার প্রত্যেক অংশই এক একটি সজীব দেহ। ইহাই গুপ্ত বিদ্যার প্রথম উপদেশ। আবার প্রত্যেক সজীব দেহের এক এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছেন; এই চেতন অধিষ্ঠাতাদের নামই জীব। আমার একটি দেহ আছে, আমি জানি যে এই দেহটি আমার, এই "আমি" একজন চেতন জীব। "আমার দেহ" এই শব্দ-

* সাধনার মন্ত্রের মাত্রা অনুসারে।—পং সং

টীতে "আমার" কথাটি সম্বন্ধ পদ ; অর্থাৎ দেহের সহিত আমি স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত। সেইরূপ প্রত্যেক সজীব দেহের সহিত এক একজন চেতন পুরুষ স্ব স্বামী সম্বন্ধে যুক্ত আছেন ; ইহাতেই জীব শব্দ বাচ্য। গীতা শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহের অধিষ্ঠাতা চেতনকে "দেহী" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীমতী ব্লাভাটস্কী এই দেহীকে Monad নাম দিয়াছেন। গীতা শাস্ত্র হইতে শিখা যায় যে দেহী মাত্রই নিত্য অজর ও অমর। গুপ্তবিদ্যা মতেও দেহী নিত্য অজর ও অমর। দেহী অমর কিন্তু দেহ নশ্বর। দেহী অমর বটে কিন্তু অজ্ঞান বশতঃ দেহের সংযোগ ব্যতীত আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই জন্য কোন না কোন দেহের সহিত স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত হইয়া থাকে। আবার সেই দেহ যখন ধ্বংস হইয়া যায় তখন তিনি অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। জীব এইরূপে নানা দেহ আশ্রয় করিয়া দেহের চরম রস অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয় ভোগ করিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে থাকেন (Gathers experience) শেষে যখন তিনি দেহের সংযোগ ব্যতীত আপনার অস্তিত্ব বোধ করিতে সক্ষম হন তখন তিনি মুক্ত হন ; তখন আর তাঁহাকে কোন দেহ আশ্রয় করিতে হয় না। এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলেই জীবের চরমোৎকর্ষ লাভ হয়। ইহাই অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ। ইহারই নাম কৈবল্য প্রাপ্তি। অবিদ্যার নাশ হইলে জীব যে বিদ্যা লাভ করেন উহাই কৈবল্যদায়িনী বিদ্যা, * উহারই নাম রাজগুহ্য বিদ্যা। দেহী, দেহতত্ত্ব বুঝিয়া এই বিদ্যা লাভ করেন, সেই জন্যই গুপ্তবিদ্যা শিক্ষার্থী দেহ-তত্ত্বেই মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। দেহী, যে একটির পর একটি এইরূপে নানা দেহ ধারণ করেন তাহারও একটি শৃঙ্খলা আছে। কল্পের প্রারম্ভ হইতে জীব এই শৃঙ্খলা অবলম্বনে দেহ হইতে দেহান্তর আশ্রয় করিয়া কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকে।

জীব প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া মানবদেহ ধারণ পর্য্যন্ত যে নানা দেহ ধারণ করে, তাহা সপ্তস্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের দেহ অতি সূক্ষ্ম ভৌতিক

---

* কালী কৈবল্যদায়িনী। তন্ত্রের ভাষায় ইহারই নাম শাম্ভবী বিদ্যা।
সম্পাদক।

পদার্থে গঠিত, দ্বিতীয় স্তরের দেহও সূক্ষ্ম কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল, তৃতীয় স্তরে উহা অপেক্ষায় স্থূল। এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত স্থূল দেহ আশ্রয় করিয়া জীব চতুর্থ অবস্থায় স্থাবর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। এই অবস্থায় জীবের চিত্ত অভাব প্রত্যয়াবলম্বনী বৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা যেন জীবের নিদ্রাবস্থা। বহুকাল এই অবস্থায় থাকিলে জীব পঞ্চম অবস্থায় উদ্ভিদ দেহ, ষষ্ঠ অবস্থায় পশুদেহ ধারণ করিয়া শেষে মানব দেহ ধারণ করে। স্থাবর দেহ প্রাপ্তির পূর্ব্বে জীবের দেহের যে তিনটি স্তরের কথা বলা হইল ; ইংরাজীতে উহার নাম The three Elemental Kingdoms বলা হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে এই Elemental দিগকে "দেব-যোনি" বলা হইয়া থাকে। প্রথমস্তরের দেব-যোনিদের অনুভূতি শক্তি, অর্থাৎ বোধশক্তি অতি সূক্ষ্ম, দ্বিতীয় স্তরে শরীর যত স্থূল হইতে থাকে অনুভূতি শক্তি ততই হ্রাস হইতে থাকে, দ্বিতীয় স্তর অপেক্ষা তৃতীয় স্তরে অনুভূতি শক্তি আরও হ্রাস হইয়া যায় শেষে স্থাবর অবস্থায় উহা একেবারে প্রসুপ্ত অবস্থায় পড়ে। উদ্ভিদ অবস্থায় অনুভূতি আবার প্রকাশ পাইতে থাকে, পশু অবস্থায় উহা অধিকতর বিকাশ পায় এবং মানব দেহে উহার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে বোধ শক্তি ক্রমশঃ জড়ত্ব পাইয়া চতুর্থ স্তরে প্রসুপ্ত হইয়া পড়ে, আবার পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম স্তরে উহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে থাকে সেই জন্য জীবের ভিন্ন ভিন্ন দেহ ধারণের শৃঙ্খলাকে একটি চক্রের স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে এই চক্রকে "যোনি-ভ্রমণ-চক্র" বলে। এই চক্রের একার্দ্ধে বোধশক্তির জড়ত্বে অবরোহণ, দ্বিতীয়ার্দ্ধে পূর্ণতায় আরোহণ সাধিত হয়। জীবই যোনি ভ্রমণ চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধে যে স্রোতে পড়িয়া অবরোহণ করিতে থাকে সেই স্রোতের শক্তির নাম "অবসর্পিণী-শক্তি" এবং পরার্দ্ধে যে স্রোতে পড়িয়া আরোহণ করিতে থাকে উহার শক্তির নাম "উৎসর্পিণী-শক্তি"। এই উৎসর্পিণী-শক্তির রহস্য অতীব গুহ্য। উৎসর্পিণী শক্তির রহস্য কথঞ্চিৎ বুঝিলেই মানব দেবত্ব লাভ করে, এবং এই শক্তি রহস্য সম্যক্ বুঝিয়াই জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে। জীব মানবদেহ ধারণ করিয়া এই উৎসর্পিণী-শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ও মানবের বোধ শক্তি ক্রমশঃ স্ফূরিত হইতেছে ; এই বোধ শক্তি সম্যক্ স্ফূরিত হইলেই মানব বুঝিতে পারেন যে দেহের সহিত

তাঁহার যে স্বস্বামী সম্বন্ধ উহা অজ্ঞান মূলক ; তখন দেহের সহিত তাঁহার মমত্ব সম্বন্ধ অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া চরমে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় ; তখন মানবের সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায় এবং তিনি কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই কৈবল্যানন্দই গুপ্ত বিদ্যা সাধনার চরম লক্ষ্য অর্থাৎ দেহের সহিত মমত্ব সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগই গুপ্তবিদ্যা সাধনার চরম লক্ষ্য। এই মমত্ব সম্বন্ধ অর্থাৎ এই দেহাসক্তি ত্যাগ, বহু সাধনায় সাধিত হয়। আসক্তি ছাড়িয়া দিলাম বলিলেই আসক্তি ছাড়িয়া যায় না ; দেহের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের সম্যক্ রহস্য মানব যখন বুঝিতে পারেন তখন দেহাসক্তি আপনা আপনি ছাড়িয়া যায়। তত্ত্ব গুলির সম্যক্ রহস্য বোধ জন্য সকলগুলিরই সম্যক্ স্ফূরণ প্রয়োজন কারণ সকল গুলিরই সম্যক্ স্ফূরণ না হইলে বোধশক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।

বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ মানবের মধ্যে বর্ণিত তত্ত্ব গুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্রর বিকাশ ও স্ফূরণ হইয়াছে, অবশিষ্ট গুলি অস্ফূটাবস্থায় সত্বামাত্র রূপে (In latent state) বিরাজিত আছে। যিনি যে পরিমাণে উন্নত, তিনি সেই পরিমাণে তত্ত্বসমূহের উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তত্ত্বের উপলব্ধি করা অর্থে তত্ত্বানুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। যখন আমরা শরীরের কোন অংশে আঘাত প্রাপ্ত হই, কিম্বা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হই, তখন আমরা স্থূলোপাধির অনুভব করিয়া থাকি। আবার যখন বীরবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে রণমদে মত্ত হওয়াতে ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়, তখন চতুর্থতত্ত্ব কামের অনুভূতি জ্ঞান হইয়া থাকে। আবার যখন গণিত দর্শন শাস্ত্রের কোন জটিল ও দুরূহ সমস্যা পূরণে কিম্বা সূত্রের সুমিমাংসা করণে মনোনিবেশ করি, তখন পঞ্চম তত্ত্ব মনসের বা বিজ্ঞানের অনুভব উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্যকারিতানুসারে লোকে এক এক তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকে। মানুষ কি, তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব কি, তাহার শক্তি নিচয়ের প্রকৃতি কি, এবং এই শক্তি সমূহের ভাবী বিকাশই কতদূর, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে উক্ত তত্ত্ব সমূহের বিভাগ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ জানা নিতান্ত আবশ্যক। মানুষের কোন্ কোন্ অংশ নশ্বর, ও কোন্ কোন্ অংশ অবিনশ্বর ইহার বোধ সৌকর্য্যার্থে এই সপ্ত তত্ত্বকে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে আত্মা, বুদ্ধি ও মনঃ এই তিনটিকে একত্রে ত্রিকোণ কহে। ইহারা

অজর, অমর, ও অবিনশ্বর *। অবশিষ্ট, কাম, প্রাণ, পিণ্ড দেহ ও স্থূল দেহ, এই চতুষ্টয়কে একত্রে চতুর্ভুজ কহে। ইহারা নশ্বর ও অস্থায়ী, কারণ ইহারা কালপূর্ণ হইলে রূপান্তর ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তৎপর, একে একে তত্ত্বগুলির স্থূল স্থূল বিবরণ আলোচনা করা যাইবে।

[ক্রমশঃ।

যুগল সেবক।

ভক্তি ও ভক্ত চরিত।

ধন্য সেই মেরতাগ্রাম, যেখানে শ্রীমীরাবাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধন্য মেরতারাজ ও ধন্য মেরতাবাসীগণ যাঁহারা শ্রীমীরাবাইয়ের সঙ্গ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধু চরিত্র সন্দর্শন করিয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। আমি অদ্য শ্রীভক্তমাল গ্রন্থ হইতে অতি সংক্ষেপে শ্রীমীরাবাই চরিত পাঠককে ভক্তি উপহার দিব।

শ্রীমীরাবাই।

শ্রীমীরাবাই মেরতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরমাসুন্দরী ও অশেষ গুণ সম্পন্না শ্রীমীরাবাই রাজপত্নী হয়েন। অতি নির্ম্মলা, জিতেন্দ্রিয়া, বিষয় বাসনা পরিবৃতা শ্রীমীরাবাই শ্রীকৃষ্ণে অসামান্য ভক্তিমতী ছিলেন। সর্ব্বদাই সাধুসঙ্গ করিতেন—বিষয় ভোগে কোনই তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কেবলমাত্র ভগবদ্ চরণামৃত পানে তাঁহার চিত্ত সতত পিপাসিত থাকিত।

"একান্ত যে কৃষ্ণভক্তা অনন্য সমান।
প্রেমভক্তি চমৎকার কৃষ্ণ যার প্রাণ॥
অন্য কথা অন্য অন্য হয় সঙ্গহীন।
কাম ক্রোধ লোভ আদি আপন অধীন॥"

---

* এখানে অবিনশ্বর অর্থে কল্পান্তস্থায়ী। সম্পাদক।

শ্রীমীরাবাই প্রাসাদের অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ যথা পদ্ধতি অষ্টকাল ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবায় অনুক্ষণ রত থাকিতেন। বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সঙ্গ ও ভজন সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রসরঙ্গে শ্রীমীরাবাই দিন যাপন করিতেন। সেই মধুর রসপানে শ্রীমীরাবাইয়ের চিত্ত সদাই আনন্দিত থাকিত।

"অন্দরে শ্রীমূর্ত্তি এক প্রকাশ করিয়া।
যতনে সেবন করে ভাবাবিষ্ট হইয়া॥
অষ্টকাল সেবার যে আছয়ে নিয়ম।
পিরীতে করয়ে শুদ্ধ হৃদয় নিষ্কাম॥
নৃত্যগীত বাদ্য করে বৈষ্ণব সহিত।
কৃষ্ণরসরঙ্গে বাই সদা আনন্দিত॥"

শ্রীমীরাবাই অতি সুন্দর কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব গীত শ্রবণে শ্রোতার প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে যতই আকৃষ্ট হইত।

"গান শক্তি অসম্ভব অমৃত নিন্দিত।
যাহে দ্রবীভূত হয় শ্রীকৃষ্ণতে চিত॥"

শ্রীমীরাবাইয়ের সেই অসম্ভব গান শক্তি শুনিয়া তান্‌সেন সমভিব্যাহারে সম্রাট আকবর একদিন বৈষ্ণব বেশে রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপনীত হইলেন।

"বাইজীর গান শক্তি আকবর সাহ।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহ॥
তানসেনে সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥"

বৈষ্ণব দ্বারে দণ্ডায়মান শুনিয়া, শ্রীমীরাবাই তাঁহাদিগকে তৎসমীপে আসিতে অনুরোধ করিলেন এবং বহু সমাদরে তাঁহাদের যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। ছদ্মবেশী আকবর সাহ তৎপরে শ্রীমীরাবাইকে কীর্ত্তন করিতে অনুনয় করিলেন। কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

"ঠাকুরের আগে বাই গাহিতে লাগিলা।"

শ্রীমীরাবাইএর ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইল। তখন আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল—প্রাণে শান্তি আসিল, বিষয় লালসা কোথায় তিরোহিত হইয়া গেল।

"গান শুনি তানসেন আপনি নিন্দিলা॥"

গীতাবশেষে, পাতসাহ ও তানসেন—উভয়েই বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং শ্রীমীরাবাইকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। মীরাবাই আগন্তুকদের চিত্তে ভক্তির উচ্ছ্বাস অত্যল্প দেখিয়া এবং তাঁহারা ছদ্মবেশী বৈষ্ণব মাত্র এইরূপ সন্দেহ করিয়া, সেইদিন হইতে বৈষ্ণবদিগের অন্দরে প্রবেশ নিষেধ আজ্ঞা দিলেন। এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা অগ্নিশর্ম্মা ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া রাজা শ্রীমীরাবাইকে কাটিতে গেলেন।

"বধূভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হ'য়ে।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তলওয়ার ল'য়ে॥"

শ্রীমীরাবাই স্থির, ধীর, গম্ভীর ও নির্ভীক। একান্তমনে শ্রীকৃষ্ণে আত্মা সমর্পণ করিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরি শ্রীমীরাবাইয়ের সর্ব্ব বিঘ্ন বিপত্তি দূর করিলেন—তাঁহার সকল ভয় দূরে গেল। ভক্তের দুঃখ স্মরণ করিবা মাত্র—

"বাইজীর পরে গিয়া অস্ত্র যে হানিল।
কাটিবারে থাকুক সে অঙ্গে না ফুটিল॥"

রাজা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া যুগপৎ দুঃখ, শোক ও ক্রোধে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তৎপরে, নানা উপায়ে শ্রীমীরাবাইয়ের প্রাণ সংহার করিতে যত্নবান হইলেন।

"বিষ আদি খাওয়াইল কিছু নাহি হয়।
হরির ভকত জনে বিঘ্ন কে করয়॥"

রাজার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। রাজা অসূয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পা'রয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন।

এদিকে মীরাবাই অন্তঃপুরে বৈষ্ণব আসিতে নিষেধ করিয়া অবধি সাধুসঙ্গ লাভে বিঘ্ন বিধায় এবং অসজ্জন পরিপূর্ণ রাজভবনে অবস্থিতি করাকে ভক্তি-মার্গের কণ্টক উপলব্ধি করায়, রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামের উদ্দেশে চলিলেন। তখন রাজ্ঞীকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার মানসে—

"রাজা পাছে পাছে পাঠাইলা দ্বিজগণ॥"

দ্বিজগণ শ্রীমীরাবাইয়ের অঙ্গ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতেছে দেখিয়া সাহস করিয়া কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া রাজ সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজাকে

সকল সমাচার অবগত করাইলেন। রাজার হৃদয়ে তখন জ্ঞানালোক উদ্দীপ্ত হইল। এবং তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। এবং মীরাবাই সম্বন্ধে আর কোন প্রকার কুব্যবহার না করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

"অপরাধ মানি আর কিছু না করিলা।
কৃষ্ণ প্রিয়জন এই নিশ্চয় জানিলা॥"

রাজা নিরস্ত হইলেন। শ্রীমীরাবাই অবাধে শ্রীবৃন্দাবন ধামে উপনীত হইলেন। এবং স্মৃতিপটে শ্রীকৃষ্ণলীলা আবির্ভূত হওয়ায় আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী তখন শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরস পান করিতেছিলেন। শ্রীমীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামীর সন্দর্শন লালসা করিলেন। এবং গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারে উপনীত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন।

"কহি পাঠাইল শ্রীরূপের কাছে দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা কর মোরে॥"

শ্রীকৃষ্ণসেবী, ভক্তিপরায়ণ, বিষয়াসক্তি বিহীন, তত্ত্বসন্ধিৎসু শ্রীরূপ গোস্বামী আগন্তুক রমণীর বিষয় কিছুই জানিতেন না। তাঁহাকে সামান্যা স্ত্রীবোধে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অসম্মত হইলেন। ঠাকুরের এ নিদারুণ আজ্ঞা শ্রীমীরাবাইয়ের মর্ম্মে পশিল। তিনি পুনরায় বলিয়া পাঠাইলেন—

"এতদিন শুনি নাই শ্রীমান্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥
পুরুষ কোকিল ভ্রমরাদি যে অগম্য।
তেঁহ যে আইল হেথা নাহি বুঝি মর্ম্ম॥
প্যারিজীর প্রিয়সখি ললিতা জানিলে।
কেমনে রহিবে তেঁই অন্তঃপুর স্থলে॥"

এ ভাবটী কি মধুর! শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি। সে স্থান গোপীগণের ও শ্রীরাধিকার মধুর ভজনের আস্পদ। এ পুণ্য ভূমিতে মধুর ভিন্ন অন্য ভজন স্থান পাইবার যোগ্য নহে। হেথায় ভক্ত মাত্রেই গোপী শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ।

ইহা শুনিয়া শ্রীমীরাবাই যে প্রকৃত ভক্ত তাহা বুঝিতে শ্রীরূপ গোস্বামীর আর অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি অসন্দিহান চিত্তে শ্রীমীরাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন—

"কৃপা করি আসি যেন দেন দরশন।"

হৃষ্টচিত্তে শ্রীমীরাবাই শ্রীরূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ লাভে চলিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর দর্শনমাত্র শ্রীমীরাবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন দুই ভক্তে শ্রীকৃষ্ণ কথা সুধায় অবগাহন করিলেন এবং বিপুল বিশুদ্ধ আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। দুইজনেরই প্রেমতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল—সে উত্তাল-তরঙ্গে কত জীবের উদ্ধার-সাধন হইল। মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ দরশনে অষ্টভাব উদ্দীপিত হইয়া যে মহাতরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। তাহা হইতে নিম্নে কয় ছত্র উদ্ধৃত হইল।

"জলযন্ত্র ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল,
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল।
দেহ কান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ;
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম।
কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লুটায়;
শুষ্ককাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয়।"

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

একি স্বপ্ন।

(৩য় সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

আবার যেন পট পরিবর্ত্তিত হইল। দেখি একটী কোকিলকূজিত মনোরম নিকুঞ্জকানন। চারিদিকে স্বতঃবিকশিত নানাজাতি কুসুমের সৌরভে পবনকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর আবার কোকিলের হৃদয়-মুগ্ধকারী সঙ্গীতের মধুর তান। এই "কোকিলকূজিত কানন" কুঞ্জে পরিমল বিভোর অলিকুলের গুঞ্জে" প্রকৃতি সুরে সুর মিলাইয়া সৌরভে বিভোর হইয়া

যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। সম্মুখে নীলবসনা স্রোতস্বিনী যমুনা, স্বভাবের সঙ্গীতের সঙ্গে কুলকুল স্বরে প্রাণ মিলাইয়া তরঙ্গের রঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছেন। অদূরে তীরোপরি

কে ওই দাঁড়ায়ে তরুমূলে।
ঈষৎ বামে হেলে, মুরলী বাজায়ে আমায়
ডাকে রাধা রাধা বলে।
কি সুন্দর আহা মরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হাসি হাসি আঁখি ঠারি,' দুকুল মজালে।

দেখি মদনমোহন সাজে অভিসার বেশে নায়করূপে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম সেই বনস্থলীকে নিজ রূপসাগরে ডুবাইয়া দণ্ডায়মান। চরণে চরণ থুইয়া যেন সেই রাঙ্গা পায়ের শোভা দেখাইয়া জগতকে মুগ্ধ করিতেছেন। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম অঙ্গে পীতধড়া কতই সুন্দর দেখাইতেছে। অধরে ন্যস্ত বেণুর মধুর নিস্বনে উপবন প্লাবিত হইতেছে। যেন "জলেস্থলে গগনমণ্ডলে" একটী অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে; আর এই আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ মুগ্ধ হইয়া সেই মনোরম হৃদয়দ্রাবক বংশীরবের তানে তান মিলাইয়া সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত প্রেমস্রোতে যেন আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে দিকে চাই—সেই প্রশান্ত প্রেমের ছবি, সেই অদ্ভুত প্রেমের সঙ্গীত। সুদূরে পশ্চাতে গোপিকাগণ বংশীরবে হৃদয় মন যৌবন উৎসর্গ করিয়া, গৃহ, সমাজ, লজ্জা ও ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিনা মূল্যে আপনাদের প্রাণ বিলাইবার জন্য ধাবমানা। তাঁহারা যেন বাহ্য সংজ্ঞাহীন—সঘনশ্বাসে বনস্থলী কম্পিত—দেহে বসন নাই, কোথায় খসিয়া পড়িয়াছে—কুন্তল আলুলায়িত—আর "কিঙ্কিণীনূপুর মরি রুণু রুণু বোলেরে।"

* * *

কি দেখিলাম! তাহা ক্ষুদ্রলেখনী বর্ণনা করিতে পারে না; মন ধারণা করিতে সমর্থ নয়। স্তব্ধ বিহ্বল হইয়া রহিলাম; হৃদয়ে প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিল এবং মনও অহং জ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিখা উৎক্রমণ করিয়া যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাপিয়া ফেলিল। হৃদয় যেন দ্রব হইয়া বহিয়া চলিল ও দেবের ভ্রমরগুঞ্জিত কোকনদ সম চরণের দিকে প্রধাবিত হইল। আমি আপনাহারা হইলাম। যে আমি লইয়া সমস্ত জগৎ, যাহার জন্য ধন, মান, যোগ, যাগ, তপস্যা, সেই

আমার সাধের "আমি" যেন ঐ রাঙ্গাপদে হারাইয়া ফেলিলাম। শুনিলাম, "আমি প্রেমরূপী, আমাকে কি প্রাণদান করিবে?" হৃদয় উথলিয়া উঠিল, ধর্ম্মাধর্ম্মের বাঁধন খসিয়া পড়িল, স্বভাব ও সংস্কারের শৃঙ্খল সকল খুলিয়া পড়িল; দেখিলাম, আমিই রাধা। বুঝিলাম, আমার প্রাণসখা কতকাল আমার জন্য বাঁশরী বাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। বুঝিলাম, যে শৈশব হইতেই আমাকে তাঁহার করিবার জন্য তিনি কতই কষ্ট পাইতেছেন। বুঝিলাম, তিনি কতপ্রকারে আমার মনচুরি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুঝিলাম, তিনিই কাম তিনিই প্রাণ, তিনিই জ্ঞান তিনিই অজ্ঞান, তিনিই ধর্ম্ম তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই বৈরাগ্য তিনিই অবৈরাগ্য রূপে কতবার কতরূপে আমাকে সাধিতেছেন। বলিলাম, ওঁ ইন্দ্রিয়ায় ইন্দ্রিয়াত্মনে, ওঁ কামায় কামাত্মনে, ওঁ প্রাণায় প্রাণাত্মনে, ওঁ সর্ব্বায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ।

বিকল ইন্দ্রিয়! বিকল মন! বিকল বুদ্ধি! বিকল আত্মজ্ঞান, সকলই বিকল হইয়া প্রেমে বিভোর হইয়া পড়িলাম। আর কি হইল তাহা জানি না; জানিতে চেষ্টা বা ইচ্ছাও করি না।

যেন কিছু প্রকট-জ্ঞান হইল, কিন্তু সুস্পষ্ট নহে। ভাবিতে লাগিলাম, সৃষ্টির চরমফল প্রেমমার্গ। প্রেমমার্গের সাধক জীবন্মুক্তগণই বোধ হয়, গোপ গোপীরূপে গোপালরূপী ব্রহ্মণ্যদেবের মানবলীলা দেখিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ভাবিলাম মানবমাত্রেই একদিন তাঁহাদের কৃপাবলে গোপীরূপে সেই ব্রহ্মণ্যদেবের সেবা করিতে পাইবে। ভাবিলাম গোপী হইতে গেলে সংসার ত্যাগ করিয়া মুমুক্ষুমার্গ অবলম্বন করিলেই চলিবে না; বরং সংসারে থাকিয়া সত্যধর্ম্ম পূর্ণরূপে পালনপূর্ব্বক ধর্ম্ম ত্যাগের অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের বন্ধন গ্রহণ পূর্ব্বক লোক হিতার্থে থাকিতে হইবে। ভাবিলাম,

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"

এর অর্থ গোপিনীগণই সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। ভাবিলাম, কোষগুলি পরিবর্জ্জন করা অপেক্ষা, প্রত্যেক কোষের দ্বারা, প্রত্যেক শরীর দ্বারা, ইন্দ্রিয় দ্বারা, তত্ত্বের দ্বারা, সেই প্রেমময়ের সেবাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধন ও পুরুষার্থ। এবং তাহার নামই প্রেম।

* * *

কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিলাম বলিতে পারি না। যখন জাগিয়া উঠিলাম, বাহ্যজ্ঞানের আবির্ভাব হইল, দেখিলাম, দিননাথ উদিত হইতেছেন মাত্র। জগৎ জাগিয়া উঠিয়াছে ও আবার প্রবৃত্তিমার্গের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মানবগণ সুপ্তোত্থিত হইয়াই পুনরায় "ধনং দেহি, মানং দেহি" প্রভৃতি বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মহা কোলাহলে ব্যাপৃত। কিন্তু কি জানি, স্বপ্নের কুহক কিম্বা স্মৃতির খেলা কি না কে জানে! সমস্ত জগৎ আমার চক্ষে এক নূতন রঙে রঞ্জিত বোধ হইল। সমস্ত জগৎ যেন একটী অভিনব প্রেমের মধুরবর্ণে চিত্রিত বোধ হইল। পাঠক! বলিতে পারেন, এই রঙ্‌টি কি? সত্য কোন পদার্থ না কবির কল্পনামাত্র? না, আমার অলীক স্বপন?

কস্যচিৎ অপ্রবুদ্ধস্য।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব।

(২য় ভাগ, ৯ম সংখ্যার ২৮২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মপূজা।

প্র। ব্রহ্মপূজার নিয়ম কি?

উ। 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র ব্রহ্মপূজার মূলমন্ত্র। স্নানের পর পবিত্র স্থানে পবিত্র আসনে উপবেশন করিতে হইবে। * আসনাদির বিষয় গীতায় উক্ত হইয়াছে। শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ইত্যাদি—

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন কুশোত্তরম্॥

পবিত্র স্থানে স্থিরভাবে আসন স্থাপিত করিতে হয়। আসন অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ না হয়। আসন রেসমের বা কৃষ্ণসার চর্ম্মের কুশের বা হইবে।

তৎপরে আচমনান্তে শরীরের নানাস্থানে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

---

* তিনপ্রকার আসন বিদ্যুতের অপরিচালক।

অনন্তর প্রাণায়াম করিতে হইবে।

প্র। প্রাণায়ামের প্রণালী কি?

উ। প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদিত্যাদি।

প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা।
মধ্যমানামিকাভ্যাং চ দক্ষ হস্তস্য পার্ব্বতি॥
বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসা পুটেন চ।
পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্॥
অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকমাগতঃ।
জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া॥
শনৈঃ শনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং জপন্ ষোড়শধামনং।
বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরকুম্ভক রেচকম্॥
পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে।
প্রাণায়াম বিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে॥

হে পার্ব্বতি, তৎপরে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা মূল মন্ত্র বা ওঙ্কার জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিবে। মূলমন্ত্র আটবার জপ করিতে করিতে বামনাসা ছিদ্র ধরিয়া দক্ষিণনাসা ছিদ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে। (ইহাই পূরক) অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসা চাপিয়া ধরিয়া কুম্ভক করিয়া বত্রিশবার জপ করিবে। তৎপরে ষোলবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা ক্রমে ক্রমে বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে বামনাসা দ্বারা পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিতে হইবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণনাসা দ্বারা এইরূপ করিবে। হে সুরপূজিতে, ইহাই ব্রহ্মমন্ত্র সাধনের প্রাণায়াম বিধি।

প্র। প্রাণায়ামের পর কি করিবে?

উ। তৎপর ব্রহ্মের ধ্যান করিবে।

হৃদয় কমল মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহর বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জনন মরণ ভীতি ভ্রংশি সচ্চিৎ স্বরূপং
সকল ভুবন বীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

হৃদয়কমল মধ্যে স্থিত ভেদ রহিত, চেষ্টা রহিত, হরিহর বিধি বেদ্য, যোগি-

গণ কর্ত্তৃক ধ্যান দ্বারা প্রাপ্য, জন্ম ও মৃত্যু ভয় দূরীকর্ত্তা, সদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ এবং সকল ভুবনের বীজ ব্রহ্মচৈতন্যকে ধ্যান করি।

প্র। তাহার পর কি করিবে?

উ। ধ্যানের পর মানস পূজা করিবে।

গন্ধং দত্তান্মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেব চ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ুতত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ॥
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে।

পরমাত্মাকে, পৃথিবী তত্ত্বরূপ গন্ধ, আকাশ তত্ত্বরূপ পুষ্প, বায়ুতত্ত্বরূপ ধূপ, তেজস্তত্ত্বরূপ দীপ এবং জলতত্ত্বরূপ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে।

অনন্তর নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা বাহ্য পূজা করিবে। নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদি ব্রহ্মকে অর্পণ করিবে।

ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি—

যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম, হবিঃও ব্রহ্ম। ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম আহুতি দিতেছেন। যিনি কার্য্য সময়ে ব্রহ্ম চিন্তা করেন তিনি ব্রহ্মেই গমন করিবেন।

প্র। অনন্তর কি কর্ত্তব্য?

উ। অনন্তর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে মূল মন্ত্র (ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম) ১০৮ বার জপ করিবে।

প্র। জপের পর কি কর্ত্তব্য?

উ। ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ করিবে।

নমস্তে সতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণানাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

পরেশ প্রভো সর্ব্ব রূপাপ্রকাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥

তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপামঃ
তদেকং জগৎ সাক্ষি রূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্ব মীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ সর্ব্বলোকের আশ্রয় তোমাকে নমস্কার, তুমি বুদ্ধিস্বরূপ বিশ্বরূপাত্মক তোমাকে নমস্কার, তুমি অদ্বৈততত্ত্ব মুক্তিপ্রদ সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্ম তোমাকে নমস্কার। তুমি একমাত্র আশ্রয় স্থল তুমি একমাত্র শ্রেষ্ঠ তুমি জগতের একমাত্র কারণ ও বিশ্বরূপ তুমি জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা।

তুমি প্রধান নিশ্চল এবং নানাবিধ ভেদ শূন্য। তুমি ভয়ের ভয়, ভীষণের ভীষণ, প্রাণি সমূহের গতি, পবিত্রেরও পবিত্র। তুমি দেবতাদিগের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষক। হে প্রভো! পরমেশ! তুমি সর্ব্বরূপ, অবিনাশী, অনির্দ্দেশ্য, সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং সত্যের স্বরূপ। তুমি অচিন্ত্য, অক্ষর ও ব্যাপক, তোমার তত্ত্ব অব্যক্ত, তুমি চন্দ্র সূর্য্যাদির ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

একমাত্র তাঁহাকেই আমরা স্মরণ করি একমাত্র তাঁহাকেই জপ করি ও জগতের সাক্ষী স্বরূপ একমাত্র তাঁহাকেই নমস্কার করি; সৎস্বরূপ স্বয়ং নিরাধার হইয়াও জগতের আধারভূত ভবসমুদ্রের নৌকাস্বরূপ সেই ঈশ্বরের শরণাগত হই।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

প্র। ইহার পর কি করিতে হইবে?

উ। আত্মরক্ষার জন্য কবচ পাঠ করিতে হইবে।

পরমাত্মা শিরঃ পাতু হৃদয়ং পরমেশ্বরঃ।
কণ্ঠং পাতু জগৎপাতা বদনং সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ॥
করৌ মে পাতু বিশ্বাত্মা পাদৌ রক্ষতু চিন্ময়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বদা পাতু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

পরমাত্মা মস্তক রক্ষা করুন, পরমেশ্বর হৃদয় রক্ষা করুন, জগৎপাতা কণ্ঠ রক্ষা করুন, সর্ব্ব দ্রষ্টা সর্ব্ব শক্তিমান্ বদন রক্ষা করুন, যিনি সমস্ত বিশ্বের আত্মা স্বরূপ তিনি হস্তদ্বয় এবং যিনি চৈতন্যস্বরূপ তিনি আমার পাদদ্বয় রক্ষা করুন, এবং সনাতন পরব্রহ্ম সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন।

প্র। তৎপরে কি করিতে হইবে?

উ। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পূজা শেষ করিতে হইবে।

নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তভ্যং সদ্রূপায় নমোনমঃ॥

হে পরমব্রহ্ম তুমি পরমাত্মা, নির্গুণ, সৎস্বরূপ; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

প্র। ইহার পর কি করিতে হইবে?

উ। নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং বন্ধুবর্গকে নৈবেদ্য বিতরণ করিবেন এবং স্বয়ংও তাহা গ্রহণ করিবেন।

প্র। এই নৈবেদ্যকে কি বলে?

উ। প্রসাদ।

প্র। ব্রহ্মোপাসনার জন্য কি কি গুণের আবশ্যক?

উ। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আর কোন গুণের আবশ্যক নাই।

পূজনে পরমেশস্য নাবাহন বিসর্জ্জনে।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু সাধয়েদ্ব্রহ্ম সাধনম্॥
অস্নাতো বা কৃতস্নানো ভুক্তোবাপি বুভুক্ষিতঃ।
পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্ম্মল মানসঃ॥

* * * *

ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোঽত্র ত্যজ্যং গ্রাহ্যং ন বিদ্যতে।
ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থাননিরূপণম্॥

* * * *

সঙ্কল্পোঽস্মিন্ মহামন্ত্রে মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্য ভাবশুদ্ধির্বিধীয়তে॥
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং দেবি ভাবয়েদ্ব্রহ্মসাধকঃ॥
ন চাস্য প্রত্যবায়োঽস্তি নাঙ্গবৈগুণ্যমেব চ॥

পরব্রহ্মের পূজায় আবাহন কিম্বা বিসর্জ্জন নাই যে কোন স্থানে এবং যে কোন উপায়ে ব্রহ্মোপাসনা করা যায়। স্নান করিয়া বা না করিয়া আহার করিয়া বা না করিয়া সর্ব্বদা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা করিবে। ইহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার নাই ত্যজ্য গ্রাহ্যের বিচার নাই।

কালশুদ্ধি কিম্বা স্থান নিরূপণের কোন আবশ্যক নাই। এই মহামন্ত্রে মানস সঙ্কল্পই করিতে হয়। ব্রহ্ম মন্ত্রের সাধনে কেবল চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক অন্য আবশ্যক নাই। হে দেবি, ব্রহ্মসাধক সর্ব্ব ভূতই ব্রহ্মময় চিন্তা করিবেন। ইহাতে প্রত্যবায় কিম্বা অঙ্গ বৈগুণ্য নাই।

প্র। প্রসাদ সম্বন্ধে কোন নিয়ম আবশ্যক আছে কি না?

উ। না, কোন নিয়মের প্রয়োজন নাই।

অনেন ব্রহ্মমন্ত্রেণ ভক্ষ্যপেয়াদিকং চ যৎ।
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাবনং মহৎ॥

* * * *

পক্কং বাপি ন বা পক্কং মন্ত্রেণানেন মন্ত্রিতম্।
সাধকো ব্রহ্মসাৎ কৃত্বা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ॥
নাত্র বর্ণবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।
ন কালনিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈব চ॥
যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন লভ্যতে।
ব্রহ্মসাৎকৃতনৈবেদ্যমশ্নীয়াদবিচারয়ন্॥

আনীতং শ্বপচেনাপি শ্বমুখাদপি নিঃসৃতম্।
তদন্নং পাবনং দেবি,দেবানামপি দুর্লভম্॥

* * * *

যদি স্যান্নীচজাতীয়মন্নং ব্রহ্মণি ভাবিতম্।
তদন্নং ব্রাহ্মণৈ র্গ্রাহ্যমপি বেদান্তপারগৈঃ॥
জাতিভেদো ন কর্ত্তব্যঃ প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিঃ কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥

ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম এই মন্ত্রদ্বারা যে কিছু খাদ্য বা পানীয় পরমাত্মাকে নিবেদন্ করা যায় তাহাই অতীব পবিত্র হয়।

পক্ক কিম্বা অপক্ক যে কোন দ্রব্য এই মন্ত্রেরদ্বারা ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া আত্মীয়-বর্গের সহিত ভোজন করিবে। ইহাতে বর্ণ বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদির বিচার নাই, কাল নিয়ম অথবা শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নাই। যে কোন স্থানে যে কোন কালে যে কোন উপায়ে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই ব্রহ্মে অর্পণ করিয়া সেই নৈবেদ্য আর কোন বিচার না করিয়া ভোজন করিবে। এমন কি চণ্ডাল কর্ত্তৃক আনীত অথবা কুক্কুরের মুখ হইতে নিঃসৃত অন্নও ব্রহ্মে নিবেদিত হইলে অতি পবিত্র এবং দেবতাদিগেরও দুর্লভ হয়।

যদি নীচজাতির অন্ন ব্রহ্মকে অর্পণ করা যায় তবে বেদান্তপারগ ব্রাহ্মণও তাহা গ্রহণ করিবেন। পরমাত্মার প্রসাদে জাতিভেদ করা কর্ত্তব্য নহে যে নির্ব্বোধ ব্যক্তি করে সে মহাপাতকী।

[ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন।

স্তব

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

দীন হীনে পদছায়া দানে হরি সদয় হও।
ত্রিতাপে তাপিতাধম রিপু অরি হরি লও॥

একমেবাদ্বিতীয়ম্, গুণে সত্ত্ব রজস্তম, সৃজিয়া তত্ত্ব উত্তম, তত্ত্বাতীত হয়ে রও।
শূন্যময় ঊর্দ্ধপূর্ণ, অস্পৃশ্য অধঃপূর্ণ, স্বয়ং জ্যোতিঃমধ্যপূর্ণ, জ্যোতিতেই অদৃশ্য হও।
হও তুমি অনভাব, তবু তব জ্ঞানাভাব, বিচিত্র এ তব ভাব, সদা সমভাবে রও।
সর্ব্বব্যাপী শক্তিমান, হও সদা বিদ্যমান, কে জানে তব সন্ধান, জ্ঞানের অজ্ঞেয় হও।
হীন তুমি সর্ব্বেন্দ্রিয়, পৃথক্ অকর অক্রিয়, কিন্তু ভুজবলে স্বীয়, সর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তা হও।
শব্দস্পর্শ রসরূপ, গন্ধহীন অপরূপ, কে জানে তব স্বরূপ, নানারূপে প্রকাশ হও।
অটল অচল নিত্য, তুমি ভিন্ন সবানিত্য, দীপ্ত করি ভক্ত চিত্ত, স্বপ্রকাশ হয়ে রও।
হইয়া শূন্য সম্বন্ধ, নাহি স্পর্শি দুঃখানন্দ, ধরি নাম সদানন্দ, সদানন্দে সদা রও।
তুমি আদি তুমি অন্ত, অনাদি হেতু অনন্ত, নরে কি পায় তব অন্ত, ভক্তি অন্তঃপুরে রও।
স্বয়ম্ভূ-অজ অজেয়, অনন্ত অসীম অজ্ঞেয়, সর্ব্বারাধ্য ভক্তে ধ্যেয়, অধমের ধ্যেয় হও।
তুমি সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বেসর্ব্বা সর্ব্বাধার, তবে কেন মম ভার, ধারণে কাতর হও।
হে! অপরিবর্ত্তনীয়, কূটস্থ-অনমনীয়, অক্ষ অনির্ব্বচনীয়, মম চিতে সদা রও।
তুমিজ্যোতি তুমিযুক্তি, তুমিগতি তুমিমুক্তি, তোমা ভিন্ন অন্যযুক্তি, মতিহতে মুছিলও।
সৃষ্ট বস্তু সবানাত্মা, সত্য স্বরূপ কেবলাত্মা, ব্রহ্ম স্বরূপ পরমাত্মা, উরি মমচিতে রও।
ওঁ প্রভো! সৃষ্টি স্থিতি, প্রলয়াদি তবরীতি, শমদম উপরতি, তিতিক্ষাতে তুষ্ট হও।
অমর মঙ্গলময়, পবিত্র চৈতন্যময়, সদাশিব ধর্ম্মময়, প্রেমময় অধমে হও।
হও তুমি অনুপম, হেরি নাহি তব সম, তারিতে অধমাধম, কুণ্ঠিত কাণ্ডারী নও।
সর্ব্বদ্রষ্টা নিরাকার, সর্ব্বময় নির্ব্বিকার, সর্ব্বভেদী সর্ব্বাধার, দিদারের ভার সও।

শ্রীদিদার বক্স।

পদ্মের কথা।

আমাকে আর কেহ ভালবাসে না। যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল তখন সকলেই ভাল বাসিত সকলেই আদর করিত; আমার যৌবনাবস্থাতে যখন ফুটিয়াছিলাম তখন আমার গন্ধ লইয়া চারিদিকে ছড়াইত, কত ভ্রমর সেই গন্ধ অনুসরণ করিয়া আমার কাছে আসিয়া গান গাহিত ও আমার মধু পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আমাকে কতই ভালবাসা জানাইত, আমার রূপ দেখিয়া কত কবি মুগ্ধ হইয়া থাকিত আমার কোমল স্পর্শ সুখ অনুভব করিবার জন্য কত সুন্দরী ব্যগ্র হইত কিন্তু এখন আমার আর কিছুই নাই। এখন আমার পাপড়ি ঝরিয়া গিয়াছে, কেশর শুকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আর আমাতে মধু নাই এখন ভ্রমর, কবি, বা সুন্দরী, কেহ আমাকে চায় না কেহ আমাকে ভালবাসে না, কেহ আর আদর করে না। এখন যদি কেহ আমার সংস্পর্শে আসে তবে আমার মৃণালের কণ্টকের আঘাত মাত্রই পাইয়া থাকে।

আমি এখন সকলের ভালবাসা হারাইয়াছি যাহারা আমার কণ্টকের আঘাত পাইয়াছে তাহারা আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে এরূপ অবস্থায়, আমি যদি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য হইতাম তবে কতই দুঃখ অন্তরে অনুভব করিতাম কিন্তু আমি এখনও নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হইয়া আছি। মানবগণ, আমার ইচ্ছা যে আমার অনুকরণ করিয়া আমার ন্যায় তোমরা সদানন্দে থাক, সেই জন্য যে ভাব অন্তরে ধরিয়া আমি পূর্ণানন্দে আছি তাহা তোমাদিগকে বলি শুন।

রূপ রস গন্ধ স্পর্শ যাহা আমার বাল্য ও যৌবনাবস্থাতে ছিল তাহা কাল যে হরণ করিয়া লইবে ইহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সেই জন্য কাল যাহাতে উহা চুরি করিতে না পারে তাহার এক কৌশল করিয়া ছিলাম। কালের নিয়ন্তা যিনি সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে বাস করেন আমি তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিয়া আমার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সমস্ত উন্মুক্ত হৃদয়ে তাঁহার কাছে ধরিয়া দিয়া ছিলাম তিনিই তাঁহার কর বিস্তার করিয়া আমার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সেই ভগবান আমার জন মোহন গুণ গুলি সব লইয়া আমাকে যাহা দিয়াছেন এখন আমি তাহাই হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া পূর্ণানন্দে আছি। হৃদয়ে যে

বীজ গুটিকত লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই গুলি পক্ক ও পরিপুষ্ট করার শক্তি টুকু, রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদি গুণের বিনিময়ে পাইয়াছি। এই বীজ গুলি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া উহাদের পরিপুষ্ট করিব এবং উহারা পরিপুষ্ট হইলে উহাদিগকেও সেই কাল পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিব। এই বিসর্জ্জনানন্দের ভাব অন্তরে ধরিয়া আমি সদানন্দে আছি। তোমরা কেন এই রকম শেখ না।

মানব, তুমি আজি সমাজে মান্য গণ্য হইয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু যে গুণে সমাজের সকলে তোমাকে আজি আদর করিতেছে কিছু দিন মধ্যেই কাল তোমার সেই গুণ টুকু হরণ করিয়া লইবে, আজি তুমি আদরের পাত্র কালি তুমি ঘৃণার পাত্র হইবে তবে কেন সুখে! সমাজের আদরে বা অনাদরে সুখী দুঃখী জ্ঞান কর। তোমার যা কিছু দোষ আছে যা কিছু গুণ আছে সমস্ত সেই বিশ্বপতিকে সমর্পণ কর। তুমি কেবল সেই অনন্তের উদ্দেশে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া রাখ আর তোমার কিছুই করিতে হইবে না, ভগবান স্বয়ং তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা তোমার দোষ গুণ সমস্ত গ্রহণ করিয়া লইবেন এবং তোমার যা কিছু ছিল তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার যে শক্তিদ্বারা বীজ পুষ্ট ও পরিপক্ক হয় সেই শক্তি তুমি লাভ করিবে। সখে তুমি জান না যে জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একটি মন্ত্র বীজ হৃদয়ে ধরিয়া তুমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছ সেই বীজটি পরিপক্ক হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে! সেই বীজ পরিপক্ক করিবার শক্তি সাধনাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য। তোমার যা কিছু সমস্ত ভগবানের উদ্দেশে ছাড়িয়া দাও, মন্ত্র চৈতন্য সাধিকা শক্তি গ্রহণ কর এবং আমার ন্যায় কৃতার্থ হইয়া পূর্ণানন্দে থাক এই আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রিয়তম, আজি বিদায় হইলাম।

যমালয়ের ফেরত।

তের বৎসর পূর্ব্বে আমি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অতি অল্প দিন রোগ ভোগের পর একদিন আমার শেষ অবস্থা উপস্থিত হয়। পীড়ার দারুণ যন্ত্রণা ও শ্লেষ্মার প্রকোপে আমার সন্নিকটস্থ আত্মীয়বর্গের বিলাপধ্বনি

শ্রবণ করিতে করিতে আমি যখন অচৈতন্য হই (যে অবস্থাকে মৃত্যু বলা যায়) তাহার অব্যবহিত পরেই একটী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হইল তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। আকৃতি বলিষ্ঠ, ক্ষুদ্রকায়, পূর্ণ গৌর বা কৃষ্ণবর্ণ নহে, পরিধান একখানি অনুপযুক্ত ছোট কাপড় এবং শরীরের অপরাপর অঙ্গ অনাবৃত। কনষ্টেবলের রুলের ন্যায় হস্তে একটী ছোট কাষ্ঠ দণ্ড, সে আমার সমীপস্থ হইয়া কহিল তোমায় বাবু ডাকিতেছেন, যাইতে হইবে। আমি কহিলাম, তোমার বাবু কে? এবং কেন ডাকিতেছেন? সে কহিল তাহা বলিতে পারি না। আমি কহিলাম এক্ষণে যাইতে পারিব না কিছু বিলম্ব করিতে হইবে। পরে কহিলাম তোমার বাবুর নিকট হইতে কবে আসিতে পারিব? তাহাতে সে যাহা কহিল তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইল, বলিল, বোধ হয় আর আসিতে পারিবে না; আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে কহিলাম তবে আমি যাইব না। তাহাতে সে কহিল তোমার আর পাঁচ মিনিটের অধিক এখানে থাকিবার সময় নাই, অতএব সত্বর প্রস্তুত হও। আমি কহিলাম আমার অনেক স্থানে বন্ধু বান্ধব আছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিরূপে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিব। এই কথা বলিবা মাত্র একটী ছবি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, উহাতে দেখিলাম আমার বাল্যাবস্থার জ্ঞানোদয় হইতে যে যে স্থানে গিয়াছি এবং যত লোকের সহিত আলাপ হইয়াছে সমস্ত লোক, আত্মীয় স্বজন এবং সুন্দর দৃশ্য সকল পরিষ্কার ও পরে পরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষা করিতেছে।

আমি উক্ত পটস্থিত প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। পরে আমার এক প্রিয় বন্ধুর উপর আমার পূজনীয় পিতা মাতার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর সেই খর্ব্বাকার পুরুষ আমাকে কহিল, কেমন তোমার সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছেত? আমি কহিলাম, হাঁ হইয়াছে। আমার সহিত আইস বলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলে, আমি তাহার কথামত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দুইজনে কথা কহিতে কহিতে অনেক দূর যাইলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আর কত দূর যাইতে হইবে। সে কহিল, আর অধিক দূর নয়, ঐ যে সম্মুখে দেখা যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া আমার মনে এক নূতন আনন্দের উদয় হইল। মনে করিলাম এখানে কে থাকেন তাঁহার সহিত আলাপ হইবে এবং এখানকার আচার ব্যবহার কিরূপ সমস্ত অবগত হইতে পারিব। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলাম। ক্রমে একটা গড় পার হইয়া একটী সুন্দর বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, জমির উপরের সবুজবর্ণের ঘাস গুলি পরিষ্কার সম ঊর্দ্ধভাবে রহিয়াছে এবং বাগানের উত্তর ও পশ্চিম অংশে বড় বড় চারি পাঁচটী বৃক্ষ রহিয়াছে এবং বাগানের মধ্যস্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী সুন্দর অট্টালিকা; এরূপ বাড়ী ও এরূপ বাগানের সৌন্দর্য্য আমি আর কখন দেখি নাই। আমি সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সম্মুখে দালান (হল) পরে একটী সুদীর্ঘ ঘর। সেই বড় ঘরটীর চারিকোণে চারিটী ঘর ও মধ্যে মধ্যে দর দালান (বারাণ্ডা) হলের চারিদিকে বড় বড় দরজা কবাট খোলা রহিয়াছে। আমার মনে হইল শুনিয়াছি যমের বাড়ির ১২টা দরজা। গণনা করিলাম, দেখিলাম দ্বাদশটী। হলের চতুর্দ্দিকের দেয়ালে কোন প্রকার কারুকার্য্য বা ছবি ইত্যাদি নাই। হলের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একখানি তক্তাপোস তাহার উপর একখানি সতরঞ্চ ও তদুপরি একটী বাক্স রহিয়াছে এবং তক্তাপোসের উত্তরাংশে একটী লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহার আকার দীর্ঘ কৃষ্ণকায় পরিধানে একখানি ছোট কাপড় মাত্র। আমি হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ত্রস্ত ভাবে তাঁহাকে কহিলাম, তোমার বাবু কোথায়? সে কহিল বাবু উপরে গিয়াছেন এখনই আসিবেন। আমি অপেক্ষা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম উপরে যাইবার পথ কোন দিকে? সে সেই হলের পশ্চিম দিক দেখাইয়া দিল কিন্তু উপরে যাইতে নিষেধ করিল। তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বেগে সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম একটী ঘর মাত্র। সেই ঘর হইতে একটী বাবু, অনাবৃত গায়ে বাহিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত ভাবে আমাকে কহিলেন, তুমি নীচে যাও, আমি যাইতেছি। অগত্যা আমি নীচে আসিলাম। পরক্ষণেই সেই বাবুটী নীচে আসিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন কেন? তিনি আমাকে কিছু না বলিয়া যে ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহাকে বিশেষ ভৎর্সনা করিয়া বলিয়া দিলেন, ইহাকে শীঘ্র লইয়া যাও। তাহাতে সেই

ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ আমাকে ফিরিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে আমি কহিলাম আমি এক্ষণে যাইব না; যখন আসিয়াছি এই স্থানের কোথায় কি আছে তাহা আমি দেখিব, তোমার আবশ্যক থাকে চলিয়া যাও আমি রাস্তা দেখিয়া আসিয়াছি আপনি যাইতে পারিব; তাহাতে সেই খর্ব্বকায় লোকটীর সহিত আমার কথান্তর হওয়ায় উক্ত বাবু স্বয়ং আমার নিকটে আসিয়া অনেক সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং অপর ব্যক্তি আমার নিকট নিতান্ত অনুনয় বিনয় করাতে আমি অগত্যা তথা হইতে আসিতে বাধ্য হইলাম।

তাঁহার সহিত কিয়দ্দূর আসিবার পর সে আমায় অপর এক রাস্তায় লইয়া গেল এবং যাইবার কালীন যত বিলম্ব হইয়াছিল, তদপেক্ষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি বাটীতে আসিয়া পৌঁহছিলাম অর্থাৎ আমার চৈতন্যোদয় হইল এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলাম। আমার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলেই স্থির করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত শোকাকুল ছিলেন এক্ষণে আমাকে পুনর্জীবিত দেখিয়া সকলেই আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

গান।

সখি! প্রাণ আমার কেন যে এমন করে।
(ওলো) সখি! কি দুঃখে আঁখি মোর সতত ঝরে॥
প্রাণ আমার সে কি যে চায়, কেন করে হায় হায়,
কেন বা সে আপনায় দিতে চায় পরে।
পড়েছে সে কি যে ফাঁদে, ধরতে চায় কোন গগন চাঁদে,
সুখে বা কি দুঃখে কাঁদে বুঝিতে নারে॥
যেন কি তার হারায়েছে, যেন কে তার পলায়েছে,
যেন কে তায় ফাঁকি দেছে, জনমের তরে।
(আবার) কে যেন লো মনে হয়, তার কাছে থেকে কথা কয়,
(তার) মধুর হাঁসি সদা উদয়, মধুর অধরে॥
কই সে হাঁসি?—ওই চলে যায়, (আবার) যেন শুনতে সে পায়,
দূরে থেকে ডাকছে কে তায়, বাঁশরীর স্বরে।
দুঃখ মাখা একি সুখ, সুখে মাখা একি দুঃখ,
আজি লো সই জাগরুক, প্রাণের ভিতরে॥

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী।

হইলে না হয় উক্তরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু যখন তাহা হয় না, তখন সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? ॥ ১৬॥

মূল।

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৭ ॥

টীকা।—সর্ব্বজীবোত্তমমুখ্যবায়ুরূপপ্রতীকস্থিত্যাদিজ্ঞানম্ আবশ্যকম্, ইতি ভাবেন তৎস্থিত্যাদিকমাহ, য ইতি। যঃ অসৌ—প্রসিদ্ধোঽসৌ, মুখ্যপ্রাণে স্থিত ইতি শেষঃ। সঃ অহেয়ত্বাৎ 'অহম্' ইত্যুক্তঃ, সদাস্তিত্বেন মেয়ত্বহেতুনা অস্মীতি—তিঙ্‌প্রতিরূপকাব্যয়পদবাচ্যঃ, তং পশ্যামীত্যর্থঃ। যদ্‌বা, 'অসৌ অসৌ', ইতি দ্বয়মপি প্রথমান্তমেব; বীপ্সায়াং দ্বিরুক্তিঃ। পূর্ব্বং পুষাদিশব্দৈঃ উপলক্ষণতয়া প্রাণাদ্যনেকপ্রতীকস্থত্বং বিষ্ণোরুক্তং। তত্র ভেদশঙ্কায়াং 'যোঽসৌ' ইতি বাক্যমুচ্যতে। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ প্রাণাদ্য(পুষাদ্য)নেকপ্রতীকেষু স্থিতঃ, সোঽহমস্মি—মদন্তর্যামিতয়া অস্তি ইত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রতীকেষু ময়ি চ স্থিত এক এব ইতি ফলিতোঽর্থঃ। অহংপদস্য প্রত্যগাত্মজীবান্তর্যামিণি মুখ্যতয়া তৎসমভিব্যহারাৎ অস্মীত্যুত্তম-পুরুষপ্রয়োগোঽপি সাধুরেব ইতি জ্ঞেয়ম্॥ ১৭॥

অনুবাদ।—যে এই এই পুরুষ, তিনি 'অহং'—'আমি' হইতেছেন, অর্থাৎ তিনি আমার অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন॥ ১৭॥

ভাবব্যাখ্যা।—প্রাণ প্রভৃতির অন্তর্যামিরূপে যিনি অভিহিত হইলেন, সেই বিষ্ণুই কি আমারও অন্তর্যামী? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপেই আলোচ্য মন্ত্রের অবতারণা।

'যে এই এই পুরুষ'—অর্থাৎ যিনি প্রাণের অন্তর্যামী, যিনি যমের অন্তর্যামী ইত্যাদি প্রকারে যিনি প্রত্যেক পদার্থেরই অন্তর্যামিরূপে উক্ত হইয়াছেন, সেই পুরুষ।

'যিনি সকলের অন্তর্যামী, আমারও তিনি অন্তর্যামী' এরূপ বলায়, বুঝিতে হইবে যে, যিনি সকলেরই অন্তর্যামী, আমার অন্তর্যামী তাঁহ

হইতে স্বতন্ত্র নহেন,—উভয়েই এক। একই বিষ্ণু, প্রাণ প্রভৃতি ও আমার—সকলেরই অন্তর্যামিরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

মূল।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা।—নন্বু পরমেশ্বরস্য যৎ কল্যাণরূপত্বম্ উক্তং, যচ্চ 'সোঽহমস্মি' ইতি জীবান্তর্গতস্য নিত্যাস্তিত্বম্ উক্তং, তৎ ন যুক্তং, দেহনাশস্য প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধতয়া তদন্তর্গতস্য জীবস্যেব মরণাদ্যবশ্যম্ভাবাৎ, ইত্যাশঙ্কাং কৈমুত্যেন নিরাহ, বায়ুরিতি। যদ্যপি ইদং শরীরং ভস্মান্তং, তথাপি তদন্তর্গতস্য হরেঃ ন মরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ। কুতঃ ?—অ-নিলম্—অঃ—ব্রহ্ম, এব, নিলং—নিলয়নম্ আশ্রয়ঃ, যস্য সঃ 'অনিলঃ'। পরমেশ্বরাশ্রিতো বায়ুরপি যদা, অমৃতঃ—নিত্যঃ, অথ তদা পরমেশ্বরোঽমৃত ইতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অনিলামৃতপদয়োঃ লিঙ্গব্যত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ। বায়োরমৃতত্বং নিত্যজ্ঞানত্বেন জ্ঞেয়ম্, "অতিরোহিতবিজ্ঞানাদ্ বায়ুরপ্যমৃতঃ স্মৃতঃ" ইত্যুক্তেঃ, "এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ" ইত্যত্র ভাষ্যাদৌ তথা নির্ণয়াচ্চেতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ।—যদ্যপি এই শরীর ভস্মান্ত, ভস্মই এই শরীরের পরিণাম, তথাপি এই শরীরের অন্তর্যামিরূপে যিনি অবস্থিত, সেই শ্রীহরি মরণাদিদোষশূন্য,—মরণাদি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। কেন না, যখন দেখা যাইতেছে যে, বায়ু, অ নিল—পরমেশ্বরের আশ্রিত হইয়াও, অমৃত—নিত্য, তখন সেই পরমেশ্বর যে অমৃত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ! ॥ ১৮ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—ষোড়শ মন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, ভগবানের রূপ—'কল্যাণতম'—মরণাদিদোষশূন্য; আর সপ্তদশ মন্ত্রেও কথিত আছে যে, যিনি সকল জীবের অন্তর্যামী, তাঁহার অস্তিত্ব নিত্য,—তাঁহার অস্তিত্বের কখনও লোপ হয় না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, দেহ মাত্রই নশ্বর, তখন সেই দেহের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পুরুষেরই বা মরণ না হইবে কেন? বর্ত্তমান মন্ত্রে এই রূপ আশঙ্কারই নিরাস করা হইয়াছে

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য "এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ" (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৮) প্রভৃতি ব্যাসসূত্রের ভাষ্যে এবং উক্ত ভাষ্যের টীকাকার শ্রীজয়তীর্থ উক্ত ভাষ্যের টীকায় নানা স্থানে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, 'মুখ্য-বায়ুর' বিনাশ নাই,—'মুখ্য-বায়ু'—নিত্য। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং বহিঃসঞ্চরণশীল সকল বায়ুরই যিনি মূল, সেই সর্ব্বপ্রধান বায়ুরই নাম 'মুখ্য-বায়ু'। চতুর্থ মন্ত্রে যে 'মাতরিশ্বা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারও অর্থ—'মুখ্য-বায়ু'। এই মুখ্য-বায়ুই সর্ব্বত্র জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন, আর ইনি সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ, এই জন্য ইহাঁর অপর নাম 'সর্ব্বজীবোত্তম'। আবার প্রাণিগণ ইহাঁরই প্রেরণায় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন বলিয়া, ইনি 'মুখ্য প্রাণ' রূপে পরিচিত। ইনি প্রাণরূপে অতিসূক্ষ্ম এবং বায়ুরূপে, সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিমানী। যতপ্রকার প্রতিমায় ভগবানের উপাসনা হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে ইনি মুখ্য বা শ্রেষ্ঠ, আর ইহাঁর বিজ্ঞান তিরোহিত হইবার নহে, ইহাঁতে নিত্যজ্ঞান বিদ্যমান। এই মুখ্যবায়ুরূপ প্রতিমায়, ভগবানের উপাসনা করিলে, উক্ত মুখ্যবায়ুর প্রসাদে মোক্ষজনক জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাঁর বিশেষ পরিচয় জানিতে হইলে, ব্রহ্ম-সূত্রের ২য় অধ্যায় ৩য় পাদের ৮ম সূত্র এবং ৪র্থ পাদের প্রথমের কতিপয় সূত্রের, মাধ্বভাষ্য এবং উক্ত ভাষ্যের জয়তীর্থকৃত টীকা আলোচনা করা উচিত। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

পরমেশ্বর—"নিত্যো নিত্যানাং"—নিত্যেরও নিত্য। সুতরাং এই নিত্য মুখ্য-বায়ুরও তিনি একান্ত আশ্রয়। এই নিমিত্ত মন্ত্রে মুখ্য-বায়ুকে 'অনিল' বলা হইয়াছে। 'অ'—ব্রহ্মবস্তু, নিল—নিলয়ন—আশ্রয়, যাঁহার, তিনিই 'অনিল'।

আমরা এই মন্ত্রের ভাবব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি অবান্তর বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের দেশে অনেকে কহিয়া থাকেন যে, এদেশে শবদাহ করিবার প্রথা তত প্রাচীন নহে। আমি তাঁহাদিগকে এই মন্ত্রস্থিত "ভস্মান্তং শরীরং" কথাটি বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে বলি। শরীর ভস্মান্ত—শরীরের পরিণাম ভস্ম,

এই কথাটির দ্বারাই কি বুঝা যাইতেছে না যে, এ দেশের শব-দাহ-পদ্ধতি আধুনিক নহে, প্রত্যুত বেদবিহিত? ভস্মই দেহের পরিণাম; কিন্তু দাহ না করিলে ভস্ম হইবে কোথা হইতে?

"ভস্মান্তং শরীরং"—আমাদের এত সাধের এত আদরের যে শরীর, তাহার পরিণাম—ভস্ম! ইহাও ভাবিবার বিষয় ॥ ১৮॥

মূল।

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৯ ॥

টীকা।—অথ প্রণবপ্রতীকং প্রার্থয়তে, ওঁ ইতি। ওঁ—সত্ত্বাদি-(তত্ত্বাদি?)গুণযুক্ততয়া 'ওম্' ইতি উচ্যমান!; ক্রতো!—জ্ঞানরূপ হরে!; মাম্ ইতি শেষঃ; স্মর—অনুগৃহাণ; কৃতং—মদীয়ং ধ্যানাদিকং কর্ম্ম, স্মর—ধ্যানাদিনা ময়া কৃতেন ময়ি অনুগ্রহোন্মুখো ভব ইত্যর্থঃ; নিত্যজ্ঞপ্তিস্বরূপস্য সংস্কারজন্যস্মরণাযোগাৎ। অভ্যাসস্তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ।—ভগবন্! তুমি প্রণবস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। তুমি আমাকে স্মরণ কর—আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর এবং আমার কৃত (ধ্যানাদি কর্ম্ম) স্মরণ কর—আমি তোমার ধ্যানাদি কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেই কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে উন্মুখ হও ॥ ভগবন্!.....উন্মুখ হও ॥ ১৯ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—সাধক এই মন্ত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট রূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। "ওঁ! ক্রতো! স্মর, কৃতং স্মর" এইটিই সাধকের প্রকৃত অভিপ্রায় বলিয়াই, তিনি উহা একবার বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না,—দুইবার বলিলেন।

'ওঁ' এই শব্দ সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ। ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইহাঁরা তিন জন গুণাবতার। প্রকৃতির তিনটি গুণ,—সত্ত্ব, রজ ও তম; এই তিনটি গুণ আশ্রয় করিয়া অবতীর্ণ হন বলিয়া,

ব্রহ্মাদি 'গুণাবতার' * নামে অভিহিত। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে—"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ"। এই তিনটি গুণাবতারের মধ্যে বিষ্ণু সত্ত্বগুণের ব্রহ্মা রজোগুণের এবং শিব তমোগুণের নিয়ন্তা। 'অ', 'উ' এবং 'ম' বলিতে উক্ত বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মাকে বুঝাইয়া থাকে। আবার ঐ 'অ' 'উ' এবং 'ম' এই তিনটি বর্ণের সংযোগেই 'ওঁ' এই শব্দের উৎপত্তি। অ+উ+ম=ওঁ। শাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে—"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥" এতাবতা প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে স্থিতি এবং শিবরূপে সংহার করেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রণবের অভ্যন্তরে বিরাজিত রহিয়াছেন। অথচ একই পরম পুরুষ ভগবান্ সৃষ্টি প্রভৃতি তিনটি কার্য্য সাধনের নিমিত্ত উক্ত সত্ত্বাদি তিনটি গুণ অবলম্বন করিয়া, বিষ্ণু প্রভৃতি গুণাবতার রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সুতরাং বলা হইল —"হে প্রণবস্বরূপ!"।

পূর্ব্বে যে বস্তুর অনুভব করা যায়, তাহারই স্মরণ হইয়া থাকে। আমরা যে কোন বস্তু অনুভব করি, তাহারই এক প্রকার সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে সংলগ্ন হয়; যত কাল পরে হউক না কেন, উদ্বোধক পাইলেই, তাহাই—সেই সংস্কারই আমাদিগকে সেই পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মহাত্মা পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"অনুভূতাসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১১শ সূত্র)। অনুভূত বস্তুর অসংপ্রমোষ—সম্যক্ প্রকারে চুরি না করা—একবারে ভুলিয়া না যাওয়ার নামই 'স্মৃতি'। স্মৃতি বা স্মরণের এই লক্ষণ কেবল মাত্র জীবের সম্বন্ধেই,—ভগবানের সম্বন্ধে নহে। ভগবানের স্মরণ স্বতন্ত্র; কেননা তিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহার সংস্কারজন্য স্মরণ হইতে পারেনা। অনুগ্রহপ্রকাশে উন্মুখত্বই ভগবানের 'স্মরণ'।

---

* 'গুণাবতার' প্রভৃতির বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে অস্মচ্ছম্পাদিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিবেন।

ব্রহ্মতর্কগ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে—"ভক্তানাং স্মরণং বিষ্ণোর্নিত্যজ্ঞপ্তিস্বরূপতঃ। অনুগ্রহোন্মুখত্বং তু নৈবান্যৎ ক্বচিদিষ্যতে।" এই নিমিত্তই মন্ত্রস্থিত "স্মর" এই পদের অর্থ করা হইয়াছে,—স্মরণ কর কি? না,—'অনুগ্রহ প্রকাশ কর' ॥ ১৯ ॥

মূল।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥২০॥

॥ ইতি ঈশাবাস্যোপনিষৎ সম্পূর্ণা ॥

টীকা।—কৃতশ্রবণাদিনা পুরুষেণ সাক্ষাৎকারার্থং হরেঃ প্রার্থনং কার্য্যম্, ইত্যতঃ তৎপ্রকারং "হিরণ্ময়েন" ইত্যাদিনা উক্ত্বা, অধুনা প্রাপ্ত-সাক্ষাৎকারেণ অপি পুংসা মোক্ষার্থং ভগবদুপাসনং কার্য্যম্, ইতি ভাবেন অগ্নিপ্রতীকস্থ-ভগবৎপ্রার্থনাপ্রকারমাহ, অগ্নে ইতি। 'অঙ্গং—দেহং গুণভূতং জগৎ বা, নয়তি—প্রেরয়তি' ইতি বুৎপত্ত্যা অগ্নিপদমুখ্যার্থঃ সন্ অগ্নৌ বিদ্যমান হরে!, অস্মান্, সুপথা—পুনরাবৃত্তিহীনার্চ্চিরাদিমার্গেণ, রায়ে—মোক্ষাখ্যবিত্তায়, নয়। কুতঃ?—হে দেব!—অস্মদনুষ্ঠিতানি, বিশ্বানি—সম্পূর্ণানি, মোক্ষায় পর্য্যাপ্তানি ইতি যাবৎ, বয়ুনানি—জ্ঞানানি, ভবান্, বিদ্বান্—বেদ। প্রারব্ধকর্ম্মযুক্তস্য কথং মোক্ষঃ? ইত্যত উক্তং, যুযোধীতি। 'অস্মান্' ইতি অত্রাপি অনুষজ্যতে। অস্মান্, জুহুরাণম্—অল্পান্ কুর্ব্বৎ, সংসারে পরিবর্ত্তয়দিতি যাবৎ। এনঃ—পাপম্, অনিষ্টং কর্ম্ম ইতি যাবৎ। অস্মৎ—অস্মত্তঃ, যুযোধি—বিযোজয় ('যুযু বিয়োগে' ইতি ধাতোর্লুগ্‌বিকরণম্)। বয়ং তু, তে—তুভ্যং, ভূয়িষ্ঠাং—ভক্তিজ্ঞানোপেতাং, নম-উক্তিং—'নমঃ' ইতি উক্তিং, বিধেম—কুর্ম্মঃ, ন তু তৎ প্রতিকর্ত্তুং শক্নুম ইতি ॥ ২০ ॥

সমস্তগুণপূর্ণায় দোষদূরায় বিষ্ণবে।
নমঃ শ্রীপ্রাণনাথায় ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনে॥

ঈশাবাস্যোপনিষদো ভাষ্যাদ্যুক্তার্থসংগ্রহঃ।
রাঘবেন্দ্রেণ যতিনা কৃতোঽয়ং শিষ্যযাচ্ঞয়া ॥
ইতি শ্রীমদীশাবাস্যোপনিষৎখণ্ডার্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥
॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

অনুবাদ।—দেব! আপনি অগ্নির অন্তরে বর্ত্তমান, সুতরাং অগ্নিস্বরূপ। আমরা যে মোক্ষপ্রাপ্তির উপযুক্ত সম্পূর্ণ বয়ুন—জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা আপনি বিদিত আছেন। সুতরাং প্রার্থনা,—আপনি আমাদিগকে সেই সুপথে লইয়া চলুন, যে পথে গমন করিলে, মোক্ষ-সম্পত্তি লাভ করিতে পারি। আরও প্রার্থনা,—যে সকল পাপ আমাদিগকে হীনের হীন করিয়া দিয়াছে—বারংবার এই সংসারচক্রে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, সেই পাপগুলি আমাদিগের নিকট হইতে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিন। অমাদের এমন কোন সামর্থ্য নাই, যাহাতে আপনার কৃত কর্ম্মের প্রতিকার করিতে পারি—আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি; এই নিমিত্ত আপনার কৃত কর্ম্মের বিনিময়স্বরূপে, আমরা জ্ঞান ও ভক্তিসহকারে আপনার উদ্দেশে বারংবার বলিব —"ভগবন্! আপনাকে নমস্কার নমস্কার" ॥ ২০ ॥

ভাবব্যাখ্যা।—ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত, ভগবানের সমীপে কিরূপ প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বের পাঁচটি মন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিবার পরে মোক্ষলাভের নিমিত্ত, কি ভাবে উপাসনা করিতে হয়, তাহাই এই মন্ত্রে উপদিষ্ট হইতেছে।

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটির মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে, এই সকলের অন্তর্যামী ভগবান্‌কেই বুঝায়, আর মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলে 'পঞ্চ ভূতকেই' বুঝাইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের বা ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয় বিশেষ রূপে বিচারিত হইয়াছে। মন্ত্রে স্থিত 'অগ্নি' পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়াই 'অগ্নির অন্তর্যামী ভগবান্' এই রূপ অর্থ করা হইয়াছে।

পথ দুইটি। একটি পথে গমন করিলে ফিরিয়া আসিতে হয়,

আর একটিতে হয় না। যেটিতে হয়, সেটির নাম—ধূমমার্গ; আর যেটিতে হয় না, তাহার নাম—অর্চ্চিরাদিমার্গ। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে এই দুইটি পথের কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে *। সাধক সেই পথেই যাইতে চাহেন, যে পথে যাইলে, আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, অধিকন্তু মোক্ষসম্পত্তি লাভ করিতে পারা যায়। এই নিমিত্ত মন্ত্রে, সাধকের 'অর্চ্চিরাদিমার্গে' গমন করিবারই বাসনা অভিব্যক্ত রহিয়াছে।

প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় না হইলে মোক্ষ লাভ করা যায় না, সুতরাং সাধক ভগবৎসমীপে পাপ বা আপন অনিষ্টজনক প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় কামনা করিতেছেন।

স্বাপকর্ষপ্রখ্যাপনমূলক কার্যবিশেষের নাম—নমস্কার। অর্থাৎ আমি যে অতি অপকৃষ্ট—আমি যে অতি সামান্য, এই রূপ ভাব, যে কার্য্য বিশেষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহারই নাম—নমস্কার। সাধক আত্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া যখন দেখিলেন যে, সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, দয়াদাক্ষিণ্যাদিনিখিলসদ্গুণপরিপূর্ণ, অনন্তগুণের আধার, জ্ঞান ও ভক্তির ভাণ্ডার ভগবানই বা কোথায়, আর আমার মত সংসারের পাপতাপপরিক্লিষ্ট সর্ব্ববিষয়ে দারিদ্র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবই বা কোথায়, তখন তাঁহার সেই ভগবানের চরণে নমস্কার করা ব্যতীত—আপনার অপকৃষ্টতা খ্যাপন ব্যতীত আর উপায় কি আছে? তাই তিনি বলিতেছেন,—"ভগবন্! নমস্কার নমস্কার"।

আমরাও সেই মহাপুরুষ ও তাঁহার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের চরণে অসংখ্য নমস্কার করিয়া, আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিলাম ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি কৃত
ঈশোপনিষদের বঙ্গানুবাদ ও
ভাবব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥ * ॥

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ গীতা ৮ম অধ্যায় ২৩-২৬ শ্লোকের ভাষ্য ও টীকায় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪র্থ অধ্যায়, ১৫শ খণ্ড, ৫ম শ্রুতি ও ৫ম অধ্যায়, ১০ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৩য় ভাগ। ভাদ্র ১৩০৬। [৫ম সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স

সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও
পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী
সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।
৩৯।১ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত!

—*—

	বিষয়	লেখকের নাম।	পত্রাঙ্ক।
১।	আঁধারে ...	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা ...	১২৯
২।	ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি,এল,	১৩৩
৩।	স্বপ্নে দীক্ষা ...	... ...	১৪২
৪।	সাধনা ...	শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মণ্ডল বি, এ, ..	১৪৯
৫।	সঙ্কীর্ত্তন ...	শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা দাসী (মুস্তোফী)	১৫৬
৭।	উত্তরাখণ্ডে ...	... ...	১৫৮
৮।	সমালোচনা ...	... ...	১৫৯
৯।	কেনোপণিষৎ	... ... অতিরিক্ত ১ ফর্ম্মা	১-৮

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বল ডাকমাশুল সমেত ১৶০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

"ভারত-দর্পণ প্রেস্" হইতে শ্রীহরিদাস দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।
১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিস্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯। ১নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত
সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।
ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।
গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে ৩৯।১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী-প্রচার কার্য্যালয়ে, প্রাপ্তব্য।

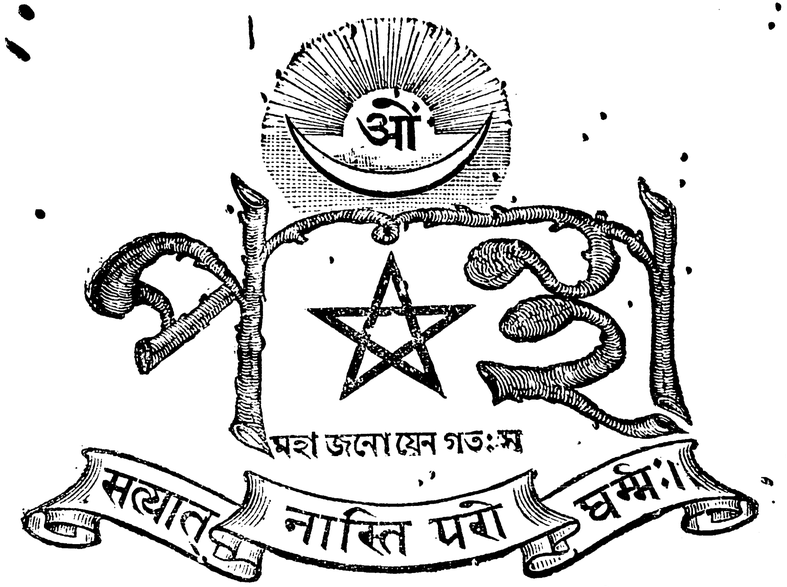

৩য় ভাগ। | ভাদ্র, ১৩০৬ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

আঁধারে।

(১)

এই কি ত্রিদিব? না, না, এ যে শুধু ছল,
এ সুখ ত সুখ নয়, এ শান্তি অশান্তিময়,
সকলি আঁধারে ঘেরা আঁধার সকল;
এ নহে অমৃত, এ যে ভীষণ গরল।

(২)

ধন, জন, যশ, বল, বিভব, বিষয়,
এই কি সুখের হেতু, এই কি স্বরগ-সেতু,
এই কি বাসনা-তৃপ্তি—আনন্দ অক্ষয় ?
এ শুধু আঁধার, এ ত সুখ শান্তি নয়।

(৩)

রয়েছি আঁধারে পড়ি' অন্ধ অভাজন
কে পথ দেখায় মোরে, কেমনে চিনিব কারে,
এ আঁধারে কোথা করি কেমনে গমন ?
এ ঘোর আঁধার কিসে হইবে মোচন ?

(৪)

একি ! ভোজবাজী প্রায় অসাড় বিকল,
কে আমি কোথায় এবে, কি কারণে মরি ভেবে,
আসিয়াছি কোথা হ'তে যাব কোথা বল।
হায়, হায় ! এ আঁধারে ভুলিনু সকল।

(৫)

আঁধারে ভাসিয়া যাই অকূল পাথারে,
পথ ঘাট নাহি পাই, শূন্যময় যথা চাই,
সাঁই সাঁই শব্দ শুধু না দেখি কাহারে ;
নীরব নিজনে ভাসি নীবিড় আঁধারে।

(৬)

ওই না ! তারকা ওই জ্বলিছে হোথায়,
যাব ? যাই তোমা পাশে, আলোক পাবার আশে,
আলো বিনা শান্তিসুখ মিলিবে কোথায় ?
আলো বিনা নাহি তৃপ্তি প্রাণ পিপাসায়।

(৭)

ও কি তারা ! ও কি তুমি জ্বলিছ আঁধারে,
নও জ্যোতি নিরমল, কেবল পাপের ছল,
জ্বলিছ ভুলাতে শুধু অজ্ঞান আমারে !
না, না, না, যাব না, লয়ে যেয়োনা সজোরে !

(৮)

হাসিছে নীরদ পাশে কনক বরণ,
মরি, মরি, কিবা শোভা ! যাব ? না, না, ক্ষণপ্রভা,
এখনি যাইবে চলি শুধু 'প্রলোভন'।
ও নহে সুন্দরী ও যে বজ্র বিভীষণ !

(৯)

অদূরে আলোক পুনঃ হেরহ নয়ন,
ও কি ! ও যে হুতাশন, ভীম ঘোর দরশন,
ও যে 'ক্রোধ' ও যে বাঁকা আরক্ত-লোচন ;
আঁধারে থাকিব ; কেন পোড়াব জীবন ?

(১০)

ওই দেখ, ঝক ঝক জ্বলিছে উজ্জল,
ওই দেখ মনোহর, না, না, ও যে ভয়ঙ্কর !
ও যে 'মদ' মধুমাখা তীব্র হলাহল,
আঁধারে অকূলে আজ হারানু সকল !

(১১)

ওই যে ললনে, এসো, এসো, মম পাশ,
বাঁচাও আজি আমারে, ভয়ঙ্কর এ আঁধারে,
কি ? 'কাম' ? পাবোনা শান্তি ও মিটিবেনা আশ ?
ও কি ও ! তুমিও মোরে করিবে বিনাশ ?

(১২)

না, না, যাই ভাসি দূরে অকূলে আবার,
বিজন আঁধার ঘোর, সেও তবু ভাল মোর,
ওখানে যাবো না, ও যে আলো অন্ধকার,
পাপের ছলনা ও যে মিছার বাহার।

(১৩)

অবিদ্যা অপরা মায়া! ভুলায়ে সকল,
ডুবায়ে দূরিত কূপে, ষড়রিপু সহস্মুখে,
দিয়াছ খেলিতে লয়ে ধন, জন, বল;
ভুলায়েছ চির তরে সে চিরসম্বল।

(১৪)

কাঁদায়েছ চিরতরে অজ্ঞান আমায়,
এ ভীষণ অন্ধকারে, রাখিয়াছ চির তরে,
সকলি, আঁধার মম সকলি হেথায়;
আলো—সত্য চির তরে হারায়েছি হায়!

(১৫)

অনন্ত, হবে না অন্ত, আঁধার কি আর,
আর কি যাবো না তথা, সদা সত্য আলো যথা,
সদা সুখ, শান্তি—সদা, আনন্দ অপার?
আঁধারে রয়েছি পড়ি, শেষ (ও) কি আঁধার?

(১৬)

জানিব না কি কখন আমি কোন্ জন,
কোথা হ'তে আসি, যাই কি কারণে কোন ঠাঁই,
পরিণাম কোথা, কোথা সুখ-শান্তিধন?
শুধু কি আঁধারে কাল করিব যাপন?

(১৭)

দেখাও আমারে পথ, কর উন্মোচন
এ আঁধার আবরণ, আমি অভাজন জন,
রক্ষ, রক্ষ, দয়াময়, অন্ধ কোন্ জন,
বাঁচি না, যাতনা, উহু! আঁধার ভীষণ!

(১৮)

কমলাক্ষ, কৃপা কণা কর মোরে দান,
অজ্ঞান আঁধার নাশি দাও দিব্য জ্ঞান,
মনোলোভা, শোভা তব, হেরি প্রাণ ভরি,
তমঃ পরিহরি, হরি, আলোকেবিহরি।
নিরমল, শুদ্ধ, সত্য, সদানন্দময়,
দেখি, দেব! সে মূরতি, অব্যয় অক্ষয়!

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি।

—*—

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ
অজা যে তাং জুষমানাঃভজন্তে
জহত্যেনাং ভুক্তভোগান্ নুমস্তান্।

(অন্বয়—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং একাং অজাং প্রকৃতিং নমামঃ। যে অজাঃ পুরুষাঃ জুষমানাঃ সন্তঃ তাং প্রকৃতিং ভজন্তে তে এনাং প্রকৃতিং জহতি। ভুক্তভোগান্ তান্ পুরুষান্ নুমঃ।)

লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা, (সত্ত্ব রজ ও তমোগুণময়ী) বহু প্রজাপ্রসবিনী জন্মরহিতা একা প্রকৃতিকে আমরা নমস্কার করি। যে সকল পুরুষেরা এই প্রকৃতিকে ভক্তিভাবে ভজনা করেন তাঁহারাই ইঁহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ভুক্তভোগই (যাঁহাদের ভোগের অবসান হইয়াছে) এই সকল মুক্ত পুরুষগণকে আমরা নমস্কার করি। সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদীর টীকাকার উপরে লিখিত নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, আমরাও সেই নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করিয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি সম্বন্ধে গুটি কত কথা বলিব।

এই জগতে নিত্য পদার্থ কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি, ইহা আলোচনা করাই হিন্দু দর্শন শাস্ত্র সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য। সাংখ্য দর্শনমতে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই নিত্য পদার্থ কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষ চেতন এবং প্রকৃতি অচেতন। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতিকে অচেতন বলায় অনেকে প্রকৃতিকে, জীবনশূন্য জড়পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্রের ন্যায় ভাবিয়া থাকেন কিন্তু সাংখ্যদর্শনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহা বুঝা যায় যে প্রকৃতি জীবন শূন্যা নহেন।

প্রকৃতি কখনও পুরুষ ছাড়া থাকে না সাংখ্য দর্শনের এই কথাটি বিশেষ স্মরণ রাখিয়া তবে সাংখ্য দর্শনের " প্রকৃতি অচেতন " এই কথার অর্থ বুঝিতে হইবে। দেহ ও দেহীর যে সম্বন্ধ উহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী সম্বন্ধ। আমার এই যে একটি দেহ আছে, আমি জানি যে উহা আমার দেহ ; আমি এই দেহের স্বত্ত্বাধিকারী অর্থাৎ এই দেহের স্বামী। দার্শনিক গণের ভাষানুসারে এই দেহে যে স্বত্ত্ব আছে উহার স্বামীত্ব আমাতে আছে। দেহের সহিত চেতন জীবের এই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী সম্বন্ধ। সেই জন্য গীতা শাস্ত্রে চেতন জীবকে দেহী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেহ শব্দের উত্তর স্বস্বামী সম্বন্ধে নিণ্ প্রত্যয় করিয়া দেহী শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে। দেহের সহিত দেহীর এই স্বস্বামী সম্বন্ধটি কি তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিলে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মায় ইহাই সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের মূল কথা।

এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান জন্মাইলেই পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। স্বস্বামী সম্বন্ধ কথাটির অর্থ একটু পরিষ্কার করিয়া বলিব। এক জন লোকের এক খণ্ড ভূমি আছে, ঐ লোকটি ঐ ভূমি খণ্ডের স্বত্ত্বাধিকারী ; অর্থাৎ ঐ ভূমিতে যে স্বত্ত্ব আছে, তিনি সেই স্বত্ত্বের স্বামী। এই স্বত্ত্বাধিকারীত্ব নিবন্ধন উক্ত ভূমিজাত যাবতীয় ভোগ্য বস্তুতে সেই ব্যক্তিরই অধিকার। উক্ত ভূমি খণ্ডের যে ভোগ্য উৎপাদিকা শক্তি আছে উহাই ভূমির স্বত্ত্ব বা স্বভাব এবং ভূ স্বামী সেই স্বত্ত্বাধিকারী। ভূমির সহিত ভূস্বামীর এই সম্বন্ধের নাম স্বস্বামী সম্বন্ধ। আমার এই যে দেহ আছে এই দেহের সহিত আমি ঐরূপ স্ব স্বামী সম্বন্ধে যুক্ত আছি ; এই জন্য এই দেহ সম্ভূত সুখ ও দুঃখাদি " আমি " ভোগ করিয়া থাকি ; এই দেহে যে শক্তি থাকা নিবন্ধন ইহা হইতে সুখ দুঃখাদি উদ্ভূত হইয়া পুরুষের ভোগ সম্পাদন করেন উহাই দেহের স্বত্ত্ব বা স্বভাব ; দেহী এই স্বত্ত্বাধিকারী। দেহের জীবনীশক্তিই এই সুখ দুঃখ প্রদায়িনী শক্তি। যিনি এই শক্তির স্বামী সাংখ্য দর্শন মতে তিনিই চেতন। যাঁহাতে স্বামীত্ব বিদ্যমান, সাংখ্য দর্শনে তাঁহাকেই চেতন বলায় যাঁহাতে স্বামীত্ব না থাকিয়া কেবল স্বত্ত্ব বিদ্যমান, তাঁহাকে অচেতন বলা হইয়া থাকে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্বামীর উপমায়, উৎপাদিকা শক্তিশালী ক্ষেত্র যেমন অচেতন পদার্থ এবং ক্ষেত্রস্বামী চেতন পদার্থ, দেহ ও দেহী সম্বন্ধেও সেইরূপ, জীবনীশক্তি বিশিষ্ট সজীব দেহকে সাংখ্য দর্শনে অচেতন বলা হইয়া থাকে এবং দেহীকে চেতন বলা হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দেহ ও দেহীর যে সম্বন্ধ উহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ। আমার দেহ একটি নশ্বর ক্ষর পদার্থ ; সেই জন্য এই দেহস্বামী যে আমি, সেই ' আমি ' ও ক্ষর পদার্থ। যতক্ষণ এই ক্ষর দেহের স্বামী বলিয়া আমাকে বুঝিব ততক্ষণ আমি চেতন পুরুষ বটে কিন্তু ঐ চেতন ভাব ক্ষর ভাব, ততক্ষণ আমি ক্ষর পুরুষ অর্থাৎ জীব।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ
ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোক্ষর উচ্যতে

গীতা

এই ক্ষর পুরুষ ভাব ভিন্ন আর এক পুরুষ ভাব আছে যাহা অক্ষর ভাব। এই অক্ষর পুরুষই নিত্যা প্রকৃতির সহিত স্বস্বামী ভাবে সম্বন্ধ। বিশ্বের যাবতীয় শক্তির একমাত্র আধার স্বরূপ, অনন্ত অসীম যে ক্ষেত্র সমস্ত জগদীশ্বর রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তিনিই সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি, এই জগতে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মনুষ্য পশু, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর যাহা কিছু আছে সমস্তই এই একাধারে ভাসমান হইয়া রহিয়াছে। এই প্রকৃতি যাঁহার দেহ, এই প্রকৃতির সহিত স্বস্বামী ভাবে যিনি যুক্ত, তিনিই অক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর পুরুষকে ছাড়িয়া যদি কেহ এই একার্ণব সমুদ্ররূপা জগদাদিকারণ প্রকৃতিকে ভাবিতে যান তবে তিনি তাঁহার মনের সমক্ষে এক মহান্ধকারময় বিস্তৃত জড় পরমাণুর সমুদ্রব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারিবেন না; কিন্তু যিনি এই প্রকৃতিকে পরম জ্যোতিবিন্দুরূপ অক্ষর পুরুষের সহিত স্বস্বামী সম্বন্ধে যুক্ত বলিয়া বুঝিয়া সেইরূপে তাঁহার ধ্যান করেন, প্রকৃতি তাঁহার কাছেই আপন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি তখন কথা কন।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড়পরমাণুর এক চরম সূক্ষ্ম অবস্থাকে (The ultimate Essence of matter) জগতের আদিকারণ বলিতেছেন। হারবার্ট স্পেন্সর এই জড়ের চরম সূক্ষ্ম অবস্থাকে জ্ঞানের অগম্য অব্যক্ত পদার্থ (The unknown and unknowable) বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনেও প্রকৃতিকে জড় এবং অব্যক্ত বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে সাংখ্যের কথা এবং পাশ্চাত্য জড় পদার্থের কথা একই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের ভিতর প্রবেশ করিলে তাঁহাদের এই ভ্রম দূর হইবে। যে চেতন অক্ষর পুরুষবাদ সাংখ্যের মূল ভিত্তি, সেই টুকুই পাশ্চাত্য জড়বাদে নাই এবং সেই টুকুই সাংখ্যদর্শনে ও পাশ্চাত্য জড়বাদে আকাশ

পাতাল প্রভেদ। সাংখ্যের আকাশে সূর্য্য আছেন; পাশ্চাত্য জড়বাদীর পাতালে কেবল অন্ধকার।

সাংখ্যের প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতিকে পুরুষের সঙ্গে একত্রে ভাবিতে হইবে, নহিলে প্রকৃতি কথার অর্থ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে না। প্রকৃতিকে চেতন পুরুষের সহিত যাঁহারা সম্পর্ক শূন্য ভাবেন, তাঁহারা সাংখ্যশাস্ত্র কথিত প্রকৃতির কার্য্য সকল বুঝিতে সক্ষম হইবেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতের মূলকারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া যে Chaotic Cosmic matter কে জগতের আদিকারণ বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কথায় সেরূপ জড় পদার্থ বুঝায় না; তাঁহারা জড়ের যেরূপ শক্তিকে আদি শক্তি বলিয়া অনুমান করেন সাংখ্যের সত্ত্ব রজ তম শক্তি, কথায় সেরূপ শক্তি বুঝায় না। আজকালকার বিজ্ঞানবিৎগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন আর প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন এ উভয়ের মধ্যে বড় একটি প্রভেদ আছে; এই প্রভেদটি না বুঝিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শক্তি কথাটি আর প্রাচীন পণ্ডিতদের শক্তি কথার এক অর্থ বুঝিলে অনেক ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। জড়ের শক্তির সহিত চেতনের যে কি সম্বন্ধ আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা ভাবেন না; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির সহিত চেতন পুরুষের কোন সম্বন্ধই নাই; কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতগণ চেতনের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধসূত্র তাহাকেই শক্তি নাম দিয়াছেন; শক্তি কথার সঙ্গেই চেতন জীবের অস্তিত্ব তাঁহাদের মনে আসিত; কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানবিদগণ যখন তড়িৎ শক্তির কথা ভাবেন তখন বাহ্য জড়পদার্থের উপর তড়িৎ শক্তির যেরূপ ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সকল কথাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উদয় হয়, কিন্তু প্রাচ্য পণ্ডিতগণ তড়িৎ শক্তির কথা ভাবিতে গেলে ঐ শক্তি তাঁহাদের অন্তরে সুখপ্রদ কি দুঃখপ্রদ; যদি সুখপ্রদ হয় তবে সে সুখ কোন জাতীয়, যদি দুঃখপ্রদ হয় তবে সে দুঃখই বা কোন জাতীয়, এই সকল কথাই ভাবিতেন। ইংরাজির Force কথার অর্থ এইরূপ—That which produces motion in matter is force. জড়ের গতি কারণের নাম Force। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র কথিত শক্তি কথার অর্থ এইরূপ—জীবের সংসার চক্রে গতির কারণের নাম শক্তি।

জীব নাম ধারী যে 'আমি' সেই আমার যে অবস্থান্তর হয় সেই পরিবর্ত্তনের কারণকেই হিন্দুশাস্ত্রে শক্তি বলা যায়। এই সমস্ত কারণে সাংখ্য—যোগীগণ কথিত শক্তি কথার পরিবর্ত্তে ইংরাজী Force বা Energy কথা ব্যবহার করিতে একটু বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়, সাংখ্য দর্শনের এই কথাটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যতদিন না মানিবে ততদিন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত সাংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোন ঐক্য হইবে না। সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি Chaotic Cosmic matter নহে কেন না সাংখ্যকারের মূল প্রকৃতি নিজে জড় পদার্থ হইলেও উহা চৈতন্যের আভায় আভাম্বিত। মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি-উপাধি অভিমানী হিরণ্যগর্ভ পুরুষের দেহ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ দের Chaotic Cosmic matter নির্জীব। আমাদের মূল প্রকৃতি জড় বটে কিন্তু সজীব। আমার সত্ত্বানিবন্ধন আমার দেহকে যেমন সজীব বলা যায় কিন্তু বাস্তবিক দেহ জড় পদার্থ সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ পুরুষের সত্ত্বানিবন্ধন প্রকৃতি সজীব পদার্থ। এই সজীব দেহ হইতেই নানাবিধ প্রজা প্রসূত হইয়াছে।

আজকালকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে এই জগত কাহারও সঙ্কল্প প্রসূত নহে কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনায় ইহা বুঝা যায় যে, এই যে বাহ্যজগৎ ব্যক্তাবস্থায় দেখিতেছি, এই ব্যক্তাবস্থার বীজস্বরূপ অব্যক্ত জগৎ সেই আদি পুরুষের অন্তঃকরণে বিদ্যমান ছিল। সাংখ্য দর্শন অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি পুরুষের অন্তঃকরণে যে ভাবময় বীজ প্রকাশিত হয় প্রকৃতিই তাহার কারণ; চেতন পুরুষ নিজে ভাবেন না প্রকৃতিই তাঁহাকে ভাবায়। সাংখ্য দর্শনের এক কথায় পুরুষ নিজে কিছুই করেন না তিনি অপরিণামী কূটস্থ; যাহা কিছু কার্য্য এই জগতে হইতেছে তাহা প্রকৃতি হইতেই হইতেছে; কিন্তু নিত্যপুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি কার্য্য করিতে সমর্থ হন নচেৎ প্রকৃতি কোন কার্য্য করিতে পারেন না এবং এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির প্রথমাবস্থা যখন ভাবা যায় তখন দেখি যে জড় পরমাণুর এক বিস্তৃত সমুদ্র চক্ষের সমক্ষে রহিয়াছে। পরমাণু সকল ঘুরিতেছে নড়িতেছে একটি অপরটিকে আঘাত করিতেছে,

আঁধার প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পরমাণু সমুদ্রে নানারূপ আবর্ত্ত ঘুরিতেছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শন আলোচনা করিয়া যখন সেই সময়ের কথা ভাবা যায়, যে সময় মহৎ তত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে প্রসূত হইয়া সৃষ্টি ক্রিয়া আরম্ভ হইল তখন দেখি, যে জ্যোতির্ম্ময় তেজঃপুঞ্জ মধ্যে চেতন পুরুষ একজন ধ্যান পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; প্রকৃতির গুণক্ষোভ হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জ্ঞানময় ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সৃষ্টির প্রারম্ভে বুদ্ধিতত্ত্ব প্রসূত হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন পুরুষকে ধ্যান নিমগ্ন করানই তাহার শক্তির ক্রিয়া; এই ধ্যানস্থ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিতত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব প্রসব করিল এবং এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য চলিল।

এইরূপে যখনই একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যায় তখনই ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সাংখ্যকার সৃষ্টি বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সে দিক দিয়াও যান নাই।

সাংখ্যকার প্রকৃতিকে জড়পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই জড় কথা আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের Inanimate Matter একার্থবোধক নহে। প্রকৃতি জড় হইলেও কখনও জীবন শূন্যা নহেন; পুরুষসংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকাশ পান না, পুরুষ প্রকৃতিকে বুঝিতে পারেন কিন্তু প্রকৃতি নিজেকে বুঝিতে পারেন না এই জন্যই প্রকৃতিকে জড় পদার্থ বলা যায়।

কিন্তু যেমন একটি বৃক্ষ জড় পদার্থ হইলেও উহাকে সজীব বলা যায়, কেন না উহার জন্ম বর্দ্ধন অবস্থান্তর পরিণাম ইত্যাদি আছে, সেইরূপ প্রকৃতি নিত্যা হইলেও উহার ক্রমপরিণাম আছে, এবং সেই ক্রমপরিণাম প্রকৃতি অভ্যন্তরস্থ শক্তির বশে একটি অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুযায়ী হইতেছে বলিয়া প্রকৃতিকে সজীব পদার্থ বলা যায়। যোগীগণ জীবনী শক্তিকেই প্রকৃতির অন্তর্বাহী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। আভ্যন্তরিক শক্তির বশে যাহার উৎপত্তি বর্দ্ধন ও ক্রম-পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকেই সজীব পদার্থ বলে এবং সেই আভ্যন্তরিক শক্তির নাম জীবনী শক্তি। এই অর্থে প্রকৃতিই সজীব পদার্থ কিন্তু পুরুষের জীবন নাই এবং সেই জন্য মরণও নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের Inanimate Universeকে প্রকৃতি বলা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ জীবভূতা প্রকৃতিকেই পরাপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

গীতা ৭। ৫।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কেবল মাত্র জীবনী শক্তিই মূল প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থা শক্তি; ইয়ুরোপে এক সময় প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা ছিল সেই সময়-কার দার্শনিকগণ Animusmundi ('The Universal life') অর্থে যাহা বুঝিতেন আমাদের প্রকৃতি কথারও তাহাই অর্থ। এই বিশ্বব্যাপী জীবনী শক্তি হইতে প্রথমে যে জীব উৎপন্ন হয় তিনি বা তাঁহারা বুদ্ধিমান; সংশয় রহিত বুদ্ধিরিন্দ্রিয় ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, এইকথা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যবে প্রমাণ করিতে পারিবে তবেই তাঁহাদের বিজ্ঞান সাংখ্যের বিজ্ঞানের সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা এই—

সত্ত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

প্রকৃতি কথার অর্থ বুঝিতে হইলে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া ঐ ত্রিগুণের সমতা কিরূপ তাহা ধারণা করিতে হইবে। যে পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে এই ত্রিগুণের সমতা উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারই চিত্তক্ষেত্র প্রকৃতির সারূপ্য লাভ করিয়াছে। ত্রিগুণের সাম্যভাব যাঁহার চিত্তে সদাই বিদ্যমান তিনিই শান্ত তিনিই শিব। এবং এই শিবের চিত্তক্ষেত্রই প্রকৃতি।

সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অর্থ গীতাতে যাহা কথিত হইয়াছে তাহাই এই খানে উদ্ধৃত করিলাম।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজসত্ত্বংতমশ্চৈব তমঃসত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদাতদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃস্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২
অপ্রকাশো প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩

শ্রীভগবদ্গীতা ১৪শ অধ্যায়।

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং ইহারাই অব্যয় দেহীকে (চেতন আত্মাকে) দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশক এবং অনাময়; নির্ম্মলতা হেতু এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখ সঙ্গে এবং জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে।

রজঃগুণ রাগাত্মক এবং তৃষ্ণা সঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত, এই রজগুণ দেহীকে কর্ম্ম সঙ্গে বদ্ধ করে।

তমঃগুণকে অজ্ঞানজ বলিয়া জানিও, ইহা দেহী সকলকে মোহে মুগ্ধ করে এবং প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রায় আবদ্ধ করে।

সত্ত্ব দেহীগণকে সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং জ্ঞান আবরণ করিয়া তমগুণ প্রমাদের বশীভূত করে। সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমকে, রজঃগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমঃগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

যখন দেহের সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিও।

রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে লোভ প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ স্পৃহা ও অশান্তির উদয় হয়।

তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেক ভ্রংশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উপস্থিত হয়।

গীতা হইতে যে কথাগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুখ

ও জ্ঞানপ্রদা শক্তির নাম সত্বগুণ, যে শক্তি নিবন্ধন পুরুষের চিত্ত চঞ্চল হইয়া তাঁহার কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহারই নাম রজোগুণ এবং যে জন্য মোহ উপস্থিত হইয়া বস্তুর উদয় হয় তাহারই নাম তমোগুণ। এই সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যে ক্ষেত্র সম্ভূত পদার্থ উহাই প্রকৃতি। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণই প্রকৃতির রস; জীব দেহধারী হইয়া এই ত্রিবিধ রস ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জীবের চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণের যখন সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয় তখন তাঁহার চিত্তের বিস্তার অসীম হইয়া পড়ে; তাঁহার চিদাকাশে তখন আর কোন তরঙ্গ থাকে না। চিত্তের এই অবস্থার নাম সমাধি অবস্থা; এই অবস্থায় তিনি অসীম একা প্রকৃতির স্বামীত্ব লাভ করেন অর্থাৎ অক্ষর পুরুষ সারূপ্য লাভ করেন। ইহাই পূর্ণানন্দ অবস্থা। সেই জন্য পূর্ণানন্দকেই প্রকৃতির স্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

প্রকৃতি তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বুঝিলাম যে প্রকৃতি সমাধি-গম্যা আনন্দময়ী জগজ্জননী। ইনি শিব হৃদয়বাসিনী। যদি কেহ প্রকৃতিকে খুঁজিতে চান তবে শিবের হৃদয়েরদিকে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন তবেই প্রকৃতিকে বুঝিতে পারিবেন। ওঁ নমঃ শিবায়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্নে দীক্ষা।

—*—

(২য় সখ্যার ৫৭ পৃষ্ঠার পর হইতে)

আকাশে কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান থাকে, এই কথাটির অর্থ একটু বিশেষ করিয়া বুঝান প্রয়োজন। প্রথম যে আকাশে কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান থাকে সেই আকাশ শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝিতে হইবে। যে আকাশে কর্ম্মের চিত্র বিদ্যমান থাকে সেই আকাশের নাম চিদাকাশ। আকাশ বলিলে সাধারণ লোকে শূন্য অর্থ বুঝিয়া থাকে কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে আকাশ অর্থে শূন্য নহে;

বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ যাহা সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে যাহার গুণ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হিন্দু শাস্ত্রে উহারই নাম আকাশ দেওয়া হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এইরূপ এক সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন "ইথর"। তাঁহারা বলেন যে এই সূক্ষ্ম ইথরসমুদ্রের তরঙ্গই আমরা আলোক বলিয়া অনুভব করি। হিন্দু শাস্ত্র সহিত মিলাইতে গেলে এই ইথরসমুদ্রই হিন্দুদের 'তেজ' নামক সূক্ষ্ম মহাভূত। কারণ তেজ মহা-ভূতের গুণ রূপ বা আলোক এবং পশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইথরেরও গুণ আলোক। হিন্দুশাস্ত্রে এই 'তেজ' মহাভূত অপেক্ষা আরও দুইটি সূক্ষ্ম মহাভৌতিক পদার্থ আছে উহাদের নাম বায়ু ও আকাশ; বায়ুর গুণ স্পর্শ এবং আকাশের গুণ শব্দ। দেহের মধ্যে যখন স্নায়বীয় তড়িৎ স্রোত চলে তখন আমরা স্পর্শ অনুভব করি এই স্নায়বীয় তড়িৎস্রোতই সূক্ষ্ম বায়ু মহাভূতের ক্রিয়া। দেহের মধ্যে হৃদয়ের নাড়ীসকলের যে স্পন্দন অহরহঃ হইতেছে উহাই সূক্ষ্ম শব্দতত্ত্ব, উহাই আকাশ মহাভূতের ক্রিয়া। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে ইহা শিখা যায় যে কোন দ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা গুণই উহার শব্দ সঞ্চালক গুণ; হিন্দুগণ বলেন আকাশের গুণ শব্দ; এই উভয় কথা মিলাইয়া আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে এই স্থিতিস্থাপ-কতাই (Elasticity) আকাশের শক্তি। হিন্দুদের আকাশ অর্থে আমরা এখন বুঝিতে পারি যে, যে এক সূক্ষ্ম মহাভূত ভৌতিক জগৎ ব্যাপিয়া আছে, যাহা অন্য সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যাহার সত্বা নিবন্ধন পদার্থ মাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে উহার নাম আকাশ। এই আকাশ আলোড়িত হইলে জগতে যে আবর্ত্ত সকল জন্মে উহাই বায়ু মহাভূতের এক একটি পরমাণু। এই বায়ু পরমাণুর সমুদ্র আলোড়িত হইয়া তেজের পর-মাণু জন্মে। এই তেজ পদার্থের সমুদ্রই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইথর পদার্থ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে তেজ মহাভূতে, আকাশের গুণ বায়ুর গুণ ও তেজের গুণ একত্র মিলিত আছে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতেও ইথর পদার্থের আদি গুণ Elasticity এবং তড়িৎ আলোক ইহারই গুণ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সূক্ষ্ম ইথর পদার্থের অস্তিত্বপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা অবলম্বনে এখন আমরা হিন্দুদের আকাশ কথার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারি। এই আকাশ সর্ব্বব্যাপী এক সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম মহাভূতের সমুদ্র, শব্দ অর্থাৎ স্পন্দন ইহার শক্তি। এই শক্তি

কথার ইংরাজী নাম Energy এই আকাশের শক্তিই সকল ভৌতিক শক্তির আদি এই শক্তিই নানাবিধভিন্ন ভিন্ন শক্তিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। সকল প্রকার ভৌতিক শক্তিই যে একই শক্তির রূপান্তর ইহাও পাশ্চত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন।

এই বারে আকাশের ছবিরকথা প্রথমে বলিয়া পরে চিদাকাশের ছবির কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যখন একজনের ফটোগ্রাফ ছবি তুলিবার জন্য তাহাকে ক্যামেরা যন্ত্রের সামনে বসান হয় তখন আলোক শক্তির ক্রিয়া কিরূপ হয় তাহা ভাবিয়া দেখা যাউক। আলোক তরঙ্গ তাঁহার শরীরে পড়িয়া প্রতিহত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সূর্য্যরশ্মি প্রথম যখন তাঁহার গায়ে পড়ে তখন উহা শুক্ল বর্ণের ছিল কিন্তু ঐ রশ্মি যখন প্রতিহত হয়তখন ইথরসমুদ্রে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তাহার স্পন্দনের মাত্রার পরিবর্ত্তন ঘটে, সেই ব্যক্তির বর্ণানুস্পন্দনের মাত্রার পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি তখন এই নূতন ব্যূচিমালার কেন্দ্র স্বরূপ হন। তখন এই কেন্দ্রের দিকে যিনি চাহিবেন তিনি সেই ব্যক্তির রূপ দেখিতে পান। ক্যামেরা যন্ত্রের ক্যাচ খানি তাঁহার দিকে ধরিয়া রাখিলে সেই ব্যক্তির ছবিটি ঐ কাচের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া কলোড়িয়ন মাখান কাচে ছবি পড়ে। ছবিটি কাচে পড়ার পূর্ব্বে কোথায় ছিল? উহা তরঙ্গরূপে আকাশে ছিল, কিন্তু ঐ তরঙ্গের কেন্দ্রের দিকে যে চাহিবে সেই ঐ মানুষের ছবিটি দেখিতে পাইবে; আলোকবিজ্ঞান হইতে ইহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি। এখন দেখ আলোকের গতি আছে; মানুষটি যেখানে বসিয়া আছে সেই খান থেকে সে যদি উঠিয়া যায় তবে তাহার উত্থানের পরেও সেই কেন্দ্র উদ্ভূত তরঙ্গ গোলাকারে আকাশে চলিতে থাকিবে। সুতরাং মনে কর ঐ লোকটি যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতে ক্যামেরাতে আলোক আসিতে এক সেকেণ্ডের দশ সহস্রাংশ সময় লাগে। তাহাহইলে লোকটি উঠিয়া যাইবার পরও উক্ত সময় বাদে যদি ক্যামেরার কাচের ঢাকা খোলা হয় তাহা হইলেও তাহার ছবি কাচে পড়িবে। আমরা এখন বলিতে পারি যে এই সময়টুকু মানুষটির ছবি কেবল আকাশেই ছিল যদিও প্রকৃত পক্ষে আকাশে পূর্ব্বকথিত কেন্দ্র উদ্ভূত তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ঐ সময়টুকুর পরেও কথিত কেন্দ্র উদ্ভূত তরঙ্গ গোলাকারে বিস্তৃত হইতে হইতে চলিতে থাকে; এবং যতক্ষণ ঐ তরঙ্গ থাকে ততক্ষণ ঐ মানুষটির ছবি আকাশে আছে ইহা আমরা বলিতে পারি। মনে কর ঐ তরঙ্গ

এক ঘণ্টায় যতদূর যাইতে পারে সেইখানে একজন লোক আছেন; ঐ এক ঘণ্টা পরে ঐ তরঙ্গ তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় প্রবেশ করিলে তিনি সেই একঘণ্টা পরে আমাদের পূর্ব্বকথিত ব্যক্তির ছবিটিকে তিনি পূর্ব্বে যেখানে বসিয়াছিলেন সেইখানে দেখিতে পাইবেন। তবে তরঙ্গের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আলোকের প্রভা ক্ষীণ হওয়ায় ঐ ছবি অতি ক্ষীণপ্রভ হইবে।

আমরা এক্ষণে বুঝিলাম যে, যে কোন বিশেষ পদার্থকে কেন্দ্র করিয়া আকাশে তেজের তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ যতক্ষণ না শান্ত হয় ততক্ষণ সেই পদার্থের ছবি আকাশে বিদ্যমান আছে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্র হইতে আমরা ইহা শিখিয়াছি যে তরঙ্গ দ্বিবিধ।

একটি জলাশয়ে একটি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে উহা যে স্থলে পতিত হয় সেই স্থলের জলকণার স্পন্দন নিকটবর্ত্তী কণায় ক্রমান্বয়ে সঞ্চালিত হইয়া যে গোলাকার তরঙ্গ বিস্তৃত হইতে থাকে ঐরূপ তরঙ্গের নাম মুক্ত তরঙ্গ (Free waves) কিন্তু জলাশয়ের কোন এক অংশে আবর্ত্তগতি উৎপাদনে যে আবর্ত্ত জলে দেখা যায় ঐ রূপ আবর্ত্তকে রুদ্ধতরঙ্গ বলে (Stationary waves)। মুক্ত তরঙ্গের শক্তি বিস্তার বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস হইয়া যায় কিন্তু রুদ্ধ তরঙ্গের শক্তি শীঘ্র হ্রাস হয় না। আমরা সাধারণতঃ, আকাশে তেজের যে তরঙ্গকে আলোক বলি উহা মুক্ত তরঙ্গ যদি কেহ আকাশে রুদ্ধ তরঙ্গের উদ্ভব করিতে পারেন তবে সেই তরঙ্গের শক্তিও দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহাপুরুষগণ এইরূপ রুদ্ধ তরঙ্গ উদ্ভব করিবার কৌশল জানেন। মহাপুরুষগণ আকাশে ঐরূপ তরঙ্গ উঠাইয়া যে সকল ছবি আকাশে ছাড়িয়া দেন তাহা আকাশে দীর্ঘকাল স্থায়ী চিত্ররূপে বিদ্যমান থাকে। আকাশে ব্যাপ্ত তেজ পদার্থের এইরূপ রুদ্ধ তরঙ্গ গ্রহণোপযোগী একটি ইন্দ্রিয় আমাদের আছে কিন্তু সাধারণ মানবের উক্ত ইন্দ্রিয় এখনও ফুটে নাই। ঐ ইন্দ্রিয়, (যাহাকে হরনেত্র বলা যায়) যাঁহাদের ফুটিয়াছে তাঁহারা ঐ সকল ছবি দেখিতে পান।

আমরা বাহিরের আকাশের ছবির কথা কিছু বলিলাম এখন চিদাকাশ কি এবং চিদাকাশের ছবিই বা কি সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমি এক জায়গায় একটি আলো জ্বালিলাম, তুমি দূর থেকে উহা দেখিতে পাইলে; ইহার কারণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে আলোটি জ্বালাতে সর্ব্বব্যাপী

ইথর সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল সেই তরঙ্গ তোমার চক্ষে প্রবেশ করিল উহাতেই তোমার আলোক জ্ঞান জন্মিল। এখন মনে কর যে আমি এক বিষয় চিন্তা করিতেছি, ঠিক সেই চিন্তা গুলি কি তুমি তাহা মনে মনে বুঝিতে পারিতেছ। এরূপ যদি হয় তবে পূর্ব্ব কথিত আলোক জ্ঞানের কারণের ন্যায় ইহা বুঝিতে হইবে যে আমার চিন্তা নিবন্ধন কোন সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম পদার্থে এক তরঙ্গ উঠিয়াছে সেই তরঙ্গ তোমার কোন ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করায় আমার মনের কথা তুমি জানিতে পারিতেছ। সুতরাং যদি মানবে একজন আর একজনের মনের কথা জানিতে পারে ইহা যদি সত্য হয় তবে উভয়ের মনের সংযোজক বিস্তৃত আকাশের অনুরূপ যে এক অন্য আকাশ আছে ইহা মানিতে হইবে। আজকাল-কার অনেক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ মিলিয়া একটি সমিতি করিয়াছেন উহার নাম (Psychical research Society) এই সমিতির সদস্যগণ সূক্ষ্মানুভূতি শক্তি সম্পন্ন জন কয়েক লোক লইয়া সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, যে এক জনের মনের কথা আর এক জন মনে মনে জানিতে পারেন এরূপ ক্ষমতা কোন কোন লোকের আছে। সুতরাং চিন্তাশক্তি যে এক আকাশের ন্যায় পদার্থে তরঙ্গ উদ্ভব করিয়া থাকে ইহা আমরা এখন কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি। এই আকাশের নাম চিদাকাশ। এই আকাশের তরঙ্গ জনিত চিত্র সকলই চিদাকাশের ছবি। চিত্তে কল্পিত ছবি এই আকাশে চিত্রিত হয় তাই ইহার নাম চিদাকাশ। চিন্তা নিবন্ধন যে তরঙ্গ সকল এই চিদাকাশে উঠে তাহা প্রায়ই রুদ্ধ তরঙ্গ, সেই জন্য এই আকাশের ছবি সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী। মানব যখন যা কিছু চিন্তা করে সবই এই আকাশে চিত্রিত হইয়া থাকে। আজি যাহা ভাবিয়াছি তাহা যে বহুকাল পরেও আবার স্মরণ পথে উদয় হয়, এই দীর্ঘকাল-স্থায়ী চিত্র সকলই সেই স্মৃতির কারণ। এই চিদাকাশের সম্যক রহস্য যোগীগণই জানেন। তাঁহাদের কৃপাকণা লাভ করিলে তাঁহারা চিদাকাশের এই সকল চিত্র প্রয়োজনানুসারে শিষ্যকে দেখাইয়া দেন। কখনও বা শিষ্যের স্বপ্নাবস্থায় দেখান, কখনও বা জাগ্রতস্বপ্নাবস্থায় দেখাইয়া থাকেন। আমাদের এই স্বপ্নে-দীক্ষা প্রবন্ধে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা এইরূপ চিত্র অবলম্বনেই লিখিত হইতেছে। গুরুদেব! যাহা দেখাইয়াছ তাহা ঠিক লিখিতে পারিতেছি কি না তাহা তুমিই জান। যদি কোন অংশ আমার নিজের কল্পনার সহিত মিলিত হইয়া রঞ্জিত

হইয়া থাকে তবে দেব! উহা ভবিষ্যতে তুমিই আবার সংশোধন করিয়া দিও। আমার লেখা রূপ এই কর্ম্ম তোমার চরণকমলে সমর্পণ করিয়াই লিখিতেছি সুতরাং এই লেখায় সত্য যদি কোথাও রঞ্জিত হইয়া থাকে তবে উহা ভবিষ্যতে আবার তোমা দ্বারাই সংশোধিত হইবে এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই লিখিতে বসিয়াছি। এই বিশ্বাস না থাকিলে কলম হাতে করিতে সাহসী হইতাম না কেন না তুমিই বুঝাইয়াছ যে যাহা সত্য নহে তাহার প্রচার রূপ কর্ম্মের দায়ীত্ব বড় গুরুতর। নমঃ গুরবে নমঃ।

গুরু কৃপায় চিদাকাশের চিত্র সকল মধ্যে মধ্যে শিষ্যের মনশ্চক্ষুর গোচরী-ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা সাধনবলে অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন তাঁহারা আপন ইচ্ছাতেই ঐ সকল চিত্র নিজের অন্তঃকরণগ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন। যোগী যখন কোন পদার্থে চিত্ত ধারণা করেন, তখন তিনি ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া এক প্রকার স্বপ্নের ন্যায় অবস্থায় উপস্থিত হন, সেই সময় তিনি এক আকাশের উপলব্ধি করেন; এই আকাশের নামই চিদাকাশ। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে পদার্থে চিত্ত ধারণা করিয়াছেন সেই পদার্থ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত ছবির ন্যায় সেই আকাশে প্রকাশ পায়; ইহাকেই যোগশাস্ত্রে ধ্যানের অবস্থা বলা হইয়া থাকে। চিদাকাশের সংজ্ঞা এক্ষণে আমরা এইরূপ বলিতে পারি—যোগীজন ধ্যানগম্য আকাশ পদার্থই চিদাকাশ। ইহা অন্তরে-ন্দ্রিয় বুদ্ধি গ্রাহ্য পদার্থ।

আকাশ ও আকাশের চিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা হইল এক্ষণে আমরা ইংলণ্ডের আকাশের চিত্র অবলম্বনে গুটি কত কথা বলিয়া পাঠকগণকে বিশ্রাম দিব। ইংরাজ জাতির কতকগুলি জাতীয় সৎকর্ম্ম আছে যাহার পুণ্যফলে ইংরাজ ভারতের ন্যায় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। দাস ব্যবসা প্রথা ইংলণ্ডের যত্নে ও চেষ্টায় উঠিয়া গিয়াছে; এই সুমহান্ জাতীয় সৎকর্ম্মের ফলে ইংলণ্ড ইয়ুরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

যে সকল কর্ম্মের মূলে জাত্যভিমান বর্ত্তমান তাহাকেই জাতীয় কর্ম্ম বা জাতিগত কর্ম্ম বলিতেছি। স্বজাতির স্বার্থ সাধন জন্য বা স্বজাতির গৌরব সাধন জন্য আমরা যে সকল কর্ম্ম করি তাহাই জাতিগত কর্ম্ম। আমার স্বজাতি যে কর্ম্মের অনুমোদন করে, সেইরূপ কর্ম্ম আমি যে সকল করিয়া থাকি তাহাও

জাতীয় কর্ম্ম মধ্যে গণ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত অভিমান অবলম্বনে যাহা করা যায় তাহাই ব্যক্তিগত কর্ম্ম। এই উভয় বিধ কর্ম্মের চিত্রই ব্রিটিস আকাশে স্পষ্ট রূপে চিত্রিত। এই উভয় বিধ কর্ম্মই আবার শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে (ভাল ও মন্দ ভেদে) দ্বিবিধ। ব্রিটিস আকাশে জাতিগত ও ব্যক্তিগত শুক্ল কর্ম্ম যেমন দেখা যায় কৃষ্ণ কর্ম্মও সেইরূপ আছে। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের বিশেষ সংশ্রব থাকায় ইংলণ্ড সম্বন্ধে বেশী কিছু লেখা সঙ্গত নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে উন্নতমনা পুরুষগণ মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া জাতীয় আদর্শ স্বরূপ দাঁড়াইয়াছেন ; সেই সব আদর্শ অবলম্বনে ইংলণ্ড অল্পকাল মধ্যে সমূহ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ড বাসীগণের ব্যক্তিগত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে যেরূপ বৈষম্য দেখা যায় এরূপ বৈষম্য আর কোথাও নাই।

কতক লোক এরূপ নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে যে তাহাদিগকে নরাকারে পশু বলিলে অত্যুক্তি হয় না ; তাহারা আহার নিদ্রা ও মৈথুন এই পশুবৎ কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্য জানে না ; আবার অন্য দিকে কতকগুলি লোক রাজসিক গুণের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া বিলাসের স্রোতে ভাসিতেছে ; আবার সত্ত্বগুণাবলম্বী উন্নতমনা লোকও ইংলণ্ডে এমন আছেন যাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে হয়।

ইংলণ্ড অল্পকাল মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজকদিগের গোঁড়ামি, নিকৃষ্ট লোকের পশুভাব, ধনীদিগের বিলাসিতা, রাজপুরুষদের ধর্ম্মে অনাস্থা, ও সাধারণ মধ্যবিদ লোকের জড়বাদ, ইংলণ্ডের উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি উন্নতমনা লোক ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়া উক্ত দেশের উন্নতির পথের বাধা দূর করিবার জন্য কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজনকে মহাপুরুষ—নাম দিয়াছেন "ময়লা ফেলা গাড়ীর গরু।" মা যেমন সন্তানের মলমূত্রে ঘৃণাশূন্য হইয়া উহা যত্নের সহিত পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই অসামান্য নারীও এইরূপ যত্নের সহিত ইংলণ্ডের কুকর্ম্ম রূপ মল সমূহ নিজের শিরে বহন করিয়া পরিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ভারতবাসীদের মধ্যে কে আছ যিনি এই অসামান্যা নারীর অনুকরণ করিতে চাহ ; এস কর্ম্ম ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া ভারতের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতে সচেষ্ট হও। জীবন ধন্য হইবে। মহাদেব আদর করিবেন। নমঃ শিবায়।

[ক্রমশঃ।

সাধনা।

(২য় সংখ্যার ৫১ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময়ী মা তারা স্বয়ং শক্তিরূপিণী এবং শক্তিস্বরূপা ; আমরা নিঃশক্তি জীব, আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা নাই, আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাভাব। আমরা স্বয়ং কিছুই করিতে পারি না, আমাদের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্ত্যাধীন ; আমরা মাতার শক্তিতেই শক্তিমান। স্বয়ং দেবাদিদেব জগদ্‌গুরু পঞ্চানন শিব জগন্মাতা পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর ছলে জীবগণের নিস্তার হেতুই বলিয়াছেন :—

ত্বমাদ্যা পরমাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী।
তবশক্ত্যা বয়ং শক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতিলয়াদিষু ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

তথাহি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তর ছলে জীবগণের অবিদ্যামূলক কর্ত্তৃত্বাভিমান দূরীকরণার্থই বলিয়াছেন :—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥"

(ভগবদ্গীতা)

শক্তি ঈশ্বরের দেহ বলিয়াই ঈশ্বর কাহারও অধীন নহেন এবং তাঁহাতে সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষমতা বিদ্যমান ; জীবের দেহ উক্ত শক্তির সংবেগরূপ ক্রিয়াধীন বলিয়াই জীব সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের অধীন এবং তদ্ধেতুই তাহার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান সসীম। এবং এইজন্যই ঈশ্বরে ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ এবং জীবে অল্পবিকাশ বলা যায়।

শক্তির অনন্তভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়াই শক্তির অনন্তভাবে বিকাশ আছে বলিতে হয়, নতুবা শক্তির বিকাশের তারতম্যের কোনই অর্থ নাই, যেহেতু যখনই মহেশ্বর হইতে অব্যক্ত মায়াশক্তি ব্যক্ত হইয়াছেন, তখনই ইচ্ছাক্রিয়া জ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছে।

ঈশ্বর দেহস্বরূপ এই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি জৈবদেহের ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নহে, বরং স্বয়ং ক্রিয়াশীল ; এই শক্তির সংবেগরূপ ক্রিয়াই পাঞ্চভৌতিক জগতের এবং জীবগণের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের কারণ। শক্তি ক্রিয়াশীল, ভৌতিক জগৎ ক্রিয়মাণ।

এই "ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি" আপনাপনি ক্রিয়া করিতে করিতে যখন মহেশ্বরে লীন হইয়া যান তখনই মায়া অব্যক্ত হয়েন এবং ব্রহ্মের ও ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতি সংজ্ঞা আর থাকে না।

জীব নির্ব্বাণমুক্তিতে নিরূপাধি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় ; এবং যখন মহাপ্রলয়ে পাঞ্চভৌতিক জগৎ অন্তর্হিত হয় এবং ঈশ্বর মহেশ্বর হয়েন, তখন সমুদায় জীবগণও মহেশ্বরে লীন হইয়া যায়! আবার যখন নিয়তি বা মায়াশক্তির ক্রিয়াক্রমানুসারে মায়া জাগরূক হয়েন, তখন উক্ত মায়াশক্তি সাকারা-শক্তি হইয়া ঈশ্বররূপী ব্রহ্মের দেহ হয়েন এবং তাঁহা হইতেই অসংখ্য পাঞ্চভৌতিক জীবদেহ, তাঁহার উত্থানের অব্যবহিত পরেই উত্থিত হয় এবং যে সমুদায় জীবগণ মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে নির্ব্বাণমুক্তি না পাইয়া মহাপ্রলয়ে মহেশ্বরে লীন হয় তাহারা পুনরায় ব্যক্ত হইয়া থাকে ; এই জন্যই জীবস্রোত অনাদি ও অনন্ত, যেহেতু কিছুরই নিঃশেষ ধ্বংস হয় না এবং এইজন্যই ব্রহ্মর্ষি কপিল প্রকৃতিকে জড় সংজ্ঞা দিয়া এবং আত্মাকে বহু (অনন্ত) সংখ্যক স্বীকার করিয়া উভয়কেই "নিত্য" বলিয়াছেন।

মা তারাকে যিনি দর্শন করিয়াছেন এবং যিনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী জগৎব্যাপী ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানের কারণস্বরূপ সাকাররূপ বুঝিয়াছেন তিনিই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা বশতঃ যথার্থপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ শব্দাভিধেয়। "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ।" মা তারার অলোক-সামান্য-জ্যোতির্ম্ময়ী জগদ্ব্যাপী দেহের আংশিক প্রকাশও যিনি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তিনিও জীব জগৎকে মা তারার আনন্দের পরিবার-স্বরূপ অবগত হইয়া নর, পশু, ও কীটাদি সমুদায়কে এক মহামাতার সন্তান সন্ততি বলিয়া জানিয়াছেন।

যিনি আনন্দময়ী মা তারাকে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মশক্তির মাহাত্ম্য সম্যকরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বারম্ভে কামনারহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যাদি বিশ্ব জননীর অনুমোদিত এবং প্রকৃত পক্ষে তদ্‌কৃত নির্দ্ধারণ করিয়া

যথার্থ-পণ্ডিতশব্দবাচ্য হইয়াছেন এবং বৃথা তক্রপানকারী পণ্ডিত শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসং কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥"
(ভগবৎগীতা)

"মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈবহি।
সারন্তু যোগিভিঃ পীত স্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥"
(জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্র)

ঈশ্বরই অসীমশক্তি সগুণ ব্রহ্ম, জীব নিঃশক্তি। পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ, মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ অন্তঃকরণ, এবং নিষ্ক্রিয় অসীম সর্ব্বজগৎব্যাপী নিরাকার নিরবয়ব অরূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাদের সমষ্টিই জীব, অর্থাৎ আত্মা অন্তঃকরণের অবিদ্যামূলক তমাধিক্য বশতঃ জড়-পাঞ্চভৌতিক-দেহাভিমানী হইলেই জীব হয়েন।

তত্ত্বজ্ঞানী ভক্তের ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, পাপপুণ্য কিছুই নাই, যেহেতু তিনি অবগত আছেন জীব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন, জীবের কোনরূপ সাধীনতা নাই। এজন্যই জনৈক জ্ঞানীভক্ত বলিয়াছেন ;—

"জানামি ধর্ম্মং নচমে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

জ্ঞানী ভক্তের ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিলেও, ইহা স্বীকার্য্য যে সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা বশতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে দ্বেষভাব নাই এবং এই জন্যই ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যেচ্ছাও অসম্ভব।

যেমন কেবল তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থানই সমাধিশব্দ বাচ্য নহে যেহেতু তত্ত্বাববোধই প্রকৃত সমাধি সেইরূপ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয়ও প্রকৃত ত্যাগীভক্তের লক্ষণ নহে। জগন্ময়ী মহামাতার মহাসংসারের অন্তর্গত আমাদের অসংখ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার আছে ; ইহারা কখনই দোষাবহ হইতে পারেনা। পিতৃমাতৃগুরুভক্তি ও অন্যান্য গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তির সহিত

সংসারাশ্রমে স্থিত থাকিয়া পরাভক্তিতে মহামাতার উপাসনাদিই প্রকৃত তপস্যা এবং ইহাই যথার্থ তীর্থবাস। গর্ভধারিণী মাতা মহামাতার সাক্ষাৎ অবতার। যিনি মাতাকে চিনিয়াছেন তিনি মহামাতাকেও চিনিয়াছেন এবং তিনিই মহামাতার দর্শন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি। মাতৃ ভক্তিতে ত্রিজগতে কিছুই দুর্লভ নহে, অযোধ্যায় ধর্ম্মব্যাধের অবস্থাই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল।

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্রহৃদয়া শিবা।
দেবী ভূরবনি শ্রেষ্ঠা নির্দ্দোষা সর্ব্বদুঃখহা॥
আরাধনীয়া পরমা দয়া শান্তিঃ ক্ষমাধৃতিঃ।
স্বাহা স্বধাচ গৌরীচ পদ্মাচ বিজয়া জয়া॥

(বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত সমাধির লক্ষণ ;—

"তত্ত্বাব বোধো ভগবন্ সর্ব্বাশাতৃণ পাবকঃ।
প্রোক্তো সমাধিশব্দেন নচ তুষ্ণীমবস্থিতিঃ॥
সমাহিতা নিত্য তৃপ্তা যথা ভূতাত্মদর্শিনী।
সাধো সমাধি শব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ॥
অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দেষু নতু পাতিনী।
প্রোক্তো সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরা স্থিতিঃ॥
নিশ্চিতা বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয় বর্জ্জিতা।
প্রোক্তো সমাধি-শব্দেন পরিপূর্ণা মনে গতিঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

যিনি মহামাতাকে চিনিয়া তাঁহাতে আত্মনির্ভর করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সমাধিস্থ ব্যক্তি। সমস্ত ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ, নর, পশু প্রভৃতি যাঁহার পরিবারভুক্ত সন্তান সন্ততি, সেই প্রেমময়ী জগজ্জননী পরম

মাতার প্রতি দৃঢ়া সাত্বিকী উত্তমা ভক্তি যাঁহার অন্তঃকরণে একবার উদিত হইয়াছে, তাঁহার আবার হেয়োপাদেয়, অভীষ্টানাভীষ্ট, কাম্যাকাম্য কি হইতে পারে? যিনি অচলা ভক্তিতে প্রেমময়ী পরমমাতার সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সাধুজন মনোহারিণী সৌম্যমূর্ত্তি একবার মুহূর্ত্তমাত্রও অবলোকন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার আবার ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার, আসন, প্রাণায়াম, সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গের প্রয়োজন কি? একবার যাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে অজ্ঞান তিমিরান্ধ ব্যক্তিরও তমসাচ্ছন্ন অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং পাশগ্রন্থি সকল ক্রমশঃ ছিন্ন হইতে থাকে, সেই পরমমাতার মনোহর মূর্ত্তি দিবানিশি ভক্তি গদ্গদ হৃদয়ে ধ্যানকারী ভক্ত সাধুজনের সাত্বিকান্তঃকরণে কিরূপে অহংকার দ্বেষাদির আবির্ভাব হইতে পারে? যাঁহার চরণ সরোজে ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি নারদাদি শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ, অবনত মস্তকে স্তন্যপায়ী শিশুর ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং যাঁহার কৃপা কটাক্ষেই ঋষিত্ব, দেবত্ব, ও ব্রাহ্মণত্ব, তাঁহার চরণে পরাভক্তিতে যিনি একবার আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাহার আবার তত্ত্ববোধের বাকি কি আছে? যিনি সমুদায় তত্ত্বের আদিভূতা মূলতত্ত্ব এবং যাঁহা হইতেই মহত্তত্ত্বাদির আবির্ভাব এবং যাঁহাকে পাইবার জন্যই জ্ঞানবিজ্ঞান, স্মৃতি সংহিতা প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রের অবতারণা, এবং যাঁহার ইচ্ছাতে ও যাঁহার শক্তিতেই অগাধ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অধিকারী মহর্ষি বাল্মিকাদি শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া, হিমাদ্রিকন্দর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতভূমি কবিত্বের বন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন, যিনি সদ্‌গুরূপদেশে সেই মহামাতা বিশ্বজননীর একবার উদ্দেশ পাইয়াছেন, তাঁহার আবার তত্ত্ব জানিবার বাকি কি আছে এবং কবিত্বেরই বা অভাব কি?

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"তপোস্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়া যোগানি।" (পাতঞ্জল)

তপঃ ত্রিবিধ, যথা,– শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

"দেব দ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অণুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥"

(ভগবদ্গীতা)

যিনি মহামাতার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক, সদ্‌গুরূপদেশে তত্ত্বতঃ তাঁহাকে জানিয়া, শক্তিরূপিণী আনন্দময়ী মা তারার শক্ত্যাধীন নিঃশক্তি জীব-জগৎকে এক মহাসংসারের পরিবারভুক্ত বলিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তপস্বাধ্যায়াদি ও তাহাদের ফলপ্রাপ্তি কঠিনতর ব্যাপার নহে, যেহেতু সর্ব্ববিষয়ে আত্মার নিষ্ক্রিয়তা, জড়দেহের কার্য্যাক্ষমতা এবং অন্তঃকরণের ক্রিয়ামাত্রাত্মতা বিশেষরূপে অবগত হইয়া জ্ঞানীভক্ত সম্পূর্ণরূপে পরমমাতার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সিদ্ধির চতুর্থ লক্ষণ সমতাভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য প্রভৃতি সপ্ত ঊর্দ্ধলোকে এবং পাতাল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল প্রভৃতি সপ্ত অধোলোকে এমন কোনও জীব নাই যাহার কার্য্যকারিতাশক্তি আছে, যেহেতু নিষ্ক্রিয় নিরাকার নিরবয়ব সর্ব্বজগদ্ব্যাপী সৎস্বরূপ চিদাত্মা এবং মায়াশক্তির ক্রিয়ারূপ অন্তঃকরণ ও পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ, ইহাদের সমষ্টিই জীব; জীবের শক্তিহীনতা প্রতি মুহূর্ত্তেই স্পষ্টতঃ জাজ্বল্যমানরূপে সর্ব্বসমক্ষে লক্ষিত হইতেছে।

জীব যদি স্বাধীন হইত এবং জীবের যদি শক্তি থাকিত, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তেই জীব সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিত এবং কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না। জীব স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রহ্ম স্বীয় মায়াশক্তির ক্রিয়ায়, অন্তঃকরণ-রূপ জ্ঞানদর্পণে দৃশ্য জড় পাঞ্চভৌতিক দেহে, অন্তঃকরণের রজোতমাধিক্য বশতঃই, অহংকারী হইয়া, আত্মলালাছলে, অন্তঃকরণের অজ্ঞাতসারেই, স্বীয় মায়ার ক্রিয়া কৌশলে, কোষকার কৃমির ন্যায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; এই জীব-রূপী ব্রহ্ম শক্তিহীন, যেহেতু ইনি স্বীয় জড় শরীরের পরিবর্ত্তনানুযায়ী পরিবর্ত্তন-শীল সুখ দুঃখের ভোক্তা। জীব যে নিঃশক্তি, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ; শক্তিমানের দুঃখ ভোগাদি অযৌক্তিক। যাহার স্বাধীনতা ও শক্তি থাকে, সেকি কৃমিকীটাদির ন্যায় পূতিগন্ধময় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক অসহ্য তাপ-ত্রয়ের ভীষণ দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়? ইহা কখনই হইতে পারে না। জীব নিঃশক্তি, এবং এক মহাশক্তি বিশ্বব্যাপিনী মহামায়া, কালী, তারাদি শব্দে শব্দিতা অনন্তজ্যোতির্ম্ময়ী ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তিস্বরূপা, ভক্তহৃদের আনন্দবর্দ্ধিণী, লীলাময়ী বিশ্বজননীর সম্পূর্ণ অধীন; স্বয়ং ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়াও যদি ইহা অস্বীকার করেন, তাহাহইলেও জীবের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতে পারিনা। জীব নিঃশক্তি হইয়াও, মায়ার প্ররোচনায় ঘোর অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হইয়া অহংকারে মত্ততাবশতঃ, প্রতি মুহূর্ত্তে পদে পদে কল্পিত স্বাধীনতার ব্যাঘাৎ সত্ত্বেও, আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মানে, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হইতে পারে! স্ত্রীপুত্রাদির বিরহযন্ত্রণা, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ কুম্ভীর হাঙ্গরের ভীষণ কটাক্ষে পতিত হওয়া, ক্ষুৎপিপাসাদি কৃচ্ছ্রপ্রদ ঘোরতর ব্যাধিবিগ্রহে জড়িত হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি রৌরব, মহারৌরব, অন্ধতামিস্রাদি লোমহর্ষক ভীতিপ্রদ মহানরকাদি ব্যাপার, স্বাধীনচেতা স্বাধীন জীবের পক্ষে কখনই সম্ভব হইতনা! জীবের যদি কিঞ্চিন্মাত্রও শক্তি বা স্বাধীনতা থাকিত, তাহা-হইলে আর গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায়, কৃচ্ছ্রসমাকীর্ণ অতলস্পর্শ বিষ্ঠামূত্রাদি-প্রপূরিত গভীরতমসাগরগর্ভে পতিত হইয়া, আকণ্ঠব্যাপী বিষ্ঠারাশি গলাধঃ-করণে অক্ষমতা প্রযুক্ত, হাস্যোদ্দীপক ভাবে বিকটস্বরে চীৎকার করিত না! কি আশ্চর্য্য মোহ! অধীন হইয়াও স্বাধীনতার প্রগল্‌ভতা! একবার স্বাধী-

নতার অকিঞ্চিৎকর বৃথা ধূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই মহামায়া বিশ্বজননীর চরণপ্রান্তে শরণ লও, তাহা হইলেই বৃথা-বাগাড়ম্বর-পরিত্যাগে, দাবাগ্নিসন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল চরণচ্ছায়ায় শান্তিরসে পরিপ্লাবিত হইবে। মহামাতার সাধু ও সুচতুর শিশুগণই কেবল, গুরূপদেশানুযায়ী তত্ত্ববিচারে স্বীয় অকিঞ্চিৎকরতা পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অন্তঃকরণের সত্ত্বাধিক্য হেতু নিরহঙ্কার ও নিরভিমানী হইয়া মাতৃচরণে শরণ লইয়া থাকে, এবং সজ্ঞান ভক্তি কুঠার দ্বারা ভয় শোকাদি মহাপাশ অনায়াসে ছেদন করিতে সমর্থ হয়।

"ঘৃণালজ্জাভয়ং শোকঃ জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিয়ষ্টপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(কুলার্ণব তন্ত্র)

ক্রমশঃ!

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

সঙ্কীর্ত্তন।

হরিনাম গুণগান গাও রে সবে;—
নাম ছাড়া বল আর কি আছে ভবে!
জীবেরে করুণা করি,
দয়াময় গৌরহরি,
গোলকের নাম আনি দেছেন সবে।
নামে তনু করে হেম,
হৃদয়ে উপজে প্রেম,
(লহ নাম) কোন ব্যথা বুকে না রবে।
মুখে যদি বল নাম;
হবে তব প্রাণারাম,
শান্তি পারাবারে হিয়া মগন হবে!

হেথা নাহি ভালবাসা,
নাহি পুরে সাধ আশা,
তখনি বাসনা পূরে তাঁরে ভালবাস যবে।
সে যে আপন হ'তে আপন,
কে আর জীবের তাহার মতন,
তাঁর মত স্নেহ প্রীতি কে ঢালে জীবে।
(তাঁরে) ভালবাস পরাণ ভ'রে,
সব যাতনা যাবে দূরে,
সুধার সাগরে তুমি ডুবিবে তবে।
আমি তোমার ব'লে তায়,
পড় লুটে (সেই) রাতুল পায়,
অমনি সে যে যতন করে বুকে তুলে লবে।
ভক্তি ভরে চরণ তার,
যে জন করিবে সার,
সংসার কূপ কোথা তার,
(সে যে) সুধায় মগন হবে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী।

উত্তরাখণ্ডে।

(৩য় সংখ্যার ৯৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ললিত লতাগুল্মে প্রস্ফুটিত কুসুম নিচয় চুম্বিত প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীর জুড়াইয়া দিল। চিন্তামণি পার্ব্বতীয় বায়ু সংস্পর্শে আন্তরিক প্রীত হইলেন। তাঁহার পুরোবর্ত্তী মহিমান্বিত দৃশ্যাবলি—বৃহদ্‌বৃহৎ সুদৃশ্য নীল শীলা-খণ্ড, দীর্ঘাকার দেবদারু শ্রেণী, রজতোজ্জ্বল নির্ঝরিণী, তুষার কিরীটী পর্ব্বত-মালা প্রভৃতি তাঁহার নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। বাস্তবিকই সেই সকল দৃশ্য, সেই বিশাল নীল চন্দ্রাতপ, গভীর গহ্বর সেই সুগভীর জলপ্রপাত-খাদ, সেই বনরাজি শোভিত ভূগুদেশ, সেই শস্যপূর্ণ উপত্যকা, সেই সুরম্য সানুনিচয় মহামহিমান্বিতের মাহাত্ম্য চিন্তনে স্বতঃ প্রবৃত্ত করিয়া দেয়। এই কারণেই যোগীগণ হিমাচলের নিভৃত গুহায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই মধ্যে মধ্যে নিভৃত স্থান সমূহে গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীগণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। এই সকল সন্ন্যাসীগণের মধ্যে দুই এক ব্যক্তিকে চিন্তামণি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ক্রমে একজনকে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত ইয়ুরোপীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বলিয়া অনুমান করিলেন; বিশেষতঃ অন্য একজনকে পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় রাজসভায় প্রতিনিধি ছিলেন বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সকলেই ধ্যানে নিমগ্ন, নিষ্পন্দ, নিশ্চল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রথমে তাঁহার মন কিঞ্চিৎ বিচলিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি উৎ-সাহিত হইলেন—ভাবিলেন "এই সকল ধীশক্তি সম্পন্ন এক একজন বিদ্যাবিশা-রদ তাঁহার পূর্ব্বেই তাঁহার অবলম্বিত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।"

এক সপ্তাহ ধরিয়া চিন্তামণি মহাত্মাদিগের উপদেশমত দীক্ষার প্রথম পর্য্যা-য়ের ক্রিয়া সমুদায় যথাযথ অভ্যাস ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে সকল প্রাগুক্তরূপ সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের উৎকৃষ্ট সূত্র সম্বন্ধীয় উপদেশ-সৃষ্ট পদার্থ, যাহা সৃষ্টি হইতেছে ও হইবে তৎসমুদায়ের একই আদি একই প্রাণ একই পরি-ণাম—সমস্তই ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া জগদ্যোনি সমীপে

উপনীত হইবে, তাঁহার সহিত মিলিত হইবে তাঁহারই স্বত্বা প্রাপ্ত হইবে। শক্তির নিত্যতা ও অবিনাশিতা ধ্যান; সেই শক্তিই সৃষ্ট বা দৃশ্যমান হইয়া এই ভূতপঞ্চকরূপে পরিণত ইহা অবধারণা; ব্রহ্ম স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ শক্তি—চৈতন্য মন্ত্র; তাঁহাকেই গূঢ়ভাবে সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বভূত অবস্থিত হইলেও তিনি সেই উন্নত, অপ্রমেয় অবস্থায় অদৃশ্য ও অপ্রকাশিত, চিন্তামণি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। শক্তিই দৃশ্যমান বা সৃষ্ট জগতের,—ভূতপঞ্চকের স্বামী, প্রভু, নিয়ন্তা। সেই শক্তির নিকট ভূতগণের বশ্যতা অনিবার্য্য। ব্রাহ্মণ-গণের সন্ধ্যাবন্দনাকালে তাঁহারা প্রথমে জলাদির নিকট কয়েকটি প্রার্থনা করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ চিন্তা করিয়া থাকেন। ফলতঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি বা গুহ্য বিদ্যাশিক্ষার্থ সৃষ্টিপ্রকরণ চিন্তা একান্ত আবশ্যক।

চিন্তামণি এক সপ্তাহ মধ্যে রাজগুহ্য বিদ্যান্তর্গত যদৃচ্ছাক্রমে ও অবিলম্বে স্ববশীকৃত (Self mesmarized) হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ওজঃপুঞ্জ দর্শন ক্ষমতা জন্মিয়াছিল;—তিনি যে কোন ব্যক্তির সঙ্গ-লাভ করিতেন তাহারই নৈতিক, আধ্যাত্মিক বা বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বৃত্তি ও অবস্থা অবধারণক্ষম হইয়াছিলেন; তাহারই গূঢ় চিন্তা, মনোবৃত্তি বা মনের কোন বিশিষ্ট অবস্থা জানিতে পারিতেন। যে কোন দূরবর্ত্তী স্থান হউক, তিনি ইচ্ছা-মাত্র লিঙ্গ শরীরে তথায় যাইতে পারিতেন।

[ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

সংসার সাধন বা সহজ বশীকরণ—শ্রীযুক্ত উমানাথ চট্টো-পাধ্যায় দ্বারা ৮, শ্রীমানিপাড়া বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

বশীকরণ নাম শুনিলেই মনে হয় যে কতকগুলি তান্ত্রিক ক্রিয়া—যাহা আজকাল অনেক পুস্তকে বাহির হইয়াছে—যে সমস্ত ক্রিয়া গুরু সাহায্য ব্যতীত হয় না ও তাহার উদ্দেশ্যও অন্যরূপ কিন্তু সংসার সাধন বা সহজ বশীকরণ পুস্তকখানিতে সেরূপ কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। স্বরোদয় শাস্ত্রাবলম্বনে ঐ পুস্তকখানি লিখিত। স্বরোদয় শাস্ত্রে মনুষ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্বাভাবিক যে শ্বাস প্রশ্বাস

অহঃরহঃ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে তাহার তত্ত্ব লিখিত আছে—যাহার সাহায্যে আমরা অনেক সাংসারিক এমন কি পরমার্থিক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারি। সংসার সাধন পুস্তকখানি পাঠ করিলে উক্ত কার্য্য সকল কি করিয়া করা যাইতে পারে তাহার অনেক আভাষ পাওয়া যায়।

ঋষি—আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক মাসিকপত্র কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাম-চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ দ্বারা সম্পাদিত ৩২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট স্থিত আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৲ এক টাকা।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশের অবস্থা বড় শোচনীয় হইতে থাকে তাহাতে ঋষি প্রদর্শিত শাস্ত্রাদি লোপ পাইবার উপক্রম হয়। ডাক্তারি চিকিৎসা প্রাবল্যে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আদর দিন দিন কমিয়া যাইতেছিল—ভগবৎ কৃপায় আজকাল আয়ুর্ব্বেদ প্রতি লোকের চক্ষু পড়িয়াছে ও উহাতে যে অমূল্য রত্ন আছে তাহা বুঝিতে প্রয়াস পাইতেছেন—ইহার প্রধান কারণ স্বধর্ম্ম প্রবৃত্তি। ধর্ম্মই মনুষ্যকে স্বজাতী প্রেমিকতা ও গুণগ্রাহিতা করে। চারিদিকে ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে এরূপ সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রাদি যত প্রচার হয় ততই জাতীয় মঙ্গল। "ঋষি" জনসাধারণে প্রচার হইয়া অনেক উপকার সাধিত হইতেছে। দিন দিন যাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকাদির প্রচার বহুল পরিমাণে হয় তাহার জন্য ধার্ম্মিক মাত্রেই যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অন্তঃপুর—মাসিক পত্রিকা, শ্রীমতী বললতা দেবী, সম্পাদিকা, বরাহ-নগর, অন্তঃপুর কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা।

অন্তঃপুরের সমস্ত লেখাগুলি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ দ্বারা লিখিত। স্ত্রীপাঠ্য অনেকগুলি বিষয় আছে। "স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য" আদি কয়েকটী প্রবন্ধ সুন্দর হইয়াছে। সম্পাদিকা ও লেখিকাগণ বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বিজ্ঞানাদির বিষয় লক্ষ্য না করিয়া কেবল স্ত্রীজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া যাহাতে স্ত্রীজাতীসুলভ কোমলতা, জননীভাবাদি সদ্‌গুণগুলি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হয় এই প্রকার প্রবন্ধ অধিক পরিমাণে প্রকাশ হইলে বড় সুখী হইব।

ওঁ তৎ সৎ পরমাত্মনে নমঃ।

তলবকারোপনিষদপরনামধেয়া

কেনোপনিষৎ।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিবিরচিতখণ্ডার্থঃ।

শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীমমধ্বান্তর্গতরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মকলক্ষ্মীহয়গ্রীবায় নমঃ।

॥ * ওঁ হরিঃ ওঁ * ॥

অনন্তগুণপূর্ণায় দোষদূরায় বিষ্ণবে।
নমঃ শ্রীপ্রাণনাথায় ভক্তেভ্যোঽভীষ্টদায়িনে ॥

অস্যা উপনিষদো বিরিঞ্চিশিবসংবাদরূপত্বাৎ তাবত্র ঋষী জ্ঞেয়ৌ, দেবতা তু ব্রহ্মশব্দোদিতো বিষ্ণুঃ, ছন্দস্ত্বক্ষরপরিগণনয়া ত্রিষ্টুভাদি যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ম্। জানন্নপ্যুমাপতির্বিশেষজ্ঞানার্থং বা, জ্ঞাতস্য দার্ঢ্যার্থং বা, লোকানুগ্রহার্থং বা, সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরকং পৃচ্ছতি ব্রহ্মাণং, কেনেত্যাদিনা। ইষিতং—ইষ্টং সাধ্বসাধু বা প্রতি, মনঃ, কেন—দেবেন, প্রেষিতং—প্রেরিতং সৎ, পততি—গচ্ছতি। করণত্বাদবশ্যং কেনচিৎ প্রেরিতমিতি বাচ্যং, ন তাবজ্জীবেন, নিগৃহ্নতোঽপি বিষয়ান্ প্রতি পতনাৎ, অতো বলবতা দৈবেনৈব প্রেষিতমিতি বাচ্যং, স ক ইতি প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ। এবমগ্রেঽপি। ইষিতমিতি ইড়াগমশ্ছান্দসঃ। মুখ্যবায়ুরস্ত মনঃপ্রেরকঃ? ইত্যত আহ, কেনেতি। প্রথমঃ—সর্ব্বজীবোত্তমঃ, প্রাণঃ—মুখ্যবায়ুরপি, কেন, যুক্তঃ—নিযুক্তঃ প্রেরিতঃ সন্, প্রৈতি—যাতি, স্বব্যাপারং

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্-
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২ ॥
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্ম ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ ৩ ॥

করোতীত্যর্থঃ। তস্যাপি পারতন্ত্র্যাৎ ন মনঃপ্রেরকো বায়ুরিতি ভাবঃ। ইমাং—লৌকিকীং বৈদিকীং বা, বাচং, কেন, ইষিতাং—প্রেরিতাং, বদন্তি, জনা ইত্যর্থঃ। চক্ষুঃশ্রোত্রমিতি—প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ একবদ্ভাবঃ, উ—সম্বুদ্ধিঃ, ভো ব্রহ্মন্!, কো দেবঃ, যুনক্তি—নিযুঙ্‌ক্তে, কঃ প্রেরয়তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ইতি শিবেন পৃষ্টো ব্রহ্মোবাচেতি যোজ্যম্। যৎ—যঃ, শ্রোত্রস্য, শ্রোত্রং—শ্রবণশক্তিপ্রদঃ, মনসঃ, মনঃ—মননশক্তিপ্রদঃ, বাচঃ—বাগিন্দ্রিয়স্য, বাচং—বাগুচ্চারণশক্তিপ্রদঃ, প্রাণস্য—মুখ্যবায়োঃ, প্রাণঃ—প্রণেতা, চক্ষুষঃ, চক্ষুঃ—দর্শনশক্তিপ্রদঃ। শ্রোত্রাদের্নিয়ন্তা যস্ত্বয়া পৃষ্টঃ, স ইত্যন্বেতি। স উ—স এব, প্রসিদ্ধো বিষ্ণুরেবেত্যর্থঃ। স ইত্যস্যাবৃত্তির্বা। তদাহ ভাষ্যে—যঃ প্রাণস্য চক্ষুরাদেশ্চ প্রণেতা, "স বিষ্ণুরিতি ধার্য্যতাম্।" ইতি। "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদিকাশ্রুতেঃ। "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" (ব্র০ সূ০ ১।৪।১৩) ইতি সূত্রাৎ। তত্র প্রাণাদিনিয়ন্তৃবিষ্ণুত্বনির্ণয়াদিতি ভাবঃ। শ্রোত্রাদিপ্রেরকজ্ঞানিনঃ ফলমুচ্যতে, অতিমুচ্যেতি। ধীরাঃ—ধীমন্তঃ শ্রোত্রাদিপ্রেরকত্বং বিজানন্তঃ, অস্মাৎ লোকাৎ—ভৌতিকদেহাৎ, প্রেত্য—নির্গত্য, মৃত্বেতি যাবৎ, অতিমুচ্য—লিঙ্গবন্ধং হিত্বা, অমৃতাঃ—মুক্তাঃ, ভবন্তীতি ॥ ২ ॥

কীদৃশং হরেঃ প্রেরকত্বাদিমাহাত্ম্যং, যজ্‌জ্ঞানাদমৃতত্বং স্যাৎ? ইত্যতোঽপরিমিতত্বাৎ তন্মহিম্নো ন সাকল্যেন জ্ঞানং সম্ভবতীতি ভাবেনাহ, ন তত্রেতি। তত্র—হরৌ বিশ্বশাসনাদিমাহাত্ম্যে, চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং ন গচ্ছতি। অভিমানিনয়ন্যায়েন (ব্র০ সূ০ ২।১।৬) চক্ষুরাদ্যভিমান্যুপলক্ষিতাঃ সর্ব্বে দেবা অপি ন জানন্তি (সামান্যাকারেণাপি) কার্ৎস্ন্যেন। অতঃ, যথা—যেন প্রকারেণ, এতৎ—

অন্যদেব তদ্‌বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪ ॥
যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ ॥

প্রাণাদি জগৎ, অনুশিষ্যাৎ—প্রেরয়েৎ, তং প্রকারং বয়ং, ন বিদ্ম—ন বিদ্মঃ, বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ, অড়াগমাভাবেন লঙি রূপং বা। সামান্যাকারজ্ঞানমেব নাস্তি, কুতো বিশেষজ্ঞানমিতি ভাবেনাহ, ন বিজানীম ইতি। তদাহ ভাষ্যে—"অগম্যঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পরিপূর্ণত্বহেতুতঃ।" ইতি ॥ ৩ ॥

কুতোঽস্য পরিপূর্ণত্বম্? ইত্যতো লোকবিলক্ষণবস্তুত্বাদিতি হেতোরিত্যাহ, অন্যদেবেতি। তৎ—চক্ষুরাদ্যগম্যং বস্তু, বিদিতাৎ—প্রমিতাৎ জগতঃ, অথো, অবিদিতাৎ—অপ্রমিতাৎ শশশৃঙ্গাদেশ্চ, অন্যদেব বিলক্ষণমেবেত্যর্থঃ। বিদিতাদন্যদিত্যুক্তৌ নিঃস্বরূপতাশঙ্কাব্যুদাসায় অথোঽবিদিতাদন্যদিত্যুক্তিঃ। কেচিদ্‌ব্যক্তাব্যক্তজগতোঽন্যদিত্যর্থমাহুঃ। অধি—সর্ব্বোত্তম ইত্যর্থঃ। তথা চ ভাষ্যং—"সর্ব্বোত্তমশ্চ সর্ব্বত্র" ইতি। ইতি—এবংপ্রকারেণ, পূর্ব্বেষাং—ব্যাসপ্রভৃতীনাং সকাশাৎ, শুশ্রুম—শ্রুতবন্তঃ স্মঃ, শ্রবণস্য চিরকালীনত্বদ্যোতনায় পরোক্ষার্থকলিট্‌প্রয়োগঃ, লিঙর্থে লিড্‌বা। নঃ—অস্মান্ প্রতি, যে—পূর্ব্বে, তৎ—ব্রহ্ম, ব্যাচচক্ষিরে—ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাং পূর্ব্বেষামিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

নন্বু মনোবাগ্‌গোচরজীবরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ বাঙ্মনসাগোচরত্বোক্তিরযুক্তা? ইত্যতো 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি' ইত্যাদেস্তাৎপর্য্যোক্তিপূর্ব্বকং পঞ্চভির্মন্ত্রৈর্ভেদমাহ, যদ্‌বাচেতি। যৎ—ব্রহ্ম, বাচা, অনভ্যুদিতং—সাকল্যেন নোক্তং, যেন প্রেরিতা সতী বাক্, অভ্যুদ্যতে—পুরুষৈরুচ্চার্য্যতে, তদেব ত্বং ব্রহ্ম, বিদ্ধি—জানীহি; ন, ইদং—জীবস্বরূপং, ব্রহ্ম। যৎ, তে—তব, উপ—সমীপে, আস—তিঙন্তপ্রতি-

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাস তে ॥ ৮ ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাস তে ॥ ৯ ॥
ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

যদি মন্যসে সুবেদেতি দহরমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে ॥ ১ ॥

রূপকমব্যয়ম্, আস্তে, নিয়ামকতয়া বর্ত্ততে, ইদমেব ব্রহ্মেতি, তদেব বিদ্ধীত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপ্যর্থো ধ্যেয়ঃ ॥ পুরুষো ন মনুতে। মতং—বিজ্ঞাতম্॥ চক্ষূংষি, পশ্যন্তি—দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ন মনুতে ইত্যাদৌ সাকল্যেনেতি জ্ঞেয়ম্॥ প্রাণেন—মুখ্য-বায়ুনা, ন প্রাণিতি—ন চেষ্টতে। প্রণীয়তে—প্রের্য্যতে। তদাহ ভাষ্যে—"প্রাণাদীনাং প্রণেতা চ সর্ব্ববেত্তা চ সর্ব্বশঃ। যং সম্যঙ্নৈব জানাতি কশ্চি-ন্নিরবশেষতঃ। নেদং জীবস্বরূপং তদ্ব্রহ্ম বিষ্ণ্বাখ্যমব্যয়ম্। কিন্তু যৎ তে সমীপস্থ-মাসতে বিনিয়ামকম্। তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বম্" ইতি। "তথান্যৎ প্রতিষেধাৎ" (ব্র॰ সূ॰ ৩।২।৩৭) ইতি সূত্রভাষ্যে তু 'যদিদং বাসনাময়মুপাসতে ধ্যায়ন্তি, নেদং বাসনাময়ং ব্রহ্ম। কিন্তু তদেব বাঙ্মনোগোচরং বাসনাময়স্থং ব্রহ্ম বিদ্ধি' ইত্য-র্থোঽভিহিতঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম সাকল্যেন ন জ্ঞেয়মিত্যুক্তমর্থং ব্যনক্তি, যদি মন্যসে ইত্যাদিনা। হে মহেশ্বর! অহং, সুবেদ—ব্রহ্ম সম্যগ্‌জানামি, ইতি যদি মন্যসে, তর্হি ত্বমপি নূনং, দহরমেব—অল্পমেব, ব্রহ্মণো রূপং বেত্থ; তস্যানন্তত্বাদিতি ভাবঃ। যৎ—যস্মাৎ, দহরমেব বেত্থ, অথ—তস্মাৎ, ত্বং—ত্বয়ি, ব্যত্যয়াৎ, দেবেষু বা, অস্য—ব্রহ্মণঃ, যৎ—রূপং, তদিতি শেষঃ, মীমাংস্যমেব—বিচার্য্যমেব। নু—ইদানীং, তে—ত্বয়েতি ॥ ১ ॥

মন্যে বিদিতং—
নাহমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ ॥ ২ ॥
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।
প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ৩ ॥

ন ভবত্বন্যেষাং কার্ৎস্ন্যেন ব্রহ্মজ্ঞানিত্বং, তব তু অস্তি সম্যগ্‌জ্ঞানিত্বম্? ইতি পৃষ্টো ব্রহ্মা বক্তি, মন্যে ইতি। অন্যে সম্যগ্‌বেদ ব্রহ্মায়মিতি মা প্রবদন্তি, অহন্তু ব্রহ্ম বিদিতং ন মন্যে ইতি যোজনা। তর্হি ত্বমপি সর্ব্বথা ন বেত্থ কিম্? ইত্যত আহ, নো নেতি। ন বেদেতি নো—ন জানামীতি ন, কিন্তু বেদ চেতি। ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাজ্ঞেয়ত্বমুপপাদ্যোপসংহরতি, যো ন ইত্যাদিনা। নঃ—অস্মাকং মধ্যে, যস্তু ব্রহ্ম অহং বেদেতি বদতি, স তৎ নো বেদ। কুতঃ? পরিচ্ছিন্নত্ব-বেদনাৎ। অহং ন বেদেতি যো (বদতি) বেদ, অসৌ বেদ চ। কুতঃ? ব্রহ্ম-ণোঽপরিচ্ছিন্নত্বজ্ঞানাৎ। যো ন ইত্যাদিনা সাকল্যেন শ্রবণাগোচরত্বমুক্ত্বা মননা-গোচরত্বঞ্চাহ, যস্যেতি। যস্য ব্রহ্ম, অমতম্—অবিচারিতম্, ইতি, মতং—বুদ্ধিঃ, তস্য—পুংসঃ, ব্রহ্ম, মতং—বিচারিতম্; অনন্তত্বজ্ঞানাৎ। যস্য ব্রহ্ম (ময়া), মতং—বিচারিতম্, ইতি, মতং—বুদ্ধিঃ, স ন বেদ; অনন্তত্বাজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

সাক্ষাৎকারোঽপি সাকল্যেন নেত্যাহ, অবিজ্ঞাতমিতি। বয়ং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কৃতবন্তঃ ইতি বিজানতাম্ অবিজ্ঞাতং; ব্রহ্মানন্ত্যাবিজ্ঞানাৎ। অবিজানতাম্ উক্তরীত্যা জ্ঞানহীনানাং, নাস্মাভির্ব্রহ্ম সম্যক্ সাক্ষাৎকৃতমিত্যেব জানতাং তু যাবৎ, বিজ্ঞাতং—ব্রহ্ম, সাক্ষাৎকৃতমিত্যর্থঃ; অনন্তত্ববেদনাদিত্যর্থঃ। তদাহ ভাষ্যে—"সর্ব্বাত্মনা বিজানামীতি তু যস্য মতং ভবেৎ। তস্যাজ্ঞাতং স ভগবান্ যো নৈবং মন্যতে সদা। জ্ঞাতস্তস্য তথাত্মৈব নিঃশেষং মননং কৃতম্। ইতি যো মন্যতে নাস্য মতং স পুরুষোত্তমঃ। নাতিবেদ্যো ন চাবেদ্যস্তস্মাৎস পুরুষোত্তমঃ ॥" ইতি। ব্রহ্মণঃ সাকল্যেনাজ্ঞেয়ত্বে কথং তেনেষ্টসিদ্ধিঃ? ইত্যতঃ স্বস্বযোগ্যৈকদেশ-

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞানাদেবেষ্টসিদ্ধিরিত্যাহ, প্রতিবোধবিদিতমিতি। শ্রুতমিতি শেষঃ। স্বস্ব-যোগ্যতানুসারেণ পুংভিঃ শ্রুতং, মতং—বিচারিতং, বিদিতং ব্রহ্ম, বিন্দতে—লভতে, প্রাপয়তীত্যর্থয়া বা যোজ্যম্। হি—প্রসিদ্ধম্। "ন কশ্চিদ্ব্রহ্মবিৎ স্মৃতি-মনুভবতি, মুক্তো হেব ভবতি"(কৌণ্ডিন্যশ্রুতৌ) ইত্যাদাবিত্যর্থঃ। তথাচ সূত্রম্—"অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" (ব্র০ সূ০ ৩।৩।৩২) ইতি। জ্ঞানেনামৃতত্বং বিন্দতে চেৎ, তেনৈব কিং স্বযোগ্যসর্ব্বানন্দপ্রাপ্তিঃ? ইত্যতো ন, কিন্তু জ্ঞানোত্তরকর্ম্মণাপীত্যাহ, আত্মনেতি। আত্মশব্দোঽত্র জ্ঞানোত্তরকালীনযজ্ঞাদিপ্রযত্নপরঃ। আত্মনা—আত্মীয়-যজ্ঞাদিপ্রযত্নেন, বীর্য্যম্—আনন্দাতিশয়ং, বিন্দতে—লভতে। বিদ্যয়া—অপ-রোক্ষজ্ঞানেন, অমৃতম্—অবিদ্যাপরিহাররূপাং মুক্তিং, প্রাপ্নোতীতি বিদ্ধীত্যনু-ষঙ্গেন যোজ্যম্ ॥ ৩ ॥

অস্তু স্বযোগ্যব্রহ্মজ্ঞানমভীষ্টদং, তৎ কদা সম্পাদনীয়ম্? ইত্যত আহ, ইহেতি। জ্ঞানযোগ্যে ব্রাহ্মণাদিদেহে, অবেদীৎ চেৎ—ব্যজানাৎ চেৎ, ব্রহ্ম, অথ—তর্হি, সত্যমস্তি—সত্যশব্দস্য সচ্ছব্দপর্য্যায়ত্বাৎ, সচ্ছব্দস্য চ "সদ্ভাবে সাধু-ভাবে চ" (গীতা০ ১৭।২৬) ইতি বচনাৎ, সাধ্বস্তি, ভদ্রমস্তীত্যর্থঃ। ইহ চেৎ নাবেদীৎ, তদা মহতী, বিনষ্টিঃ—হানিঃ, ভবতি। অতো জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং সাধ্ব-নিষ্টয়োর্ভাবাৎ, ধীরাঃ, ভূতেষু ভূতেষু—সর্ব্বভূতেষু, ব্রহ্ম, বিচিত্য—জ্ঞাত্বা, অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য অমৃতা ভবন্তীতি ॥ ৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে। অথ তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়ো অস্মাক-মেবায়ং মহিমেতি। তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ ॥ ১ ॥

তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব। তন্ন ব্যজানন্ত কিমিদং যক্ষমিতি। তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তমভ্যবদৎ কোঽসীত্যগ্নির্বা অহমস্মী-ত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি। তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্য-পীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেত-দ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন। তন্ন শশাক দগ্ধুম্। স তত এব নিববৃতে। নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২ ॥

অত্যদ্ভুতত্বাদ্ব্রহ্ম সাকল্যেনাজ্ঞেয়ম্ ইত্যুক্তেঽর্থে কাঞ্চনাখ্যায়িকামাহ, ব্রহ্মেতি। দেবানাং দৈত্যদানবৈর্যুদ্ধে প্রস্তুতে সতি, ব্রহ্ম দেবান্ আবিশ্য, দেবেভ্যঃ—দেবানামর্থে, দৈত্যাদীন্, বিজিগ্যে—ব্যজয়ৎ। হেতি—নিশ্চিত-মেতদিত্যর্থঃ। অথ—বিজয়ানন্তরং, তস্য—দেবেষ্বাবিষ্টস্য, ব্রহ্মণো বিজয়ে সতি দেবাঃ, অমহীয়ন্ত—অপূজ্যন্ত; মহীঙ্ পূজায়াম্ ইত্যস্মাৎ "কণ্ড্বাদিভ্যো যক্" ইতি যক্প্রত্যয়ঃ; গর্ব্বিণঃ অভবন্নিতি যাবৎ। হেতি—আশ্চর্য্যম্। ব্রহ্মণো বিজয়ে কুতো দেবানাং গর্ব্বঃ? ইতি তদেব ব্যনক্তি, ত ইতি। তে—দেবাঃ, অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি, ঐক্ষন্ত—ব্যজানন্। এষাং—দেবানাং, তৎ—অসুরাবেশকৃতেশ্বরাজ্ঞাননিমিত্তম্ অহঙ্কারাদিকং, বিজজ্ঞৌ—ব্যজানাৎ; ব্রহ্মেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১ ॥

তেভ্যঃ—দেবেভ্যোঽর্থে, দেবানাং স্বাত্মতত্ত্ববোধায়, যক্ষরূপতয়া প্রাদুর্বভূব ব্রহ্মেত্যর্থঃ; উমাশিবচতুর্মুখসহিতং সদিতি যোজ্যম্। তৎ—যক্ষরূপং ব্রহ্ম, ইদং যক্ষং কিমিতি, ন ব্যজানন্ত—ন ব্যজানন্। তদা, তে—দেবাঃ, অগ্নিমব্রুবন্, হে জাতবেদ এতদ্যক্ষং কিমিতি বিজানীহীতি। তথেত্যুক্ত্বা সোঽগ্নিঃ, তৎ—যক্ষম্, অভি—আভিমুখ্যেন, অদ্রবৎ—অগমৎ। তদ্যক্ষম্ অভিমুখগতম্ অগ্নিং কোঽসীত্যবদৎ। অগ্নিরহমস্মি জাতবেদা অহমস্মীত্যগ্নিরব্রবীৎ। বৈ—প্রসিদ্ধ-

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। বায়ুবা অহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি। তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুম্। স তত এব নিববৃতে। নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি। অথেন্দ্রমব্রুবন্ মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবৎ। তস্মাৎ তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

মেতন্নাম, যক্ষমেত্যর্থঃ। তস্মিংস্ত্বয়ি—তাদৃশে ত্বয়ি, কিং বীর্য্যমিতি যক্ষমব্রবীৎ। যদিদং পৃথিব্যামস্তি, সর্ব্বমপীদং দহেয়ম্ ইত্যগ্নিরব্রবীৎ। তস্মৈ—অগ্নয়ে, এতদ্দহেত্যুক্ত্বা, কিঞ্চিৎ তৃণং তৎপুরতো নিদধৌ, যক্ষমিত্যর্থঃ। তৎ—তৃণং, দগ্ধুং, সর্ব্বজবেন—সর্ব্ববেগেন, উপপ্রেয়ায়—সমীপমগমৎ। গত্বা তন্ন শশাক দগ্ধুম্। সঃ—অগ্নিঃ, তত এব—তাবন্মাত্রত এব, যক্ষরূপমনির্দ্ধার্য্য, নিববৃতে—নিবৃত্তবান্। নিবৃত্য চ দেবান্ অব্রবীৎ, যদেতদ্যক্ষমিতি এতদ্বিজ্ঞাতুং নাশকমিতি ॥ ২ ॥

অথ—অনন্তরম্। বায়ুং—নাসিক্যবায়ুম্। প্রাগ্বদ্ব্যাখ্যা। আদদীয়ম্—আদদানীত্যর্থঃ। তস্মাৎ তিরোদধে। তস্মাৎ—প্রদেশাৎ, অন্তর্হিতমভূদিতি বা। ইন্দ্রস্যাধিকবুদ্ধিত্বাৎ মাং প্রতি কোঽসীতি প্রশ্নে কৃতে অসুরাবেশদূষিতত্বেনেদানীং ময়া ব্রহ্মণা শিবেন চ সাক্ষাদুপদেশানর্হত্বাৎ তিরোদধে ইতি বার্থস্তস্মাদিত্যস্য। ব্রহ্মাদিভিঃ সহেতি যোজ্যম্। সঃ—ইন্দ্রঃ, তস্মিন্নেব যক্ষতিরোধানাকাশপ্রদেশ এব যক্ষেণোপদেশার্থং স্থাপিতাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা, আজগাম—তৎসমীপং প্রাপ্তবান্। সা কা? ইত্যত উক্তং, বহ্বিতি। হৈমবতীং—হিমবৎপুত্রীম্। এতদ্যক্ষং কিমিতি, তাং—দেবীম্, উবাচ—পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ৩ ॥

৩য় ভাগ।] আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬। [৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।
শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।
৩৯।১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে
শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

	বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক
১।	আগমনী ...	শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা ...	১৬১
২।	সতীতেজ ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল	১৬৬
৩।	মানবীয় সপ্ততত্ত্ব	যুগলসেবক	১৭২
৪।	পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ এম, এ, বি-এল	১৭৫
৫।	শ্রীমৎহরিদাস ঠাকুর	শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	১৭৯
৬।	ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাষ্‌কিসঙ্গে	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা ...	১৮৩
৭।	অভিচার ...	ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৮৮
৮।	রাখালের গল্প ...	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল	১৯০
৯।	কাশী পঞ্চক-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে বি, এ ...	১৯৩
১০।	জীবন্মুক্তির পরে	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি-এল	১৯৬
১১।	ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ...	১৯৯
১২।	চিত্রগুপ্ত বা গুপ্তচিত্র	শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ ...	২০৫
১৩।	সঙ্গীত ...	রাণী শ্রীমতী মৃণালিনী ...	২০৮
১৪।	সঙ্কীর্ত্তন ...	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	২০৮
১৫।	গান ...	শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত ...	২১০
১৬।	হিন্দুধর্ম্ম তত্ত্ব ...	শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম, এ ...	২১০
১৭।	ভক্তিতত্ত্ব ...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি	২১৩
১৮।	উত্তরাখণ্ডে ...	... ...	২১৮

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রী অঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ৩৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ।
৩৯। ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২॥০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১॥০ টাকা লাগিবে।

এই মাস হইতে ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত জ্ঞানেনচন্দ্র ঘোষকে পন্থার এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইল।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক।
কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।
২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।
কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।
৩৯ ১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbary Street ; Calcutta.

৩য় ভাগ। { আশ্বিন, ১৩০৬ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আগমনী।

(১)

এস, মা, আনন্দময়ি! আনন্দে মাতাও,
নিরানন্দময় বঙ্গে, ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে,
আতঙ্কে আকুল জীবে, জননি! হাসাও,
সন্তানের শত ব্যথা বারেক ভুলাও।

(২)

উজল, উজলা দেবি! বঙ্গের গগন,
স্বরূপেতে দশদিশি, আলোকিয়া দিবানিশি,
মুছাও কালিমা, কর প্রীতি-বরিষণ;
হউক, জননি! বঙ্গ আনন্দে মগন।

(৩)

কতদিন গে'ছ চলি কোথায় জননী,
এখানে সন্তান তব, বেদনা ব্যথিত সব,
তৃষিত হেরিতে তব চরণ দুখানি,
এস মা, এস মা, উমা, মহেশমোহিনী।

(৪)

কার্ত্তিকেয়, গণপতি, লক্ষ্মী, বীণাপাণি,
মহাভাগ্য মহাসুরে, লয়ে সাথে সর্ব্বসুরে,
জগন্‌মোহিনী বেশে, অসুরনাশিনী,
শরতে শারদে ! সাজ, মা, সিংহবাহিনী।

(৫)

দেখ না, জননি ! নয়ন মেলিয়া,
জীবের কি বেশ, দেখনা আসিয়া,
শোক, দুঃখ, তাপ, সদা দহে হিয়া,
সদা রয় তারা জীবনে মরিয়া,
হতাশ-পরাণে আকাশে চাহিয়া,
জুড়াও, জননি ! তাদের আসি।

(৬)

ওই মহামারী, বিকট আকারে,
বধে নরনারী, বাছেনাকো কারে,
ওই, অন্নপূর্ণে ! অন্নহীন নরে,
হাহাকার করে, আহা ! ক্ষীণ-স্বরে,
এ ঘোর কুদিনে, অভয়ে ! কাতরে
দাও মা অভয়, এ ভয় নাশি।

(৭)

দুর্ব্বলের দেহে বলীর পীড়ন,
শোন মা, আসি সে করুণ রোদন,
দেখ মা, এ বঙ্গে কি রঙ্গ ভীষণ,

অবলার প্রতি পশু আচরণ,
জ্ঞানবুদ্ধি হারা, আঁখি ভরা ধারা
দুঃখের অকুল পাথারে ভাসি।

(৮)

তাই সকাতরে ডাকি গো জননি !
নাশ এ দুর্গতি, দুর্গতি-নাশিনি !
নেহারি তোমারে সভয় অন্তরে,
যা'ক মহামারী ত্বরা মা, অন্তরে,
ক্ষুধাতুর-ক্ষুধা হ'ক নিবারণ,
দুর্ব্বল, পীড়ন হ'ক বিস্মরণ,
অবলার অশ্রু কয় গো মা, দূর,
হ'ক শোকে শান্ত, নীরোগ আতুর,
দ্বেষ হিংসা ভুলি, প্রাণমন খুলি
আবার আনন্দ-অন্তরে হাসি।

(৯)

পাষাণ (ও) জননি ! তব আগমনে,
হরষিত হয় স্বজনের সনে,
শ্যামল বরণে প্রান্তর কানন,
দেখায় তাদের প্রীতি—নিদর্শন ;
তড়াগ তটিনী আনন্দেতে ভুলে,
উছলে, জননি ! তারা কুলে কুলে,
ফুটিছে কুসুম সুষমায় ভরা,
পুলকে পূরিত সমুদয় ধরা,
দেখিতে তোমারে সবে অভিলাষী,
কর পূর্ণসাধ, জননী গো, আসি।

(১০)

উঠি মা, প্রভাতে, তুলি ফুল দলে,
গাঁথি তায় মালা, সাজাইব গলে,

দিব মা অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া,
জবা বিল্বদলে চরণ ঢাকিয়া,
সে চরণ শোভা হেরিব মা যবে,
ভুলিব আপনা ভুলাইব সবে,
জ্বালা, দুঃখ, শোক,—করমের ফল,
নেহারি চরণে ভুলিব সকল ;
হাসিবে সকলে হাসিব আপনি,
হউক সে দিন, জগৎ-জননি !

(১১)

ঘাত প্রতিঘাতে ভরা মাগো ! এ সংসারে,
নিয়ত ডুবাতে চায়, নিরাশা সাগরে,
করিতে সজীব তাই সন্তানে তোমার,
সাদরে ডাকি মা, তোমা সানন্দ-অন্তরে।

(১২)

ফুল্ল মনে ফুল্ল প্রাণে সহ প্রিয়জন,
সুখের সাগরে সুখে করি'সন্তরণ,
সমুখে, শোভিবে তব ও রাঙ্গা চরণ,
হেরিব, সকলে মিলি, ভরিয়া নয়ন।

(১৩)

শরতে, অম্বর পরে নব নীলাম্বর,
শারদে ! অম্বর নব পরে নারীনর,
নব সাজে নব ভাবে নূতন জীবনে,
আবার জাগিছে আশা হতাশের মনে ;
তব আগমনে সুখ করে আগমন,
তাই এত তৃষা তব হেরিতে চরণ।
রাজা, প্রজা, ধনী, দুঃখী,—সন্তান সকলে,
বিপদে, সম্পদে, মাগো ! রাখিও কুশলে।

(১৪)

বোধনে প্রবুদ্ধ হ'য়ে এস গো জননী,
আনন্দে মাতুক মাগো ! অখিল অবনী।
দুর্গে ! দুর্গে ! দুর্গে ! মা ! মা ! দুর্গতি হারিণি !
এদীনে সুদিন দাও, কুদিনে, তারিণি !

(১৫)

এস মা, এস মা, উমা ! হরমনমোহিনি !
হেরিব মানসে, তোমা, চণ্ডমুণ্ড নাশিনী।
বিদ্দুদ্দাম সমপ্রভা, মৃগপতি আসনা,
দশায়ুধ করে ধৃতা, শ্রীদুর্গা ত্রিনয়না।

(১৬)

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ত্রিতাপ হারিণি !
জয় সর্ব্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্তুতে ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালি ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বধা স্বাহা নমোহস্তুতে ॥
প্রণব রূপিণি দেবি চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনি।
ভক্তিপ্রীতি দেহি দেবি যশঃ স্বাস্থ্যং ধনং সুখম্ ॥

(১৭)

বেহাগ, আড়া।

(এস মা) শিবমোহিনি !
শুভদে, শুভদে ! মাগো, অশুভ নাশিনি !
নিরানন্দ নাশ তরে, এস, গো ! ধরণী'পরে,
দশায়ুধ দশ করে, ধ'রে জননি !
কতদিন তোমা হারা, রয়েছি সন্তান মোরা,
দু'খে চখে সদা ধারা, দু'খ হারিণি !
সদাশিব আশুতোষে, সদা তোষ, মা, অশেষে,
তোষ জীবে, দয়াবশে. এসে অবনী।
জ্ঞানহীন গুণহীন, ভকতি ভজনাহীন,
কাতরে ডাকে মা, দীন, দীনতারিণি !

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা।

সতীতেজ।

হিন্দু রমণীগণের কাছে সাবিত্রী সুন্দরী সতীত্বের আদর্শ; এই আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া হিন্দুগণ ইহাই বুঝিয়াছিলেন যে যোগই বল আর ধর্ম্মই বল আর কর্ম্মই বল সতীত্বই স্ত্রীলোকের সব। অন্ধকার রজনীতে উপবাসক্লান্তা সাবিত্রী সুন্দরী মৃত স্বামীকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন এবং যমরাজ সেই সতীর তেজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর জীবন দান করিতেছেন এই চিত্র মনে আঁকিলেই অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে এবং মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়।

"লোকমাতা সতীস্ত্রীগণ এই সসাগরা পৃথিবীরে ধারণ করিতেছেন।" মহাভারতে এইরূপ কথা উল্লিখিত আছে। বাস্তবিকই একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য ইহা বেশ বুঝা যায়। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে পাইবে সতীর প্রণয় আশ্রয় করিয়াই পৃথিবীতে ধর্ম্ম স্থাপিত রহিয়াছে এবং সতীর ক্রোধ হইতেই অধর্ম্মের বিনাশ সম্পাদিত হইতেছে। রামায়ণ এবং মহাভারতের ইতিহাসের ভিতর এই সত্যটি উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করা আছে। পাপাত্মা দুঃশাসন কর্ত্তৃক অপমানিত সতী দ্রৌপদীর ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া পাপনিরত দুর্য্যোধনকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল এই টুকু মহাভারতের ধর্ম্মালোচনার সার; মহা পরাক্রান্ত অতুল বিভবশালী লঙ্কাধিপতি, সতীর অবমাননা করিয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। এই টুকু রামায়ণের ভিতরকার আসল কথা বলিয়া বুঝি। যেখানে সতীর আদর ধর্ম্ম সেইখানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে সতীর আদর নাই সেই খানেই নানারূপ অধর্ম্ম আশ্রয় লইয়া থাকে। সতীর অবমাননায় অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হয়।

পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভ বধ যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার ভিতরে ইহাই দেখিতে পাই যে, যে দিন পাপিষ্ঠরা সতীর অবমাননা করিতে উদ্যত হইল সেই দিনই তাহাদের অধর্ম্মের মাত্রা পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবমানিতা সতীর তেজে পাপিষ্ঠরা শীঘ্রই বিনষ্ট হইল।

প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া নূতন ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। এই বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দিন হইতে সিরাজউদ্দৌলা সতীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন সেই দিন হইতেই মুসলমান রাজত্ব বাঙ্গালা হইতে, ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইল।

যাঁহারা সতীর আদর বুঝিয়াছেন, যাঁহারা সতীর অবমাননায় আপনাদিগকে অবমানিত জ্ঞান করেন, ধর্ম্ম তাঁহাদেরই আশ্রয় করিয়া থাকে। যাঁহারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি খুঁজেন তাঁহারা যেন সতীর আদর করিতে শিখেন। সতীতেজ যাহাতে দেশে পুনরাভির্ভূত হয় সেই বিষয়ে সকলে যেন সচেষ্ট থাকেন; আমাদের দেশে আজ কাল আর সতীর আদর তেমন নাই তাই সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা আজ পরাধীন।

আমাদের দেশের রমণীগণের সতীতেজ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, তোমরা সকলে সাবিত্রী সতীর আরাধনা করিতে শিখ তবেই সতীতেজে তোমাদের রমণীগণ উজ্জল প্রভাশালী হইয়া উঠিবে; তবেই ধর্ম্ম কি পদার্থ তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহাই বুঝি যে যিনি সত্যবান সাবিত্রী দেবী তাঁহার গৃহেই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। পুরুষগণ তোমরা যদি সত্যবান্ হও তবে নিশ্চয়ই তোমরা আপন আপন পার্শ্বে সতী সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে।

সাবিত্রী একটি আদর্শ। এইরূপ এক একটি আদর্শ এক একটি দেবতা। আদর্শানুযায়ী মনুষ্য গড়িয়া লওয়ার নামই দেব আরাধনা। আদর্শ চিত্রে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে মনুষ্যের দেবারাধনারূপ কর্ম্মে একাগ্রতা থাকে না এবং কর্ম্মও সফল হয় না। সুতরাং যদি সতী দেবীর আরাধনা করিতে চাও তবে সতী নামে প্রগাঢ় ভক্তি সংস্থাপন করিতে শিখ। তাহার পর 'তৎত্বমসি' বেদের এই মহাবাক্য অবলম্বনে দেবারাধনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ পূজা পদ্ধতি অবলম্বনে কর্ম্ম আরম্ভ করিলে সাবিত্রী শক্তি তোমার ঘরে আবির্ভূতা হইবেন।

"তৎ ত্বম্ অসি" অর্থাৎ তুমিই সেই, এই কথাটি ভালবাসা শিক্ষার মূল মন্ত্র বলিয়া বুঝ। কল্পনাপটে চিত্রিত যে আদর্শকে বড় সুন্দর বুঝিয়া, তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, বাহিরের কোন মনুষ্যে সেই ভালবাসা ন্যস্ত করিতে শিখায় নাম

ভালবাসা শিক্ষা। কর্ম্মসূত্রে যাহার সহিত বদ্ধ থাকায় যাহাকে জীবনের চির-সঙ্গিনী করিবে স্থির করিয়াছ তাহাকে সাবিত্রী সদৃশী সতীতেজে তেজস্বিনী করিয়া লওয়াই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। "তৎত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই সেই সাবিত্রী" সহধর্ম্মিণীকে এই জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে স্নেহভাবে ভালবাসিতে শিখ। যাহার সঙ্গে একত্রে থাকা যায় তাহাকে ভাল ভাবিতে ভাবিতে সে ভাল হইয়া দাঁড়ায়, তাহাকে মন্দ ভাবিতে ভাবিতে সে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

তোমার সহধর্ম্মিণীকে যদি তোমার আদর্শ রমণীর ন্যায় দেখিতে শিখ তবে ক্রমে ক্রমে তোমার সঙ্গিনী সেই আদর্শ রমণীর অনুরূপ হইয়া উঠিবে। যদি তাহা না হয় তবে তোমার ভালবাসার জোর নাই বুঝিও। তোমার আদর্শ রমণী সম্মুখে থাকিলে তাহার সহিত তুমি যে অবস্থায় যেরূপ ভালবাসা মাখা কথা কহিতে, যেরূপ ভালবাসামাখা আচার ব্যবহার করিতে, তোমার সঙ্গিনীর সহিত যদি ঠিক সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ কথাবার্ত্তা সেইরূপ আচার ব্যবহার কর তবে তোমার ভালবাসার গুণেও তোমার কথাবার্ত্তার গুণে বদ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গিনী তোমাতে এরূপ আকৃষ্ট হইবেন যে তখন তুমি তাঁহাকেই সহজেই নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইতে পারিবে!

এখন একটি কথা আছে। যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছি তাহাকে ভাল ভাবিয়া তাহার সহিত সেই রকম কথাবার্ত্তা কহাটা কপটাচার কি না? যেখানে সত্য সেই খানে ধর্ম্ম; সেখানে মিথ্যা সেই খানে অধর্ম্ম। সুতরাং যদি মন্দকে ভাল ভাবা মিথ্যা হয়, তবে সেরূপ কাজে অধর্ম্ম আছে। ইহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে মন্দকে ভালবাসা কখনই কর্ত্তব্য নহে মন্দকে মন্দ বলিয়াই বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আসলে মানুষ কখনও মন্দ নয়। মানুষে যখন যাহা মন্দ দেখিতে পাই তাহা মলা মাত্র; সেই মলা পরিষ্কার করিতে পারিলেই মানুষের স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশ পায়। তুমি যাহাকে মন্দ বলিয়া বুঝিতেছ বাস্তবিক সেই মনুষ্য বড় পবিত্র বড় সুন্দর, তোমার ভালবাসার জলে তাহার মলা ধৌত করিয়া লইলেই দেখিতে পাইবে যে ভিতরকার মানুষ বড়ই পবিত্র বড়ই সুন্দর। কাদা মাখা ঝিনুকের ভিতর মুক্তা আছে এটি যিনি জানেন তিনি কাদা মাখা ঝিনুকেরও আদর বুঝেন। মানুষের বাহিরে মলা দেখিয়াই মানুষকে ঘৃণা করিও না, পাপকে ঘৃণা করিও

কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। মহাভারতে এইরূপ কথা আছে যে স্ত্রীলোক মাত্রেই সতীদেবীর অংশ এবং পুরুষ মাত্রেই অনঙ্গ-বিজয়ী ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের অংশ। এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিয়া 'তত্ত্বমসি' মহামন্ত্র সাধনা করিতে শিখ, তাহা হইলেই ভালবাসার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের সত্যবক্তা এক সঙ্গে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যেখানে স্ত্রী সতী সেইখানে স্বামী সত্যবান্ হইতে থাকেন এবং যেখানে স্বামী সত্যবান্ সেইখানে স্ত্রী সতীতেজে ভূষিতা হন। সুতরাং যিনি স্ত্রীকে সতী-তেজে প্রদীপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন সত্যের আদর্শানুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করিতে সদাই সচেষ্ট থাকেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বলে শিষ্যা স্ত্রীকে উন্নতা করিতে হইবে এবং 'সোঽহং' অর্থাৎ "সেই আদর্শ পুরুষই আমি" এই ভাবিয়া নিজের অন্তকরণকে সেই আদর্শ পুরুষের মনের ন্যায় সুন্দর করিতে হইবে। যখন দেখিবে যে তোমার ভালবাসার আধারের কাছে তোমার অন্তরের ভাব সমূহ যথাবৎ প্রকাশ করিতে আগ্রহতা জন্মিয়াছে কোন বিষয় গোপন করিবার ইচ্ছা কখনও হয় না তখনই জানিও যে তোমার ভালবাসা পরিপক্কতা পাইয়াছে। যিনি নিজের মনের ভাব অকপটে যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই যথার্থ সত্যবান। স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেই স্ত্রীর হৃদয়ে সতীত্ব ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; স্বামী সত্যের সাহায্যে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। সত্য আর সতীত্ব এই দুটির যোগই প্রধান যোগ। যেখানে এই যোগ ঘটিয়াছে ধর্ম্মভাব সকল সেই ক্ষেত্রে আপনাপনি ফুটিতে থাকে। অর্দ্ধ-নারীশ্বর মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পার্ব্বতীর মিলনই পবিত্র যোগ। একাত্মা পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রুপদ দুহিতার মিলন এই প্রকারের যোগ; এই যোগ হইতে যে সকল ধর্ম্মভাব ফুটিয়াছিল সেই সকল কথাই মহাভারতের নিষ্কাম ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

সত্য কাহাকে বলে? ভ্রান্তি সত্যের বিপরীত; ভ্রান্তির সহিত যুদ্ধ করিতে যিনি দৃঢ় সংকল্প তাঁহারই আচরণকে সত্যাচার কহে। যিনি নিজের ভ্রম দূর করিতে সতত সচেষ্ট এবং যিনি কখনও অপরকে ভ্রমে ফেলিবার ইচ্ছা করেন না তিনিই সত্যবান। 'সত্যবাক্য' কথাটির দুই প্রকার অর্থে প্রয়োগ আছে; যাহা যেমন দেখিয়াছি যেমন শুনিয়াছি বাহিরে ঠিক সেইরূপ বলার

নাম সত্য বাক্য প্রয়োগ এবং যে কথা কহিব যে প্রতিজ্ঞা করিব সেই কথা, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার নামও সত্য বাক্য প্রয়োগ। পূর্ব্বে সত্য কথাটির যে যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে সেই মুখ্য অর্থ হইতেই 'সত্য' কথাটির এই দুই প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়াছে। আমি যাহা যেরূপ দেখিয়াছি যেরূপ শুনিয়াছি অন্যকে তাহা না বলিয়া যদি অন্যরূপ বলি তবে সেই অন্য লোককে ইচ্ছা পূর্ব্বক একটি ভ্রমে ফেলা হইল। আমি যদি এক জনকে বলি যে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তবে সে ব্যক্তি আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কেননা সে বুঝিয়াছে যে আমি তাহার সহিত কালি সাক্ষাৎ করিব, তাহার পর আমি যদি আমার কথা মত কার্য্য না করি তবে সেই লোককে একটি ভুল বুঝাইয়া দিলাম বলিতে হইবে।

অপরকে কখনও ভ্রমে ফেলিও না; কেননা কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তুমি যদি একজনকে ভ্রমে ফেলিয়া থাক তবে তোমাকেও একদিন না এক দিন ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ভ্রান্তিই মনের মলা। যেখানে ভ্রান্তি দেখিতে পাইবে, সেইখান হইতেই সেই মলা ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে, তবেই ক্রমশঃ সুন্দর হইতে পারিবে।

ছোট খাট রকম দুই একটা মিথ্যা কথা কহিতে দোষ কি? আমি যদি অপর কাহাকেও দুই একটা ছোট রকমের ভ্রমে ফেলিয়া থাকি তবে আমিও না হয় দুই একবার ছোট রকমের ভ্রমে পতিত হইব, তাহাতে আর বেশী ক্ষতি কি? যদি কেহ ওরূপ কথা বলেন তবে তাহার উত্তর এই।—

সত্য কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মানই সত্যাচারী হইবার প্রধান উপায়; চিত্তের গঠন এতদূর উন্নত করিয়া লওয়া চাই, যে অসত্য ব্যবহার মনে আসিলেই যেন মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; যাঁহার অন্তর এইরূপ পবিত্র হইয়াছে তিনি ছোট খাট মিথ্যা ব্যবহারেও আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া তাঁহাকে সত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় না। তাঁহার অন্তরের মানুষ তাঁহাকে যাহা সত্য সেই কার্য্যেই উত্তেজিত করে এবং যাহা অসত্য সেই কার্য্য হইতে তাঁহাকে প্রতি নিবৃত্ত করে। সুতরাং 'সত্য' এই কথাটির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সংস্থাপন করিয়া যাহা সৎ তাহারই দিকে অগ্রসর হইতে শিখা কর্ত্তব্য। মনের মলা পরিষ্কার করিতে পারিলে অন্তরে যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রকাশ

পায় সেই আলোকটির নাম সৎ? এই আলোক যথাবৎ বাহিরে প্রকাশ করিবার চেষ্টার নাম সত্যাচার। সৎ পদার্থের ভাবকে সত্য বলা যায়। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ সতী। এই সতীর ভাবকে সতীত্ব বলে।

যিনি সামান্য ইন্দ্রিয় সুখভোগে মুগ্ধ, তিনি সতীত্ব বা সত্য কাহারও উপাসক হইতে সক্ষম হন না। যিনি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত তিনি মানুষের ভিতরকার স্থির সৌন্দর্য্য কিরূপ তাহা বুঝিতে সক্ষম হন না। ইন্দ্রিয় সুখভোগের ইচ্ছা থাকিলে মনে যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় সেই চাঞ্চল্য নিবন্ধন প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহা মানুষে বুঝিতে পারেনা; বাহ্যিক অসুন্দর বিষয়ে আকৃষ্ট হয়; পতি নিজেকে চিনিতে পারে না এবং স্ত্রীও স্বামীকে চিনিতে পারে না। দম গুণ না থাকিলে কেহই সতী বা সত্যবান্ হইতে সক্ষম হন না। হরপার্ব্বতীর মিলনের পূর্ব্বে মদন ভস্মীকৃত হইয়াছিল; পার্ব্বতীর প্রতিজ্ঞা মহাদেব ব্যতীত অন্য বর চাই না, তিনি সেই কামনায় ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া তপঃ প্রভাবে মহাদেবের মন তৎপ্রবণীকৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

সতীত্ব ও সত্য সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা কিছুই বলা হইল না। সতীত্ব ও সত্য এই দুটি কথার আদর যতই বাড়িবে পৃথিবীর ততই শ্রীবৃদ্ধি। এই সত্যটি এত গভীর বলিয়া বোধ হয় যে সেই গভীরতা প্রকাশ করিবার ভাষা যেন নাই। এস ভাই সব আমরা লোক মাতা সতী স্ত্রীগণকে নমস্কার করিতে করিতে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' সেই পরম পুরুষের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে শিখি।

উপসংহার।

উপরের লিখিত প্রবন্ধটি প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রচার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ লেখাটি আমার বটে কিন্তু প্রবন্ধটির অধিকাংশ কথা সতীতেজে দীপ্তা কোন রমণীর। পতিরতা সেই সতী সতীতেজ সম্বন্ধে ইহাও শিখাইয়া গিয়াছেন যে সতী স্ত্রী তাঁহার হৃদয়মধ্যে নীলাবর্ণের একটি আগুন দেখিতে পান। সতীর ক্রোধ হইলে এই অগ্নি ঘোর কালী মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সতী যখন ভালবাসা বিতরণ করেন তখন এই অগ্নি শ্যামসুন্দর রূপ ধারণ করেন এবং

যখন সতী জ্ঞান দান করেন তখন ইহা সুন্দর কালীমূর্ত্তি ধারণ করেন। জ্ঞান-দায়িনী কালীর দুই হাতে বাঁশী এক হাতে মুণ্ড এক হাতে অসি। আর বেশী কোন কথা এখন লিখিতে পারিলাম না।

নমো সতীশ্বরায়।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

মানবীয় সপ্ত তত্ত্ব।

(৪র্থ সংখ্যার ১০৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

স্থূল শরীর বা ভাণ্ড দেহ।

আমরা মানবের যে সপ্ততত্ত্বের কথা বলিতেছি উহার মধ্যে স্থূলদেহটি অন্য কয়টির আধার; সেইজন্য স্থূলদেহকে ভাণ্ডদেহ বলা হইয়া থাকে। মনুষ্যের যে দেহটি চক্ষু কর্ণাদি বাহেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থে গঠিত, ত্বক, লোহিত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু যাহার উপাদান সেই দেহটিই আমাদের ভাণ্ডদেহ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যাহায্যে এই ভাণ্ডদেহের উপাদান সকল সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই দেহটি অসংখ্য জীবাণুর আবাসভূমি। দেহস্থিত সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুর কণামাত্র লইয়া অণু-বীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে ঐ কণামাত্র পদার্থ অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার জীবাণুদেহের সমষ্টি। এই জীবাণুদেহগুলিকে ইংরাজীতে **Cell নাম** দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত জীবাণুদেহের প্রত্যেকের মধ্যে জীবনীশক্তি বিদ্যমান আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল জীবাণু দেখা গিয়াছে, উহাদের আয়তন এত ক্ষুদ্র যে উহাদের ব্যাস এক ইঞ্চির $\frac{১}{১০০০}$ অংশেরও ন্যূন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহা অপেক্ষাও আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এই দেহ মধ্যে বাস করিতেছে, তাহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেরও অগোচর। নয়নের অগোচর অতি সূক্ষ্ম যে ডিম্ব জননীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; তাহাও এই একটি জীবাণুকোষ (Cell) ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পরীক্ষা দ্বারা এই সকল জীবাণুকোষের অভ্যন্তরে এক প্রকার অর্দ্ধ তরল পদার্থ দেখা যায়, উহাকে প্রটোপ্ল্যাজম্ (Protoplasm) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থ স্বচ্ছ ও বর্ণবিহীন। একটি পক্কবীজ অর্দ্ধ পক্কাবস্থায় মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলে উহার মধ্যে যে তরল পদার্থ একটু দেখা যায় প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থ সেইরূপ। এই প্রটোপ্ল্যাজম্ পদার্থই জীবাণুকোষের জীবনীশক্তির আধার।

প্রত্যেক জীবাণুকোষ এক একটি সজীব দেহ এবং আমাদের এই স্থূলদেহ এই অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি; এই দেহপুরীর অধিবাসী এই জীবাণুগুলিই এই দেহের পোষণ ও রক্ষণ করিতেছে। উহারা আপনাদের পোষণের অনুকূল পদার্থ গ্রহণ ও প্রতিকূল পদার্থ ত্যাগ করিয়া এই দেহকে রক্ষা করিতেছে। এই জীবাণুদের মধ্যে আবার সৈন্যের দল আছে। বাহিরের বিষাত্মক কোন জীবাণু যদি দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, তবে ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে। দুইটি জীবাণুর যুদ্ধ বড় মজার। একটি আর একটির সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে গিলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে; যাহার শক্তি বেশী সেই অন্যটি খাইয়া ফেলে। দেহের জীবাণুকোষগুলির এইরূপ কার্য্য নিবন্ধনই রোগের ব্যাসিলী (Bacilli) (এই ব্যাসিলীরাও জীবাণু) সকল সহজে দেহপুরী আক্রমণ করিতে পারে না। এই দেহের মধ্যে কত কাণ্ডকারখানাই আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, এই জীবাণুগুলিই সেই সমস্ত কার্য্যের অধি-নায়ক। আমরা আহার করি; খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ ও উদরস্থ করি, কিন্তু তার পর সেই খাদ্যদ্রব্য লইয়া কে কি করে কিছুই জানি না। খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক হইয়া উহার সারভাগ শোণিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীরে চালিত হইতেছে এই সমস্তই জীবাণুকোষ সমূহের কার্য্য। আজি আমার অঙ্গে এক জায়গায় ক্ষত হইলে দিন কতক মধ্যে সেই ক্ষতস্থান সারিয়া গেল, ইহাও উক্ত জীবাণুকোষ সকলের কার্য্য। একটি উই ঢিপির একজায়গা একটু ভাঙ্গিয়া দাও, অমনি দেখিবে ভিতর থেকে দলে দলে উই বাহির হইয়া সেই ভাঙ্গাস্থান মেরামৎ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছে। এই দেহটীও ঠিক ঐরূপ যেন এক উই ঢিপি, অসংখ্য জীবাণুর নিবাসভূমি। জীবাণুদের এই ঘর তাহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছে ও তাহারাই রক্ষা করিতেছে। আমার এই দেহ যদি অসংখ্য জীবাণুর

নিবাসভূমি হইল, তবে আমি কে? আমার বাস কোথা? দেহতত্ত্ব চিন্তা করিতে গেলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। মানবের মনে যখন এই চিন্তা উদয় তখন তিনি সাধনার সপ্তভূমির মধ্যে প্রথম ভূমিতে পদার্পণ করেন।

উইঢিপির সহিত এই দেহের আর এক বিষয়ে উপমা হইতে পারে। একটি উইঢিপির মধ্যে অনেক পুত্তিকা আছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান, এই দুইটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে উইয়ের রাজারাণী বলে। যে মাটিতে উইঢিপি হইয়াছে সেই মাটির খুব নিচের দিকে এই রাজ-রাণী বাস করে। যদি কোন উইঢিপি নষ্ট করিতে চাও তবে যতক্ষণ এই রাজা-রাণীকে বাহির করিয়া স্থানান্তরিত না করিবে ততক্ষণ উইঢিপি নষ্ট করিতে পারিবে না। ইতর পুত্তিকাদিগকে মারিয়া ফেলায় অল্পকাল পরেই রাণী বহুল সন্তান অল্পকাল মধ্যেই প্রসব করিয়া থাকে এবং তাহারা এই ভগ্নগৃহ শীঘ্র মেরামৎ করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করিতে পার তবে ইতর পুত্তিকারা আর সে গৃহে থাকিবে না; উইঢিপিটি আর সজীব থাকিবে না, উহা শীঘ্রই শুকাইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যাইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের এই স্থূল দেহটি একটি উইঢিপির ন্যায় অসংখ্য জীবাণুর আবাস ভূমি; অধ্যা তত্ত্ববিদ্গণ আরও বুঝেন যে পুত্তিকা-দের ন্যায় এই অসংখ্য জীবাণুগণের মধ্যে রাজা ও রাণী আছেন; এই রাজা ও রাণী যতক্ষণ দেহে বাস করেন ততক্ষণ রাণী বহুল সন্তান প্রসব করিয়া তাহা-দের দ্বারা দেহের পোষণ ও রক্ষণ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অন্তর্দৃষ্টি স্ফুরিত হইলে মানব এই রাজা ও রাণীকে দেখিতে পান। তখন তিনি দেখেন যে দেহ মধ্যে বিন্দুর আকারের একটি কোষ আছে, উহার একার্দ্ধ এই দেহের রাজা এবং অপরার্দ্ধ এই দেহের রাণী। একটি ছোলা যেমন দুই খণ্ড কিন্তু একটি খোসাতে ঢাকা এই রাজা রাণীর কোষটিও সেইরূপ। অন্ধকার রাত্রে জোনাকি পোকার অঙ্গ হইতে যেমন আলোক বহির্গত হইতে দেখা যায় এই রাজারাণীর কোষটি হইতেও সেইরূপ জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে; এই জ্যোতিই এই রাজারাণীর প্রাণ। ইহাঁদেরই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য জীবাণুগণ কার্য্যক্ষমতা পাইয়া থাকে। এই রাজারাণীর অঙ্গ জ্যোতি সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া দেহস্থিত অনন্ত-কোটি জীবাণুকোষ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই দেহকে সজীব রাখিয়াছে। এই

রাজারাণীর জীবনীশক্তির অন্তর্দ্ধান হইলেই জীবাণু সমূহ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং প্রটোপ্ল্যাজম্ সমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলে; প্রটোপ্ল্যাজম্ বিনষ্ট হইলেই দেহ একেবারে প্রাণ শূন্য হইয়া পড়ে। ইহারই নাম মৃত্যু।

বোঝা গেল যে আমার এই দেহ অনন্ত সংখ্যক জীবের আধার ক্ষেত্র এই অনন্ত সংখ্যা ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে, অসংখ্য জীব যে এক আধারে সন্দিত হইতেছে সেই আধারের স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করাই মূলাধার চিন্তা। এই মূলাধার চিন্তা করিতে করিতে দেহমধ্যে বিন্দুরূপী রাজারাণীর যখন দর্শন হয় তখন সাধক বুঝিতে পারেন যে ঐ বিন্দুই তাঁহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই ভাণ্ড দেহটি যাহা এখন আমার দেহ বলিয়া অভিমান করি, উল্লিখিত বিন্দু দর্শন কালে সেই অভিমান টুকু আর থাকে না এই অবস্থায় সাধক সাধনার দ্বিতীয় ভূমিতে পদার্পণ করেন। এই দ্বিতীয় ভূমির নাম সাধিষ্ঠান।

ক্রমশঃ

যুগল সেবক।

পৌরাণিক কথা।

(১ম সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

দক্ষযজ্ঞ।

প্রজাপতিগণ এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে দেবতা ও ঋষি সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই সভামধ্যে আগমন করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা ও শিব ব্যতিরেকে সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জামতা কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া, দক্ষ ক্রোধান্ধ হইলেন এবং শিবকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। দক্ষের জ্ঞান যে শিব তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এই জন্য তিনি তাঁহার শিষ্য।

এষ মে সিধ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যাইব সাধুবৎ॥

জল স্পর্শ করিয়া দক্ষ শাপ দিলেন—

অয়ন্তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ॥ ভা, পু, ৪—২

দেবগণের অধম এই ভব, দেবযজ্ঞে ইন্দ্র, উপেন্দ্র আদি দেবগণের সহিত যেন যজ্ঞভাগ না লাভ করেন।

নন্দীশ্বর প্রতিশাপ দিলেন—

য এতন্মর্ত্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহত্যজ্ঞঃ পৃথগ্দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ ॥
গৃহেষু কৃটধর্ম্মেষু সক্তো গ্রাম্য সুখেচ্ছয়া।
কর্ম্মতন্ত্রং বিতনুতাদ্বেদবাদ বিপন্নধীঃ ॥
বুদ্ধ্যাপরাভিধায়িন্যা বিম্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ ॥ ভা,পু ৪ ২

অজ্ঞ দক্ষ আপনার মর্ত্ত্য শরীরকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অপ্রতিদ্রোহী ভগবান্ শিবের প্রতিদ্রোহ করিল। এই পৃথক্ দৃষ্টির জন্য ইনি তত্ত্ব হইতে বিমুখ হইবেন। গ্রাম্যসুখ চরিতার্থ করিবার জন্য ইনি পরিবার বর্গে ও কৃটধর্ম্মে রত হইবেন। বেদবাদ দ্বারা নষ্ট বুদ্ধি হইয়া ইনি কর্ম্মতন্ত্র বিস্তার করিবেন। এই ত গেল প্রথম শাপ।

দ্বিতীয় শাপ এই যে, ইনি দেহাদি অনাত্ম বস্তুতে আত্ম বুদ্ধি করিয়া পশু তুল্য হইবেন ও স্ত্রীতে অনুরত হইবেন।

তৃতীয় শাপ এই যে ইহাঁর মুখ ছাগের ন্যায় হইবে।

শ্বশুর জামাতার এই বিদ্বেষ ভাব বহুকাল যাবৎ রহিয়া গেল। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়া, দক্ষ অতিশয় গর্ব্বান্বিত হইলেন। তিনি বৃহস্পতিযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সতী ও শিব ব্যতিরেকে সকলকেই নিমন্ত্রিত করিলেন। সতী লোক মুখে পিতৃ যজ্ঞের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, সেখানে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং পতিকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। মহাদেব নিষেধ করিলেও তিনি যজ্ঞ স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে দেখিলেন যে রুদ্রকে যজ্ঞ ভাগ দেওয়া হয় নাই। ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া, ভগবতী পিতাকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন এবং সেই যজ্ঞ ভূমিতেই দেহত্যাগ করিলেন। শিবের অনুচরবর্গ যজ্ঞ নষ্ট করিলেন তাহারা দক্ষের মুণ্ড ছেদ করিল, এবং যাহারা দক্ষের পক্ষপাতী হইয়াছিল, তাহাদের অত্যন্ত দুর্গতি করিল। দেবতারা স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন যে দক্ষ অজমুখ হউক।

ভগবতী দাক্ষায়ণী পূর্ব্ব কলেবর ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

এই হইল সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সৃষ্টির ধারা দ্বিবিধ। সৃষ্টির আরম্ভে অশরীরী জীব প্রথমে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গলোকে অবস্থিতি করে, পরে পৈশাচিক দেহ ধারণ করিয়া ভুবর্লোকে অবস্থিতি করে এবং অবশেষে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবরুদ্ধ হয়।

এই হইল সৃষ্টির প্রথম ধারা। এ সৃষ্টির অর্থ আর কিছু নয় কেবলমাত্র সূক্ষ্ম হইতে স্থূলতর দেহ ধারণ করা। স্থূলতম পার্ব্বতিক দেহে এই সৃষ্টি ক্রিয়ার অবসান হয়। এ সৃষ্টি একরূপ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে জীবের স্বতন্ত্রতা থাকেনা। কালের স্রোতে, অবিদ্যার ধারাবাহিক প্রবাহে, দেহ পরম্পরা আসিয়া জীবকে পরিচ্ছিন্ন করে। এককালীন যে সকল জীব প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে এই ধারায় পতিত হয়, তাহারা এককালে পার্ব্বতত্ব প্রাপ্ত হয়। স্বতন্ত্রতা না থাকাতে তাহাদের বৃত্তিরও পার্থক্য থাকেনা। আমিত্বের পৃথক্ অনুভবও তাহাদের থাকে না।

তমোগুণ দ্বারাই তামসিক দেহের প্রাপ্তি হয়। শিলাময় দেহই তামসিক দেহের চরম। শিব তমোগুণের অধিষ্ঠাতা।

যখন জীব শিলাময় দেহ ধারণ করে, তখন মনে হয় যে শিবের আর কোন কায থাকিল না। দেব সমাজে তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দিবার আর প্রয়োজন কি।

কিন্তু শিলাময় দেহ ধারণ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয় কোথা। যে উদ্দেশ্যে জীব সৃষ্টি, যে উদ্দেশ্যে দয়াময় ঈশ্বর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়া জীবসকলকে কল্পের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনার অঙ্কে ধারণ করেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে যথাযথ কালে ও যথাযথ রূপে অনুপ্রাণিত করেন, সে উদ্দেশ্য তাহা হইলে সফল হয় কিরূপে?

প্রথম ধারার সৃষ্টি কেবল আয়োজন মাত্র। জীবের ইহা গর্ভবাস। শিলাময় দেহে জীবের বাস্তবিক জন্ম। ঐ জন্ম লাভ করিয়া জীব স্বতন্ত্রতা লাভ করে এবং কালের গতি অনুসারে জীবের প্রাণবৃত্তি, ইন্দ্রিয় বৃত্তি ও মনোবৃত্তির বিকাশ হয়। ইহাই দ্বিতীয় সৃষ্টির ধারা।

যখন জীবের জন্য ভগবতী পর্ব্বতের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন; তখনই দ্বিতীয় সৃষ্টির প্রবাহ আরম্ভ হইল।

শিব হইতেই স্বতন্ত্রতার বিকাশ। রুদ্রই অহঙ্কার বৃত্তির অধিদেব।

মহাদেব ভিন্ন কে আমাদিগকে শিলাময় বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে? ত্যাগ ও নাশ কেবল তাঁহা হইতেই। তাঁহারই কৃপায় আমরা মৃত্যু লাভ করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায় আমরা স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া ভুবর্লোক এবং প্রেত দেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোক গমন করিতে পারি। তাঁহারই কৃপায়, দেহের স্থূলত্ব হ্রাসশীল হইয়া জীবকে ইন্দ্রিয় বৃত্তির উপযোগী করে। তাঁহারই কৃপাবলে প্রতি রজনী, প্রাকৃতিক ব্যাপারসকল নিদ্রাবশে অভিভূত হয় এবং হৃদয় মধ্যে আধ্যাত্মিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়।

যেমন যেমন মহাদেব স্থূলতার নিরোধ করেন, তেমন তেমন বিষ্ণু সত্ত্বে সঞ্চার করিয়া জীবকে সচেতন ও সমনস্ক করেন।

বিচার করিলে জানিতে পারা যায়, যে প্রাণবৃত্তি ও স্ত্রীপুরুষ যোগ লইয়া দ্বিতীয় কার্য্য অধিকতর হইয়া থাকে। এ দুইটি পাশব বৃত্তি। দেহে সম্পূর্ণরূপে আত্মবুদ্ধি করিয়াই, পশু বৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে। হতভাগ্য ছাগ আমাদে দেশে পশুবৃত্তির আদর্শ স্থল।

নন্দীশ্বরের তিনটি শাপই দক্ষে ফলিল।

হতভাগ্য ছাগ, তুমি দক্ষকে নিজমুণ্ড দিয়াছিলে বলিয়াই, তৃতীয় সৃষ্টির প্রবাহে তোমার কত মুণ্ডের ছেদন হইতেছে। কিন্তু সেই পাষণ্ড মনুষ্য তোমা হইতেও হতভাগ্য যে তোমার মুণ্ড ছেদন করিয়া তোমার ভাব বিসর্জ্জন দেওয়া দূরে থাকুক, সেই ভাবে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর মহাদেব! দক্ষের সাধ্য যে তাঁহার যজ্ঞভাগ নষ্ট করে? ব্রহ্মা বলিলেন—

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।
যজ্ঞস্তে রুদ্র ভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥

হে রুদ্র, যজ্ঞের যাহা অবশিষ্ট তাহাই যজ্ঞের ভাগ। হে যজ্ঞনাশক রুদ্র, আজ সেই যজ্ঞভাগ দ্বারা দক্ষের যজ্ঞ পূর্ণ কর।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—

অহং ব্রহ্মা চ সর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগ্ বিশেষণঃ॥
আত্মমায়াং গমাবিশ্য যোঽহং গুণময়ীং দ্বিজঃ।
সৃজন্রক্ষন্হরন্ বিশ্বংদধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্ম রুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজোঽনুপশ্যতি॥
যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্য বুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥
ত্রয়াণামেক ভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈভিদাম্।
সর্ব্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

জ্ঞানীর জ্ঞান ভক্তের ভক্তি কায়াও ছায়ার ন্যায় বহু ব্যবধান। জ্ঞানী, হেন জ্ঞান দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভগবানের প্রাপ্য ভক্তি টুকু তাঁহাকে দান করিতে, ভক্ত চাহেন আত্মহারা হইয়া "আমি তোমার" বলিয়া তচ্চরণে হইতে। ইহাই জ্ঞানী ও ভক্তর পার্থক্য ইহাই ভক্তের মাহাত্ম্য। তবে যথার্থ ান ও ভক্তিতে প্রভেদ মাত্র নাই। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলেই প্রকৃত ভক্তির দয় হয় অথবা ভক্তির উদয়েই জ্ঞানের উদয়। ফলকথা পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি ভয়ে মিশামিশি। কিন্তু সাধারণে যে জ্ঞান লইয়া ভগবৎ অন্বেষণে ধাবিত হন সে জ্ঞান হইতে ভক্তি রাজ্য বহুদূরে অবস্থিত। ভক্তের চরিত্র ও শ্রুতি হাব, ভাব মনোরম প্রাণ স্পর্শী। জ্ঞানী প্রকাশানন্দ যখন কাশিতে বেদান্তরসে নিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার চরিত্র কেবল ওজস্বীতাময় ছিল তিনি একজন দাম্ভিক

সন্ন্যাসী মাত্র ছিলেন কিন্তু সেই প্রকাশানন্দ যখন ভক্তিরসে বিভোর হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণাশ্রয় করিলেন তখন কোথায় তাঁহার দাম্ভীকতা, কোথায় বা তাঁহার সেই তেজস্বীতা তিনি সরল শিশুর ন্যায় জগত সংসার ভুলিয়া গিয়াছেন হরি বলিতেছেন, আর নয়ন জলে ভাসিতেছেন। কি মধুর দৃশ্য! যিনি ভক্ত চরিত্রের মাধুর্য্যানুভব করিতে সক্ষম তিনিই বুঝিবেন ভক্তের চরিত্র কি অমৃত-ময়!! আমরাও অন্য একটি ভক্তের অমৃতময় চরিত্রের অমূল্য কাহিনী পন্থার পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিতে উপস্থিত হইয়াছি।

ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের কাহিনী শ্রীগৌর ভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন এই মহাপুরুষের কাহিনী অনেকেই অনেক প্রকারে আলোচনা করিয়াছেন তথা সাধারণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যশোহর জেলার ক্ষুদ্র বুঢ়ন গ্রামে হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে জন্মগ্রহণ করি ছিলেন। যখন কৈশোর অতীত হইয়া হরিদাসের হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হ তখন সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি বৈরাগ্য ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব বেনাপোলের (যাহা এক্ষণে বনগ্রাম নামে অভিহিত হইতেছে) নির্জ্জন ব মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে ভজন আরম্ভ করিলেন দিন তিন লক্ষ জপ করিবার তাঁহার নিয়ম ছিল। তিনি নির্জ্জনে থাকিলেও তাঁহার হৃদয়স্থিত ভক্তিদেবী তাহাকে নির্জ্জনে থাকিতে দিলেন না তাঁহার অতুল্য সাধন কাহিনী অপরিসীম প্রেম ভক্তির কাহিনী চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গোড়াইয়া।"

ক্রমে তাঁহার খ্যাতি, তাঁহার মাহাত্ম্য দেশ প্লাবিত করিয়া তুলিল তিনি যবন সন্তান তাহা অনেকেই ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে পাই তাঁহার এক কণা চরণ ধূলি প্রাপ্ত হইলে অনেকেই আত্ম কৃতার্থতা লাভ করি তেন। হরিদাস মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে—একস্থলে শ্রীবৃন্দাবন দাস এইরূ বলিয়াছেন,—

"হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মার্জ্জন॥

স্পর্শের কি কায দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সব জীবের অনাদি কর্ম্ম পাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিবে যেইজন।
তারে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
শতবর্ষে শত মুখে ঊহার মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥"

সেই প্রদেশের জমীদার বৈষ্ণব দ্বেষী ছিলেন এবং অন্যের সম্মান তাঁহার অসহনীয় ছিল। যখন দেখিলেন সেই প্রবল প্রতাপান্বীত জমীদার অপেক্ষা পর্ণ কুটিরবাসী হরিদাস ঠাকুরের প্রতিপত্তি অধিক হইয়া উঠিল তাঁহার যশঃ সৌরভ দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল তখন তাঁহার হৃদয় ঈর্ষানলে মুহ্যমান হইতে লাগিল। কি উপায়ে তিনি হরিদাসের বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ করিবেন সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যথা,—

"হরিদাসে লোক পূজে সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত॥

একদা তিনি এক সুন্দরী বারবনিতাকে, আহ্বান করিয়া ভক্ত প্রবর হরি-দাস ঠাকুরের বৈরাগ্য নাশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। বারবনিতা প্রসন্ন চিত্তে তদাজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক যথা সময়ে হরিদাসের বৈরাগ্য নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা রজনী যোগে সুবেশ করিয়া বেশ্যা ঠাকু-রের ভজন কুটীরে গমন করিল। ভক্ত প্রবর হরিদাস তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন কিন্তু ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন না তিনি দীন ভক্ত "তৃণাদপি সুনীচেন" অন্যে যতই পাপী হউন না কেন ভক্ত কাহাকেও ঘৃণা করেন না। বেশ্যার পরিণাম ভাবিয়া বুঝি তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল তাই তিনি তাহাকে দ্বারে বসিতে অনুমতি করিলেন। বেশ্যা নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

"বেশ্যা কহে ঠাকুর তোমার প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে পারে মন॥"

হরিদাস বলিলেন "তোমার বাসনা পূর্ণ করিব যে তাবৎ আমার নাম যজ্ঞ সমাপ্ত না হয় সে তাবৎ অপেক্ষা কর।" বেশ্যা তদাজ্ঞায় আশান্বীত চিত্তে

অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু রজনীতে ঠাকুরের সংখ্যানাম সমাপ্ত হইল না ক্রমে প্রভাত হইল হতাশচিত্তে বেশ্যা নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিল। যাঁহার চিত্ত শ্রীভগবানের রূপরাশিতে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছে তুচ্ছ বেশ্যার রূপ জাল সে হৃদয়ের নিকট কোথায় স্থান পাইবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি রামচন্দ্র খান তাহা বুঝিল না।

বেশ্যা পুনরায় পরদিন রজনীতে যথা সময়ে আগমন করিল কিন্তু সে দিনেও ভগ্নমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তথাচ আশা ঠাকুরকে মুগ্ধ করিয়া খানের নিকট নিজ নৈপুণ্য প্রকাশ করি। সুতরাং তৎপর দিনও আসিতে বিরত হইল না। সে দিনও পূর্ব্ববৎ দ্বারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু ভক্ত সঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা। পরশমণির সংযোগে যেমন কদাকার লৌহ-খণ্ড স্বর্ণে পরিণত হয় সাধু সঙ্গে জীবের মলিনাত্মা তদ্রূপ উন্নতি লাভ করে। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

"সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥"

ইচ্ছা পূর্ব্বক অথবা অজানিত ভাবে বিষ ভক্ষণ করিলে মৃত্যু ঘটিবে ইহা যেমন নিশ্চয় ব্যবস্থা তদ্রূপ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সাধু সঙ্গ ঘটিলে জীবের মুক্তি হয় নিশ্চয়। আজ বেশ্যারও সেই শুভ দিনোদয় হইয়াছে। সে ভক্তে মুখে আজ তিনরাত্রি শ্রীনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছেন শ্রীনামের ফল ব্যর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং বেশ্যার হৃদয় হইতে দুরভিসন্ধি বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞানালোকে তাঁহার চিত্ত প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার নয়নে দরদর অশ্রু ধারা পতিত হইতেছে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব লহরী ছুটিতেছে বেশ্যা ব্যাকুল প্রাণে ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া রামচন্দ্রের কথা জানাইয়া নিজ পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিল। যথা,—

"দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে ঠাকুর চরণে।
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদন॥
বেশ্যা হইয়া মুক্তি পাপ করিয়াছি অপার।
কৃপা করি কর মুক্তি অধমের নিস্তার॥" চৈঃ চঃ।

তখন কৃপার্দ্রচিত্তে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে নামোপদেশ করিয়া তাহার

সেই কুটিরে অবস্থান পূর্ব্বক বেশ্যার নাম গ্রহণ করিতে বলিয়া তিনি সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যথা,—

"ঠাকুর কহে ঘরের দ্রব্য, ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তর নাম লও তুলসী সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥" চৈঃ চঃ।

বেশ্যা নির্ম্মল চিত্তে তদাজ্ঞা পালন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী হইল।

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনে যান্তি॥" চৈঃ চঃ।

অর্থাৎ পরম মহান্ত স্বরূপ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইলেন। বড় বড় বৈষ্ণব সাধুগণও তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আত্ম কৃতার্থতা লাভের জন্য লালায়িত হইতেন। ভক্ত সঙ্গের গরিয়সী মাহাত্ম্যে বেশ্যাও প[illegible] বৈষ্ণবী হয়, না জানি ভক্ত হৃদ[illegible]য় কি অমৃত ময়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্র[illegible]লা দাসী (মুস্তোফী)।

ম্যাড্যাম্ ব্ল্যাভাষ্কি সঙ্গে।

উনবিংশতি শতাব্দীতে ধরিত্রীদেবী যে সকল উজ্জ্বল র[illegible]তর প্রসব করিয়া-ছিলেন তন্মধ্যে ম্যাড্যাম্ ব্ল্যাভাষ্কি একটি প্রধান[illegible]। ভারত[illegible] গুণসম্পন্ন রূপ-রমণী কয়েক বৎসরের মধ্যে জগ[illegible] শেষ হইয়া [illegible]লেন। এই [illegible]দের কু[illegible] তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তিনি যাহা ছিলেন, তাহার পর [illegible] কালে জগৎ তাঁহাকে চিনিবে। তাঁহার জীবন চরিত লেখা, অথবা [illegible] চরিত সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অনেক বড় বড় লোক [illegible] তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়া- [illegible] তাহা

ছেন। আমি কয়েক দিন তাঁহার পবিত্র সংসর্গে আসিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিৎ জানিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

আজ ১৬।১৭বৎসরের কথা, একদিন সুদূর দুর্জ্জয়লিঙ্গ (দার্জ্জিলিং) পর্ব্বতে কোন রমণীয় প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতেছিলাম। দেখিলাম, দুইজন নবাগত ভদ্রলোক কার্ট রোডের নীচে একটি বাংলা ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে এক জনের গৈরিক বসন পরিধান ছিল। বাবুর অঙ্গে গৈরিক বসন দেখিয়া একটু কৌতূহল জন্মিল। ক্রমে আলাপ করিয়া জানিলাম তিনি সুপ্রসিদ্ধ বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন আর ধরাধামে নাই, তবে যে তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে তাহার হৃদয়ে তিনি এখনও জীবিত আছেন। এরূপ অমায়িক লোক অতি বিরল। তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিলাম, জগদ্বিখ্যাত ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাৎস্কি তখন দারজিলিঙ্গে বাস করিতেছেন। ম্যাড্যামের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সে সময়ে দারজিলিঙ্গে থাকার সম্বাদ পাইয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অ... দিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, অনতিবিলম্বে সে আশা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া হৃদয় নাচিয়া উঠিল। ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাৎস্কির দার্জ্জিলিঙ্গে আসার কথা ... সেখানে কেহই জানিত না। অতি গোপন ভাবে আসিয়াছিলেন। দারজিলিঙ্গে তখন ৺পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁ... বাংলায় ম্যাড্যামের বাসা হয়। পার্ব্বতী বাবু তখন ঘোরতর সাহেব, ম্যাড্যামে... কিন্তু বিপরীত ভাব। উভয়ের মধ্যে মধ্যে বড় রহস্যজনক বিরোধ হইত। যাহা হউক, আমি নবীন বাবুর কৃপায় ম্যাড্যামের সহিত সাক্ষাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমি যখন প্রথম আলাপ করিতে যাই তখন তিনি ঘরে বসিয়া লিখিতেছিলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ... আসিয়া একটা কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ... হইবার কি ...?" যেন কতকালের আলাপ! আমি তাঁ... হইয়া গেলাম। তিনি ... প্রসব করিয়া-

হইতে... চরণে প্রণ... করিল। যথা,—

"দণ্ডবৎ হই..."

ছিলেন তন্মধ্যে ম্যাড্যাম ... নিকট আ... গুণসম্পন্ন রুষ-রমণী কয়েক বৎসরের মধ্যে জগ... পাপ করিয়াছি অপার তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা কয়। তিনি যাহা ছিলেন, ...ধর্মের নিলেন। কালে জগৎ তাঁহাকে চিনিবে। তাঁহার জীবন চরিত লেখা, তাহা চরিত সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অথবা তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়া- অনেক বড় বড় লো

আমরা নিত্যই তাঁহার নিকট যাইতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সকল অর্গাদি ...তাহার সাক্ষাৎ পাইতাম না। পরে, তিনি নিজে একটি বাসা ভাড়া করেন, সেখানেও আমরা যাইতাম। সন্ধ্যার পর লোকের সহিত আলাপ করিতে বসিতেন, কোন কোন দিন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। অনবরত সিগারেট্ সেবন আর গল্প। আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আর্য্যসন্তানদের নিকট প্রতিপন্ন করিতেন। ইংরাজি চাল চলন বড় ভাল বাসিতেন না। ইংরাজি ঢংযুক্ত বাবু দেখিলে বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি যেমন সরল ছিল চাল চলনও তদ্রূপ ছিল। রুষের অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে আড়ম্বর ছিল না। তাঁর ত্যাগ ধারণ যোগশক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি... কিয়ৎক্ষণ পরে ... তাঁহার দর্শন অভিলাষে গমন করে... কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ... আসিতেছিলেন, এমন কি তাঁহার ...হার সে রাত্রে জ্বরবোধ হয় নাই। মিশন... হইলেন। ম্যাড্যাম ...লাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন এবং ... করিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে ... গেল এ... অতি ...য় সভ্য হন।

একদিন আমি কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলাম, ... ঐরূপ প্রক্রিয়ার পর আর নিকট দ্রুতবেগে আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয় ...রি মহাশয় ম্যাড্যামের সহিত সংস্কার ছিল, কিন্তু এখন ম্যাড্যাম ব্ল্যাভাৎস্কির ... কিছুদিন পরে থিয়সফিক্যাল উপক্রম হইয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলা... সময়ে পার্ব্বতী বাবু আমার "আমি যেখানে যাই আমার মাথার উপর ম্যাড্যা... বালককাল হইতে একরূপ ...মার যোগশক্তিতে বিশ্বাস ছিল ইহার ... সঙ্গে থাকিয়া সব গোলযোগ হইবার ...।" ম্যাড্যাম দূর হইতেন। আমি ... "কেন?" তিনি বলিলেন,— ... করিলে প্রকৃতই ...ত পায়। তাঁহার ... তাঁহাকে ... ভাল করিয়া চিনিল না ... জে। ম্যাড্যাম কি করিয়াছেন। আধুনিক ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা ... এখন দেখিতেছি ইহাতে কিছু ভাঙ্গিলে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিবে এবং ... চপেটাঘাতের ভাবে হস্ত

আমাদের দার্জ্জিলিং বাসের সময় শেষ হই... ম্যাড্যামকে ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর ডাক্তারি ঔষধ... মূর্তি দর্শন করি নাই।

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

ORIGINALLY DAMAGED

From P–184 to P–247 are not in positone for microfilming due to they are completely damage Originally.

আহার যোগায় নিত্য সর্ব্বত্র তাহার।
স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি, পরিপূর্ণ তোরি খনি,
—তারি দীপ্তি গর্ব্বে অন্ধ বিদেশ ভাণ্ডার!
তোরি দত্ত জ্ঞান সুধা, মিটায়ে প্রাণের ক্ষুধা,
পান করে মুমুক্ষু মানব পরিবার।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

(পাতঞ্জল)

"অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতা এব ত্রয়োমাত্রাঃ সাত্ত্বরাজসতামসাঃ॥
নির্গুণা যোগিগম্যান্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চবিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥
[৪]

স্বদেশের প্রতি।

(কোনও প্রবাসীর উক্তি)

সুদূর এ পরবাসে, মনেতে কেবলি আসে,
তোমার মধুর মুখ স্বদেশ আমার।
যখন যেখানে থাকি, তোমারে মা বলে ডাকি,
উচ্ছ্বসিত হয় বুক আনন্দে অপার॥
"সুদূর"! সুদূর এ, কি? তোমারে যে সদা দেখি,
অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছ জাগিয়া!
ব্যবধান থাকে যদি, বন, সিন্ধু, গিরি, নদী,
—প্রেম-সেতু সে দূরত্ব দেয় ঘুচাইয়া॥

তোর মত মা আমার, এত রূপ কার আর?
এত গুণ এক সঙ্গে কে পেয়েছে কবে?
তোমারে কে করে তুচ্ছ? হার তুমি জগতের পূজ্য।
অকৃতি, তবু যে মোরা পূর্ণিত গৌরবে,
সে শুধু মা তোরি তোরে। শত দোষ ক্ষমা করে,'
তুমি যে দিয়েছ ঠাঁই অঙ্কে আপনার।
আমাদের ভাবি হেয়, ফিরাবে যে মুখ কেহ,
জগতে এমন স্পর্দ্ধা আছে বল কার?

ধরণী তোমারি পোষ্য! তোরি বুকভরা শস্য,
আহার যোগায় নিত্য সর্ব্বত্র তাহার।
স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, মণি, পরিপূর্ণ তোরি খনি,
—তারি দীপ্তি গর্ব্বে অন্ধ বিদেশ ভাণ্ডার!
তোরি দত্ত জ্ঞান-সুধা, মিটায়ে প্রাণের ক্ষুধা,
পান করে মুমুক্ষু মানব পরিবার।

তুমি সদা দিতে থাক, খালি যেন হয় না'ক,
তোর হস্ত অন্নপূর্ণা জননী আমার।

* * * * *

এমন দেবীর গর্ভে, জনমি' আমরা সর্ব্বে,
র'ব কি র'ব কি চির পৌরুষ বিহীন?
শুধু কি তোমারি নামে, যশ কিনি ধরাধামে,
দুর্ল্লভ এ জনমের ফুরাইবে দিন?
তোর যে এমন মান, যদি বিধাতার দান,
—তোরি গর্ভে জন্মেছিল সে সব বিধাতা!
সে কাহিনী অতীতের, কেনা জানে জগতের?
তুমি ধন্য ছিলে, হয়ে তাহাদের মাতা!

তাদের হাতের গড়া, সুখ ভরা, শান্তি ভরা,
এ গৃহ মোদের, তাই ধন্য মোরা সবে।
"মোদের জননী" বলি, নব গর্ব্বে সমুজ্জ্বলি,
নিজেরে আবার তুমি ধন্য কবে ক'বে?

শ্রীমতী মৃণালিনী।

সাধনা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"প্রণবঃ তস্যবাচকঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

(পাতঞ্জল)

"অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম্।
এতা এব ত্রয়োমাত্রাঃ সাত্ত্বরাজসতামসাঃ॥
নির্গুণা যোগিগম্যাস্যা চার্দ্ধমাত্রোর্দ্ধসংস্থিতা।
গান্ধারীতি চবিজ্ঞেয়া গান্ধারস্বরসংশ্রয়া।
পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মূর্দ্ধ্নি লক্ষ্যতে॥

যথা প্রযুক্তওঙ্কারঃ প্রতিনির্য্যাতি মূর্দ্ধনি।
তথোঙ্কারময়ো যোগী ত্বক্ষরে ত্বক্ষরে ভবেৎ॥
প্রাণো ধনুঃ শরোহ্যাত্মাংব্রহ্ম বেধ্যমনুত্তমম্।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥
ও মিত্যেতৎ ত্রয়ো বেদা স্ত্রয়ো লোকা স্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
বিষ্ণু ব্রহ্মা হরশ্চৈব ঋক্ সামানি যজূংষি চ॥
মাত্রা সার্দ্ধাশ্চ ত্রিস্রশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ পরমার্থতঃ।
তত্র যুক্তশ্চ যো যোগী স তল্লয়মবাপ্নুয়াৎ॥
অকারস্ত্বর্থ ভূর্লোকঃ উকারশ্চোচ্যতে ভুবঃ।
সব্যঞ্জনো মকারশ্চ স্বর্লোকঃ পরিকল্প্যতে॥
ব্যক্তাতু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥
অনেনৈব ক্রমেণ তা বিজ্ঞেয়া যোগভূময়ঃ।
ওমিত্যুচ্চারণাৎ সর্ব্বং গৃহীতং সদসদ্ভবেৎ॥
হ্রস্বাতু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়া দৈর্ঘ্যসংযুতা।
তৃতীয়াচ প্লুতার্দ্ধাখ্যা বচসঃ সা ন গোচরা॥
ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কারসংজ্ঞিতম্।
যস্তু বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসারচক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্তত্রিবিধবন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি লয়ং পরমে পরমাত্মনি॥”

(দত্তাত্রেয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

“ওঁকারাদক্ষরাৎ সর্ব্বা শ্বেতা বিদ্যা চতুর্দ্দশঃ। *
মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্ম্মাকর্ম্ম তথৈব চ॥”

(জ্ঞানসংকলিনীতন্ত্র)

---

* ষড়ঙ্গং বেদচত্বারি মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রপুরাণানি এতাবিদ্যাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ (জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র)

“স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ॥”

(কৈবল্যোপনিষৎ)

“স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ় বৎ॥”

(ধ্যানবিন্দূপনিষৎ)

“ওঙ্কারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বা তু সারথিম্।
ব্রহ্মলোকপদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ॥”

(অমৃতবিন্দূপনিষৎ)

“কাংস্য ঘণ্টা নিনাদস্তু যথা লীয়তে শান্তয়ে।
ওঙ্কারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্বমিচ্ছতা॥

(ব্রহ্মোপনিষৎ)

“হৃদিস্থানে স্থিতং পদ্মং তচ্চ পদ্মমধোমুখম্।
ঊর্দ্ধনালমধোবিন্দুং তস্য মধ্যে স্থিতং মনঃ॥
অকারে শোচিতং পদ্মমুকারেণৈব ভিদ্যতে।
মকারে লভতে নাদ মর্দ্ধমাত্রাতু নিশ্চলা॥”

(যোগতত্ত্বোপনিষৎ)

“ব্রহ্মাবিষ্ণুঃ হরশ্চৈব ঈশ্বরঃ শিব এবচ।
পঞ্চধা পঞ্চদেবর্ত্যাঃ প্রণবং পরিপদ্যতে॥”

(শিখোপনিষৎ)

“বুদ্ধতত্ত্বেনধী দোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে॥”

(পঞ্চদশী)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সাধনা ত্রিবিধ ; যথা,—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম।

"জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তিঃ জ্ঞানস্য কারণম্।
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তিঃ ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ॥"

(ভগবতী গীতা)

"জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বকর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥"

(ভগবৎ গীতা)

ব্রহ্ম, মহেশ্বর, ঈশ্বর, জীব ও জগতের যথার্থ স্বরূপাবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানেই আনন্দ এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই মুক্তিশব্দ বাচ্য। ব্রহ্মানন্দেই ভয়াদি অষ্ট পাশ ছিন্ন হয় ; "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥" (উপনিষৎ।)

পাঞ্চভৌতিক প্রত্যেক জড় পদার্থের উৎক্ষেপণ, * প্রসারণাদি পঞ্চাবস্থা কারণ ব্যতীত অসম্ভব, ইহা অনায়াস বোধ্য। সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের মূলীভূত-কারণস্বরূপ স্বয়ংক্রিয়াশীল "শক্তি"র অস্তিত্ব আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য! জ্ঞানী হউন আর অজ্ঞানী হউন, উচ্চতম লোক হইতে অধস্তন লোক পর্য্যন্ত সর্ব্ব লোকের জীবগণই স্ব স্ব অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দৈহিক পরিবর্ত্তনই অধিকাংশস্থলে অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহা প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভূত হইতেছে। দেহ সাবয়ব ও জড়, স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হইতে পারেনা ; স্বয়ংক্রিয়াশীল সাবয়ব কোন পদার্থের সংবেগ যে জড়দেহের পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহা কে অস্বীকার করিবেন? নিরবয়ব পদার্থে সাবয়ব

* "উৎক্ষেপণমত্রতোঽবক্ষেপণাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণং চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥"

(সাহিত্যদর্পণ)

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের পরিবর্ত্তন-কার্য্যের কারণত্ব কোন প্রকারেই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারেনা। এজন্য জগদ্ব্যাপী অনির্ব্বচনীয় শক্ত্যুপাধি স্বয়ংক্রিয়াশীল বা অন্তরসংবেগবিশিষ্ট সাবয়ব কোন অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরবয়ব চিৎপদার্থ বলিয়া নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্মশক্তির একত্ববিধায় উক্ত শক্তির ক্রিয়াবাধকাভাবে উহা অসীম, সুতরাং সৃষ্টি প্রারম্ভেই উক্ত শক্তির অসীম ও অনন্তভাবে বিকাশ স্বীকার্য্য। অব্যক্ত শক্তি যখনই ব্যক্ত, তখনই উহার পূর্ণ বিকাশ ও অনন্তভাবে ক্রিয়া। বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের প্রকৃত কারণ নিরাকার মায়াশক্তিই সাবয়ব জড়জগতের সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তনের মূলীভূত স্বয়ংক্রিয়াশীল সর্ব্বব্যাপী সাকার শক্তিরূপে জগৎ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশিতা হয়েন, এবং এই সাকার শক্তিই বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়ান। এই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনন্তভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়াই, ইহার অনন্তভাবে বিকাশ হয়, বলিতে হয়। এক জীব হইতে অন্যজীবে উক্ত শক্তির বিকাশ অধিকতর বা অল্পতর দেখা যায়। কোনও দুইটী জীবে শক্তির সমান বিকাশ দৃষ্ট হয়না, যেহেতু শক্তির বিকাশ অনন্ত-ভাবেই হইয়া থাকে এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। জীবে শক্তির বিকাশ যতই হউক না কেন, শক্তির পূর্ণ বিকাশ জীবে দৃষ্ট হয় না এবং সম্ভব্যও নহে, যেহেতু কোন জীবে যদি শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহা হইলে আর উহার জীবত্ব থাকিতে পারেনা এবং তাহার দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানত্বেরও বিনাশ হয়। পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মাভিমানই জীবত্ব। ব্রহ্মলোকবাসী জীবগণের দেহ স্থূল পঞ্চভূতের না হইলেও, উহাকে পঞ্চভূতের অতীত দেহ বলিতে পারি না, যেহেতু উক্ত দেহেরও পরিবর্ত্তন আছে, কারণ সমুদায় জড় দেহই শক্তির ক্রিয়া-ধীন। জীবগণের অতীত অবশ্য এমন কেহ আছেন, যাঁহাতে সৃষ্টিপ্রারম্ভেই ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে ; ইনিই জগতের উৎপত্তি হইতে লয় পর্য্যন্ত সর্ব্বকালে অসীমশক্তি অর্থাৎ ইহার সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষ-মতা আছে। ইনিই "ঈশ্বর" শব্দের অভিধেয়, যেহেতু ইনি শক্তির অসীমতা প্রযুক্ত কাহারও অধীন নহেন। ইহাতে শক্তির অসীম বিকাশ হেতুই ইনি শক্তিরও অধীন নহেন স্বীকার্য্য, কিন্তু ইহার ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানের অসীমতার কারণ শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। এই জন্যই এই শক্তিকে ঈশ্বরের দেহ বলিয়া

স্বীকার করিতেছি। "চিচ্ছায়া বেশতঃ শক্তি শ্চেতনেব বিভাতি সা। তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈ বেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥" ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তির অনন্তভাবে বিকাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই সর্ব্বেচ্ছা, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসক্ষমতাবিশিষ্ট কেহ যে আছেন ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত এবং ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সর্ব্বেচ্ছা ও সর্ব্বজ্ঞতা অহঙ্কার ও দ্বৈতজ্ঞানবোধক অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতাদি আছে তিনি পরিদৃশ্যমান পাঞ্চভৌতিক জগৎ ও তদন্তর্গত জীবদিগকে দেখিতেছেন এবং জীবগণ হইতে স্বীয় স্বতন্ত্রতা বোধ তাঁহার আছে। আত্মা নিরবয়ব ও নিরাকার বলিয়াই, তাঁহার অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের স্বীয়স্বতন্ত্রতাবোধার্থে তাঁহার দৃশ্য দেহের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য এবং ঈশ্বরে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হেতু উক্ত শক্তিকেই তাঁহার দেহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; বিশেষতঃ অহঙ্কার ও অন্তঃকরণের অস্তিত্ব দেহ ব্যতীত থাকা অসম্ভব। যাঁহার দেহ নাই, তাঁহার অন্তঃকরণও নাই, এজন্যই জীব, নির্ব্বাণ মুক্তিকে স্বীয়-দেহবোধের ও সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জড় জগতের অস্তিত্ব বোধের অভাব হেতু অন্তঃকরণের অভাব বশতঃ, পরংব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। যাঁহার অন্তঃকরণ আছে, তাঁহার দেহও আছে। এজন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদির মূলীভূত শ্রেষ্ঠতম অন্তঃকরণের * অস্তিত্ব হেতু তাঁহার দৃশ্য দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য। জীবে শক্তিবিকাশের অল্পতা এবং ঈশ্বরে অসীমতা নিবন্ধনই সর্ব্বজীবগণের উপর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বীকার্য্য, যেহেতু যেমন জৈব দেহের সর্ব্ব কার্য্যের উপর জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, সেইরূপ ঈশ্বর দেহের অর্থাৎ শক্তির প্রত্যেক কার্য্যেই ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে। আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয়, কেবল স্বীয় মায়াবশতঃই ঈশ্বর ও জীব ভাবে অভিমানী হইয়া থাকেন।

জীবগণ যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন, ইহা শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতায়ও উক্ত আছে;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" †

* অন্তঃকরণ শব্দে জ্ঞানক্রিয়া বা দর্শনক্রিয়া বুঝিতে হইবে; অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত নির্ম্মিত জড় পদার্থ বিশেষকেও অন্তঃকরণ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই রূঢ় অর্থে এখানে উক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় নাই।

† এখানে "মায়া" শব্দে অঘটনঘটনপটিয়সী ইচ্ছাক্রিয়াজ্ঞানশক্তি, এবং "যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি" শব্দে পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবগণ, বুঝিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় হইতে জীবগণের নিস্তারকারিণী আনন্দময়ী মা তারাই এই ঈশ্বর, যেহেতু তিনি শক্তিরূপিণী ও স্বয়ং শক্তিস্বরূপা। স্থাবর জঙ্গমাদি চরাচর নিখিল জগৎ বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার লীলাক্ষেত্র বা ক্রিয়াভূমি; এবং এই জন্যই তিনিই আনন্দময়ী। আনন্দময়ী মা তারার কর্ত্তৃত্বাধীনতা বোধেই আনন্দ, এবং আনন্দই সাধনার লক্ষ্য বা সাধ্যবস্তু। এই অধীনতা বোধ হইতেই মাতৃদর্শন ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন! এই অধীনতা বোধ হইতেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কবিত্ব ও তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাসিত হৃদয় সরোবর হইতে "আনন্দ লহরী"র উত্থান! এই অধীনতা বোধ হইতেই সর্ব্বকামনার বিনাশে জীবন্মুক্তি ও অমরত্ব! "যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামাঃ যস্য হৃদিস্থিতাঃ। তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ॥" (গরুড়পুরাণ)

অধীনতা বোধে যিনি মাতৃচরণে শরণ লইয়াছেন, তাঁহার জীবনই ধন্য! তাঁহার আবার ভয়ভাবনা, শোক মোহ ও অজ্ঞানাদি, কোথায়? ধন্য সেই মানবশিশু যিনি অধীনতা বোধে মাতৃচরণে শরণ লইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন! যিনি ভয়েরও ভয়, ভীষণ হইতেও ভীষণ তর; মহৎ হইতেও মহত্তর, রক্ষকেরও রক্ষক, তাঁহার চরণে শরণ লইলে কাহার ভয়? যিনি একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্য, যিনিই একমাত্র জগতের আদিকারণ ও উপাস্য, তাঁহার চরণে শরণ লইলে মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? "ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী মহাশয়ো স উচ্যতে।" যাঁহার কটাক্ষমাত্রেই শত শত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়, তাঁহার চরণে শরণ লইলে সংসারমোহই বা কোথায়? যিনি ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্রী, বিষ্ণুরও পালনকর্ত্রী, এবং মহাকালেরও সংহারকর্ত্রী, তাঁহার চরণে শরণ লইলে চিন্তা ভাবনাই বা কোথায়?

মা তারা! আনন্দময়ী মা! তোমার মধুর মা নাম হিমাদ্রিকন্দর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত আবার কি প্রতিধ্বনিত হইবেনা? আবার কি অদ্বৈতহুঙ্কারে চরাচর নিখিল জগৎ সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রকম্পিত হইবেনা? আবার কি বেদস্মৃতি, দর্শন সংহিতা ও পুরাণাদি রত্নরাজি সমূহে ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে না? সেই হিমাদ্রি এখনও রহিয়াছে! সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও বর্ত্তমান! আবার কি তাহাদের সুশীতল পাদদেশ হইতে গগনভেদী বেদধ্বনি উত্থিত হইবে না? আবার কি তোমার ভক্তশিশুগণ, তাহাদের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া,

জীবনের স্বার্থকতা সম্পাদন করিবেনা ? আবার কি বানপ্রস্থাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইবেনা ? যিনি একমাত্র বেদের বেদ্য, দর্শনের লক্ষ্য, স্মৃতির উপাস্য ও পুরাণাদির প্রতিপাদ্য, সেই তুমিত এখনও আছ! তুমিত এখনও ভক্ত চক্ষে স্পষ্টতঃ দৃশ্য! তবে কেননা মন্বত্রি বিষ্ণুহারিতাদি মহর্ষিগণ পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিবেন ? তোমার অলোকসামান্যদেহজ্যোতি যখন এখনও দৃশ্য, তখন কেননা পুনরায় ঋষি-আশ্রম সমূহে ভারত ভূমি সমাকীর্ণ হইবে ? এবং কেনই না আবার কবিত্বের বন্যায় কর্ম্মভূমি প্লাবিত হইবে ? যাঁহার প্রসাদাৎই বাল্মীকাদি শ্রেষ্ঠতম মহর্ষিগণ স্ব স্ব পদের অধিকারী, সেই তুমি এখনও বর্ত্তমান, তবে কেননা পুনরায় তত্ত্ব সমুদ্র মন্থিত হইবে ? এবং কেনই না আবার অমৃত পানে দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হইবে এবং যথার্থ অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে ? যাঁহার চরণাশ্রয়ে মার্কণ্ডেয় ঋষি সপ্তকল্পদর্শী, লোমশ ঋষির লোমশত্ব এবং দ্বৈপায়ন ঋষির ব্যাসত্ব ও অমরত্ব, সেই তুমি জগজ্জননী এখনও বর্ত্তমান ও দৃশ্য! তবে কেন পুনর্ব্বার অমরত্বের ধ্বনি ভারত ভূমিতে উত্থিত হইবেনা ? সেই আর্য্যজাতি, সেই আর্য্যভূমি, এবং সেই তুমি এখনও বর্ত্তমান! সেই হিমাদ্রি, সেই বিন্ধ্যগিরি, সেই যমুনা, সেই অযোধ্যা, সেই প্রয়াগ এখনও রহিয়াছে! সেই বেদ, সেই স্মৃতি, সেই সংহিতা, সেই পুরাণ এখনও বিদ্যমান! তবে কেননা বানপ্রস্থাদির প্রভাব পুনরায় ভারত ভূমিতে প্রকটিত হইবে ? সেই গুরু, সেই শিষ্য, সেই গুরুভক্তি, সেই মাতৃভক্তি এখনও জাজ্জ্বল্যমান! তবে কেননা গুরুমাহাত্ম্য পুনরায় আর্য্যভূমিতে কীর্ত্তিত হইবে ? সেই ওঙ্কার, সেই হুঙ্কার এখনও বর্ত্তমান, ঈশ্বর কেননা ওঙ্কার ধ্বনির হুঙ্কারে লুপ্ত রত্নরাজি পুনরুদ্ধৃত হইবে ? সেই ক্ষীরোদ সমুদ্র সেই মন্দার গিরি, সেই বাসুকি এখনও বর্ত্তমান! তবে কেনই বা লক্ষ্মীদেবী পুনরুত্থান অসম্ভব হইবে ?

"ওঙ্কারা দক্ষরাং সর্ব্বা [illegible]তা বিদ্যা চতুর্দ্দশঃ।
মন্ত্র পূজা তপোধ্যানং কর্ম্মা[illegible] যথাতথা ॥
কাংস্য ঘণ্টা নিনাদস্তু যথা দীর্ঘ[illegible] শান্তয়ে।
ওঙ্কারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্ব্ব[illegible]চ্ছতা ॥"

[ক্রমশঃ।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল।

ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে দেবা অমহীয়ধ্বমিতি। ততো হ বৈ বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। তস্মাদ্বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রঃ ॥ ২ ॥

তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুঃ। তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্।

ইন্দ্রেণ পৃষ্টা সা তদ্যক্ষং ব্রহ্মেতি হোবাচ। হেতি—নিশ্চয়মাহ। এতৎ—এতস্য দেবেষ্বনুপ্রবিষ্টস্য, ব্রহ্মণো বিজয়ে—তদ্বিজয়নিমিত্তম্, অমহীয়ধ্বং—মহিমবন্তো ভবত; ন ত্বাত্মনো বিজয়নিমিত্তং গর্ব্বিণো ভবত। বৈ—নিশ্চয়মেতৎ। ইতি চোবাচ হ বৈ ইত্যন্বয়ঃ। এবম্ উময়োপদিষ্ট ইন্দ্রঃ কিং চকার ? ইত্যত আহ ব্রহ্মা শিবং প্রতি, তত ইতি। ততো হ বৈ—দেব্যুপদেশাদেব, তদ্যক্ষম্ ইন্দ্রঃ, ব্রহ্মেতি—দৈত্যবিজয়োঽস্মদনুপ্রবিষ্টব্রহ্মকৃত ইত্যাদি, বিদাঞ্চকার—জ্ঞাতবান্। তস্মাদ্বৈ—তস্মাদেব, গর্ব্বশূন্যত্বাদেব, এতে দেবাঃ—ব্রহ্ম-বায়ু-শেষ-বীন্দ্র-শিবাঃ সভার্য্যাঃ, অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্—অন্যদেবেভ্যঃ অধিকাঃ, ইত্যেকোঽর্থঃ। ইবশব্দস্তু—গর্ব্বাভাবাৎ আধিক্যম্ অবিদ্যমানং দেবানাং নেদানীমেব প্রাপ্তং, কিন্ত্বনাদিসিদ্ধমেব তৎ ইদানীং ব্যক্তমভূদিত্যভিপ্রায়ঃ। অন্যোঽর্থস্তু।—তস্মাদ্বৈ—'যক্ষতন্না প্রাদুর্ভূতস্য স্বরূপং বিচার্য্যম্' ইতি প্রথমমুক্তত্বাদেব, এতে দেবাঃ—কামদক্ষবৃহস্পতিস্বায়ম্ভুবমন্বনিরুদ্ধসূর্য্যচন্দ্রধর্ম্মবরুণাঃ, অন্যান্ দেবান্ অতিতরামিবেতি—প্রাগিবাস্যার্থঃ। তত্রাপি দক্ষাদিভ্যঃ প্রাক্ 'বিচার্য্যং যক্ষম্' ইত্যুক্তত্বাৎ কামস্তেভ্যোঽধিক ইতি জ্ঞেয়ম্। তৃতীয়োঽর্থস্তু।—তস্মাদ্বৈ—যক্ষাত্মব্রহ্মণঃ পূর্ব্বদৃষ্টত্বাদেব, এতে দেবা অন্যান্ দেবান্ অতিতরামিবেতি। এতে দেবাঃ কে ? ইত্যতস্তান্ আহ, যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্র ইতি—যোঽগ্নির্যো বায়ুর্য ইন্দ্র ইত্যেতে দেবাঃ। বায়ুঃ—অত্র নাসিক্যো গ্রাহ্যঃ ॥ ১ ॥

কুত এতে অধিকাঃ ? ইত্যতঃ 'তস্মাৎ' ইত্যুক্তহেতুং ব্যনক্তি; তে হীতি। তে, হি—যস্মাৎ, এনৎ—যক্ষরূপং ব্রহ্ম, নেদিষ্ঠং—সমীপস্থং, কালতঃ সামীপ্যমত্র ধ্যেয়ম্, ইতরেভ্যঃ পূর্ব্বকাল এব, পস্পৃশুঃ—স্পৃশ্ আমর্শনে, পরামর্শং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। পরামর্শশ্চাগ্নিবায়্বোর্যক্ষদর্শনমাত্রম্, ইন্দ্রস্য তু যক্ষস্য তুষ্ণ্যাদিনা

স হেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ। স হেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২ ॥

তস্যৈষ আদেশো যদেতদ্‌বিদ্যুতোঽভিব্যদ্যুতদা ৩ ইতি ন্যমীমিষদা ৩ ইত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম্। যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোঽনেনৈব তদুপস্মরতি অভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ। তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ ॥ ৩ ॥

জ্ঞানং ধ্যেয়ম্। তদ্‌ব্যনক্তি, তে হীতি। অগ্নিবায়ুবিন্দ্রাঃ, প্রথমঃ—প্রথমং, বিদাঞ্চকার—বিদাঞ্চক্রুঃ। বেদনং চেন্দ্রস্য দেব্যুপদেশাৎ, অন্যয়োস্তু ইন্দ্রোপদেশাদিতি ভাবেন ইন্দ্রজ্ঞানোদয়প্রকারমাহ, তস্মাদ্‌বা ইতি। তস্মাদিত্যুক্তং হেতুং ব্যনক্তি, স হেনদিতি। এনৎ—দেবম্। তদ্বাক্যার্থমেব ব্যক্তমাহ, স হেনৎ প্রথম ইতি। প্রথমমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চোপাস্যরূপমুপদিশতি, তস্যৈষ ইত্যাদিনা। তস্য—ব্রহ্মণঃ, এষঃ, আদেশঃ—উপদেশঃ। যদেতৎ—কপিলাখ্যং পরং (কপিলাখ্যং রূপং), বিদ্যুতঃ—বহুবচনম্ আদ্যর্থে, উপলক্ষণং বা, বিদ্যুদাদীন্ তেজোরূপান্ অর্থান্, আ—সমন্তাৎ, ব্যদ্যুতৎ—ব্যদ্যোতয়ৎ, আদীপয়দিতি। আ ন্যমীমিষৎ—সম্যক্ ন্যমীলয়ৎ; আঃ—পূর্ণং ব্রহ্ম, 'অক্ষিণী নিমীল্য ক্ষীরসাগরে শেতে ইতি যাবৎ। "আ প্রগৃহ্যং স্মৃতৌ বাক্যেঽপ্যাস্তু স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ" ইত্যব্যয়বর্গে অমরোক্ত্যা প্রগৃহ্যসংজ্ঞিকস্য 'আ' ইতি নিপাতস্য চ সত্ত্বেন, ভাষ্যে 'ন্যমীমিষৎ আ' ইত্যত্র প্রগৃহ্যকারস্য সন্ধ্যভাবেন 'আ—সমন্তাৎ' ইত্যেকমর্থমুক্ত্বা, 'আ ইতি' পদবিভাগমাশ্রিত্য 'আঃ—পূর্ণম্' ইত্যর্থ উক্তঃ। ইত্যেষ আদেশঃ অধিদৈবে স্থিতস্য তস্যেতি। ইতি-শব্দদ্বয়স্য পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। 'অথেতি—অর্থান্তরে, অধ্যাত্মং—দেহে, তস্যোপদেশ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। যদেতৎ মনঃ অনেনৈব প্রেরিতং সৎ, গচ্ছতীব চ—সম্যঙ্ন গচ্ছতি, সাকল্যেন বস্তু ন বিষয়ীকরোতি। অনেনৈব—অনিরুদ্ধাখ্যেন হরিণা, তৎ বিষয়জাতম্ উপস্মরতি। কীদৃশং মনঃ? ইত্যতঃ উক্তম্, অভীক্ষ্ণং সঙ্কল্প ইতি। ভৃশমনেকার্থান্ সঙ্কল্পয়তীতি সঙ্কল্পঃ, সঙ্কল্পকমিত্যর্থঃ, লিঙ্গব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ, শব্দস্বভাবাদ্‌বা। অভীক্ষ্ণং—নিত্যং ভৃশং, সঙ্কল্পশ্চ ভবতি। তস্যানিরুদ্ধস্য

স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি। উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি। তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা। বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্। যো হ বা এতামুপনিষদং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

ইতি তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

হরেরেষ উপদেশ ইত্যর্থঃ। তস্যোপাস্ত্যর্থম্ অন্বর্থং নামাহ, তদ্ধেতি। তৎ—ব্রহ্ম, তদ্বনং নাম—ততত্বাৎ ব্যাপ্তত্বাৎ, বননীয়ত্বাৎ ভজনীয়ত্বাৎ, তদ্বনমিতি নামবৎ। তনোতেস্ত্যজি-যজি-তনিভ্যো ডতিরিতি ডতিপ্রত্যয়ঃ। বনঃতরকারঃ। তচ্চ তৎ বনঞ্চেতি তদ্বনমিতি। হেতি—প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥

তদ্বনমিত্যুপাসকস্য ফলমাহ, স য ইতি। সঃ—প্রসিদ্ধোঽধিকারী, এতৎ—ব্রহ্ম, এবং—তদ্বনমিত্যেবংরূপেণ, বেদ; এনং—তদ্বনত্বজ্ঞানিনং, সর্ব্বাণি ভূতানি অভিবাঞ্ছন্তি; সর্ব্বাপেক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ। এবং শ্রুত্বা পুনর্ব্রহ্মাণং পৃচ্ছত্যুমাপতিঃ, উপনিষদং ভো ব্রূহীতি। ভোঃ—ব্রহ্মন্!, উপনিষদং সম্প্রতিষ্ঠাং সায়তনাং ব্রূহীত্যপৃচ্ছদিতি শেষঃ। কিমুপনিষৎপ্রতিপাদ্যং পৃচ্ছসি, উত উপনিষদুৎপন্নবিদ্যায়া অবস্থানকারণং, কিংবা বিদ্যায়াঃ কারণম্? ইতি হৃদি বিকল্প্য ক্রমেণোত্তরমাহ, উক্তা ত ইতি। তে—তুভ্যম্। ব্রাহ্মীং—ব্রহ্মবিষয়াম্। বাবেতি—অসংশয়ম্। তে, উপনিষদম্—উপনিষৎস্বরূপম্, অব্রূম—অবোচাম, ইতি ব্রহ্মোবাচেতি যোজ্যম্; 'ব্রহ্মেতি হোবাচ' ইত্যাদিনা ব্রহ্মস্বরূপোক্তেঃ; তত্র বক্তব্যং কিমপি নেতি ভাবঃ।' তস্যৈ—তস্যাঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ, তপো দমঃ কর্ম্ম চ প্রতিষ্ঠা। তপঃ—কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, শাস্ত্রপর্য্যালোচনং বা। দমঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। কর্ম্ম

তু—বর্ণাশ্রমোচিতং ক্রিয়ানুষ্ঠানম্। প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠাহেতুঃ। তপ-আদিমৎসু বিদ্যা প্রতিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বেদাঃ—ঋগাদ্যাঃ, তদনুকূলগ্রন্থাশ্চ। 'শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষম্' ইতি ষড়ঙ্গরূপসর্ব্বাঙ্গানি। সত্যং—মীমাংসা। আয়তনম্—উৎপত্তিস্থানম্। তস্যা ইত্যনুষঙ্গঃ, বিদ্যায়া ইত্যর্থঃ। এতদুপনিষজ্জ্ঞানিনঃ ফলমাহ, য ইতি। যঃ—অধিকারী, এতামুপনিষদং বেদ, স পাপ্মানমপহত্য, অনন্তে—দেশকালগুণাপরিচ্ছিন্নে, স্বর্গে—স্বরূপভূতসুখজ্ঞানাত্মকে, লোকে প্রকাশরূপে, জ্যেয়ে—শ্রেষ্ঠে, ব্রহ্মণীতি যোজ্যং, প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি—দ্বিরুক্তিঃ সর্ব্বাবধারণার্থা ॥ ৪ ॥

ইতি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তগুণপূর্ণায় দোষদূরায় বিষ্ণবে।
নমঃ শ্রীপ্রাণনাথায় ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনে ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃত-তলবকারোপনিষৎখণ্ডার্থঃ সম্পূর্ণঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥ * ॥

ওঁ তৎ সৎ পরমাত্মনে নমঃ।

তলবকারোপনিষৎ
বা
কেনোপনিষৎ।

অন্বয়, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

প্রথম খণ্ড।

অন্বয়।

[বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহিত।]

মনঃ [মন] কেন [কাঁহা-কর্ত্তৃক] প্রেষিতং (সৎ) [প্রেরিত হইয়া] ইষিতং (= ইষ্টং, প্রতি) [ইষ্টের প্রতি] পততি [পতিত হয়] ? প্রথমঃ প্রাণঃ [প্রথম বা মুখ্য প্রাণ] কেন [কাঁহা-কর্ত্তৃক] যুক্তঃ (সন্) [নিযুক্ত হইয়া] প্রৈতি [প্রকৃষ্টরূপে গমন করে] ? (জনাঃ) [জনগণ] কেন ইষিতাম [কাঁহা-কর্ত্তৃক পরিচালিত] ইমাং বাচং [এই বাক্যকে] বদন্তি [বলে] ? উ (= ভোঃ ব্রহ্মন্ !) [হে ব্রহ্মন্ !] কঃ দেবঃ [কোন্ দেবতা] চক্ষুঃশ্রোত্রং [চক্ষু ও কর্ণকে] যুনক্তি [নিযুক্ত করেন] ? ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

ব্রহ্মন্ ! মন [সাধু অসাধু,—ভাল মন্দ, কত কি ইচ্ছা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু] কাঁহার পরিচালনায় [সে সেই] ঈপ্সিত বিষয়ের দিকে পতিত হয় ? মুখ্যপ্রাণ-[ও] কাঁহার নিয়োগে' [স্বকার্য্যের অভিমুখে] অগ্রসর [হইয়া] সেই কার্য্য সম্পাদন করেন ? বাক্যকে কে পরিচালিত

করিলে, [জনগণ] এই [লৌকিক বা বৈদিক] বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হয় ? [আর] কোন্ দেবতা-[ই বা] চক্ষু ও কর্ণকে [নিজ নিজ কার্য্যে] নিযুক্ত করেন ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ও বক্তব্য।

তলবকারোপনিষৎ বা কেনোপনিষৎ—সামবেদীয় তলবকারশাখার অন্তর্গত বলিয়া, আমাদিগের আলোচ্য এই উপনিষদের একটি নাম 'তলবকারোপনিষৎ,' আর 'কেন' এই পদে আরম্ভ বলিয়া, আর একটি নাম 'কেনোপনিষৎ'।

উপনিষৎ—উপ+নি+সদ্+ক্বিপ্=উপনিষৎ। 'উপ+নি+সদ্'-ধাতুর অর্থ অবসাদন। যাহা সংসারের অবসাদন করে, যাহার সেবায় বা যাহার আলোচনায় জীবের সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহার নাম উপনিষৎ। ভগবৎ-পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য তদীয় বৃহদারণ্যকভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়া গিয়াছেন—

"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যোপনিষচ্ছব্দবাচ্যা, তৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্যাত্যন্তাব-সাদনাৎ, উপ-নি-পূর্ব্বস্য সদেস্তদর্থত্বাৎ, তাদর্থ্যাদ্গ্রন্থোঽপ্যুপনিষদুচ্যতে।"

বস্তুত কায়মনোবাক্যে যিনি উপনিষদের সেবা করিতে শিখিয়াছেন, উক্ত বাক্যের সত্যতা তাঁহারই প্রতীতিগোচর হইয়াছে। উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু, শ্রদ্ধাসংযতচিত্তে উপনিষদের আলোচনা বা সেবা করিতে করিতে সেবকের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়, ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট সংসারের প্রভাব বা আধিপত্য থাকিতে পারে না।

অভ্রভেদী হিমালয়, সুদূরবিস্তারী প্রান্তর, অনন্ত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, প্রকৃতির এই সকল প্রকাণ্ড দৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কবি বা ভাবুকের হৃদয়দর্পণে যে মহাভাবের ছায়া পতিত হয়,—যে সংসারের অতীত—জগতের অতীত অলৌকিক বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, আর তখনই যেমন সেই কবি বা ভাবুকের হৃদয় হইতে সংসারের দুরন্ত মূর্ত্তি অনেক দূরে চলিয়া যায়, উপনিষদের অক্ষরপংক্তির মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য যত্নবান্ হইলেও, সেইরূপ কি-এক মহাভাবের আভাস সাধকের উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে, আর সেই সঙ্গে তাঁহার সংসারের সাধ শিথিল হইয়া যায়। এ আভাস আর

কিছুর নহে, এ আভাস সেই ব্রহ্মবস্তুর—যাঁহাকে পাইলে আর কাহাকেও পাইবার ইচ্ছা হয় না, যাঁহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না, আর যাঁহার সুখ আস্বাদন করিলে আর কাহাকেও সুখের বলিয়া মনে হয় না;—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

ভূখণ্ডের অপরাপর বিভাগে এ পর্য্যন্ত যে সকল মৌলিক দর্শনগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, ভারতের অতিপ্রাচীন এই উপনিষদের সহিত তাহাদিগের তুলনা করিয়া দেখিলে, সেই সকল দর্শন, মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের জ্বলন্ত জ্যোতির নিকট খদ্যোতিকার ক্ষীণদীপ্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। সে সকল দর্শন তোমার জীবনে মরণে শান্তিদানে সমর্থ নহে, কিন্তু উপনিষৎ তোমার জীবনে মরণে শান্তিদান করিবে।

কেনোপনিষদের দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ।

কোন মন্ত্রের বিনিয়োগকালে সেই মন্ত্রের দেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতির উল্লেখ আবশ্যক। যে উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রের বিনিয়োগ, দেবতাদির উদ্দেশ বা নামোল্লেখ ব্যতিরেকে, সেই মন্ত্র সেই উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় না। * এই কারণে টীকাকার শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি যখন যে উপনিষন্মন্ত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বীয় গুরু ও অভীষ্টদেবতার স্মরণনতিরূপ মঙ্গলাচরণের পরেই, সর্ব্বপ্রথমে সেই উপনিষদের দেবতা, ঋষি ও ছন্দের উল্লেখ করিয়াছেন।

যিনি যে মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা, অথবা যিনি যে মন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা। সর্ব্বেশ্বরের প্রেরণাবশে যাঁহাদিগের হৃদয় হইতে যে মন্ত্রের আবির্ভাব,—যাঁহারা যে মন্ত্রের দ্রষ্টা বা আদিপ্রবর্ত্তক, তাঁহারা সেই মন্ত্রের ঋষি। আর ভাববিশেষ বা উচ্ছ্বাসবিশেষ অভিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে অক্ষরাবলী বা মাত্রাসমূহের যে এক-একটি যোজনাবিশেষ, সেই এক একটি যোজনাবিশেষই এক একটি ছন্দঃ।

---

* সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধির "ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ" ইত্যাদি স্থলের টীকায়, উক্ত বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণবচনাদি উদ্ধৃত আছে।

একদা ভগবান্ ভবানীপতি, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন, আর ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার সেই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করেন, সেই প্রশ্ন ও সেই উত্তর—সেই শিববিরিঞ্চিসংবাদই, এই কেনোপনিষৎ। সুতরাং সেই শিব ও বিরিঞ্চি, উভয়ে এই উপনিষন্মন্ত্রের ঋষি। কেন না, তাঁহাদিগেরই হৃদয় হইতে ইহার আবির্ভাব,—তাঁহারাই ইহার দ্রষ্টা ও আদিপ্রবর্ত্তক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহার দেবতা কে?—ইহার দেবতা বিষ্ণু। কারণ, এই কেনোপনিষদে ব্রহ্মশব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বা আবৃত্তি সহকারে যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি বিষ্ণু,—বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। যেহেতু সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতেই ব্রহ্মশব্দের রূঢ়ি।

শব্দের বৃত্তি তিনপ্রকার;—মুখ্যবৃত্তি, লক্ষণা বৃত্তি ও গৌণী বৃত্তি। মুখ্যবৃত্তি আবার দুইপ্রকার;—রূঢ়িবৃত্তি ও যোগবৃত্তি। * তন্মধ্যে রূঢ়িবৃত্তিরই সর্ব্বাধিক প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। † যে বৃত্তি, প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে শব্দের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহার কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া, উহার অনাদিপরম্পরাগত অর্থকে উপস্থাপিত করে, তাহার নাম রূঢ়িবৃত্তি। ‡

এক্ষণে যদি বল, ব্রহ্মশব্দের রূঢ়িবৃত্তি বিষ্ণু ভিন্ন হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি প্রভৃতি অন্যান্য অর্থও ত উপস্থাপিত করিয়া থাকে, অতএব হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি প্রভৃতিও ত উহার রূঢ়িসিদ্ধ অর্থ? ইহার উত্তর এই যে, ওই সকল অর্থ

---

* তত্র তাবন্মুখ্য-লক্ষণা গুণ-ভেদেন ত্রিধা শব্দবৃত্তিঃ। মুখ্যাপি রূঢ়িযোগ-ভেদেন দ্বিধা।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮৭।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা।

† তত্র রূঢ়েরেব মুখ্যত্বাৎ।

ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১ সূত্রের মধ্বভাষ্যের জয়তীর্থকৃত-টীকা।

‡ তত্র রূঢ়িত্বং নাম প্রকৃতিপ্রত্যয়রহিতার্থত্বে সতি অনাদিপরম্পরাগতত্বম্।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮৭।১ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকার দীপিকা-দীপন।

৩য় ভাগ।] পৌষ, ১৩০৮। [৯ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২০।২ নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

	বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক
১।	জীবন্মুক্তির পরে	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি-এল	২৫৭
২।	উপাদান তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি-এল	২৬৪
৩।	যোগসম্বন্ধে গুটিকত কথা	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত (প্রকাশক)	২৭১
৪।	পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ; বি-এল	২৭৫
৫।	পরিণাম	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	২৭৯
৬।	শ্রীমৎহরিদাস ঠাকুর	শ্রীমতীনগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	২৮০
৭।	রোগসঞ্চালন	ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৮৪
৮।	উত্তরাখণ্ড	... ...	২৮৬

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৸০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbari Street ; Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন। তাহার পর আর আমরা দায়ী থাকিব না।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩য় ভাগ। { পৌষ, ১৩০৬ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

জীবন্মুক্তির পরে।

(৭ম সংখ্যার ১৯৯ পৃষ্ঠার পর হইতে)

(২)

সাধক যখন সাধন মন্দিরের চূড়ায় জীবন্মুক্তির স্নিগ্ধ আলোকে স্নাত হইতে থাকেন, তখন তাঁহার নয়নের সম্মুখে দুইমুখে দুইটী পথ, প্রসারিত দেখিতে পান। একটী নির্ব্বাণের পথ, আর একটি সেবার পথ। Voice of the Silence গ্রন্থে এ দুই পথের যে সুন্দর নির্দ্দেশ আছে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার ভাবার্থ এইরূপ ;—

"সংজ্ঞা (বোধি) অনন্ত জ্যোতিঃ আহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে যে নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহা বিনাশের নামান্তর। তাহাতে গতাগতি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা করুণা নিঃশেষিত হইয়া যায়। যে সিদ্ধ

বুদ্ধ ধর্ম্মকায়ের মহিমায় আপনাকে মণ্ডিত করেন, তিনি জীবের উদ্ধার সাধনে সহায় হইতে পারেন না। হায়! ব্যষ্টির জন্য কি সমষ্টি উৎসন্ন হইবে? একের কল্যাণের জন্য কি সমগ্র মানবের কল্যাণ নিরুদ্ধ থাকিবে? এই নির্ব্বাণের পথ আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার পথ; ইহা অনাবৃত (সাধারণ) পন্থা। রহস্য পথের পথিক বোধি-সত্ত্বগণ, পরম কারুণিক বুদ্ধগণ, এই পথ পরিহার করেন। জীবের হিতার্থে দেহ বন্ধন করা প্রথম সোপান। ছয় পারমিতা আয়ত্ত করা দ্বিতীয় সোপান। যিনি নির্ম্মাণকায়ের দীনবেশে বিভূষিত হন, তাঁহাকে জীবের পরিত্রাণের জন্য আপনার অনন্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়। নির্ব্বাণের ভূমানন্দের অধিকারী হইয়া সে আনন্দ পরিবর্জ্জন করা—ইহাই এই পথের সর্ব্বোচ্চ শেষ সোপান। সেবার পথে ইহার উপর আর নাই। ইহাই জীবের হিতার্থে আত্মোৎসর্গকারী সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণের মনোনীত রহস্যপথ।"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নির্ব্বাণের পথ অনন্ত সুখময়। সে পথের পথিককে জরা জন্ম মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর সংসারে আর পদার্পণ করিতে হয় না। তিনি জগতের দুঃখ দহনের অতীত হইয়া কর্ম্মচক্রে নিপীড়িত জীবমণ্ডলীর সংস্পর্শ হারাইয়া, একান্তে নিশ্চিন্তে ভূমানন্দ অনুভব করেন। কিন্তু যিনি সেবার পথের পথিক, যিনি জীবের হিতব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত, যিনি সংসারের দুর্ভর দুঃখভার নিজ স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত, যিনি হৃদয়ব্যাপী করুণার বশে অসংখ্য জীবের দুঃখের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রসুখ তুচ্ছ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিবার জন্য দেহবন্ধ স্বীকার করিতে হয়। আর জীবকে নানা দুঃখের অঙ্কুশ তাড়নায় নিপীড়িত দেখিয়া করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যত দিন একটী জীবও সংসারজালে নিবদ্ধ থাকিবে, তত দিন আমি নির্ব্বাণের সুখ তুচ্ছ করিব; যত দিন জগতে একটী প্রাণীরও উষ্ণশ্বাস প্রবাহিত হইবে, একটী জীবেরও শুষ্কনেত্রে অশ্রুবারি বিগলিত হইবে, তত দিন আমি মহিমামণ্ডিত মুক্তিপথের পথিক হইব না।

এই দুই পথের কোন্‌টী শ্রেষ্ঠতর তাহার বিচার করিবার শক্তি সাধারণ জীবের নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জীবগণ যে সংসার পথে অসাধের ন্যায় পথভ্রান্ত হইতেছে না, তাহারা যে ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত সাধন

পথে বিপন্ন হইতেছেনা, ইহা সেবার পথের পথিক, জীবের হিতব্রতধারী, পরম-কারুণিক জীবন্মুক্ত মহাত্মাগণের কৃপারই ফল। অতএব, অন্ততঃ, স্বার্থানুরোধে আমাদের পক্ষে যে এই সেবার পথই শ্রেষ্ঠতর বোধ হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে এই সেবার পথ বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। সাধক যাহাতে সিদ্ধির প্রাক্কালে নির্ব্বাণের পথ পরিহার করিয়া এই সেবার পথ গ্রহণ করেন, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন দেখা যায়। বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণী বুদ্ধদিগকে 'প্রত্যেক বুদ্ধ' বলা হয়। 'প্রত্যেক বুদ্ধ' নিন্দাবাচক শব্দ। যাঁহারা জীবের দুঃখে উদাসীন হইয়া আপন নির্ব্বাণসুখে নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদিগকে 'প্রত্যেক বুদ্ধ' বলে। 'ধর্ম্মপদ' প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এ কথার অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্মে এ ভাব যে একেবারেই নাই, তাহা নহে। তবে ততটা পরিস্ফুট নহে; যেন চাপা পড়িয়া আছে। কোন কোন হিন্দু দার্শনিকের মতে একজন জীবও বদ্ধ থাকিতে কাহারই মুক্তি হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে জগতের আদি হইতে এপর্য্যন্ত একজনও মুক্ত হন নাই; জনক, শুকদেবও নহেন। তাঁহাদিগকেও বদ্ধ জীবগণের অনুরোধে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। কারণ আত্মা যখন এক অখণ্ড বস্তু, তখন তাহার কোন অংশে একটু মায়ার দাগ থাকিতে কেহই মুক্তনামের যোগ্য হইতে পারে না। যখন মায়ার দাগ একেবারে মুছিয়া যাইবে, অবিদ্যার আবরণ একেবারে অপসারিত হইবে, তখনই জীবন্মুক্ত জীব মুক্তনামের অধিকারী হইবে। এক ব্যক্তিও বদ্ধ থাকিতে এরূপ মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেহের একাংশ রোগগ্রস্ত থাকিলে তাহাকে কি সুস্থ বলা যায়?

কিন্তু একথা আমি বলিতে বাধ্য যে, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে মুক্তির উপরই সবিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এইরূপ মুক্তির ইচ্ছা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার নামান্তর। স্বধর্ম্মনিরত স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধে একথা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মত সূক্ষ্মদর্শীর নজীর পাইয়া আমি এ কথা বলিতে সাহস করিতেছি। ভূদেব বাবু এইরূপ লিখিয়াছেন—"তখন (পূর্ব্বকালে) এক জীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, সুতরাং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর

ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জ্ঞানযোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপন আপন আত্মার নিঃশ্রেয়স সাধনে যত্নবান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতেছেন।"

এমন কি শ্রীশঙ্করাচার্য্য, যিনি এরূপ আধুনিক কালে হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই তত্ত্বদৃষ্টি সম্পন্ন বেদান্তাচার্য্যও এই দুই পথের (নির্ব্বাণের পথ ও সেবার পথের) উল্লেখ না করিয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভেদ করিয়াছেন (ব্রহ্ম সূত্র, ৪র্থ পাদ, ৪র্থ অধ্যায়।) তিনি মুক্তিকে "ব্রহ্মৈক্য সিদ্ধি" (বন্ধ-নিবৃত্তি) বলিয়াছেন। শ্রুতি প্রমাণ স্বরূপ "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হয়;) "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভি নিষ্পদ্যতে" (সেই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়) এই সকল উপনিষদ্ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে সাধক স্বারাজ্য সিদ্ধি লাভ করেন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি সংকল্পা এবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি' সর্ব্বে দেবা অস্মৈ বলিং আবহন্তি সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। আপ্নোতি মনসস্পতিম্ বাক্‌পতি শ্চক্ষুষ্পতিঃ শ্রোত্রপতি-র্বিজ্ঞান পতিশ্চ ভবতি" (অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম উপাসক যদি পিতৃলোক কামনা করেন তবে সঙ্কল্প মাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হয়েন; সকল দেবগণ তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন, সকল লোকে তাঁহার ইচ্ছাগতি হয়। তিনি বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি হয়েন; কারণ তাঁহার সম্বিৎ সকল জীবে সম্প্রসারিত হইয়া তাহাদিগের বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা রূপে অবস্থিত হয়।) এরূপ সাধকের আর আবৃত্তি হয় না। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া নির্ব্বাণের অধিকারী হন।

"ব্রহ্মনা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ প্রলয় উপস্থিত হইলে কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। এ পথের পথিকেরা শেষ নির্ব্বাণের সীমায় উপনীত হয়েন। অতএব শঙ্করাচার্য্যের মতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শেষ ফল অভিন্ন। কেবল সেই ফললাভে

পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভেদ মাত্র। তাঁহার কথিত নির্ব্বাণ বৌদ্ধ ধর্ম্মোক্ত 'প্রত্যেক বুদ্ধের" অবস্থা প্রাপ্তি মাত্র। তাই বলিতেছিলাম যে যতদূর দেখা যায় হিন্দু ধর্ম্মে নির্ব্বাণের উপরই প্রবল ঝোঁক। সেবার পথের প্রসঙ্গ কদাচিৎ কোথাও পাওয়া যায়।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে এই সেবার পথের, ভূয়ঃ উল্লেখ না থাকিলেও স্থানে স্থানে এ প্রসঙ্গের সুস্পষ্ট সূচনা লক্ষিত হয়। তাহার কয়েকটী মাত্র এখানে উল্লেখ করিব। ব্রহ্মসূত্রের ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩২ সূত্রটী, এইরূপ :—"যাবদধিকারম্ অবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ (অধিকারী পুরুষগণ অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।) এ সূত্রের শঙ্করাচার্য্য এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

"ব্রহ্মবিদামপি যেষাংচিৎ ইতিহাস পুরাণয়োঃ দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথাহি অপান্তরতমা নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষিঃ বিষ্ণুনিয়োগাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সংবভূব। ভৃগ্বাদীনাং অপি ব্রহ্মণ এব মানস পুত্রানাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে। এবমেব দক্ষ নারদ প্রভৃতীনাং ভূয়সী দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে। × × এবমপান্তরতমঃ প্রভৃতয়োপি ঈশ্বরা পরমেশ্বরেণ তেষু তেষু অধিকারেষু নিযুক্তা সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্ দর্শনে কৈবল্য হেতৌ অক্ষীত কর্ম্মাণে যাবদধিকারমবতিষ্ঠতে। তদবসানে চ অপবৃষ্যন্তে।"

\+ \+ \+ \+

অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায় যে কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ (জীবন্মুক্ত) দেহান্তর স্বীকার করেন। যেমন অপান্তরতমা নামে পুরাতন বেদাচার্য্য ঋষি, বিষ্ণুনিয়োগে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বরুণের যজ্ঞে আবার উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইরূপ দক্ষ, নারদ প্রভৃতির ভূয়োভূয়ঃ দেহান্তর গ্রহণ শুনা যায়। এমতে অপান্তরতমা প্রভৃতি ঈশ্বরগণ পরমেশ্বরের নিয়োগে বিশেষ বিশেষ অধিকারের ভার গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-সাধক ব্রহ্মজ্ঞান সত্ত্বেও অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন; অধিকার শেষ হইলে পরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। এইরূপ অধিকারী পুরুষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেবর্ষি-নারদ। বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নারদ অপূর্ব্ব সাধনা বলে নির্ব্বাণ লাভের যোগ্যতা লাভ করেন। কিন্তু তিনি জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অতল নির্ব্বাণ সাগরে নিমগ্ন

হইতে সম্মত হন নাই। সেইজন্য আমরা দেখি যে যদিও তিনি দেব-ঋষি এবং স্বভাবতঃ মানবের সহিত সম্পর্কহীন, তথাপি কেবল জীবের প্রতি অপার করুণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি জগন্ময় নিয়ত হরিনামামৃতের উৎস খুলিয়া দিতেছেন; আর যেখানে যে সাধক আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও সাধন পথে বিঘ্ন বিপত্তি অনুভব করিতেছেন, নারদ বিধিমতে তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পঞ্চম বর্ষীয় অনাথ শিশুকে কে পদ্মপলাশলোচন হরির সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল? জননী-জঠর-স্থিত ভক্তাবতার প্রহ্লাদকে কে ইন্দ্রের বজ্রাঘাত হইতে বাঁচাইয়াছিল? অধিকারী পুরুষ নির্ব্বাণ-পরাঙ্মুখ দেবর্ষি-নারদ। আধুনিক কালে আমাদের দেশে নারদের একটা প্রকাণ্ড অপবাদ রটিয়াছে। এ জগতে যত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, তিনিই সকলের মূল। কলহে তাঁহার প্রধান আমোদ। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ অপবাদ ভিত্তিহীন বুঝা যাইবে। যে কলহে জগতের হিতসাধন হয়, যাহার ফলে ধরণীর ভার লাঘব হয়, যে কলহ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রাণপণ যুদ্ধ অথবা ফলোন্মুখ দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল, নারদ সেই কলহের সূচনা করিয়া দিয়া জগতের অজস্র কল্যাণ সাধন করেন।

অধিকারী পুরুষের অপর দৃষ্টান্ত মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশে কোন্ কোন্ মন্বন্তরে কে কে মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি হইবেন বা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এ বিবরণ অলীক উপাখ্যান নহে। প্রত্যেক মনু ও সপ্তর্ষিগণ পুরাকল্পের জীবন্মুক্ত সিদ্ধ-পুরুষ। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাণ তুচ্ছ করিয়া ভগবানের নিয়োগে জগৎ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ভার গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান আছেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে এইরূপ একটী মহাপুরুষের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি পরে সাবর্ণি মনু হইয়াছিলেন। ইনিই অষ্টম মনু। স্বারোচিষ মন্বন্তরে (কোন্ পুরাকল্পে, যাহার বিবরণ আমরা কিছুই জানি না) ইনি সুরথ নামে রাজা ছিলেন। কিরূপে কোন্ সাধনা বলে এবং কি উপায়ে মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে তাহারই বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি "যে সুরথের এক বৈশ্যবন্ধু তাঁহারই অনুসৃত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং নিম্ন শ্রেণীর সাধক বলিয়া নির্ব্বাণের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাধকপ্রবর

সুরথ নির্ব্বাণের ভূমানন্দ আয়ত্ত করিয়াও ভবিষ্য মন্বন্তরে মনুর অধিকাররূপ গুরুভার বহন করিবার জন্য কাল প্রতীক্ষা করেন।

আরও উচ্চ শ্রেণীর অধিকারী পুরুষ ইন্দ্রাদি দেবরাজগণ। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সৃষ্টি সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের পরিদর্শনরূপ অধিকার গ্রহণ করিয়া, পরমেশ্বরের নিদেশ অনুসারে অবস্থান করিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কল্পে কল্পে অধিকারী দেবতার পরিবর্ত্তন হয়; অর্থাৎ এ কল্পে যিনি ইন্দ্রের অধিকারে নিযুক্ত আছেন, কল্পান্তে তাঁহার অধিকার পরিসমাপ্তি হইলে, অপর একজন ইন্দ্রত্বের ভার বহন করিতে নিযুক্ত হন। এইরূপ অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণের সম্বন্ধেও ঘটে।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, বৈদিক দেবতারা গুণময় ভগবানের এক একটী গুণের কল্পিত মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বরাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ পরিচালন করিতেছেন; এ কথা অনেকে অবগত নহেন। কিন্তু সত্য সত্যই দেবতারা অধিকারী মুক্তপুরুষ। অর্থাৎ মানব সাধকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াও, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতির অধিকারে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন, সেইরূপ দেবসাধকের মধ্যেও কোন কোন দেবতা নির্ব্বাণকে তুচ্ছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের ভার স্বীকার দ্বারা জগদীশ্বরের সহায়তায় নিযুক্ত থাকেন। সাংখ্যসূত্রে "উপাসা বা মুক্তস্য" এইরূপ একটী সূত্র আছে। সাংখ্যকারের মতে বৈদিক সূক্ত দ্বারা যাঁহাদের উপাসনা করা হইয়াছে তাঁহারা ঈশ্বর নহেন, মুক্তপুরুষ; অর্থাৎ সাধনার ফলে দেবতার পদবীতে উন্নত নির্ব্বাণতুচ্ছকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। ইঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত পরম কারুণিক সর্ব্বসিদ্ধ বুদ্ধগণ, যাঁহারা জগতের হিতার্থে কল্প কল্পান্তর নির্ব্বাণ-সুখ পরিহার করিয়া জীবের কল্যাণের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উপাদান-তত্ত্ব।

জীবের দেহ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানগুলির হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত নাম নিম্নে লিখিত হইল যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আকাশ, মহাকাশ ও চিদাকাশ। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আকাশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর যে দুই প্রকার উপাদান আছে, উহাদিগের কথা হিন্দুশাস্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধে যে অণুক, দ্ব্যণুক ও ত্র্যসরেণুর কথার উল্লেখ আছে, উহারাই যথাক্রমে চিদাকাশ, মহাকাশ ও আকাশের সূক্ষ্মতম কণা।

পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ রাসায়নিক শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া বলেন যে, অক্সিজন, হাইড্রোজন, অঙ্গার ইত্যাদি প্রায় ৭০টি পদার্থের অণুই মৌলিক পরমাণু। এই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু সকল রাসায়নিক আকর্ষণে পরস্পর সম্বদ্ধ হওয়ায় যাবতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমরা পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্র হইতে শিখিয়াছি। কিন্তু পরাবিদ্যা পারদর্শী ঋষিগণ বলেন যে, ক্ষিত্যপ্তেজঃ আদি সপ্ত প্রকার মৌলিক পরমাণুই জগতের যাবতীয় দ্রব্যের উপাদান কারণ।

এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে রসায়নবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের কথা ঠিক, কিম্বা, পরাবিদ্যাবিৎ ঋষিগণের কথা ঠিক। আমরা বুঝি যে, উভয়েরই কথা সত্য।

ঘরে একখানি গালিচা পাতা রহিয়াছে, আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বল দেখি, কত রকম সূতায় এই গালিচাখানি নির্ম্মিত; সে দেখিল পশমের সূতা, পাটের সূতা ও তূলার সূতা, এই ত্রিবিধ সূতায় গালিচা নির্ম্মিত; সুতরাং সে উত্তর দিল যে তিন রকম সূতায় এই গালিচা নির্ম্মিত। কিন্তু আমি ঐ গালিচা খানিতে সাদা, কাল ও হরিদ্রা ইত্যাদি সাত রকম রঙের সূতা দেখিয়া বলিলাম যে উহা সাত রকম সূতায় নির্ম্মিত। আমাদের উভয়ের কথাই সত্য; কিন্তু আমার কথার সহিত অন্যের কথার কত প্রভেদ। উভয়ের কথার প্রভেদ হইবার কারণ এই যে আমি যেটিকে বিভাগের মূলসূত্র (Fundamentum Divisionis) ধরিয়াছি; অন্যজন কিন্তু সেটিকে ধরেন নাই। বর্ণের পার্থক্যকে বিভাগের মূলসূত্র ধরিয়া আমি গালিচার সূতা সাত রকম বলিয়াছি, কিন্তু অন্যজন তাহা না ধরিয়া সূতাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছেন। জগতের মৌলিক পরমাণু সম্বন্ধে রসায়নবিদ্যাবিৎ ও পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের কথার যে পার্থক্য তাহারও হেতু এই যে একজন যেটিকে বিভাগের মূলসূত্র ধরিয়াছেন, অন্যজন সেই সূত্র ধরিয়া ভাগ করেন নাই। বহির্জ্জগতের তিন ভিন্ন পদার্থের পরস্পরের যে রাসায়নিক সম্বন্ধ তাহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণধৃত উপাদান বিভাগের মূলসূত্র কিন্তু পরাবিদ্যাবিৎ ঋষিগণ যাহা বিভাগের সূত্র ধরিয়া উপাদান কারণকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা পৃথক সূত্র। বহির্জগতের পদার্থ সমূহের সহিত চেতন পুরুষের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটি ঋষিগণধৃত উপাদান বিভাগের মূলসূত্র।

বহির্জগতের সহিত চেতন পুরুষের সম্বন্ধ স্থাপন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সাধিত হয়। ইন্দ্রিয় দুইভাগে বিভক্ত বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়। এই বাহ্যেন্দ্রিয় আবার পাঁচ-প্রকার; শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই কয় বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকি। পরাবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে দ্রব্যের শব্দ স্পর্শাদি যে পাঁচটি গুণ আছে এই পাঁচ গুণের পৃথক্ পৃথক্ আধারস্বরূপ পাঁচ প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ অণু আছে। ইহারাই শাস্ত্র কথিত পঞ্চভূত। তাঁহারা আরও বলেন যে এই পাঁচ প্রকার অণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম আরও দুইপ্রকার অণু আছে যাহা বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। এই সাত প্রকার অণুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা সূক্ষ্ম তাহাই সকল দ্রব্যেরই চরম পরমাণু। এই চরম পরমাণুর সমুদ্রের নাম চিদাকাশ। এই চিদাকাশ ধ্যানগম্য পদার্থ। ইহাই সাংখ্য দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। চিদাকাশের পরমাণুরাশি সমস্ত একক অর্থাৎ পরস্পর মিলিত নহে। ইহারই দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া মহাকাশের অণু সৃষ্টি হয়। এইজন্য মহাকাশের অণুর নাম দ্ব্যণুক। এই দ্ব্যণুক রাশির সমুদ্রই সাংখ্য দর্শনের অহঙ্কার তত্ত্ব।

সপ্তবিধ উপাদান কারণকে সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে মহত্তত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম বিকার; মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ

হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতিভূত উদ্ভূত হয়। এবং এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাংখ্য দর্শনের মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্বই যে যথাক্রমে চিদাকাশ ও মহাকাশ ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পাশ্চাত্য রসায়ন বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ ন্যূনাধিক ৭০টি এলিমেণ্টের উল্লেখ করিয়া বলেন যে জগতের যাবতীয় দ্রব্য এই কয় এলিমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমষ্টি। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকলের পরমাণুগুলি জগতের আরম্ভ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া আছে অথবা উহারা কোন একই দ্রব্যের বিকার মাত্র এই চিন্তা অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎগণের মনে উদয় হইয়াছে। আজ-কাল অনেকে অনুমান করেন যে ভিন্ন ভিন্ন এলিমেণ্ট সকল কোন এক অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকার মাত্র। ইহাঁদের মধ্যে গণিতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সার উইলিয়ম টমসন বলেন যে এলিমেণ্ট সকলের এক একটি পরমাণু কোন একমাত্র সূক্ষ্ম পদার্থের ব্যাপ্ত সমুদ্রে উত্থিত এক একটি আবর্ত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি ইহাও বলেন যে এই রূপ আবর্ত্তে যে আবর্ত্তন-বেগ টুকু (Vortex motion) থাকে উহাই সেই পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি।

সার উইলিয়ম টমসনের এই পূর্ব্ব কথিত অনুমানটি পরাবিদ্যা পারদর্শী ঋষিগণের কথার অনুরূপ। পরাবিদ্যা চর্চ্চায় আমরা ইহা শিখি যে জগতের যাবতীয় দ্রব্যের অণুই এক চিদাকাশের বিকার মাত্র এবং এই চিদাকাশের পরমাণু সকল আবার এক অব্যক্ত প্রকৃতির বিকার। অব্যক্ত প্রকৃতির ক্ষেত্র উত্থিত এক একটি আবর্ত্তই চিদাকাশের এক একটি পরমাণু; আবার চিদা-কাশে উত্থিত আবর্ত্ত জন্য দুইটি পরমাণু একত্রে সংহত হইলে মহাকাশের পর-মাণু উদ্ভূত হয়। তার পর ঐরূপ আবর্ত্তশক্তির ক্রিয়ায় মহাকাশ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির পরমাণু উদ্ভূত হয়।

এইখানে একটি বিশেষ কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরমাণুর অন্তর্নিহিত আবর্ত্ত গতিকে যে ভাবে দেখেন পরাবিদ্যাবিদ্গণ উহাকে সে ভাবে দেখেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ শক্তিকে জড়শক্তি রূপে ভাবেন কিন্তু পরাবিদ্যা উহাকে পরমাণুর জীবন স্বরূপ বলিয়া থাকেন। চিদাকাশে উত্থিত প্রথম তরঙ্গ, কাল পুরুষের সৃজন-ইচ্ছা সম্ভূত; পরমাণুর অন্তর্নিহিত আবর্ত্ত-

শক্তি এই ইচ্ছাশক্তির রূপান্তর ও এই শক্তি নিবন্ধন প্রত্যেক পরমাণুই এক একটি জীব; এই শিক্ষাই পরাবিদ্যার প্রথম শিক্ষা।

আদি পুরুষের ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে চিদাকাশে যে আলোড়ন জন্মে—দুগ্ধ মন্থনের আলোড়নের সহিত উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ আলোড়ন করিতে করিতে নবনীত কণা সকল যেমন দুগ্ধে ভাসিতে থাকে সেইরূপ চিদাকাশের আলোড়নে মহাকাশের অণু সকল উহাতে ভাসিতে থাকে। আবার মহাকাশের আলোড়নে আকাশের অণু সকল উদ্ভূত হয়। এই ত্রিবিধ আকাশের রহস্য বুঝিয়া পরা প্রকৃতিকে বুঝিলেই জীব পরমপুরুষার্থ লাভ করে; ইহাই সাংখ্য দর্শনের কথা; ইহাই পরা বিদ্যা।

চিদাকাশের পরমাণুতত্ত্ব অতি সুগভীর।

মহাকাশের দ্ব্যণুক তত্ত্ব অতি সুগভীর।

আকাশের ত্র্যসরেণু তত্ত্ব অতি সুগভীর।

সাংখ্যকার বলেন যে আকাশ তত্ত্ব হইতে বায়ু তত্ত্ব, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি তত্ত্ব প্রসূত হইয়া থাকে। তাহার পর এই সমস্ত তত্ত্ব পঞ্চীকরণ রূপ ক্রিয়া দ্বারা মিলিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। যে অণুর গুণ শব্দ তাহা আকাশের অণু, যাহার গুণ স্পর্শ তাহা বায়ুর অণু, যাহার গুণ আলোক তাহা তেজের অণু, যাহার গুণ রস তাহা জলের অণু ও যাহার গুণ গন্ধ উহাই ক্ষিতির অণু। স্থাবর জঙ্গমের পঞ্চীকৃত তনু যে শক্তি দ্বারা সংহত *হইয়া থাকে উহার নাম সংঘাত চেতনা।

খানিকটা জলের ভিতর, যদি ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী দ্বারা তড়িৎশক্তি সঞ্চা-লিত করা যায় তবে উক্ত জল হইতে দুই প্রকারের বাষ্প উঠে; একটির নাম অক্সিজন ও একটির নাম হাইড্রোজন। যে রাসায়নিক আকর্ষণে অক্সিজন ও হাইড্রোজন মিলিত হইয়াছিল তড়িৎশক্তির ক্রিয়ার সেই শক্তি কিঞ্চিৎ শিথিল হওয়ায় উক্ত দুই পদার্থ পৃথক হইয়া পড়ে। সেইরূপ সজীব স্থাবর অথবা জঙ্গমের দেহ যে সংঘাত-চেতনা শক্তি দ্বারা সংহত হইয়াছে, সেই শক্তি কথঞ্চিৎ

* সংহত শব্দের অর্থ একত্র মিলিত হওয়া; অনেকগুলি একত্রে মিলিত হইয়া যে দেহ নির্ম্মিত হয় উহার নাম সংঘাত।

শিথিল করিলে এই দেহ হইতে সাত রকম পদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূতের কণা সকল এবং দ্ব্যণুক ও অণুক পৃথক্ হইয়া পড়ে ইহা যোগীজন দেখিয়াছেন, তাই তাঁহারা এই সাত প্রকারের অণুকেই মূল উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তড়িৎশক্তি যেমন জলের রাসায়নিক আকর্ষণকে শিথিল করিয়া দেয়, সেইরূপ যোগজ তড়িৎ অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া, যোগীর ধ্যানাবস্থায় দেহের সংঘাত চেতনা শক্তি শিথিল করিয়া দেয়। সেই সময় তিনি দেহ হইতে পঞ্চভূত কণার সমুত্থান, উহাদের বিশেষ বিশেষ গুণসহ উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এবং সেই সঙ্গে দ্ব্যণুক ও অণুকেরও উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যোগীর এই ভূতজ্ঞান উপলব্ধি সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যাহা লিখিত আছে তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিলাম।

ক্ষিত্যপ্ তেজো নিল্লখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগ গুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগা ন জরা ন দুঃখং
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নি ময়ং শরীরং।

পাশ্চাত্য একজন ডাক্তারের গবেষণা অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষিতি ভূতের অণু যে কি পদার্থ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এই ডাক্তারের নাম ইয়গার; ইহাঁর বাড়ী ষ্টটগার্ডে। ইনি ভিন্ন ভিন্ন পশু ও মনুষ্যের রক্তে দ্রাবক ঢালিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দ্রাবক মিলিত হওয়ায় রক্ত হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহা ভিন্ন ভিন্ন জীবের রক্ত অনুসারে বিভিন্ন রূপ তার পর তিনি দেখেন যে কোন এক জাতীয় জীবের রক্ত হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায়, সেই জীব শরীরের অন্যান্য অংশে দ্রাবক দিয়া ঠিক সেই রকম গন্ধই পাওয়া যায়। ইহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবশরীরের প্রটোপ্লাজম্ যদিও একই রূপ রাসায়নিক এলিমেণ্টে গঠিত বটে তথাপি উহাদের মধ্যে এই বিশেষ পার্থক্য আছে যে একজাতীয় প্রটোপ্লাজমের গন্ধ পদার্থ অন্য জাতীয় প্রটোপ্লাজমের গন্ধ পদার্থ হইতে পৃথক্। তিনি প্রটোপ্লাজমে যে গন্ধ পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন ইহার নাম দিয়াছেন ওডরিজেন (Odorigen)। আমরাও বলি জীবদেহের গন্ধের আধার যে অণু তাহাই ক্ষিতিভূতের অণু। এই ক্ষিতির অণুই উক্ত ওডরিজেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

এই রকম Savorigen, Phosphogen ইত্যাদি আর চারিটা পদার্থ বাহির করিতে পারিলেই আমাদের পঞ্চভূতের সঙ্গে মিলিয়া যাইবে।

এক্ষণে এক প্রশ্ন এই যে গন্ধের আধার স্বরূপ যে অণু তাহাকে ক্ষিতি নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? রসের আধার যে অণু তাহাকে জল নাম দেওয়া হইয়াছে কেন? ইত্যাদি। ইহার উত্তর এই যে পরাবিদ্যাবিৎ যোগীগণ ইহা বুঝেন যে ভূমিজ দ্রব্যেই গন্ধঅণুর আধিক্য। জলজ দ্রব্যে, রসাধার অণুর আধিক্য, অগ্নিজ দ্রব্যে তেজ-অণুর আধিক্য ইত্যাদি। সেইজন্য গন্ধাদি গুণের আধার স্বরূপ পাঁচ প্রকার পদার্থকে যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ নাম দেওয়া হইয়াছে।

সাংখ্য দর্শন মতে যখন কোন স্থাবর জঙ্গমের দেহের লয় হয় তখন ক্ষিতি জলে লয় হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় পায়। এই পর পর লয় হওয়াটা কিরূপ তাহা একটি দহন ক্রিয়া দেখিয়া বুঝা যায়। একটি বাতি যখন জ্বলে তখন উহার কঠিন অংশ প্রথমে তরল হয়, সেই তরল পদার্থ অগ্নি কণাতে পরিণত হয় এবং অগ্নিকণা বায়ুতে পরিণত হয়। বায়ুর পর উহার যে কি পরিণাম হয় তাহা আমরা সাধারণ বাহেন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিতে পারি না। বায়ুর ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিতে লয় হওয়া রূপ যে ক্রম পরিণাম উহা যোগীগণ স্ফুরিত অন্তর্দৃষ্টি সাহায্যে বুঝিতে পারেন।

ক্ষিতি আদি পঞ্চ মহাভূত এবং অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বকে সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতি-বিকৃতি বলা হইয়াছে; ইহার কারণ এই যে ইহারা মূল প্রকৃতির বিকার অথচ প্রসবধর্ম্মী বলিয়া প্রকৃতি শব্দ বাচ্য। মহাভূতগণ, অহঙ্কার তত্ত্ব ও মহতত্ত্ব প্রসবধর্ম্মী এই কথাটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তবেই পরাবিদ্যার্থী, সাধনার পথ ঠিক বুঝিতে পারিবেন। ইহাঁরা জীবের জননী। মূল প্রকৃতি অব্যক্ত রূপা; ইনি জগৎ জননী। মূল প্রকৃতি আদি পুরুষের সহিত স্ব-স্বামি-সম্বন্ধে যুক্তা হইয়া প্রথমে সৃষ্টির আদিতে মহত্তত্ত্বের পরমাণু সকল প্রসব করেন। এই পরমাণু সকল একত্র সংহত হইয়া চিদাকাশের মহা সমুদ্র জন্মে। সাংখ্য শাস্ত্র মতে যেখানে সংঘাত দেখিবে সেইখানেই চৈতন পুরুষের অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। পুরুষ বিষয়ক সাংখ্যের প্রধান সূত্র এই—

'সংঘাত পরার্থত্বাৎ চেতনস্য'।

চিদাকাশ সমুদ্র রূপ যে পরমাণু সংঘাত তাহা উক্ত সূত্র অনুসারে একজন চেতন পুরুষের দেহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই চিদাকাশের অধিষ্ঠাতাই শাস্ত্রোক্ত হিরণ্য গর্ভ পুরুষ। ইনি মধ্যম পুরুষ।

চিদাকাশ রূপ গর্ভ হইতে অহঙ্কারতত্ত্বের অণু সকল প্রসূত হয়। এই অণু সকল সংহত হইয়া মহাকাশের বিস্তৃত সমুদ্র জন্মে। "সংঘাত পরার্থত্বাৎ চেতনস্য" এই সূত্র অনুসারে এই মহাকাশ রূপ সংঘাতের এক অধিষ্ঠাতা চেতন পুরুষ আছেন। তিনিই তৃতীয় পুরুষ বা উত্তম পুরুষ।

মহাকাশ গর্ভে আকাশের অণু সকল জন্মে; উহারা আবার সংহত হইয়া বিস্তৃত আকাশে পরিণত হয়। ইন্দ্র এই আকাশের অধিষ্ঠাতা দেবতা। আকাশ রূপ গর্ভ হইতে বায়ুর অণু সমূহ প্রসূত হয়; এই সমস্ত অণু সংহত হইয়া বিস্তৃত বায়ু সমুদ্র জন্মে। এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা মরুৎ দেবতা।

বিস্তৃত বায়ু সমুদ্র রূপ গর্ভে অগ্নির অণু সকল জন্মে। ইহারা প্রসূত হইয়া বিস্তৃত তেজের এক সমুদ্রে সংহত হয়। অগ্নি এই সংঘাত দেহের অধিষ্ঠাতা। অগ্নির গর্ভে জলের অণু সকল জন্মে—জলের অণু সমস্ত সংহত হইয়া জলের সমুদ্র উৎপন্ন হয়; বরুণ এই সমুদ্রের অধিষ্ঠাতা। জলের গর্ভে ক্ষিতির অণু সকল জন্মিয়া প্রসূত হয়; পৃথিবী এই সমস্ত ক্ষিতির অণুর সংঘাত দেহ। পৃথ্বীদেবী ইহাঁর অধিষ্ঠাতা। দেবী পৃথিবী আবার নানারূপ জীব জন্তু প্রসব করিতেছেন।

আমরা যে সাত প্রকার অণুর কথা কহিলাম উহারা সকলেই সজীব পদার্থ এবং সকলেই চেতন দেবতার গর্ভ সম্ভূত, এইটি বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে।

'সজীব' কথাটির অর্থ এই যে যাহার ভিতরে জীবনী শক্তি আছে উহাই সজীব। এইবারে আমরা জীবনী শক্তি কথার কি অর্থ বুঝায় তাহা বলিব। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ যে শক্তি বশে গর্ভ হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং সম্যক্ পুষ্ট হইয়া প্রসূত হইয়া থাকে উহাই উক্ত অণ্ডের জীবনী শক্তি। পরাবিদ্যাবিদ্ ঋষিগণ সকল জীবের জীবনী শক্তিকেই এই ভ্রূণের জীবনী শক্তির ন্যায় দেখিয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন যে জীবমাত্রই কোন না কোন মাতৃগর্ভস্থ মধ্যে থাকিয়া পুষ্ট হইতেছে এবং যখন সম্যক পুষ্ট হইবে তখন এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে প্রবেশ করিবে। আমার জন্মের পূর্ব্বে আমি আমার মার গর্ভে উত্তপ্ত গর্ভোদক মধ্যে ডুবিয়া সেই উত্তপ্ত গর্ভোদক হইতে ক্ষিতি অপ্ ও তেজের কণা লইয়া পুষ্ট হইয়াছি; তাহার পর যখন প্রসূত হইয়াছি, তখন হইতে আবার আর এক মার গর্ভ মধ্যস্থ বায়ু রাশির মধ্যে ভাসিতেছি। আবার যখন মরিব তখন আবার আর এক মার গর্ভ মধ্যস্থ আকাশে জন্ম গ্রহণ করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত হারবার্টস্পেন্সার বলেন যে Life is the adaptation of internal relation of an organic body to external surroundings; এই external surroundingsকে Environment বলা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যাহাকে Environment বলিয়া বুঝেন পরাবিদ্যা মতে তাহাই চেতন কোন জননীর গর্ভ।

যে দিকে চাই, মা ছাড়া কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

যোগ সম্বন্ধে গুটিকত কথা।

মিরট নগরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কর্ণেল অলকটের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন যোগ সম্বন্ধে তাঁহাদের যে কথোপকথন হয় তাহা ১৮৯৫ সালের থিওসফিষ্ট পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই কথোপকথনের সারাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

স্বামীজি বলেন "যোগশাস্ত্র সত্যমূলক। যোগাভ্যাসে সিদ্ধ যোগী অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইয়া অলৌকিক কার্য্য সকল করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। যোগীর এই শক্তি স্বভাবের নিয়মের বিপরীত কোন শক্তি নহে উহাও স্বভাবের নিয়মানুযায়ী সত্য জ্ঞান মূলক; স্বভাবের নিয়ম সমূহের জ্ঞান হইতেই ঐ শক্তি লাভ হইয়া থাকে।" ঐ সকল ক্ষমতা কি এখনও মানবের চেষ্টা সাধ্য এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেন—

"স্বভাবের নিয়ম অসীম ও অপরিবর্ত্তনীয়। যাহা একবার মানব সাধ্য হইয়াছে অদ্যও তাহাই হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন কালে ঋষিদিগের দ্বারা

যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল আজিকার মানবের সাধ্য তাহা নহে, যদ্যপি কেহ প্রকৃতই অকপট হৃদয়ে এই যোগ বিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং এই শিক্ষা জন্য যে সকল নিয়ম পালন করা আবশ্যক, সেই সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আজিও শিখিতে পারেন আমি ইহা নিশ্চয় বলিতেছি। কিন্তু এই যোগবিদ্যা শিক্ষা অতীব সুকঠিন। ইহা শিক্ষা করিবার জন্য অনেককে প্রথমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে দেখিয়াছি, এবং তাঁহারা যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাও তাঁহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনজন যোগসাধন আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহারা তিনজনেই অকৃতকার্য্য হয়েন দেখা গিয়াছে। তাঁহারা প্রারম্ভে বেশ কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠেন; যে প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা তাঁহাদিগের জ্ঞানে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বোধ হওয়াতে তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ও শেষে সাধনা ছাড়িয়া পলায়ন করেন। যত প্রকার বিদ্যা আছে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ-বিদ্যা অতীব সুকঠিন; সুতরাং, ইহা শিক্ষা করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি আজকাল অতি বিরল।"

"যোগ বলে সে সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদিত হইবার কথা আর্য্যশাস্ত্রে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঐরূপ ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ প্রকৃত যোগীগণ এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে সকল স্থান মানবের গম্য নহে, সেই সকল নিভৃত স্থানে তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা কখন কখন জন সমাজে দেখা দেন। তাঁহারা যে শরীরে আছেন সে শরীরে দেখা না দিয়া ইচ্ছামত অন্যরূপ দেহ ধারণ করিয়া কখন কখন কাহারও কাছে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যতক্ষণ না কোন মানব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষরূপ উপযুক্ত বিবেচিত না হয়েন, তাবৎ তাঁহারা কাহাকেও "গুপ্তবিদ্যা" শিক্ষা দেন না।"

"তাঁহাদের যে কত ক্ষমতা আছে তাহার একটা তালিকা দেওয়া নিষ্ফল; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের শক্তি অসীম, তবে তাঁহাদের ইচ্ছা ও ইচ্ছা শক্তির ব্যবহারের তারতম্যে তাঁহাদের ক্ষমতা অসীম ও সসীম হইয়া থাকে। তাঁহারা যোগী ভাইদিগের সহিত বহু দূরে থাকিয়াও কথোপকথন

(চিন্তার পরিবর্ত্তনের দ্বারায়—বাক্যে নহে, অথবা টেলিগ্রাফ বা কোন স্থূল বস্তুর সহায়তায় নহে) করিয়া থাকেন। দূরত্ব সম্বন্ধে হয়ত একজন উত্তর মেরুতে এবং অন্যজন দক্ষিণ মেরুতে থাকিয়াও দুই জন যোগী পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতে পারেন। অন্যে কি চিন্তা করিতেছে তাহা তাঁহারা সহজেই জানিতে পারেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কোন যানের সাহায্য না লইয়া যথায় ইচ্ছা তথায় (স্থূল নহে—সূক্ষ্ম দেহে) যাইতে পারেন। যত দূরই হউক না কেন, তাঁহাদের এইরূপ গমন চক্ষের নিমেষে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা জলের উপর হাটিয়া যাইতে, বায়ুতে বিচরণ করিতে ও অগ্নিতে প্রবেশ ইত্যাদি করিতে সক্ষম। তাঁহারা ইচ্ছামত নিজের দেহ হইতে বাহির হইয়া অন্যদেহে প্রবেশ করিতে পারেন (ইহাকে পরকায় প্রবেশ শাস্ত্রে বলিয়া থাকে) এবং সেই দেহে ইচ্ছামত অল্পদিন অথবা বহু বৎসর থাকিতে পারেন।

"যোগী তাঁহার আপন দেহের পরমায়ু অপেক্ষাকৃত অনেক দীর্ঘ করিতে সক্ষম হন। স্বভাবের নিয়মের বশে সেই দেহ যখন জীর্ণ হইয়া পড়াতে দেহত্যাগের প্রয়োজন হয় তখন যোগী পরকায়া প্রবেশ রূপ কৌশল অবলম্বনে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে বহুকাল থাকিতে পারেন। যোগী আপন দেহ ছাড়িয়া অন্য যে দেহ আশ্রয় করিবেন স্থির করিয়া রাখেন সেই দেহের জীবাত্মা যেমন সেই দেহটি ছাড়িবে ঠিক সেই সন্ধিকালে, যোগী আপন আত্মা সেই দেহে সঞ্চার করিয়া সেই দেহকে পুনর্জীবিত করেন এবং সেই দেহে বাস করিয়া আবার সাধনার কার্য্য করিতে থাকেন। এই সন্ধিক্ষণটি উত্তীর্ণ হইয়া গেলে যোগী আর সেই দেহে প্রবেশ করিতে পারেন না। জীবন সূত্র একেবারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যোগী আর সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারেন না। পরকায়া প্রবেশ রূপ কৌশল অবলম্বনে পুরুষ যোগী কখন কখন স্ত্রী দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং স্ত্রীলোক যোগীও পুরুষ দেহ আশ্রয় করিতে পারেন। স্ত্রী দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন এইরূপ একজন যোগীকে আমি জানি; ইনি কাশীতে আছেন।*"

---

* কাশীর করুণা মা জি; ইনি এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন।

"যোগ বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান আবশ্যকীয় কি কি সেই সম্বন্ধে স্বামীজি বলেন যে "যোগ শিক্ষা করিবার জন্য তীব্র সংযোগ প্রধান আবশ্যক। ক্ষুধার্থ ব্যক্তির ভোজনের ইচ্ছা, পিপাসার্ত্ত জনের জলপানের ইচ্ছা, যেরূপ তীব্র সেইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা প্রথম দরকার।" দ্বিতীয়তঃ রিপু ও বাসনা সকল বশীভূত করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ও সৎসঙ্গ, নির্জ্জন পবিত্র স্থানে বাস এই সমস্ত যোগ সাধনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। অজ্ঞান, অহঙ্কার, কাম, দ্বেষ ও মৃত্যুভয় এই পাঁচটি ত্যাগ করিলে তবে যোগারূঢ় হওয়া যায়।"

যোগীরা স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করেন না ইহাই কি আপনার বিশ্বাস এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলেন "হাঁ ইহা নিশ্চয়; স্বভাবের নিয়মের বিপরীত কিছুই ঘটিতে পারে না; স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই হট যোগ দ্বারা কতকগুলি নিচুদরের সিদ্ধি আয়ত্ব করা যাইতে পারে এবং স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই রাজযোগ অবলম্বনে মানব প্রকৃত সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। মানবের চরম উদ্দেশ্য যে অধ্যাত্মজ্ঞান তাহা রাজযোগ সাধনা দ্বারাই সিদ্ধ হয়। পঞ্চ অগ্নি তাপ, ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাকা ইত্যাদি সমস্ত হট যোগের প্রক্রিয়া কিন্তু রাজযোগ মনের সংযম প্রক্রিয়া।"

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

টীকা।

যোগীর পরকায়া প্রবেশ সম্বন্ধে উপরে লিখিত হইয়াছে যে জীবন সূত্র দেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে যোগী আর সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিতে পারেন না, এই তত্ত্বটি একটি উপমা অবলম্বনে বেশ বুঝা যায়। উপমাটি এই—একটি জ্বলন্ত বর্ত্তিকাকে নিবাইয়া ফেল তখন উহা হইতে একটি ধূম উঠিতে থাকিবে; আর একটি জ্বলন্ত বাতির নীচে একটু দূরে নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকাটি ধর; উহা হইতে উত্থিত ধূমের রেখাটি যখন জ্বলন্ত শিখা স্পর্শ করিবে তখন অগ্নি শিখা ঐ ধূম অবলম্বনে টপ্ করিয়া নিচের বাতিতে পড়িয়া উহাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এই ধূম টুকু যখন থাকিবে না তখন আর ঐরূপে নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকাকে জ্বালা যাইবে না।

সম্পাদক।

পৌরাণিক কথা।

প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ।

স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেই বুঝিতে হইবে কল্পের প্রথম অবস্থা। প্রলয়ে ভূগোলকও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মনুর উপরোধে ভূগোলকের উদ্ধার হইল। কিন্তু ভূগোলক বলিলে, দেশবিদেশ শূন্য একরূপ Nebulousmass বুঝিতে হইবে। সেই বাষ্পমণ্ডলের ঘূর্ণন শক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। সেই ঘূর্ণন শক্তি বলে, মণ্ডল মধ্যে নানারূপ বিভাগ হইয়া দ্বীপ, উপদ্বীপ ও সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এবং কালবশে ভূসংস্থানের দৃঢ়তা সংঘটিত হইয়াছিল।

যেমন ভূ-বিভাগ লইয়া এক বিভ্রাট, সেইরূপ জীববিভাগ লইয়াও বিভ্রাট। জীবের শরীর সংগঠন করাই এক বিষম ব্যাপার ছিল। যে উপাদানে জীব শরীর গঠিত হইবে, সেই উপাদান ইন্দ্রিয় শক্তির উপযোগী হওয়া চাই। আবার জীবের আয়ু উপযোগী জীব শরীরের স্থিতি হওয়া চাই।

ভূ সংস্থানের ভার প্রিয়ব্রতের উপর পড়িল এবং জীব সংস্থানের ভার উত্তানপাদের উপর।

কিন্তু প্রিয়ব্রতের একটি ভাল গুরু জুটিল। স্বয়ং নারদ ঋষি। নারদের মত একটি ছেলে হলেই চক্ষুঃস্থির। নিজের বাপের কথা শুনিবেন না এবং অন্যে যাহাতে না শুনে, তাহাতেও বিশেষ সচেষ্ট। ঋষিবর সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রবৃত্তিমার্গের রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। কাযে কাযে জানিতেন যে যতই তিনি চেষ্টা করুন অকালে প্রবৃত্তির রোধ হইবে না। তবে যথাকালে সেই রোধ ফলদায়ী হইবে।

নারদ বলিলেন, প্রিয়ব্রত কর কি? প্রবৃত্তির পথে একবার চলিলে আর নিস্তার নাই। প্রিয়ব্রত অমনি হাল ছেড়ে দিলেন। মনু দেখিলেন বিষম বেগতিক। তখন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত।

ব্রহ্মা বলিলেন—

নিবোধ তাতেদমৃতং ব্রবীমি
মাসূয়িতুং দেবমর্হস্ত প্রামযম্।
বয়ং ভবস্তে তত এষ মহর্ষি
র্বহাম সর্ব্বে বিবসা যস্ত দিষ্টম্॥

হে বৎস, যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ কর। প্রবৃত্তির জন্ম তোমাকে যাহা বলিব, সে আমাদের কথা নহে। এ সকলই ঈশ্বরের নিয়োগ। অতএব বিরোধাচরণ করিয়া সেই সত্য অপ্রমেয় আদি পুরুষের প্রতিই দোষারোপণ করিবে। আমি ও মহাদেব তোমার পিতা স্বায়ম্ভুব মনু, এবং এই যে তোমার গুরু মহর্ষি নারদ আমরা সকলেই বিবশ হইয়া তাঁহারই আদেশ পালন করিতেছি।

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা
ন যোগবীর্য্যেণ সমাধয়া বা
নৈবার্থধর্ম্মে পরতঃ স্বতো বা
কৃতং বিহন্তুং তনুভৃদ্বিভূয়াৎ॥

তপোবল দ্বারা, কিম্বা বিদ্যা দ্বারা, কিম্বা যোগবল ও সামাদি বুদ্ধিবল আশ্রয় করিয়া, অর্থ ধর্ম্ম দ্বারা, স্বয়ং কিম্বা অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহই ঈশ্বরের কৃত নষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।

নারদ চুপ। প্রিয়ব্রত বলিলেন, তথাস্তু। মনুর কায সহজে হইয়া গেল।

প্রিয়ব্রত প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কারণ তাঁহাকে বিশ্বের ভাগ রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ব্রতের নবীন উদ্যম। ভূলোকের গতি শক্তি অধিক। এখন ধরুন যেন সূর্য্য মেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন বলিয়া দিন রাত্রি হয়। প্রিয়ব্রত বলেন রাত্রিই বা কেন হইবে। আমিও সূর্য্যকে অনুসরণ করিব যে ভূভাগে রাত্রি হয়, আমি নিজ তেজে সেই ভাগ উজ্জ্বলিত করিব। কারণ প্রিয়ব্রত তখন তেজস্বী। তখনও পৃথিবীর স্থূলতা ও দৃঢ়তা হয় নাই। কিন্তু নিজের চক্ষুঃ যেমন নিজকে প্রকাশিত করিতে পারেনা, সেইরূপ নিজ মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া অর্থাৎ Rotation দ্বারা পৃথিবীর কোন ভাগকে প্রিয়ব্রত প্রকাশিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহাতে একটি কাজ হইল। দৃঢ়তা শূন্য মণ্ডলের ঘূর্ণন দ্বারা সাত সমুদ্র ও সাত দ্বীপ হইল।

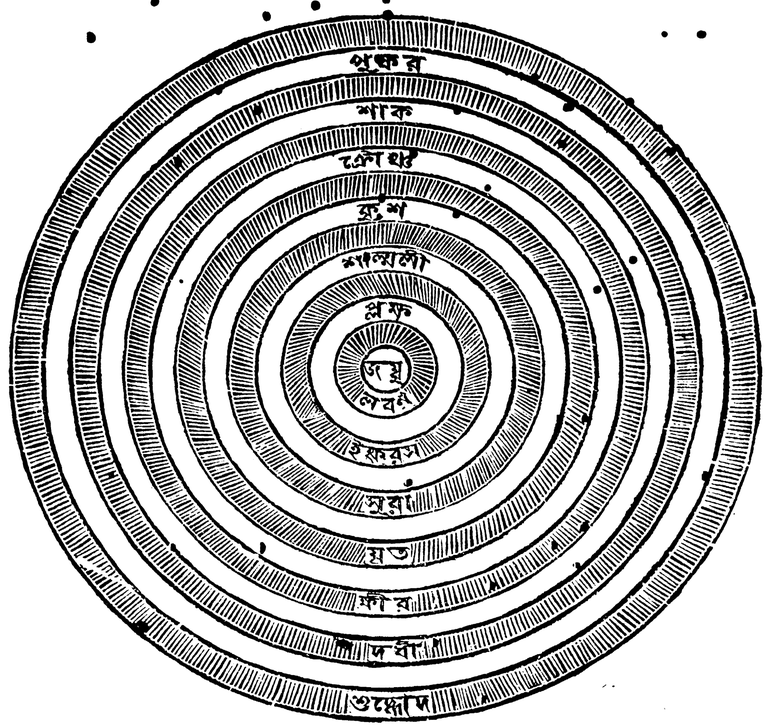

এই সকল দ্বীপের মধ্যে মধ্যতম জম্বুদ্বীপ অন্য দ্বীপ অপেক্ষা ঘন ও দৃঢ় এবং লবণ সমুদ্রও অন্য সমুদ্র অপেক্ষা গাঢ়। দৃঢ়তর দ্বীপ ও সমুদ্র সকল ক্রমিক কম ঘন, কম দৃঢ় ও কম গাঢ়। এই তারতম্য অনুসারে দ্বীপ বাসীদিগেরও তারতম্য আছে। জীব সকলকে প্রতি দ্বীপেই ভোগ করিতে হয়। প্রতি দ্বীপেই অবতার আদি হয়। প্রতি দ্বীপেই শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলা না কোন লীলা সংঘটিত হয়। থিয়সফির ভাষায় এই দ্বীপ সকলকে Globe বলা চলে।

প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র এই সাত দ্বীপের রাজা। সেই সাত পুত্রের নাম আগ্নিধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, মহাবীর, হিরণ্যরেতা, ঘৃতপৃষ্ঠ ও সবন। ইহাঁরা যথাক্রমে জম্বু আদি দ্বীপ সমূহের রাজা। এই সাতটি রাজার নামই অগ্নির নাম।

অগ্নি হইতেই রূপ হয়। বিশ্বকর্ম্মার হাপরে বিশ্বের রূপ হয়। তাঁহার দৌহিত্র সকলের হাপরে সাতদ্বীপের রূপ।

আমরা যাহাকে পৃথিবী বলিয়া জানি তাহা এই জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপেরও সকল অংশ আমরা জানিনা। সমুদ্রের মধ্যেও কেবল আমরা লবণ সমুদ্র জানি অন্য সমুদ্র জানিনা।

প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের মধ্যে আমরা কেবল আগ্নিধ্রকেই লইব। তিনিই জম্বুদ্বীপের রাজা।

আগ্নিধ্রের নয় পুত্র জম্বুদ্বীপের নয় বর্ষ অর্থাৎ ভাগ। তাহাদের নাম নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাস্ত ও কেতুমাল।

এই সকলের মধ্যে নাভিবর্ষই আমরা বিশেষরূপে জানি। পৃথিবীর Atmosphere বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহাই নাভিবর্ষের Atmosphere তাহার উপরের বায়ু এত পাতলা, যে আমাদের জানা জীব সকল সেই বায়ুতে জীবন ধারণ করিতে পারেনা। সেই পাতলা অত্যন্ত পাতলা—এমন কি আমরা তাহাকে বায়ু না বলিতেও পারি—বায়ু যুক্ত প্রদেশ কিংপুরুষবর্ষ। সেখানে কিংপুরুষ অর্থাৎ কিন্নরেরা বাস করে। কিন্নর এক রকম দেবতার জাতি। তাহারা অর্দ্ধ দেবতা বলিয়া তাহাদিগকে দেবযোনি বলে। এইরূপ অন্যান্য বর্ষ আছে। কেহ উপরে, কেহ পার্শ্বে। দ্বীপ সকল যেমন একের মধ্যে এক অবস্থিত, বর্ষ সকল সেরূপ নহে।

আমরা অন্য বর্ষ ছাড়িয়া দিয়া কেবল নাভিবর্ষের বংশ দেখিব।

নাভির পুত্র ঋষভ। ঋষভ বিষ্ণুর অবতার। ঋষভ হইতেই পৃথিবীর স্থিতি। তিনি যে শক্তি সঞ্চারণ করিয়াছেন সেই শক্তি বলে, পৃথিবীর বর্ত্তমান শক্তি।

ঋষভ পারমহংস ব্রত অবলম্বন করিলেন। "জড়ান্ধমূক বধিরপিশাচোন্মাদকবৎ অবধূতবেশোঽভিভাষ্যমাণোঽপি জনানাং গৃহীত মৌনব্রতস্তষ্ণীং বভূব।" পৃথিবীরও জড়তা হইয়া আসিতে লাগিল।

ঋষভদেবের শত পুত্র। তাহার মধ্যে ভরত জ্যেষ্ঠ। ভরত হইতেই আমাদের ভারতবর্ষ। বাকি নিরানব্বই পুত্রের মধ্যে কুশাবর্ত্ত, ইলাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত, মলয়, কেতু, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক্, বিদর্ভ ও কীকট, এই নয় প্রধান।

ভরতের কথা পর প্রবন্ধে দেখা যাইবে।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

পরিণাম।

কালের প্রবল স্রোত বাঁধিয়া রাখিতে চাহ
তুমি ক্ষুদ্র নর!
বিশ্বের বিধাতা যিনি তাঁ'র বিধি অতিক্রমে,
নাহি কর ডর।
কালচক্র অবিরত ঘুরিছে আজ্ঞায় যাঁ'র
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
রোধিতে তাহার গতি ভুবন মাঝারে বল
কেবা শক্তি ধরে।
তাঁ'রি করুণায় বহে মাতৃ বক্ষে পয়োধারা
জনমের আগে
তাঁহারি আদেশ ক্রমে তনয়ে জননী স্নেহ
নিরবধি জাগে।
সফল মানস হ'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে আপনার
কর বিচরণ
তোমার কল্যাণে তিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া পথ
করা'ন দর্শন।
মাতার অঞ্চল ধ'রি যথা নিরুপায় শিশু
চলে বিশ্বসিয়া
তেমনি সংসার-পথে সর'তাঁ'র প্রেমময়
অঞ্চল ধরিয়া।
শৃগাল কুক্কুর হ'তে কিসে তোমা' শ্রেষ্ঠ গণি
যদ্যপি ঈশ্বরে
নাহি কর আরাধনা জীবের মঙ্গল-হেতু
সদা যুক্ত-করে!।

(তাই বলি)

কাঙ্গাল বাসনা ত্যজ' সকলি অসার ভবে
অলীক স্বপন
অসার জীবনে তব একমাত্র কর সার
তাঁহার চরণ।
শোক তাপ দূরে যাবে লভিবে অধিক তুমি
স্বপ্ন—সুখ হ'তে
স্বপ্ন ভঙ্গে নিরাশায় প্রবুদ্ধ হইয়া তোমা'
হবেনা কাঁদিতে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

(৮ম সংখ্যার ২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

হরিদাস ফুলিয়ার নির্জ্জন কুটীরে নিশ্চিন্ত মনে ভজনানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ভক্তিমত্তার কাহিনী শ্রীবৃন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তি রসে অনুক্ষণ হয় নানা মূর্ত্তি॥
কখন করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখন করেন মত্ত সিংহ প্রায় ধ্বনি॥

কখন বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা হাস্য হাসেন কখন॥
কখন গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখন মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥ ইত্যাদি।

তাঁহার এবম্বিধ অমানুষিক প্রেমভক্তি দর্শনে সদ্‌বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন অল্প দিনের মধ্যেই এ প্রদেশেও হরিদাস সকলের ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন।

হরিদাস যখন প্রেম ভক্তি স্রোতে উন্মত্ত হইয়া ফুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন তখন ফুলিয়া গোড়াইকাজীর অধীনে ছিল। গোড়াই যবন কিন্তু হরিদাস যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও মহম্মদীয় ধর্ম্ম উপেক্ষা পূর্ব্বক হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে গোড়াই আপনাদিগকে (যবনদিগকে) অপমানিত জ্ঞান করিতেছিলেন সুতরাং হরিদাসের নাম শ্রবণাবধি হরিদাসের উপর বিতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে হরিদাসকে আপন অধিকারে পাইয়া তাঁহাকে কিছু দণ্ড প্রদানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। এই মানসে পরিচালিত হইয়া গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে যবনদ্রোহী প্রভৃতি দোষে অভিযুক্ত করিলেন। হরিদাস যবন হইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম পালন করিতেছেন হিন্দুর আচার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাতে মুসলমান ধর্ম্মের অবমাননা করা হইতেছে কাজী গৌড়েশ্বরকে একথা বুঝাইয়া দিতেও ভুলিলেন না। হরিদাসকে দণ্ড বিধান করিবার জন্য গৌড়েশ্বরকে নিবেদন করিতেও কাজী পশ্চাৎপদ হন নাই। যথা,—

যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভাল মতে তারে আনি করহ বিচার॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

দুর্ম্মতি কাজির বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বরের চিত্ত বিচলিত হইল হরিদাসকে দণ্ড দিবার জন্য তিনিও দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। হরিদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আদেশ হইল। যথা সময়ে আদেশ প্রতিপালিতও হইল।

হরিদাস কৃষ্ণগত প্রাণ। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইবার নহে। হরিদাসকে ধরিবার জন্য যখন গৌড়েশ্বরের পাইক আসিয়া উপস্থিত হইল তখন তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র উদ্বেলিত হইল না তিনি ভগবন্নাম করিতে করিতে পাইক-

সহ গৌড়েশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যদিও গৌড়েশ্বরের নিকট হরিদাস আজ সামান্য বন্দীমাত্র তথাপি তাঁহার অনৈসর্গীক একপ্রকার জ্যোতি-দর্শনে তিনি যে বন্দী গৌড়েশ্বর ক্ষণকালের জন্য তাহা ভুলিলেন। হরিদাসের উপবেশনের জন্য সগৌরবে আসন প্রদান করিলেন। হরিদাসের ভক্তিপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে গৌড়েশ্বরের চিত্ত শান্তভাব ধারণ করিল তিনি মধুর বচনে হরিদাসকে বলিলেন "ভাই তোমার একি প্রকৃতি কত ভাগ্যে তুমি যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ কিন্তু আপনার ধর্ম্ম পালন না করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পবিত্র মহম্মদীয় ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছ কেন? আহার কালে যে হিন্দুকে দেখিলে আমরা আহার ত্যাগ করি সেই ঘৃণ্য হিন্দুধর্ম্ম তুমি মহাবংশজাত হইয়া কিরূপে পরিত্যাগ করিলে পরলোকেই বা কিরূপে নিস্তার পাইবে তাহা ভাবিয়াছ কি? যাহা হউক না বুঝিয়া যাহা করিবার করিয়াছ এখনও হৃদয়ের বেগ ফিরাও কল্মা উচ্চারণ করিয়া সেই পাপরাশি ধৌত করিয়া ফেল।"

মায়া মোহিত গৌড়েশ্বরের বাক্য শ্রবণে হরিদাস ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং বলিলেন,—

শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর।
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে॥
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সবার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন। ইত্যাদি। চৈঃ, ভাঃ।

হরিদাসের বাক্য শ্রবণে সকলেরই চিত্ত বিগলিত হইল। গৌড়েশ্বরও হরিদাসের বাক্য গুলিকে অযৌক্তিক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিলেন না সভাস্থ সকলেই হরিদাসের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং গৌড়েশ্বরও তাঁহার প্রতি অসন্তোষ নহেন দেখিয়া সভাস্থ এক কাজির (সম্ভবতঃ ইনি পূর্ব্বোক্ত গৌড়াই কাজি হইবেন?) চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল তিনি বলিয়া উঠিলেন "এ দুষ্টকে পরিত্রাণ দিবেন না এই দুষ্ট মুক্তিলাভ করিলে অনেককে দুষ্ট করিবে যবন কুলে কালি ঢালিয়া দিবে অতএব ইহাকে যথা বিহিত দণ্ড প্রদান করুন নচেৎ নিজধর্ম্ম

(মহম্মদীয় ধর্ম্ম) গ্রহণ করুক।" কাজির যুক্তিও গৌড়েশ্বর উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারিলেন না তাই আবার হরিদাসকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদুত্তরে হরিদাস বলিতেছেন,—

খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম। চৈঃ ভাঃ

ধর্ম্মের জন্য কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ!

হরিদাসের বাক্য শ্রবণে গৌড়েশ্বর কাজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এখন ইহার প্রতি কি করিতে চাও?" কাজি বাইশ বাজারের দণ্ড প্রার্থনা করিয়া লইল। তৎকালে বাইশ বাজার নামে একটি নৃশংস দণ্ড প্রচলিত ছিল। পাইকগণ বন্দীকে নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করিতে করিতে বাইশটি বাজার পরিভ্রমণ করিতেন। ইহারই নাম বাইশ বাজার দণ্ড। অনেকেই দুই তিনটি বাজার পরিভ্রমণ শেষ হইতে না হইতেই কালকবলে পতিত হইত। হরিদাসকে পাইকগণ বন্ধন করিয়া তাহাদের নিয়মানুরোধে নির্দ্দয়রূপ বেত্রাঘাত করিতে করিতে চলিয়াছে ইহাতে সাধু সহৃদয় ব্যক্তিগণ বড়ই ব্যথিত হইলেন কেহবা রাজাকে শাপ দিতে লাগিলেন কেহবা পাইকগণকে কিছু অর্থপ্রদানের স্বীকার করিয়া হরিদাসকে সজোর বেত্রাঘাত না করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে দৃশ্য বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

কেহ বলে অনিষ্ট হইবে সর্ব্বরাজ্য।
সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে॥
কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

রোগ সঞ্চালন।

দার্জ্জিলিং প্রবাসকালে লেখক যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর ও আভিচারিক ষট্‌কর্ম্মের প্রতিপোষক। ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। পার্ব্বতীয় শীত অতি দুর্জ্জয়। লেখক চিকিৎসা ব্যবসায়শীল বলিয়া প্রত্যহ সেই দুর্জ্জয় শীত উপেক্ষা করিয়াও দরিদ্রের কুটীরে ও ধনির প্রাসাদে আর্ত্তের আর্ত্তিমোচনে নিযুক্ত ছিলেন। একদিবস "চাঁদমারি"—বস্তি অতিক্রম করিয়া উচ্চতর আরোহে আসিতে একজন দরিদ্র পাহাড়ী স্বর্ণকার লেখককে সম্বোধন করিয়া বলিল "ডাক্তার সাহেব! জেরা মেহেরবাণী করকে মেরা ঘরপর আইয়েগা একভারি'—মরিজ্ (রোগী) হ্যায়?" এই অনুরোধ শ্রবণ করিয়া লেখক সেই পাহাড়ীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন একজন যুবা-পাহাড়ী ভয়ঙ্কর জ্বরে অভিভূত হইয়া কুটীরের দাওয়ায় কম্বলাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে ও বক্ষঃ মধ্য হইতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি শব্দ হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে রোগীটির ডবল নিউমোনিয়া (সন্নিপাত বিশেষ) হইয়া তাহাকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছে লেখক তখন তাহাদিগকে রোগীর বিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাহার রীতি-মত চিকিৎসা করা আবশ্যক বুঝাইয়া বলায় পাহাড়ী স্বর্ণকার বলিল যে তাহারা ডাক্তরী ঔষধ ব্যবহার করেনা। সুতরাং চিকিৎসক ক্ষুব্ধ হইয়া গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ক্ষুব্ধ হইবার কারণ অর্থহানি নহে রোগীর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা যাহা হউক পাহাড়ীদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে ধিক্কার দিয়া চিকিৎসক অপর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেই দিন রাত্রি ৯টার সময় কার্য্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন কালে চিকিৎসককে সেই পাহাড়ী স্বর্ণকারের বাটীর পার্শ্বদিয়া যাইতে হয়। তাহার বাটীর সন্নিকটে আসিতে না আসিতে স্বর্ণকারের বাটী হইতে মাদল বাদ্যের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া চিকিৎ-সক স্তম্ভিত ভাবে কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন ব্যাপার কি! রুগ্ন গৃহে এ আনন্দ ধ্বনি কেন? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার প্রাঙ্গনে গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছে তাহার পার্শ্বে একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকেশ পুরুষ একটি বৃক্ষ শাখা হস্তে করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতেছে ও

বৃক্ষ শাখা দ্বারা রোগীর মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ঝাড়িতেছে ও পদতলে একটি জলপূর্ণ থালি রাখিয়া সেই জলের উপর বৃক্ষ শাখাটি সজোরে ঝাড়িয়া ফেলি-তেছে। আর এক ব্যক্তি মাদল বাদ্য করিতেছে। তাহার নিকট একটি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুট বাঁধা রহিয়াছে। চিকিৎসককে নিকটে দেখিয়া স্বর্ণকার আগ্রহ সহকারে তাঁহাকে একটি মোড়ার উপর উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল ও বলিল যে তাহাদের "ঝাক্‌রী" (ওঝা) আসিয়াছে। চিকিৎসক কৌতূহলী হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে ওঝা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রোগীকে ঝাড়াইতে লাগিল ও প্রত্যেক ঝাড়নে বৃক্ষ শাখা থালীস্থ জলের উপর সজোরে ঝাড়িতে লাগিল। মাদল বাদ্য ওঝার বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্রপাঠ ও রাত্রির অন্ধ-কারে বড়ই ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা পর কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটটি ওঝা আপনার কাছে টানিয়া লইল ও নিকটস্থ খুঁটিতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দ্বিগুণ উৎ-সাহের সহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সেই বৃক্ষশাখা দ্বারা রোগীর মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ঝাড়িতে লাগিল ও বৃক্ষ শাখাটি কুক্কুটের গাত্রের নিকট সজোরে আছ-ড়াইতে লাগিল। মাদলের বাদ্যও অনবরত চলিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা পর কুক্কুটটী ধড় ফড় ঝট্ পট্ করিতে করিতে পঞ্চত্ব পাইল। কুক্কুটের গাত্রে কোন আঘাত আদৌ লাগিল না কেবল তাহার গাত্রের নিকট বৃক্ষশাখা আছ-ড়ান হইয়াছিল মাত্র। এ দিকে রোগীর সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া জ্বর ত্যাগ হইল ও সে অতি ক্ষীণ স্বরে খাদ্য প্রার্থনা করিল। তাহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ দেওয়া হইল সে তৃপ্তির সহিত তাহা পান করিয়া নিদ্রিত হইল। শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার অধিক হওয়ায় চিকিৎসক আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে সেই পাহাড়ীর বাটীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তিনি সেই রোগীকে যষ্টির উপর ভর করিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতে দেখিলেন ও কুক্কুটটী মৃত অবস্থায় প্রাঙ্গনে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া চিকিৎসক ভাবিলেন যে এখনও ভারতে এমন বিদ্যা আছে যদ্বারা অজ্ঞ পাহাড়ী বর্ব্বরেও এমন কার্য্য করিতে পারে যাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বপ্নেও ভাবিয়া উঠিতে পারে না।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরাখণ্ডে।

(৭ম সংখ্যার ২২৪ পৃষ্ঠার পর)

"এই কর্ম্ম অতি নিগূঢ় প্রহেলিকাময়; তাহার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অধিকার বহির্ভূত। কর্ম্মফল, জন্মান্তর গ্রহণাদি প্রকৃত সত্য হইলেও তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। অনেক বৌদ্ধের ধারণা এই যে, মানব দ্বিসহস্রবর্ষ বা ততোধিককাল অতীন্দ্রিয় জগতে (স্বর্গাদিলোকে) অতিবাহিত করিয়া পুনরায় রক্তমাংসবিশিষ্ট নূতন শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মের ন্যায় পার্থিব জীবন যাপন করেন। এটি, পূর্ব্ব জীবনে প্রস্ফুরিত ওজঃশক্তির দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ক অতি স্থূল ও ভ্রমসঙ্কুল জ্ঞান। আমি এই পর্য্যন্তই বর্ণনা করিতে উপদিষ্ট, কিন্তু আপনি সত্বরেই এতদ্বিষয়ক ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করিবেন। তৃতীয় পর্য্যায়ের উপদেশ কালে প্রবীণ মহাত্মার নিকট এ সকল কথা শুনিতে পাইবেন। চলুন, এক্ষণে স্থূল বিজ্ঞানের কার্য্যগৃহে যাওয়া যাউক।"

চিন্তা। "আমি সেই গৃহের মধ্য দিয়াই আসিয়াছি এবং এত যন্ত্র সংগ্রহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য মতে স্থূল বিজ্ঞানালোচনায় আমার ত্রুটি হয় নাই, অথচ ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই আমার অজ্ঞাত।"

"ঐ সমস্ত যন্ত্র বহুকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমাদিগকে ঐ সকলের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা যে পরিমাণ থাকে ঐ সকল শিক্ষার ক্ষমতা সেই পরিমাণে সহজ হইয়া আইসে। আমরা যে সমুদয় শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তন্মধ্য হইতে একটির পরীক্ষা দেখাই। এইটা একটা স্পন্দনোৎপাদক যন্ত্র।"

চিন্তা—"ঠিক গির্জার অর্গান্ নামক বাদ্য যন্ত্রের ন্যায়।"

"তাহাই বটে। ইহাতে কতকগুলি নল আছে এবং সে সকল অনেক বস্তুর সহিত সংযুক্ত। যে সকল বস্তু বাদ্যধ্বনির স্পন্দনের ঠিক অনুগমন করে, সেরূপ বস্তুও ইহাতে অনেক আছে। সেই স্পন্দন পরিমাণার্থ এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জগতের প্রত্যেক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বস্তুর স্পন্দনের সহিত ঐক্য হইয়া স্পন্দিত হয়। তাহা বলিয়া যে সকল, বস্তুই প্রত্যেক জাতী-

য়ের স্পন্দনের সাহায্য করিবে এমন নহে। বস্তু বিশেষে কোন জাতীয় বস্তুর স্পন্দনের যেমন সহায়তা করে তেমনই অন্য জাতীয় বস্তুর স্পন্দনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে—তাহাকে পরাজিত করে—তাহাকে নিরস্ত করে।"

"এই যন্ত্রের প্রত্যেক নলের সূক্ষ্মাগ্রে অতিশয় পাতলা ধাতুপত্তর সংযুক্ত আছে, সেই পতরে উহাদের স্পন্দন অবিকল সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ উহাতে যতগুলি স্পন্দন উৎপন্ন হইবে, পতরেও তৎসংখ্যক স্পন্দন উৎপাদন করিবে।"

"এক্ষণে আপনি নগ্ন পদে একখানি পতরের উপর দণ্ডায়মান হউন, এখনই দেখিবেন যে, উহার ধ্বনির সহিত আপনার শরীর একতান হইয়াছে। যেমন মন্দির মধ্যে বাদিত ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, সেইরূপ যে স্পন্দনে নলের উপাদান—পরমাণু-নিচয় কম্পিত হয়, উহাতে শরীর সংলগ্ন হইলে তাহাও প্রতিহত হইয়া থাকে।"

"চিন্তামণি প্রথম পতরখানির উপর নগ্নপদ হইয়া দাঁড়াইলে, মহাত্মা একটি চাড়া (Lever) টিপিয়া ধরিলেন;—একটি নল হইতে গুরু গম্ভীর শব্দ নির্গত হইল; চিন্তামণি তাহার স্পন্দন সুন্দররূপ অনুভব করিলেন। চিন্তামণির মুখদর্শনে তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে না পাইয়া, মহাত্মা তাঁহাকে পরবর্ত্তী পতরখানির উপর পদস্থাপন করিতে কহিলেন। এইরূপে বিংশত্যধিক পতর পরীক্ষিত হইল, প্রত্যেক বারেই শব্দ গম্ভীরতর হইতে লাগিল, কিন্তু চিন্তামণির মুখরাগের কোন অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন অনুভব না করিয়া, তিনি অবশেষে আর একখানি পতর পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে এরূপ ধ্বনি নির্গত হইল যে, কোন পার্থিব পদার্থে সেরূপ শব্দ উৎপাদন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইল না।

চিন্তামণির মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, তিনি ঘনশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পদ অপসৃত করিয়া কহিলেন;—"বাবা! আমার জীবনে এরূপ তীব্র স্পন্দন অনুভব করি নাই, আমার শরীরের প্রত্যেক পরমাণু যেন আলোড়িত হইয়াছে।"

মহাত্মা একটু টিপিয়া হাসিয়া তাঁহার কর্ণে একটি শঙ্খের ন্যায় যন্ত্র অর্পণ করিয়া কহিলেন "কিছু কি শুনিতে পাইতেছেন?"

চিন্তা—"মৃদু কন নাদ।"

"ইহা মানব কর্ণের ন্যায় সামান্য শব্দ ঘনীভূত কারক যন্ত্র মাত্র। কোন

প্রাচীন মহাত্মা, কতকগুলি কৌশল সংযোগ পূর্ব্বক, মানব কর্ণ ও শঙ্খের সমুদয় গুণ বিশিষ্ট করিয়া শঙ্খ ও মানব কর্ণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এক প্রকার পিত্তল যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহার অভ্যন্তরভাগে অনেক ঘুরান ঘুরান প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এটি সেই যন্ত্র। ঐ নলে বা অন্য কোন শব্দকারক যন্ত্রে এই যন্ত্র সংযোগ করিলে, স্পন্দন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, অপরন্তু তাহার উগ্রতা সম্পাদন করে—স্পন্দনের শক্তি সহস্র গুণ বৃদ্ধি হয়। যন্ত্রটা এই পতর খানিতে লাগাইয়া দিলাম, আপনি আর একবার এক নিমেষের জন্য ইহাতে পা দিউন।"

চিন্তামণি তথানুষ্ঠান করিলে, মহাত্মা, পুনরায় সেই চাড়াটিতে চাড় দিলেন, এবং সেই নল হইতে একটি সুগভীর অতি উচ্চ শব্দ নির্গত হইয়া চিন্তামণিকে পলকমধ্যে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহার ক্রোড়শায়ী করিল। তিনি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মূর্চ্ছিতের ললাটদেশ নিষ্পীড়ন করতঃ কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বাক্য উচ্চারণ করিলেন, অব্যবহিত পরে তাঁহার মূর্চ্ছাও অপনীত হইল।

চিন্তামণির মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছিল; তিনি জীবিত কি মৃত তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্তই যেন চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু "সুদক্ষ হস্তের কার্য্যে কোন বিপদাশঙ্কা নাই" মহাত্মার এই প্রবোধ বাক্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার তাৎকালিক শরীরের অবস্থা বর্ণনা করিতে কহিলেন।

চিন্তামণি স্মিতমুখে বলিলেন—"বর্ণনা কিছু কঠিন নহে। নল হইতে শব্দ নির্গত হইবা মাত্র আমার শরীর স্পন্দিত ও আলোড়িত হইল; বোধ হইল যেন আমার শরীর শতধা বিভক্ত হইয়া গেল, যেন রেণু রেণু বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল এই পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হয়, কারণ পরক্ষণেই আমার চৈতন্য অপহৃত হইয়াছিল।"

"ঠিক ঐরূপ হইবে তাহা আমি জানিতাম এবং বিপদের আশঙ্কা নাই তাহাও জানা কথা। ইহার স্পন্দন শক্তির প্রখরতা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই প্রস্তরখানি লইয়া পরীক্ষা করা যাউক। অগ্রে আপনি এই লৌহমুদ্গরাঘাতে ইহা নিরেট কি না পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

তদনুসারে চিন্তামণি মুদ্গর দ্বারা পাথর খানিতে বিষম আঘাত করিয়া কহিলেন "নিরেট বটে।" [ক্রমশঃ।

৩য় ভাগ।] মাঘ, ১৩০৬। [১০ম সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২।১২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক
১। দৈন্যাষ্টক-স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ,	২৪৯
২। মার্গ-দীপিকা	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল,	২৯২
৩। সাবিত্রী চরিত	শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ,	২৯৭
৪। পৌরাণিক কথা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম-এ, বি-এল,	৩০৮
৫। জ্ঞান ও ভক্তি	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস, বি-এল,	৩১৩
৬। আধ্যাত্মিক-আখ্যায়িকা	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ দত্ত	৩১৬
৭। "এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে"	শ্রীযুক্ত প্রণবানন্দ শর্ম্মা	৩১৮

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০ অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbari Street; Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। "প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩য় ভাগ। { মাঘ, ১৩০৬ সাল। } ১০ম সংখ্যা।

দৈন্যাষ্টক-স্তোত্রম্।

(রামানুজ-সাম্প্রদায়িক-হরিদাস-বিরচিতম্)

(১)

শ্রীকৃষ্ণ গোকুলাধীশ নন্দগোপতনূদ্ভব।
যশোদাগর্ভসম্ভূত ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

হে কৃষ্ণ করুণাময়! করি নিবেদন
গোকুলের রাজা হ'য়ে আছ সর্ব্বক্ষণ।
গোপরাজ নন্দ যিনি, তিনি তব পিতা
যশোদা গোপের রাণী, তিনি তব মাতা।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(২)

ব্রজানন্দ ব্রজাবাস ব্রজস্ত্রীহৃদয়স্থিত।
ব্রজলীলাকৃতে নিত্যং ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

ব্রজের আনন্দ তুমি করহ বর্দ্ধন,
ব্রজধাম তব এক প্রিয় নিকেতন,
ব্রজনারী রেখে দেয় হৃদয়ে তোমায়,
রচিত তোমার মূর্ত্তি ব্রজেরি লীলায়।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৩)

শ্রীভাগবতভাবার্থরসাত্মন্ রসিকাত্মক।
নামলীলাবিলাসার্থং ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

অতি মিষ্ট ভাগবত-রসের সাগরে
নিমগ্ন হইয়া আছ চিরদিন ধ'রে।
রসময় আত্মা তব, তব মিষ্ট নাম
কীর্ত্তন করিতে মোর ইচ্ছা অবিরাম।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়।

(৪)

যশোদাহৃদয়ানন্দ বিহিতাঙ্গণরিঙ্গণ।
অলকাবৃতবক্ত্রাব্জ ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

যশোদা-মাতার তুমি প্রাণপ্রিয় ধন,
ব্রজের অঙ্গণে তুমি কর বিচরণ।
সুন্দর অলকা গুলি ঝুলিয়া পড়িয়া
বদন-কমল তব রেখেছে ঢাকিয়া।
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৫)

বিরহার্ত্তিব্রতস্থাত্মন্ গুণগানশ্রুতিপ্রিয়।
মহাদৈন্যদয়োদ্ভূত ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

ভক্তের বিরহব্যথা দূর করিবারে
কতই যতন কর, তুমি এ সংসারে!
কেহ তব গুণগান করিলে ভুবনে
ভালবাস তুমি তাহা শুনিতে শ্রবণে।
যেই জন এ সংসারে অতি দীন হীন,
কত দয়া কর তারে, তুমি প্রতিদিন!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৬)

অত্যাসক্তজনাসক্ত পরোক্ষভজনপ্রিয়।
পরমানন্দসন্দোহ ময়ি দীনে দয়াং কুরু॥

যে জন তোমার ভক্ত সর্ব্বদাই রয়,
বড় ভালবাস তারে, ওহে দয়াময়!
তোমারে পৃথক্ ভাবি করিলে ভজন,
সেই ভজনাই তব অতি প্রিয় ধন!
যে আনন্দ সুনির্ম্মল, তুল্য নাই যার,
সেই আনন্দেরি তুমি পূর্ণ অবতার!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৭)

নিরোধশুদ্ধহৃদয় দয়িতাগীতমোহিত।
আত্যন্তিকবিয়োগাত্মন্ ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥

নিরোধ আশ্রয় করি যোগের সময়
বিশুদ্ধ হৃদয় তব, ওহে যোগময়!

এ সংসারে যেই জন বিয়োগ-বিধুর,
তাহার বিয়োগ-দুঃখ ক'রে দাও দূর!
আমি অতি দীন হীন, উপায় না রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

(৮)

স্বাচার্য্যহৃদয়স্থায়িলীলাশতযুত প্রভো।
সর্ব্বথা শরণং যাতে ময়ি দীনে কৃপাং কুরু॥
গুরু বলিয়াই যাঁরে করেছ স্বীকার,
তাঁর হৃদি জাগে তব লীলা অনিবার।
লইলাম একমাত্র তোমারি আশ্রয়,
কৃপা কর মোরে, ওহে কৃষ্ণ কৃপাময়!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ।

মার্গ-দীপিকা।

সাধন পথ অতি দীর্ঘ, বন্ধুর ও দুর্গম। ঋষিরা ক্ষুরধারের সহিত ইহার তুলনা করিয়াছেন।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

"কবিগণ সেই দুর্গম পথকে ক্ষুরধারার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও দুষ্কর বলিয়া থাকেন।" কারণ, এপথে অনেক বাধা বিঘ্ন, অনেক প্রলোভন পদস্খলন আছে; অথচ কল্যাণার্থীকে এপথে চলিতেই হইবে। যে হেতু শ্রেয়োলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই। (নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়)।

আর এক পথ আছে, সে পথ অতি সহজ, সরল ও সুগম। কিন্তু তাহার গতি ভিন্ন মুখে। সে পথ শ্রেয়ের পথ নহে, প্রেয়ের পথ। সে পথের পথিক কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়না, কিন্তু অনর্থের মুখে ধাবিত হয়। সে পথ কুসুমাকীর্ণ বটে, কিন্তু কণ্টকময়। বস্তুতঃ ভোগে ও যোগে অনেক প্রভেদ—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ স্বতন্ত্র বস্তু। "অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদ্ উতৈব প্রেয়ঃ * * * দূর মেতে

বিপরীতে বিষূচী"। উভয়ের ফল ও ভিন্নরূপ দেখা যায়। যিনি শ্রেয়ের পথে বিচরণ করেন তাঁহার কল্যাণ অর্জ্জন হয়, আর যিনি প্রেয়ের পথে পদার্পণ করেন তাঁহার অনর্থপাত ঘটে।

তয়োঃ প্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

আর এই দুই পথের গম্য স্থান ও এক নহে। প্রেয়ের পথ লইয়া যায় সংসারে—দুঃখের আলয় ক্ষণভঙ্গুর সংসারে (গতাগতং কামকামা লভন্তে); আর শ্রেয়ের পথ লইয়া যায় বৈকুণ্ঠে—চিরন্তন আনন্দ ধাম বৈকুণ্ঠে (যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম)। ভগবানের চির আনন্দময় পরমধামে পৌঁছিলে আবার নিবর্ত্তন করিতে হইবে কেন? এই বৈকুণ্ঠ ধামই বেদোক্ত "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" (চিরাকাঙ্খিত বিষ্ণুপদ)। একজন কবি এ পথকে সমুদ্র যাত্রার সহিত তুলিত করিয়াছেন—

সংসার সমুদ্র পার্থ আমরা সকলে,
অনন্ত সমুদ্র যাত্রী জ্ঞান ধ্রুবতারা।
গম্য স্থান সুখ ধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম।
যে পায় দেখিতে সখে সেই পুণ্যবান।
সে পায় অন্তিমে বিষ্ণুপদে নিরবাণ।

সমুদ্রের যেমন কুল কিনারা নাই, সমুদ্র যেমন জনশূন্য, বিপদ সঙ্কুল, বহু বিঘ্নের আকর, এপথও সেইরূপ। ইহা দুর্গম, বন্ধুর, সুদীর্ঘ, বিজন। কিন্তু, তরণী যখন সমুদ্রের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া কূলে পঁহুছায় তখন কি আনন্দ! সাধক যখন সুখ ধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হন, তখন তাঁহার কি শান্তি!

এই সাধন পথ "বিজন অতি ঘোর", কিন্তু সাধককে এ পথে চলিতেই হইবে। সেই জন্য যাঁহারা কল্পের এই সুদীর্ঘ পথ বাহিয়া আনন্দ ধামে পঁহুছিয়াছেন সেই পরম কারুণিক মহাপুরুষগণ জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া পথের মধ্যে মধ্যে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে শ্রেয়োর্থী সাধক যেন এই ঘনান্ধকার পথে উদ্‌ভ্রান্ত না হন, যেন তিনি এই সকল প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোকে পথ দেখিয়া ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে

গম্যস্থানে পঁহুছিতে পারেন। এই সকল প্রদীপ জগতের মোক্ষ শাস্ত্র সমূহ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যে সাধক মোক্ষপথের বিবরণ অবগত হইয়া পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারেন, অন্যথা বিনা সম্বলে এই দীর্ঘ, বিজন, তমসাচ্ছিন্ন পথের পথিক হইলে তাঁহার বিপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এই সকল মোক্ষ গ্রন্থের মধ্যে গীতা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কারণ এ পথের সহায়ক এরূপ গ্রন্থ জগতে দুর্লভ। এ সম্বল সংগ্রহ না করিয়া মোক্ষ পথের পথিক হওয়া কম দুঃসাহসের কার্য্য নহে। যোগবাসিষ্ট এইরূপ আর একখানি মোক্ষ গ্রন্থ। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপদ এই শ্রেণীয় গ্রন্থ। পরাবিদ্যার্থী সমিতি (Theosophical Society) হইতে এই জাতীয় দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে ; একখানির নাম Voice of the Silence, (নাদ অনাহত)। ইহা তিব্বতীয় মোক্ষগ্রন্থ বিশেষ হইতে সংগৃহীত। এ গ্রন্থ গীতার সহিত একসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম Light on the Path (মার্গ-দীপিকা)। এ গ্রন্থে সাধন পথ সম্বন্ধে কয়েকটী অতি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রধানতঃ সূত্রাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সংগ্রহকার যিনিই হউন, তিনি যে সাধন তত্ত্বে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা গ্রন্থ পাঠ করিলে সম্যক্ ধারণা হয়। এই মার্গ-দীপিকা গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মোক্ষশাস্ত্র সকলের উপদেশ পরস্পর মেলন করিলে দেখা যায় যে তাহারা প্রায়ই একরূপ। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ যাঁহারা জীবের হিতার্থে এই সকল উপদেশ বিবৃত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই তত্ত্বদর্শী। কেহ পরের মুখে শুনিয়া অথবা অনুমান আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। সেই জন্য যদিও উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থে বিভিন্নরূপ দেখা যায়, কিন্তু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় না। সাধকের চিত্ত মার্জ্জন, বুদ্ধির শোধন, হৃদয়ের বিকাশ, মনের উন্নতি প্রভৃতির জন্য যে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ দেখা যায় তাহা সর্ব্বত্রই একরূপ। মার্গ দীপিকা হইতে আমরা যে কয়টী উপদেশ উদ্ধৃত করিব, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

মার্গ-দীপিকার প্রথম উপদেশটী এইরূপ।—"Kill out ambition" অর্থাৎ আশার উচ্ছেদ কর। অবশ্য এ উপদেশ সাধক ভিন্ন অপরের জন্য নহে। কারণ

সংসারী ব্যক্তির সমস্ত জীবনের ভিত্তিই আশা ; সে আশার উচ্ছেদ করিলে তাহার প্রাণ শূন্যময় হইবে। কিন্তু যিনি সাধনমার্গের পথিক হইয়াছেন তাঁহার প্রকৃতি ভিন্নরূপ। তাঁহার অবলম্বিত মোক্ষপথের প্রথম সাধনই বিবেক বৈরাগ্য। বস্তুতঃ, যে সাধন চতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে না পারিলে সাধক এ পথে পদার্পণ করিবার অধিকারীই হন না, বৈরাগ্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এখন দেখা যাউক, আমাদের মোক্ষশাস্ত্রে আশার উচ্ছেদ সম্বন্ধে কি উপদেশ পাওয়া যায়। ঋষিরা আশাকে বৈতরণী নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন ('আশা বৈতরণী নদী')। যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী প্রবাহিত আছে শুনা যায়। সংসারী জীব এই অগ্নিময়ী নদী উত্তীর্ণ না হইলে যমপুরে পঁহুছিত পারে না। ইহা উল্লঙ্ঘন করা বড় সঙ্কট ব্যাপার। অনেক দুঃখ কষ্ট, বাধাবিপত্তি, জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তবে জীব এই নদী উত্তীর্ণ হইতে পারে। আশা নদীও এইরূপ। ইহার পরপারে যাওয়া অতি কঠোর সাধন সাপেক্ষ। ইহার তপ্ত সলিল পান করিয়া অনেকেরই চিত্তদাহ উপস্থিত হয়। দেহ ধারণ করিয়া অতি অল্প লোকই এ নদী পার হইতে পারেন। মরণান্তেও আশার হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। ইহারই কুহকে পড়িয়া জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি করিতে হয় এবং সংসারী হইয়া অনেক বিড়ম্বনা সহিতে হয়। সেই যাতনা তাড়নায় নিপীড়িত হইয়া জীব শাস্ত্রবাক্যের মহিমা বুঝে—"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং" আশাই পরম দুঃখ, আশার উচ্ছেদই পরম সুখ। কারণ আশার শেষ নাই। আশার যতই পোষণ হয়, আশা ততই স্ফীত হইতে থাকে। দরিদ্র যদি ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হয়, তথাপি তাহার আশার নিবৃত্তি হয় না। তাহার আশা বাড়িয়া বাড়িয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে চায়। এই তত্ত্ব সুগম করিবার জন্য আর্য্য ঋষিরা পুনর্মূষিকের গল্প রচনা করিয়াছেন। সে গল্প সকলেই বোধ হয় জানেন। এক নগণ্য মূষিক শক্তিশালী যোগীর প্রসাদে মার্জ্জার, বৃক, ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতির পদে ক্রমে২ উন্নতি লাভ করে ; কিন্তু তাহাতেও তাহার আশার বেগ প্রশমিত না হইয়া তাহাকে আরও উচ্চতর পদ লাভের জন্য উৎসাহী করিয়া তুলে। অবশেষে সে উন্নতির একমাত্র নিদান যোগীবরকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন তিনি তাহার আশার অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া তাহাকে আবার স্বভাবসিদ্ধ মূষিকে

পরিণত করেন। তখন সেই "পুনর্মূষিক" আশার অসারতা উপলব্ধি করে। তাহার যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে বোধ হয় সেও ঋষি বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিত "আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"।

আশা ত্যাগে কত শান্তি তাহা বুঝাইবার জন্য প্রাচীনেরা একটী উপাখ্যান বলিয়া থাকেন। সাংখ্যসূত্রে এই উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"। উপাখ্যানটী এই,—পিঙ্গলা নামে এক অভিসারিকা প্রাচীন ভারতের কোন নির্জ্জন প্রদেশে প্রিয় সমাগমের আশায় উৎকণ্ঠিতা হইয়া প্রতীক্ষা করিতে ছিল। অভাগী কতই প্রতীক্ষা করিল; দণ্ডের পর দণ্ড, যামের পর যাম অতিবাহিত হইয়া রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল; কিন্তু তাহার দয়িত সে নিভৃত নিকুঞ্জে আসিলেন না। এইরূপ দীর্ঘকাল আশা প্রতীক্ষা করিয়া পিঙ্গলা শেষে নিরাশ হইয়া পড়িল এবং "প্রিয় নিশ্চিত আসিবেন না" মনে এই ধারণা দৃঢ় করিয়া সকল আশার উচ্ছেদ করিল। তখন তাহার উৎকণ্ঠা অন্তর্হিত হইল। সে সুখে ঘুমাইয়া পড়িল (সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা)।

কেহ হয়ত মনে করিবেন যে আশা ছাড়িলে জীবন অসার হইয়া পড়ে। সকল প্রকার উদ্যম, কর্ম্মশীলতা একেবারে তিরোহিত হয়। এ আশঙ্কা অমূলক। আশা ছাড়িলেই নিশ্চল জড়পিণ্ডে পরিণত হইতে হয় না। তাহার প্রমাণ গীতা বাক্য "নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ।" ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন "আশার উচ্ছেদ করিয়া, মমত্ব বর্জ্জিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ কর।" অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়; তাঁহার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যুদ্ধ। সেইজন্য ভগবান্ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন। সে যুদ্ধ আশাযুক্ত হইয়া যুদ্ধ নহে, আশামুক্ত হইয়া যুদ্ধ। যদি আশাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ব্যাপার হইত তবে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কখনও তাহার উপদেশ দিতেন না। আর এক কথা। ঈশ্বরের জগৎ ব্যাপার কার্য্যে আমরা দেখিতে পাই যে আশামুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি ভগবানের পক্ষে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে। ত্রিজগতে তাহার কিছুই অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্য নাই; অথচ, তিনি প্রতিক্ষণই জীবের হিতার্থে জগতের পালনকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য এইরূপ।

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব তু কর্ম্মণি॥

অতএব আশার উচ্ছেদ সাধন করিয়া সর্ব্বভূতের হিতব্রত সাধন করা অশ্রুতপূর্ব্ব বা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাবিত্রী চরিত।

সতীত্বের চরম আদর্শ সাবিত্রী সতীর উপাখ্যান প্রায় সকল হিন্দুই মোটামুটী রকমে জানেন কিন্তু মূল মহাভারত গ্রন্থের বনপর্ব্বে এই সাবিত্রী উপাখ্যান মধ্যে যে সকল অমূল্য নীতিকথা সন্নিবেশিত আছে; তাহা সকলে জানেন না; মূল উপাখ্যানটি সবিস্তারে সকল হিন্দু মহিলারই জানা কর্ত্তব্য; সেই উদ্দেশে শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ, মহাভারতীয় উক্ত উপাখ্যানটি সরল পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। এই গ্রন্থের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তাঁহার অনুবাদ অবলম্বনে সতীতেজ যে কি পদার্থ সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমরা বলিতে চাই।

মদ্রদেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি বেদমাতা সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া দেবী সাবিত্রীর বরে এক কন্যা লাভ করেন; তিনি সেই কন্যার নাম রাখেন সাবিত্রী। সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেন। মহর্ষি নারদ মুখে সাবিত্রী জানিয়াছিলেন যে একবৎসর পরেই সত্যবানের পরমায়ু শেষ হইবে; ইহা জানিয়াও তিনি সত্যবানকে বিবাহ করার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। বিবাহের পর সাবিত্রী শ্বশুর শ্বশ্রূ ও পতি সেবা করিয়া দিন কাটাইতে লাগাইলেন।

সাবিত্রীর মনে কিন্তু নারদ বচন
উঠিতে বসিতে শুতে জাগে সর্ব্বক্ষণ।
সত্যবান যেই দিন হারাবে জীবন
সেই কাল অতঃপর আসিল এখন॥

সাবিত্রী কিন্তু তাঁহার মনের এই চিন্তা কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না।

পতির মৃত্যুর অবধারিত কালের চারিদিন পূর্ব্বে তিন রাত্রি অনশন ব্রত ধারণ করিয়া কাটাইলেন; চতুর্থ দিবসে শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া স্বামী সঙ্গে বনে কাষ্ঠ আহরণে গমন করিলেন। পতির মৃত্যুর অবধারিত কাল উপস্থিত হইল, সত্যবান শিরঃপীড়া বোধ করিয়া সতী অঙ্গে মস্তক ন্যস্ত করিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন; তখন সাবিত্রী দেখিলেন এক বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ সত্যবান প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দাঁড়ায়ে রয়েছে কাছে হস্তে পাশ ধরি,
হেরিয়া সাবিত্রী তারে উঠিলা শিহরি।
প্রকাণ্ড তাহার দেহ, মুকুট মাথায়,
সূর্য্য সম তেজ তার—দেখে ভয় পায়;
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তার—লোহিত লোচন,
রক্ত বস্ত্র পরিধান—দেখিতে ভীষণ।
সাবিত্রী তাহাকে দেখি কাঁপিতে কাঁপিতে,
ক্রোড় হতে পতি-শির রাখিলা ভূমিতে,
সহসা উঠিয়া সতী কহে যোড় করে,
দুরু দুরু করে হিয়া, বাক্য নাহি সরে।
আকার দেখিয়া তব শুন মহাশয়!
মানুষ বলিয়া মম বোধ নাহি হয়;
দেবতা হইবে তুমি, দেহ পরিচয়,
কেন আসিয়াছ কহ, যদি দয়া হয়।
যম কহিলেন,—দিব আত্ম পরিচয়,
পতিব্রতা, তপোরতা জানিয়া তোমায়।
উত্তর দিতেছি আমি প্রশ্নের তোমার,
কল্যাণি! জানিও নাম শমন আমার।
এই যে তোমার পতি, রাজার কুমার,
মৃত হয়েছেন ইনি, আয়ু নাহি আর।
ইহাঁকে বাঁধিয়া পাশে লইব এখন,
আসিয়াছি আমি সতি! জেনো সে কারণ।

সাবিত্রী কহিলা আমি করেছি শ্রবণ,
মানবে লইতে আসে তব দূতগণ।
তবে ভগবন্! বল তুমি কি কারণ,
করেছ আপনি আজি নিজে আগমন?
যমরাজ এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
যথাযথ সব কথা করিলা বর্ণন।
সত্যবান্ রূপবান্ গুণের সাগর,
অধিকন্তু এই নর ধার্ম্মিক প্রবর;
ইহাঁরে লইবে দূতে, এ নয় উচিত,
রাজপুত্রি! আমি তাই নিজে উপস্থিত।
সত্যবান্-দেহ-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ
যে প্রাণ পুরুষ ছিল, তারে দিয়া টান।
বহিষ্কৃত করিলেন শমন তখন,
বশে আনিলেন পাশে করিয়া বন্ধন।
প্রাণ বাহিরিলে, শ্বাস হইল বিগত,
নিস্পন্দ হইল অঙ্গ, কান্তি হৈল হত।
পূর্ব্বে ছিল যেই দেহ নয়ন রঞ্জন,
এখন হইল তাহা বিকৃত দর্শন।
অতঃপর পাশে তারে করিয়া বন্ধন,
দক্ষিণ দিকেতে যম করিলা গমন।
মহাভাগা, পতিব্রতা, সাবিত্রী তখন,
যমের পশ্চাৎ দুঃখে করিলা গমন।
যম কহিলেন,—সতি! আসিও না আর,
গৃহে ফিরে যাও, কর পতির সৎকার।
পতির সকল ঋণ করেছ মোচন,
কত দূর আর তুমি করিবে গমন?
সাবিত্রী কহিলা,—যথা লয়ে যাবে পতি,
অথবা যাবেন যথা সেই মহামতি,

তথায় করিব আমি অবশ্য গমন,
ইহাই আমার দেব! ধর্ম্ম সনাতন।
গুরু ভক্তি, পতি প্রেম আর তপস্যায়,
অধিকন্তু ধর্ম্মরাজ! তোমার কৃপায়,
পেয়েছি যে বল আমি, সেবল এখন,
প্রতিহত মম গতি হবে না কখন।
পণ্ডিতের মতে পাঁচ সাতটী কথায়,
অল্পক্ষণে সাধুদের মিত্রতা জন্মায়।
তব সহ করিয়াছি কিছু সম্ভাষণ,
মনে করি তুমি মম মিত্র সে কারণ।
মিত্রতা-সূত্রেতে তাই বলিব কিঞ্চিৎ,
দয়া করি যদি শুন হয়ে অবহিত।
যতদিন নাহি হয় ইন্দ্রিয় দমন,
ততদিন বৃথা করে অরণ্যে গমন;
গার্হস্থ্য আশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য, ভিক্ষাশ্রম—
বনে না পালিত হয় কাহারো নিয়ম।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মই জ্ঞান-লাভের সাধন,
সুপণ্ডিত জনে সদা কহে এ বচন;
গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে তাই যত সাধুজন,
সকলের শ্রেষ্ঠ বলি করেন বর্ণন।
একমাত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণে,
জ্ঞান মার্গ করে লাভ সকল সুজনে
ব্রহ্মচর্য্য, ভীক্ষাশ্রম বাঞ্ছনীয় নয়,
গার্হস্থ্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
যম কহিলেন—ঘরে ফিরে যাও সতি!
তব সুবচনে তুষ্ট হইয়াছি অতি;
এই সত্যবানের জীবন দান বিনা,
মাগ সতি! অন্য বর যা হয় কামনা।

সাবিত্রী কহিলা দেব! করি নিবেদন,
রাজ্যভ্রষ্ট, অন্ধ, মম শ্বশুর এখন;
বনবাসী হ'য়ে কাল করেন যাপন,
তোমার কৃপায় তাঁর হউক নয়ন।
বলশালী হউন তিনি পূর্ব্বের মতন,
তেজস্বী হউন অগ্নি তপন যেমন।
যম কহিলেন বর দিলাম এখন,
সকলি ফলিবে তব কথার মতন।
পথশ্রান্ত বোধ হয় তোমারে দেখিলে,
আসিওনা আর—শ্রম হইবে আসিলে।
সাবিত্রী কহিলা—শ্রম হইবে কেমনে?
যেহেতু আমিত আছি পতির সদনে।
পতির যে হবে গতি সেই মম গতি,
যেখানে যাইবে তুমি লয়ে মম পতি।
সেখানে করিব আমি নিশ্চয় গমন,
পুনরায় শুন দেব আমার বচন,—
বারেক সাধুর সঙ্গে হইলে মিলন,
হয় তাহে পরস্পর মিত্রতা বন্ধন,
সাধু সনে মিত্রতায় অশেষ মঙ্গল,
সজ্জনের সঙ্গ কভু না হয় বিফল।
সে কারণ সাধু সনে সদা অবস্থান,
অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্রের বিধান।
যম কহিলেন—তুমি যে কথা বলিলে,
পরম মঙ্গল হয় সে কথা শুনিলে,
পুলকে আনন্দহয় হৃদয় যেমন,
পণ্ডিতেরো হয় বুদ্ধি বিবেকবর্দ্ধন;
বিনা সতি! এই সত্যবানের জীবন,
প্রার্থনা দ্বিতীয় বর করহ এখন।

সাবিত্রী কহিলা—দেব! পূর্ব্বে শত্রুগণ
মম স্বশুরের রাজ্য করেছে হরণ;
দ্বিতীয় এবর দাও,—ধর্ম্মে রাখিমন
পুন তিনি রাজ্য করুন পালন।
যম কহিলেন সতি! অচিরে তোমার
শ্বশুর আপন রাজ্য পাবেন আবার,
ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট নাহি হবেন কখন,
এইতব মনোরথ করিনু পূরণ;
আপন ভবনে তুমি করহ গমন,
অধিক আসিলে শ্রম হবে বিলক্ষণ।
সাবিত্রী কহিলা—দেব! এইযে ভুবন,
ইহার সকল প্রজা করিছ শাসন;
তোমার নিয়ম—পাশে বাঁধিয়া সকলে,
স্বেচ্ছাক্রমে ল'য়ে তুমি যাইতেছ চলে;
"যম" নামে হইয়াছ খ্যাত সে কারণ,
কিঞ্চিৎ বলিব আর শুনহ বচন।
কায়মনোবাক্যে হিংসা হইতে বিরতি,
সাধ্যমত দান, দয়া সকলের প্রতি,
সাধুদের এই হয় ধর্ম্ম সনাতন—
এসব কর্ত্তব্য সাধু করেন পালন।
শত্রু ও বিপদে পড়ি' লইলে শরণ,
সাধু তার প্রতি দয়া করেন তখন।
যম কহিলেন—শুভে! এ তব বচন,
অতি প্রীতিকর—জলতৃষ্ণায় যেমন;
বিনা সতি! এই সত্যবানের জীবন,
পুনরায় মাগ বর, যাহা চাহেমন।
সাবিত্রী কহিলা,—নাহি পিতার সন্তান,
ঔরস সন্তান শত কর তাঁরে দান,

সেই সব পুত্র যেন হয় বংশধর,
তোমার নিকট মাগি তৃতীয় এবর।
যম কহিলেন—সতি! শত পুত্র হবে,
সেই সব পুত্র হ'তে পিতৃকুল রবে;
মনোরথ পূর্ণ হৈল তোমার এখন,
ফিরে যাও আর দূরে করোনা গমন,
সাবিত্রী বলিলা,—স্বামী সমীপে যখন,
তখন এপথ দূর নহে কদাচন;
স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা,
যেতে যেতে ধর্ম্মরাজ! শুন মোরকথা।
বলশালী তুমি বিবস্বানের তনয়,
পণ্ডিতে তোমাকে তাই বৈবস্বত কয়;
ন্যায়ে ধর্ম্মে সর্ব্ব লোক করিছ শাসন,
ধর্ম্মরাজ নামে তুমি খ্যাত সে কারণ।
যাদৃশ বিশ্বাস হয় সাধুজন প্রতি,
নিজের প্রতিও কভু না হয় তেমতি;
সাধুর সহিত লোক দেখ! সে কারণ,
প্রণয় করিতে করে সদা আকিঞ্চন।
প্রাণি মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস যে হয়,
একমাত্র মূল তার কেবল প্রণয়;
সাধুর উপর লোক করে সে কারণ,
সবিশেষ চেষ্টা করি প্রণয় স্থাপন;
যম বলিলেন—সতি! এমন বচন,
অন্য মুখে করি নাহি কখন শ্রবণ,
তুষ্ট হইয়াছি আমি তোমার উপর,
পতির জীবন বিনা চাহ অন্যবর।
সাবিত্রী কহিলা—দেব! শতেক কুমার,
সত্যবান্ হৈতে হৌক গর্ভেতে আমার।

বল বীর্য্য শালী আর হৌক বংশধর,
প্রার্থনা তোমারে করি, চতুর্থ এ বর।
যম বলিলেন—আমি দিলাম এবর—
বলবীর্য্য শালী শত পুত্র গুণাকর
হবে রাজ পুত্রি! তব; আসিওনা আর,
ফিরে যাও, হবে শ্রম নতুবা তোমার।
সাবিত্রী কহিলা—দেব! যত সাধু জন,
সনাতন ধর্ম্মে সবে রত অনুক্ষণ;
কিছুতেই কাতর না হয় সাধুগণ.
বিফল না হয় কভু সাধু-সম্মিলন;
সাধুর সহিত—সাধু করিলে মিলন,
উভয়ের মধ্যে ভয় না হয় কখন।
সাধুদের সত্য-বলে দিবাকর চলে,
সৃষ্টি রক্ষা হয় সাধুদের তপোবলে,
ভূত ভাবী উভয়ের সাধুই আশ্রয়,
সাধুর নিকটে সাধু বিষণ্ণ না হয়।
কর্ত্তব্য—বোধেতে সাধু করে উপকার,
প্রত্যুপকারের আশা না হয় তাহার।
ধার্ম্মিকের প্রতি দয়া বিফল না হয়,
সে দয়ায় ধন মান নাহি হয় ক্ষয়;
সাধুর নিয়ম সদা ধার্ম্মিক পালন,
ধার্ম্মিকের রক্ষা কর্ত্তা তাই সাধুজন।
যম কহিলেন—সতি! তোমার বচন,
অর্থ যুক্ত, ধর্ম্ম যুক্ত, হৃদয় রঞ্জন;
যতশুনি তত ভক্তি হতেছে তোমায়,
অনুপম বর মাগ, যাহা মন চায়।
সাবিত্রী বলিলা—দেব! রাখ মম মান,
অন্য তিন বরে সিদ্ধি করিয়াছ দান;

কিন্তু পতি-সহবাস বিনা পুত্র শত
কেমনে হইবে বল মম অভিমত?
সত্যবান্ তাই হৌক জীবিত আবার,
নহিলে অবশ্য মৃত্যু হইবে আমার।
পতিহীনা হ'য়ে সুখ না করি কামনা,
পতিহীনা হ'য়ে স্বর্গে না হয় বাসনা,
পতিহীনা হ'য়ে ধন কামনা না করি,
পতিহীনা হ'য়ে প্রাণ ধরিতে না পারি।
শতপুত্র হবে বর করিয়া অর্পণ,
তুমিই আবার পতি করিছ হরণ;
দাও বর—সত্যবান্ লভুক জীবন,
তা' হলেই হবে সত্য তোমার বচন।
হইলেন যম তুষ্ট শুনি এ বচন,
তথাস্তু বলিয়া পাশ করিলা মোচন।
অতঃপর সাবিত্রীকে করি সম্ভাষণ,
সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ কহিলা তখন।
এই দেখ সতি! সত্যবানের বন্ধন,
তোমার কথায় আমি করিনু মোচন;
মনোরথ পূর্ণ হবে—দেহ রোগহীন,
থাকিবেন পতি তব দেশে চিরদিন;
বাঁচিবেন তব সহ বর্ষ চারিশত,
বহু যজ্ঞ করি ভবে হইবেন খ্যাত।
তোমার গর্ভেতে সতি! শতেক সন্তান
উৎপাদন করিবেন এই সত্যবান্;
সে সব ক্ষত্রিয়-পুত্র ক্রমে রাজা হবে,
তাহাদের পুত্র পৌত্র রাজত্ব করিবে॥

সতীর কাছে যমরাজ পরাস্ত হইলেন।

সাবিত্রীর এই উপাখ্যান হইতে আমরা ইহা শিখিয়াছি যে, বেদমাতা

সাবিত্রী উপাসকের ঔরসজাত সন্তান সাবিত্রীতেজ আশ্রয় করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ

(আমরা সেই জগৎপ্রসবিতার বরণীয় তেজ চিন্তা করি; সেই তেজই আমাদিগকে সৎকর্ম্মে প্রেরণা করেন)।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই ত্রিপাদ গায়ত্রী মন্ত্রে যে জগজ্জননীর উপাসনা করেন, তিনিই দেবী সাবিত্রী। এই সাবিত্রী দেবীর বরণীয় তেজই ব্রহ্মতেজ বা সতীতেজ। এই তেজ পুরুষহৃদয়ে যখন আবির্ভূত হন, তখন ইহাই ব্রহ্মতেজ এবং স্ত্রীহৃদয়ে আবির্ভূত হইলে ইহারই নাম সতীতেজ। এই ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পুরুষকে যে কর্ম্মে প্রেরণা করেন, তাহাই পুরুষের ধর্ম্মকর্ম্ম এবং স্ত্রীহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে যে কর্ম্মে প্রেরণা করেন, তাহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কর্ম্ম। যে পুরুষের হৃদয়ে এই তেজ সম্যক্ প্রকাশিত, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং যে স্ত্রী এই বরণীয় তেজে তেজস্বিনী, তিনিই সতী। এই বরণীয় তেজের প্রেরণায় যে যে কর্ম্মে ব্রাহ্মণ ও সতীর প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই বেদবিহিত কর্ম্ম। এই বেদবিহিত কর্ম্মের নামই ধর্ম্ম। জগজ্জননীর এই বরণীয় তেজ হইতেই বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল প্রসূত হইয়াছে, এই জন্যই দেবী সাবিত্রীকে বেদমাতা বলা হইয়া থাকে।

অশ্বপতি দুহিতা সাবিত্রী এই তেজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করেন। এই তেজই তাঁহার হৃদয়কে সত্যবানের প্রতি আকৃষ্ট করে; সত্যবানকে স্বল্পায়ু জানিয়া রাজা অশ্বপতি যখন তাঁহাকে কন্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে বুঝেন, তখন সাবিত্রী বলেন —

"একবার সত্যবানে করেছি বরণ,
সেই মম পতি, নাহি চাহি অন্য জন।"

এই বাক্য সাবিত্রী হৃদয়নিহিত সেই সতীতেজসম্ভূত মহাবাক্য। এই মহাবাক্য সাধনই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম সাধনা।

সাবিত্রী কাহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, সাবিত্রীর সত্যবান কে তাহা কি পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন? কালপূর্ণ হওয়ায় পতিদেহ যখন

অচেতন হইয়া পড়িল যমরাজ যখন সেই দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে টানিয়া বহিষ্কৃত করিয়া চলিতেছেন, তখন সাবিত্রী সতী তাঁহার অনুসরণ করিলেন; তখন তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন—

"স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা,"

সাবিত্রীর এই কথাগুলি পাঠকগণ বিশেষ স্মরণ রাখিবেন! সাবিত্রী সত্যবানের হৃদয়পুরীস্থায়ী পুরুষকে জানিয়াছিলেন এবং এই অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষকেই তিনি স্বামী বলিয়া জানিয়াছিলেন; এই অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষের অনুসারিণী হইয়াই তিনি যমরাজকে বলিয়াছিলেন—

"স্বামী সমীপে যখন
তখন এপথ দূর নহে কদাচন;
স্বামী লয়ে যথা যাবে, যাব আমি তথা॥"

যিনি পতি-হৃদয়-গুহাশায়ী জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র পুরুষকে চিনিয়া তাঁহারই অনুসরণে বদ্ধসঙ্কল্প, তিনিই সতীর চরম আদর্শ। সাবিত্রী চরিত পাঠ করিয়া আমরা এই কথাটি শিখিয়াছি। সূর্য্য যেমন জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রকাশক, সতীতেজও সেইরূপ স্বামীহৃদয়নিহিত পুরুষের প্রকাশক। যে স্ত্রীর হৃদয়ের তেজ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া, হৃদয়-গুহা-শায়ী পুরুষে মিলিত হইয়া সেই পুরুষকে প্রকাশ করে, সেই স্ত্রীই সতীশব্দ বাচ্য; তাঁহার হৃদয়ের তেজের নামই সতী-তেজ।

এই সতীতেজে তেজস্বিনী সুন্দরী যম সন্দর্শনে ভীতা হন না; তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ জানিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এই সতীতেজ সতীর মুখ দিয়া ধর্ম্ম উপদেশ নিঃসারিত করেন এবং সেই সতীকে আদর্শরমণী স্থাপন করিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মের ভিত্তি প্রোথিত করেন।

এস আমরা এই বরণীয় ভর্গকে নমস্কার করি।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

পৌরাণিক কথা।

ভরত।

এই ভারতবর্ষের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল। রাজা ভরত হইতে ইহার নাম ভারতবর্ষ। তিনি বহুসহস্রবর্ষ প্রজাপালন করিয়া পুত্রগণের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং বনমধ্যে গমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষের অর্চ্চনায় নিযুক্ত হইলেন।

একদা রাজর্ষি স্নান করিয়া প্রণব জপ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক হরিণী পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই নদীতটে আগমন করিল। হরিণী জলপান করিতেছিল, এমন সময়ে, উচ্চসিংহনিনাদে সেই স্থান পরিপূরিত হইল।

চকিতনয়না হরিণবধূ ব্যাকুল হৃদয়ে ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিল এবং উরুভয় জন্য তাহার গর্ভ নদীমধ্যে নিপতিত হইল। কাতর হরিণী গিরিগুহায় প্রাণ ত্যাগ করিল।

করুণ-হৃদয় রাজর্ষি প্রবহমান হরিণ শিশুকে অঙ্ক মধ্যে স্থাপিত করিয়া আশ্রমমধ্যে আনয়ন করিলেন এবং প্রীতি সহকারে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। যম্ নিয়ম্ ঈশ্বরপরিচর্য্যা তাঁহার একে একে সকলই গেল। হরিণবালকে তাঁহার প্রবল মমতা বৃদ্ধি হইল। হায়, আসঙ্গে কিনা হয়! "সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ"। তাহার পর একে একে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশই আমাদের সর্ব্বনাশ।

ভরতের কাল নিকটবর্ত্তী হইল এবং একাগ্র মনে হরিণ শিশু স্মরণ করিতে করিতে তিনি নয়ন মুদিত করিলেন।

মন তুমি যাহা চাও, তাহাই পাও। অবশ হইয়া ছাই পাঁস চাহ কেন?

মনুষ্যশরীর ত্যাগ করিয়া ভরত মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইল না। নির্ব্বিন্নহৃদয় ভরত কালবশে মৃগশরীর ত্যাগ করিলেন।

আর্য্য ভারতবর্ষ, তুমি ছিলে কি, হলে কি! তোমার পবিত্রতা, তোমার সহৃদয়তা কিনা পশুশরীরে আচ্ছাদিত হইল! কিন্তু সেজন্য তোমার সন্তানগণ কিছুমাত্র খেদ করেনা। পরের ভাবনায় করুণহৃদয় যদি মমতার পাশে

আবদ্ধ হয় সে বন্ধনও ধর্ম্মনিবন্ধন। অন্যের প্রকৃতি অবলম্বনে তুমি নিজের জড় প্রকৃতি সংগঠিত করিলে, তাই তোমার মৃগত্ব। কিন্তু তোমার হৃদয় জ্ঞান পূর্ণ। বাহ্যিক ঝঞ্ঝাবাতে, অধীনতার কারাগারে, বহির্জগতের অত্যাচারে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব নষ্ট হইবে না।

আঙ্গিরস-গোত্র-জাত কোন ব্রাহ্মণ কুমারের দুই পত্নী। এক পত্নীর নয় পুত্র। এবং দ্বিতীয় পত্নীর যমজ সন্তান, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। সেই পুত্রই রাজা ভরত। তিনি মৃগ শরীর ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণকুমাররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার পূর্ব্বজন্মাবলির স্মৃতি সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইল। আর তিনি আসক্তির দিকে একেবারে যাইলেন না লোকে জানিল, যে ব্রাহ্মণ কুমার উন্মত্ত, জড়, ও বধির।

ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্রের শিক্ষা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন না। কালক্রমে তিনি কালকবলে পতিত হইলেন। দ্বিতীয়া পত্নী তাঁহার সহমৃতা হইলেন। ব্রাহ্মণ কুমারের ভার তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের উপরে পড়িল।

প্রাকৃত লোকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কাজ করাইয়া লইত। কেহ বা বেতনরূপে কদর্য্য অন্ন দিত। কখনও ভিক্ষাদ্বারা তিনি জীবনযাত্রা করিতেন। কি শীত, কি বর্ষা, কি ঝঞ্ঝাবাত, সকল কালেই স্থূলদেহ ব্রাহ্মণ কুমার অনাবৃতাঙ্গে। যেন একটি বৃষের ন্যায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। ভ্রাতৃগণের দ্বারা কিম্বা অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া তিনি কাজ করিতেন বটে। কিন্তু কাজের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতেন না।

হায়রে, যে ভারতের হৃদয় তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ, যে ভারত জগৎকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে, আজ প্রাকৃত সমাজের মধ্যে পড়িয়া সেই ভারত জড় ও উন্মত্ত। যাহার যা ইচ্ছা, সেই তা বলুক, ভারতের কিছুতেই যায় আসেনা। ভারত বাসীগণ, প্রতি পদে আপন পূর্ব্বপুরুষ ভরতের বৃত্তিস্মরণ করিয়া চলিও। পরের উপহাসে বিচলিত হইওনা। আধ্যাত্মিক ভাবই ভারতের সার ভাব। অন্যের প্রাকৃতিক ভাব দেখিয়া যেন নিজের সর্ব্বস্ব হারাইওনা কালের চক্রে সংসারের দুরতিক্রম নিয়োগ বলে, যে প্রাকৃতিক কার্য্য করিতে হয়, ভাল হয় মন্দ হয় করিয়া যাও, এবং বিধিলব্ধ ধনে সন্তুষ্ট হইয়া দিনপাত কর। নিশ্চই জানিও যে এদিন চিরকাল থাকিবেনা।

কদাচিৎ কোন শূদ্রসামন্ত চৌররাজ অপত্যকামনা করিয়া ভদ্রকালীকে মনুষ্যবলি দিবার অভিপ্রায় করিল। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বলি দৈবাৎ বিমুক্ত হইয়া রাত্রিকালে পলায়ন করিল। বৃষলপতির অনুচরগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া সেই বলির অনুসন্ধান পাইল না। কিন্তু বীরাসনে উপবিষ্ট ক্ষেত্ররক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের নয়ন গোচর হইল। তাহারা সুলক্ষণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া চণ্ডিকা গৃহে আনয়ন করিল। পরে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়া ভদ্রকালীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। বৃষলরাজের পুরোহিত অন্যতম চৌর শানিত করালঅসি হস্তে গ্রহণ করিল।

মা ভদ্রকালী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিমা ত্যাগ করিয়া বহির্নির্গতা হইলেন এবং ক্রোধভরে ভ্রুকুটি-কুটিল-মুখে অট্টহাস করিতে করিতে পাপাত্মা দিগের সেই অসি গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিলেন।

মা জগদম্বে, তুমি ভারতের জননী। ভারত সন্তান তোমার নিত্য উপাসক। মা, তুমি থাকিতে ভারতের ভয় কি! চোরের হস্ত হইতে তুমি ভারতকে ত্রাণ না করিলে অন্যে কে ত্রাণ করিতে পারে। যে সকল যবন ভারতের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ভারতবাসী আর্য্যদিগের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহিয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়।

রাজা রহূগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া কপিলের আশ্রমে গমন কবিতে ছিলেন। ইক্ষুমতীর তটে শিবিকাবাহক জাতি একজন শিবিকা বাহকের অন্বেষণ করিতে ছিল! এমন সময়ে সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে স্থূলকায় ও কুশলাঙ্গে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবিকাবহনে নিয়োজিত করিল।

ব্রাহ্মণকুমার দেখিতে লাগিলেন যে, তাঁহার গতি দ্বারা কোনরূপ জীবহিংসা না হয়। কাজেই অন্য বাহকদিগের সহিত বিষম গতি হইতে লাগিল। রাজা বাহকদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। তাহারা নূতন বাহককে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশিত করিল। তখন ব্রাহ্মণকুমারকে উপহাস করিয়া রাজা বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতঃ! নিশ্চয় তোমার অত্যন্ত শ্রম হইয়াছে। অনেক পথ শিবিকা-বহন করিতে হইয়াছে। শরীরও সেরূপ স্থূল নয়, অঙ্গও সেরূপ সবল নয়। বয়সেও খুব বৃদ্ধ।"

আবার শিবিকা বিষমভাবে চলিতে লাগিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কিরে, তুই কি জীবন্মৃত, যে, স্বামীর আজ্ঞা অবহেলন করিতেছিস্। যমের ন্যায় তোর শাস্তি দিব। তবে তুই প্রকৃতিস্থ হবি।"

রাজা রহূগণ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া জানেন। তাঁহার রাজত্বের অভিমান। তিনি জানেন না, সর্ব্বভূত-সুহৃদাত্মা-যোগেশ্বর ব্রাহ্মণকুমার কি পদার্থ।

ব্রাহ্মণ কুমার বলিলেন—

ত্বয়োদিতং ব্যক্ত মবিপ্রলব্ধং
ভর্ত্তুঃ স মে স্যাদ্ যদি বীর ভারঃ।
গন্তুর্যদি স্যাদধিগম্য মধ্বা
পীবেতি রাগৌ নবিদাং প্রবাদঃ॥
স্থৌল্যং কার্শ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ
ক্ষুত্তৃড়্ ভয়ং কলিরিচ্ছা করা চ।
নিদ্রা রতি র্মন্যু রহং মদঃ শুচো
দেহেন জাতস্য হি মে ন সন্তি॥

ইত্যাদি।

রাজা রহূগণের চক্ষু স্থির। তিনি শিবিকা হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকুমারের পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

কস্ত্বং নিগূঢ় শ্চরসি দ্বিজানাং
বিভর্ষি সূত্রং কতমোঽবধূতঃ।
কস্যাসি কুত্রত্য ইহাপি কস্মাৎ
ক্ষেমায় নশ্চেদসি নোত শুক্লঃ॥
নাহং বিশঙ্কে সুররাজ বজ্রা
ন্ন ত্র্যক্ষশূলান্ন যমস্য দণ্ডাৎ।
নাগ্ন্যর্কসোমানিল বিত্তপাস্ত্রা
চ্ছঙ্কে ভৃবাং ব্রহ্মকুলাবমানাৎ॥
তদ্বাহ্যসঙ্গো জড়বন্নিগূঢ়
বিজ্ঞানবীর্য্যো বিচরস্যপারঃ।

বচাংসি যেঽগ্রথিতানি সাধো
ন নঃ ক্ষমন্তে মনসাপি ভেত্তুম্ ॥

* * * *
* * * *
* * * *

তন্মে ভবান নরদেবাভিমান
মদেন তুচ্ছীকৃতসত্তমস্য।
কৃষীষ্ট মৈত্রীদৃশমার্ত্তবন্ধো
যয়া তরে সদবধ্যানমংহঃ ॥

অমনি দুজনের গুরু শিষ্য ভাব হইল। ব্রাহ্মণ কুমার প্রীতচিত্তে রহূগণকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। রাজা কৃতার্থ হইয়া গুরুর চরণ অভিবন্দন করিলেন এবং কাতরচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ কুমারও যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

আজ ভারত সেই শিবিকা বহন করিতেছে। পবিত্র ভারত, সকলের শীর্ষস্থানীয় ভারত, জগতের পরমগুরু ভারত, আজি সামান্য মনুষ্যের ন্যায় পরের ধূলা মস্তকে বহন করিতেছে। কিন্তু ভারত-সন্তানগণ, যাহার শিবিকা বহন করিতেছ, সে তত্ত্বজিজ্ঞাসু। যদিও তাহার রাজত্বের অভিমান ও বিদ্যার অভিমান আছে, তবু তাহ'র হৃদয় ভাল। বিনয়ে বলি, তাহার সহিত বলের প্রয়োজন নাই, বাগ্বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই, পার্থিব বস্তু লইয়া সমকক্ষতার প্রয়োজন নাই। কেবল দাও তাহাকে জ্ঞানের শিক্ষা। তোমাদের ভিতরে ভিতরে জ্ঞানের যে জ্বলন্ত অগ্নি রহিয়াছে, তাহার আলোকে জগৎ আলোকিত কর। নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কার কর। একবার প্রাণভরে ভগবানের শরণ লও। মা জগদম্বাকে স্মরণ কর। যাহা ভুলিয়া, যাহা হারাইয়া আজ পথের ভিখারী হইয়াছ, সেই নষ্টধন, সেই অন্তর্নিহিত ধনের উদ্ধার কর। আজ সেই ধন বিতরণ কর। তাহা হইলে আর তোমাকে শিবিকার ভার বহন করিতে হইবে না। আজ যাহার শিবিকা বহন করিতেছ, সে তোমাকে মাথায় বহন করিবে। সে কেন সমস্ত জগৎ তোমাকে মাথার মণি করিয়া বহন করিবে।

পার্থিব শক্তির কিসের গৌরব? সে গৌরব কি রাজা রহূগণের নাই।

সে গৌরব কি অন্য জাতির নাই। তুমি এখন চেষ্টা করিলে কি সে গৌরব অতিক্রম করিতে পারিবে।

মনে কর রাজা রহূগণ কি বলিয়াছিলেন—"আমি দৈবরাজের বজ্রকে ভয় করিনা। মহাদেবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, কুবেরের অস্ত্র, ইহার মধ্যে কিছুই আমার ভয়ের কারণ নহে। কেবল ব্রাহ্মণকুলের অপমানকে আমি বড় ভয় করি।"

ঋষিদিগের চরণে কোটী কোটী নমস্কার। এই ভারতের গভীর অমাবস্যায় ঋষিবাক্যই একমাত্র আলোক। যেন সেই আলোককে অবহেলা করিয়া আমরা বিপথে গমন না করি।

ভরত উপাখ্যানের পর, প্রিয়ব্রত বংশের কথা বলিবার বড় কিছু নাই। এইবার আমরা উত্তানপাদের বংশ বর্ণন করিব।

শ্রীপূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ।

জ্ঞান ও ভক্তি।

সাধারণতঃ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মালোচনাদিতে জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী ধর্ম্মবীরগণ অভিমানভরে ভাবিয়া থাকেন, ভক্তি জিনিষটা আর কিছুই নহে তাহার ষোল আনা কেবল ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ; তাহার অনুশীলনে মন দুর্ব্বল হইয়া গিয়া সাধককে নিতান্ত কাপুরুষ ও হীনবীর্য্য করিয়া ফেলে; তাহাতে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। অপর পক্ষে, ভক্তি পথের পথিকগণ জ্ঞানের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাতকরতঃ ভ্রুযুগল ঊর্দ্ধে উঠাইয়া বলিয়া থাকেন, জ্ঞান ভক্তিপথের বিরোধী, নিতান্ত নীরশ ও দুর্ব্বোধ্য পদার্থ; জ্ঞানের প্রচণ্ড ও খরতর উত্তাপে ভক্তিরস বিশুষ্ক হইয়া যায়, পরিণামে মায়াবাদ ও নাস্তিকতায় বিজড়িত হইয়া সাধক নিস্তারের পন্থা হারাইয়া ফেলে; এই আশঙ্কা তাহাদের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল ও অহঃরহঃ জাগরূক থাকাতে তাহারা জ্ঞানের নাম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন; তাহার নিকটে যাইতেই আশঙ্কায় আকুল হন।

এই বিরুদ্ধভাবাপন্ন সংস্কার দুইটী কি প্রকৃত? প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে কি বাস্তবিক কোন প্রভেদ আছে? একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান কহে। সমস্ত জ্ঞানাপেক্ষা এই ব্রহ্ম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ গীতা।

হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় (দৈবাদি) যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ সমস্ত কর্ম্মই কালের সহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে।

তাহা লাভ করিতে হয় কি উপায়ে?

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গীতা।

অর্থাৎ, আচার্য্য (উপযুক্ত গুরু) সন্নিধানে গিয়া, প্রণিপাত ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উপযুক্তরূপে প্রশ্ন করতঃ তাহা অবগত হইতে যত্ন কর, তবেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন।

প্রকৃত ভক্তি কাহাকে বলে?

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

পরমেশ্বরে যে একান্ত অনুরাগ তাহাই ভক্তি!

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

আর্ত্ত (রোগাদি অভিভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (ঐহিক পারত্রিক ভোগসাধনভূত অর্থাভিলাষী) ও আত্মজ্ঞানী, এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে যোগযুক্ত আত্মজ্ঞানী ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীভক্ত আমারই স্বরূপ, তিনি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

এই খানে "জ্ঞান ভক্ত" এই বাক্যটি দ্বারা উল্লিখিত প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তরটী হইয়া গেল, অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ না হইলে প্রকৃত সাধন পথের অনুসন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া বড় দুষ্কর।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে অধিকারী তিন প্রকার, তন্মধ্যে—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমোমতঃ॥

যিনি শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে বিশেষ নিপুণ, তত্ত্ব বিচার, সাধন বিচার এবং পুরুষার্থ বিচার দ্বারা পরমাত্মারূপী ভগবান বাসুদেবের প্রতি যাহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার পাদপদ্মে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উপজাত হইয়াছে, তিনিই উত্তম ভক্ত।

য শাস্ত্রাদিস্বনিপুণ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্, তিনি ভক্তি বিষয়ে মধ্যমাধিকারী।

যো ভবেৎ কোমল শ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠোনিগদ্যতে॥

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তি বিষয়ে অনিপুণ এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্, অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে।

তবেই দেখা গেল, জ্ঞান ও ভক্তি একে অন্যে, উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ। যাহারা একদেশদর্শী, যাহারা শাস্ত্রের সার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল বাহিরের খোসা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা ও বৃথাস্ফালন করিয়া থাকেন, তাহারাই এতদুভয়ের মধ্যে ঘোর পার্থক্য অবলোকন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, জ্ঞানরূপ কষ্টি পাথরে ভক্তি সোনাকে ঘসিলেই তাহার ময়লা ও আবর্জ্জনারাশি বিদূরিত হইয়া গিয়া, তাহা শুদ্ধ ও স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ প্রতিভাত হয়, নতুবা তাহা ভাবুকতার আবিল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে, প্রকৃত পথ খুঁজিয়া পায় না; ভক্তি কেবল ভাবুকতায়ই পর্য্যবসিত হয়। আবার জ্ঞানকে ভক্তিরসামৃতে সিক্ত না করিলে তাহা বিশুষ্ক মর্কট বৈরাগ্যে উপনীত হইয়া পরিণামে মায়াবাদ ও জড়বাদে পরিণত হইয়া যায়; তাহাতে তদনুগামীগণ জ্ঞান দধির সার ভাগ সুস্বাদু ও সুমিষ্ট নবনীত পরিত্যাগ করিয়া কেবল কুট কুতর্করূপ

অসার তক্রই (ঘোল) পান করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও ভক্তিতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। তাহা উপলব্ধি করিবার জন্যে শাস্ত্রে যে বিধি ব্যবস্থা আছে, যদবলম্বনে সাধুমহাজনগণ তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন. তাহাই প্রকৃত পন্থা। তত্ত্ববিচার না করিলে এই পন্থার উদ্দেশ মিলে না। এই পন্থার উদ্দেশ ও অনুসন্ধান করিয়া সময়ে স্বীয় স্বরূপ অবগত হওয়া ও জীবের সঙ্গে পরমাত্মারূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিয়া তদবস্থ হওয়াই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম পরিণাম।

শ্রীসুদর্শন দাস

আধ্যাত্মিক আখ্যায়িকা।

(৪)

একদা সুভদিনের সুপ্রভাতে দেবর্ষি নারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে তৎসমীপে উপনীত হইলেন। দেবর্ষি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ভগবান কয়েকটি মূর্ত্তি পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছেন—সে মূর্ত্তিগুলি কিন্তু বহুমূল্য রেশমী আবরণ দ্বারায় আবৃতছিল। অতীব উৎকৃষ্ট পুষ্পরাজি সন্নিকটে বহুমূল্য পুষ্পাধারে সংরক্ষিত ছিল—সেই পুষ্প নিচয় লইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতে করিতে আনন্দে আপ্লুত হইতেছিলেন। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেবর্ষি নারদ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কে আছেন যাঁহাকে স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিতে পারেন? মাথা ঘুরিয়া গেল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। যিনি সকলের মূল এবং সকল কারণের কারণ; তাঁহা অপেক্ষা কে আবার বড় এবং কে তাঁহার ভক্তি ও পূজার পাত্র হইতে পারেন? এই প্রশ্নে মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিঘূর্ণিত ও বিলোড়িত হইলেও সে সময়ে পরম প্রেমময় ভগবৎ সন্নিধানে দেবর্ষি নারদের আনন্দের পরিসীমা ছিলনা। অধিকন্তু ঐ আবরণের পশ্চাৎভাগে এরূপ জ্যোতিপুঞ্জ অনুভব করিয়াছিলেন যাহার সদৃশ তিনি ইতি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই শুনেও নাই। ঐ পূজার পুষ্প নিচয় হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ

বিনির্গত হইতেছিল, এবং ঐ স্থানের ওজঃ[৩] (Aura) পুঞ্জের প্রভাবে তাঁহার চিত্ত অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পুলকিত ও ভক্তি রসে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। তখন ঐ স্থানটী তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আনন্দধাম বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। নারদ ইহার রহস্য ভেদে অসমর্থ হইয়া বাসুদেবের পূজার পাত্র যে কে তাহা স্বয়ং ভগবানেরই নিকট যে প্রকারে হউক জানিতেই হইবে এইরূপ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। অনন্তর অতীব প্রেম ও ভক্তি সহকারে গললগ্ন কৃতবাসে ও করজোঁড়ে ভক্তপ্রবর নারদ ভগবৎ সমীপে নিবেদন করিলেন "প্রভো! জিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম সনাতন, সকল কারণের কারণ তিনি আবার কিরূপে অন্যকে পূজা করিতে পারেন, তাহা আমি বুঝিতে সম্পূর্ণরূপেই অসমর্থ। প্রভো, তবে কি তাহা অপেক্ষা আর কেহ বড় আছেন? কৃপা করিয়া এদাসের এই সংশয় ছেদন করিয়া কৃতার্থ করুন।" চতুর চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছলে ও কৌশলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান হইতে এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে ঐ রহস্য জানিবার জন্য নারদের ঔৎসুক্য দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠিল, এবং তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র ও নহেন,—বারম্বার কাতরে ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রিয়ভক্তের কাতরতা সন্দর্শনে পরম প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন আর উহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। আবরণ অপসৃত হইল, ভগবানের পূজার পাত্র নিচয় নারদের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। দেবর্ষি উহা দেখিয়া চমকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

নারদ আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। সমগ্র শরীরে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় প্রেমানন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঐ সময়টী নারদের পক্ষে পরম প্রীতি ও সুখপ্রদ হইয়াছিল। তাঁহার এতাধিক আনন্দিত হইবার কারণ কি? কারণ এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতে ছিলেন. তাহা আর অন্য কাহার নহে তাঁহারই ভক্ত বৃন্দের এবং ঐ ভক্তমণ্ডলীর মূর্ত্তি সমূহের মধ্যে নারদ নিজ মূর্ত্তি ও সংস্থাপিত দেখিলেন। গীতায় ভগবান যাহা বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তান্ তথৈব ভজাম্যহম্"

তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা অনন্ত ভক্তি ও প্রীতি সহকারে পূজা করেন তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্ত্তিগুলিকে পূজা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে প্রধানতঃ ব্যাস, অম্বরিষ, পরাশর, নারদ ও প্রহ্লাদের মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। যাঁহারা ব্রহ্মে অবস্থিত থাকেন তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার যে কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা স্বয়ং ভগবান কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

যদ্যপি পরম প্রেমময় ভগবান স্বয়ংই এইরূপ করেন, তাহা হইলে বুঝা উচিত ঐ মহাত্মাগণ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের কত দূর পূজনীয় এবং তাঁহাদের পরম পবিত্র জীবনের উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে কত অধিক হওয়া আবশ্যক।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত

"এক লঙ্গোটিকা ওয়াস্তে।"

সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে ন্যাস বা ত্যাগ। পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিলে ক্রমে ক্রমে মায়া ত্যাগ হইয়া যায়, কিন্তু ইহাও জানা উচিত যে সম্পূর্ণ রূপে মায়া ত্যাগ না হইলে পরব্রহ্ম লাভ হয় না। মায়ার এমনি মোহিনীশক্তি যে তাহাকে সম্যক্‌রূপে জয় করিতে না পারিলে জীব নিরাপদ নহে। বটের আঠার মত পুনরায় জড়াইয়া ধরে। এই বিষয়েয় একটি সুন্দর গল্প আছে। এক বনে একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। দিবারাত্রি ঈশ্বর চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। পরিধেয় সামান্য কৌপীন মাত্র ছিল এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ভিক্ষা দ্বারা যাহা আহরণ করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট উদর পূর্ত্তি হইত। যাহার অভাব নাই তাহার কোন বিষয়ের চেষ্টা নাই, সুতরাং উদ্বেগও নাই। উদ্বেগ শূন্য হইলেই মন সহজে শান্তি লাভ করে। এত নিরুদ্বেগ সত্ত্বেও বাবাজীর একটি দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছিল। বাবাজীর পার্থিব জগতের একমাত্র সম্বল তাঁহার লঙ্গোটি অর্থাৎ কৌপীনটি স্নানের পর বৃক্ষশাখায় শুখাইতে দিতেন, দুর্দ্দান্ত মূষিক আসিয়া উহা দংষ্ট্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিত। এইরূপে এক শাখা হইতে অপর শাখায় রাখিতেন মূষিকও

অনুসন্ধান করিয়া উহা পুনরায় কাটিয়া রাখিত। মূষিকের সহিত পূর্ব্বজন্মের কি শত্রুতা ছিল জানি না, কিন্তু সে বাবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবাজী কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া একদিন ভিক্ষান্ন অন্বেষণে বাহির হইয়া কোন গৃহস্থের নিকট এই কথা ব্যক্ত করেন। গৃহস্থ বলিল, "বাবাজী ভয় কি? এ'কটা বিড়াল পোশো।" বাবাজী ভাবিলেন কথাটা মন্দ নয়। বিড়াল ভিন্ন আর মূষিক শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার অন্য উপায় নাই। ক্রমে এক বিড়াল সংগ্রহ হইল। এইবার তাঁহার লঙ্গোটি নিরাপদ হইল। মূষিক প্রবরের সমস্ত অত্যাচার এইবার নিবারিত হইবে এবং বনস্থলী মূষিক শূন্য হইবে। বিড়ালের শুভাগমনে মূষিকের উপদ্রব কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আর এক উৎপাত উপস্থিত হইল। মূষিকের অন্তর্ধান হইলে মার্জ্জার প্রবর আর আহার পান না ক্রমে উপবাসী থাকিতে লাগিলেন। জঠর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। বিড়াল জাতিও সেই নিয়মের অন্তর্গত। আহার অভাবে ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাবাজী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মন স্থির করিয়া যখন যোগাসনে বসিতেন, বিড়ালও সেই সময়ে ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ আরম্ভ করিত। বাবাজীর যোগ ভঙ্গ হইত। পরব্রহ্ম লাভের এক বিষম কণ্টক উপস্থিত হইল। কি উপায়ে এই নূতন উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পাইলে বিড়াল স্থির হইবে। সুতরাং যখন ভিক্ষান্ন অন্বেষণে বাহির হইতেন সেই সময়ে বিড়ালের জন্য কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। বিড়াল দুগ্ধ পাইয়া স্থির হইত বটে, কিন্তু প্রতিদিন দুগ্ধ ভিক্ষা করিয়া আনাও এক কঠিন ব্যাপার। গৃহস্থেরা একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা দিতে কাতর হয় না, কিন্তু বিড়ালের জন্য প্রতিদিন দুগ্ধ কে যোগাইবে। যে দিন পাইতেন না বিড়াল সেই দিন ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ করিত। ক্রমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় সেই গৃহস্থের নিকট মর্ম্মবেদনা জানাইতেন।

গৃহস্থ বলিল,—"বাবাজী ভয় কি? একটা গরু পোশো। আর বল ত আমি একটা জোগাড় করিয়া দিতেছি।" বাবাজী ভাবিলেন ভাল কথা। একটা গরু পুশিলে বিড়ালের শব্দ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ক্রমে গরু সংগ্রহ হইল, কিন্তু গরুর সেবা করে কে। সেবার অভাবে গরু গাঁ গাঁ শব্দে বনস্থলী কাঁপা

ইতে লাগিল। বিপদ বাড়িয়া উঠিল। রীতিমত সেবা না হইলে গাভীতে দুগ্ধ দেয় না, সুতরাং বিড়ালের চীৎকার থামিল না। একদিকে ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দ অপরদিকে গাঁ গাঁ শব্দ। বাবাজী অস্থির হইয়া উঠিলেন। পুনরায় সেই সুচতুর গৃহস্থ মন্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন। গৃহস্থ বলিলেন,—"বাবাজী গরুর জাব দাও।" বাবাজী বলিলেন,—"খড় কোথায় পাওয়া যাইবে? বড় বিপদ।" গৃহস্থ বলিলেন,—"চাষ কর। চাষে যথেষ্ট খড় উৎপন্ন হইবে।" ক্রমে চাষ আরম্ভ হইল, কিন্তু এ কার্য্য একাকী হয় না লোক নিযুক্ত করিতে হইল। চাষ করিতে করিতে বাবাজীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। প্রভূত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। ঘর, বাড়ী, খামারবাড়ী, ধানের মরাই, গাই বলদ, লাঙ্গল প্রভৃতি যথেষ্ট হইতে লাগিল। অতিরিক্ত ধান্য রাখিয়া কি হইবে, ক্রমে তাহা বিক্রয় হইতে লাগিল এবং যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। বাবাজীর সুখের সীমা নাই। এত সুখ ভোগ আর একাকী ভাল লাগে না। বাবাজী ক্রমে বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন। গৃহিণী ভিন্ন গৃহ অন্ধকার, যে গৃহে লক্ষ্মী নাই, সে গৃহ গৃহই নহে। ক্রমে শুভ দিনে শুভ লগ্নে বাবাজীর বিবাহ হইল। বোধ হয় তাঁহার সেই গৃহস্থ মন্ত্রীবর ঘটকালী করিয়া থাকিবেন। গৃহ লক্ষ্মীর শুভাগমনে বাবাজী সন্তানের মুখ দেখিলেন, পরিবারবর্গও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমস্ত দিন গৃহ কার্য্যে ও কৃষিকার্য্যে সময় কাটিয়া যাইত। আর সে শুষ্ক দেহ নাই। প্রচুর দুগ্ধ পান করিয়া এবং গৃহিণীর সেবার গুণে শুষ্ক কাষ্ঠে নবজীবনের সঞ্চার হইল। ক্রমে স্থূলকায় হইয়া উঠিলেন, আর সে যোগ ধ্যান নাই, সে তপস্যা নাই, সে সন্ন্যাস নাই, সে ব্রহ্মলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন তাঁহার দীক্ষাগুরু উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন প্রিয় শিষ্যকে দেখেন নাই, তাই একবার দেখিবার বড় সাধ হইয়াছিল। গুরুদেব বন মধ্যে আসিয়া দেখিলেন আর সে অরণ্য নাই, সে শান্তিভাব নাই, বনস্থলী এক গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, এ সব কি?" শিষ্য উত্তর করিলেন,—"বাবা, এক লঙ্গোটি কা ওয়াস্তে।"

শ্রীপ্রণবানন্দ শর্ম্মা।

৩য় ভাগ।] কার্ত্তিক, ১৩১৬। [১১শ সংখ্যা।

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২০।২ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক
১। শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ,	৩২১
২। 'আমি' অমর	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর	৩২৫
৩। জড়ভরত	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি বিদ্যাবিনোদ	৩৩০
৪। প্রভূপাদ কমলাকর পিপ্পাই	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়	৩৩৭
৫। হিন্দু ধর্ম্ম-তত্ত্ব	শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম-এ	৩৪৪
৬। উত্তরাখণ্ডে	... ...	৩৫০

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৷৵০
অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।
নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.
at "Hari-Press", 133, Musjidbari Street; Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় ৵০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে। অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ।

সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস।

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩য় ভাগ। { ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল। } ১১শ সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

(বসুদেব-কৃতম্)

(১)

ভাবামতীন্দ্রিয়মব্যক্তমক্ষরং নির্গুণং বিভুম্।
ধ্যানসাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং পরমাত্মানমীশ্বরম্॥

অব্যক্ত পদার্থ তুমি, তুমি নিত্য ধন,
ইন্দ্রিয় গোচর তুমি নও হে কখন!
তুমি হে নির্গুণ প্রভু, কে বুঝে তোমায়,
যে করে তোমার ধ্যান, সে তোমায় পায়!

(২)

স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং স্বেচ্ছারূপধরং পরম্।
নির্লিপ্তং পরমং ব্রহ্ম বীজরূপং সনাতনম্॥

তুমি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরূপী, তুমি স্বেচ্ছাময়,
স্বেচ্ছারূপধারী তুমি সকল সময়।
তুমি হে নির্লিপ্ত, তুমি পূর্ণব্রহ্ম ধন,
তুমি বীজরূপ, তুমি দেব সনাতন।

(৩)

স্থূলাৎ স্থূলতরং প্রাপ্তমতি সূক্ষ্মমদর্শনম্।
স্থিতং সর্ব্বশরীরেষু সাক্ষিরূপমদৃশ্যকম্॥

তব সম স্থূল বস্তু দেখা নাহি যায়,
তব সম সূক্ষ্ম বস্তু কি রয় কোথায়!
এই ত্রিসংসারে রয় হেন কোন্ জন,
যেজন তোমার কভু পায় দরশন!
সবারি শরীরে তুমি থাক লুকাইয়া,
সাক্ষিরূপে দেখিতেছ অদৃশ্য হইয়া!

(৪)

শরীরবন্তং সগুণমশরীরং গুণাকরম্।
প্রকৃতিং প্রকৃতীশঞ্চ প্রকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্॥

শরীর ধারণ তুমি করহ কখন,
কখনো শরীর তুমি না কর ধারণ।
তুমি গুণাকর, তুমি গুণবান্ অতি,
কখনো পুরুষ তুমি, কখনো প্রকৃতি।
কখনো প্রকৃত বস্তু, তুমি হে জগতে,
কখনো বিভিন্ন তুমি প্রকৃতি হইতে!

(৫)

সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বান্তকরমব্যয়ম্।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং নির্ব্যূহং স্তৌমি কিং বিভুম্॥

তুমি দেব সর্ব্বরূপী, তুমি সর্ব্বেশ্বর,
সকলেরি অন্তকর্ত্তা, তুমি হে ঈশ্বর।

সবারি আধার তুমি, দেখি হে সদাই,
তোমার আধার কিন্তু দেখিতে না পাই।
অদেহী অব্যয় তুমি ত্রই ত্রিভুবনে,
করিব তোমার স্তুতি আমি হে কেমনে!

(৬)

অনন্তঃ স্তবনেঽশক্তোঽশক্তা দেবী সরস্বতী।
যং বা স্তোতুমশক্তশ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ ষড়াননঃ॥

স্বয়ং অনন্ত নাগ সহস্র জিহ্বায়,
করিতে তোমার স্তুতি হা'র মেনে যায়।
পরম মুখরা সেই দেবী সরস্বতী,
করিতে তোমার স্তুতি না ধরে শকতি।
কিবা দেব পঞ্চানন, কিবা ষড়ানন,
না পারে তোমার স্তুতি করিতে কখন!

(৭)

চতুর্মুখো বেদকর্ত্তা যং স্তোতুমক্ষমঃ সদা।
গণেশো ন সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ॥

বেদকর্ত্তা চতুর্মুখ দেব প্রজাপতি,
করিতে তোমার স্তুতি না ধরে শকতি।
যোগীন্দ্রের শিরোমণি দেব গণপতি,
কখনো করিতে নাহি পারে তব স্তুতি!

(৮)

ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব মুনীন্দ্রমনুমানবাঃ।
স্বপ্নে তেষামদৃশ্যশ্চ ত্বামেব কিং স্তুবন্তি তে॥

মুনি ঋষি মনু নর কিম্বা দেবগণ,
স্বপনেও নাহি পায় তব দরশন!
তখন তোমার স্তুতি তাহারা কেমনে,
করিতে সমর্থ হবে, নাহি বুঝি মনে!

(৯)

শ্রুতয়ঃ স্তবনেঽশক্তাঃ কিং স্তবন্তি বিপশ্চিতঃ।
বিহায়ৈবং শরীরঞ্চ বালো ভবিতুমর্হসি ॥

শ্রুতিও তোমার স্তুতি করিতে যখন,
কিছুমাত্র নাহি হয় সমর্থ কখন,
তখন পণ্ডিতগণ কিরূপ করিয়া,
করিবে তোমার স্তুতি না পাই ভাবিয়া।
এই তব দেহখানি করি পরিহার,
বালকের দেহ ধরা উচিত তোমার!

(১০)

বসুদেবকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যো পঠেন্নরঃ।
ভক্তিং দাস্যমুবাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ॥

বসুদেব-কৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তব,
ত্রিসন্ধ্যা করিবে পাঠ নিত্য যে মানব,
শ্রীকৃষ্ণের পদে তার মহাভক্তি রয়,
কৃষ্ণদাস বলি তাঁর হয় পরিচয়!

(১১)

বিশিষ্টং পুত্রং লভতে হরিদাসং গুণান্বিতম্।
সঙ্কটং নিস্তরেৎ তূর্ণং শত্রুভীতেঃ প্রমুচ্যতে ॥

সর্ব্বগুণযুত পুত্র ভাগ্যে তার রয়,
সেই পুত্র কৃষ্ণদাস হইবে নিশ্চয়।
সঙ্কট বিপদ্ হ'তে সে পায় নিস্তার,
শত্রু ভয় কোন স্থানে নাহি থাকে তার!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ।

'আমি' অমর!

মৃত্যুই কি মানুষের শেষ? শ্মশানেই কি জীবের সমগ্র সত্তার চরম-সীমা? অগ্নিদাহের সঙ্গে সঙ্গেই কি 'আমি' ব্রহ্মাণ্ড মহামণ্ডপ হইতে একেবারে উঠিয়া যাইব? কখনই না। এরূপ কল্পনা করিলে আমি অধীর হই; নৈরাশ্যে আকুল হইয়া যাই! আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, অপরিসীম—অপরিতৃপ্ত। আজ আমি পথের ফকির—কাঙ্গাল,—দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিতেছি; ইহার পরে আপন বিদ্যা বুদ্ধি ও শুভাদৃষ্ট প্রসাদাৎ যদি কখন পঞ্চসহস্র মুদ্রা বেতনে ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ বিচারমঞ্চে আরূঢ় হইতে পারি, আমার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কি? ইহাত সামান্য কথা, সমগ্র ভারতাধিপতি কিম্বা পৃথিবীপতি হইলেও আমার আশার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইবে না।

আমি চাই কি? যাহা চাই, তাহা বুঝাইব কেমন করিয়া? বুঝাইবার ভাষা ত জানি না। কত কথা, কত অভিধান কণ্ঠস্থ করিলাম, ভাষার তরঙ্গে কত ভাব, কত কল্পনা জগতের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া দিতেছি;—কিন্তু আমি যাহা চাই, আত্মা যে মহা আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত, জগজ্জীবের মনঃপ্রাণ যে দুষ্পূর পিপাসায় চির-অপরিতৃপ্ত, সে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝাইবার আভিধানিক শব্দত পাইলাম না? ভাষায় তাহা ফোটে না।

বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র-নগণ্য পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব, আমার যথেষ্ট নহে; সুনীল নীরদমালাবেষ্টিত সুন্দর সৌরমণ্ডল যদি আমার স্বাধীন বিহারভূমি হয়, তাহাতেও আমি সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিব না। তখনও অকূল আশা-স্রোতঃ অবিশ্রান্ত বহিতে থাকিবে। এইরূপ স্বর্গাধিপত্য-ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব কোনপদেই আমার আশা পরিতৃপ্ত হইবে না। কেন না, এ সমস্তই পরিমিত বা সসীম। সসীম কোন সম্পদেই জীবের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে পারে না। অগস্ত্যমুনির ন্যায় যাহার সমুদ্রপান-পিপাসা, তাহার পক্ষে পরিমিত জলাশয়ের স্বল্প সলিল বিড়ম্বনামাত্র। যে সুখের শেষ নাই, যে সৌন্দর্য্যের পরিধি নাই, যে পদের তুলনা নাই, কল্পনায়ও ইয়ত্তা হয় না; অনন্ত রত্নপ্রসবিনী বিচিত্র বসুধার বিপুল বৈভব যাহার নিকট রজোমুষ্টি,—নগণ্য সুধাকর করশোভিত

সুরম্যমঞ্চে শ্বেত-কুসুম-ভূষণা নীলবসনা নীরদাঙ্গণাগণের বিচিত্র নৃত্য ; এরূপ কবিকল্পিত অশেষ সুখ সমৃদ্ধিও যাহার তুলনীয় নহে, এমন কোন মহাসম্পদ আমার আকাঙ্ক্ষা স্থল। বেদ যাঁহাকে "অবাঙ্মনস গোচরং" বলিয়া দূর হইতে প্রণিপাত করিয়াছে,—যোগী যে মহৈশ্বর্য্য লাভের জন্য জগতের অনন্ত সুখ তৃণত্বে পরিহার করিয়া একান্তে ধ্যান করিতেছেন,—বৈকুণ্ঠধাম যাঁহার পদ-ধূলি ; পুরাণ যাঁহাকে "সৌম্যা সৌম্যতরা শেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী" 'তুমি সুন্দর,—তুমি বড় সুন্দর,—তুমি অশেষ সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর' বলিয়া স্তব করিয়াছে,—রূপে বিভোর হইয়া গুণগান করিয়াছে, সেই সুন্দরকে,—শান্তির অতুল প্রস্রবণ—অনন্ত সুখপারাবারকে 'সোহং' বলিয়া আলিঙ্গন করিব,—এই আমার আকাঙ্ক্ষা ! এই মহা আশায় আমি মাতোয়ারা !!

তুমি চাও কি ? তোমার আত্মার অন্তস্তলে কিসের গভীরতম পিপাসা বহিতেছে ? একটু নীরবে ধ্যান করিয়া দেখ, আকাঙ্ক্ষার তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। বুঝিবে,—সান্ত কোন সম্পদেই তুমি প্রকৃত সুখী নহ ; সুখ, সম্পদ, সৌন্দর্য্য—সমস্তেরই অনন্ত সত্তা দেখিবার জন্য জীব ব্যাকুল।

সুতরাং এত বড় বিরাট আকাঙ্ক্ষা আমার, এত সুউচ্চ উন্নতিকামনা—অনন্ত ইচ্ছা বেগ আমার,—সুধু এক জীবনেই চরিতার্থ হইতে পারে কি ? মৃত্যুই যদি 'আমার' শেষ হয়, শ্মশানদাহের পরে যদি 'আমি' না থাকি, তবে আমার এত বড় সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কোথায় ? শিশুর চাঁদ ধরিবার বৃথা প্রয়াশের ন্যায় সুধুই কি অলীক আকাঙ্ক্ষা 'আমি' পোষণ করিতেছি ? কখনই না।

যাহা অসম্ভব, সেরূপ কল্পনা কখনও মানুষের প্রাণে জাগ্রত হয় না। এবিশ্বে 'অসম্ভব' কথাটী মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক উন্নত মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,—"অসম্ভব কথাটী কেবল মূর্খ বা নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের অভিধানেই লেখা থাকে।" একদিন যে কল্পনা সর্ব্বথা হাস্যস্পদ ও একেবারে অবিশ্বাস্য ছিল, মানুষের চেষ্টায় আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, অগ্নি, বায়ু, জল প্রভৃতি মহা শক্তিশালী ভূতগ্রাম মানুষের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুদ্‌গামী অশ্বের ন্যায় জলযান, স্থলযান, ব্যোমযান, বহন করিবে ? কে সম্ভব মনে করিত

যে, আকাশের অচিন্ত্য বেগবতী বিদ্যুৎশিখা মানুষের চাকর হইয়া দূর-দূরতরে বার্ত্তা পোঁছাইবে ? কে ভাবিয়াছিল যে, অগাধ গগনগর্ভের গ্রহ নক্ষত্রগণের আকার ও গতিবিধি মানুষ স্বচক্ষে দর্শন করিবে ? এবিশ্বে কিছুই অসম্ভব নাই। আজি হউক, কালি হউক, মানুষের নিকটে একদিন সকলই সম্ভব হইবে। আজ প্রকৃতি মানুষের শারীরিক চেষ্টার বলে মানুষের আজ্ঞাবহ ;—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন সুধু মনঃশক্তির প্রভাবে,—ইচ্ছার ঈঙ্গিত মাত্রেই মানুষের নিকট প্রকৃতি করযোড়ে দণ্ডায়মান হইবে। যোগশাস্ত্র-পাতঞ্জল দর্শন বলিতেছে যে, "অনন্তকাল সমুদ্রের অতুল তরঙ্গ-রঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এই পৃথিবীর সামান্য ক্রীড়া কন্দুকপ্রিয় ক্ষুদ্রজীব একদিন এমন মহেন্দ্র লগ্ন পাইবে, যে দিন চন্দ্রলোক, সৌরলোক, এবং তদূর্দ্ধোর্দ্ধে আরও অগণিত অপূর্ব্বলোকনিচয় তাহার ভোগ সাম্রাজ্য হইবে।" ইহা সম্ভব ও সত্য।

গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলসমূহে যে পৃথিবীর ন্যায় অসংখ্য নদ, নদী ও ভূধরাদি আছে, এতকাল পরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (দূরবীক্ষণ) দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, ত্রাটক যোগাবলম্বী চক্ষুষ্মন্ত মহাপুরুষগণ,—অব্যাহত-দৃক্-শক্তির প্রভাবে জ্যোতিষ্মধামে প্রাণিগণের গতিবিধিও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কেননা এ ক্ষুদ্র পৃথিবী অসংখ্য প্রাণীর বাসস্থান ; জল, বায়ু, সকলই অগণ্য অসংখ্য প্রাণীর বিহার ক্ষেত্র ; আর পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ-বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল কি বৃথাই আকাশের বিরাট বক্ষঃ জুড়িয়া আছে ? চির সুশীতল, সুরম্য সুধাকর-ধাম কি সুধুই শূন্য-গর্ভে ঝুলিতেছে ? উহা কি কোনপ্রকার প্রাণীরই উপভোগ্য নয় ? এরূপ কল্পনা কখনই সাধু নয়। জলে জলচর প্রাণীর ও ভূখণ্ডে ভূচর প্রাণীর বাস যেমন সত্য, সেরূপ তেজোমণ্ডলে তৈজসদেহধারী তেজশ্চর প্রাণিগণের বসবাসও অভ্রান্ত সত্য।

লুতাকীট আপন গর্ভহইতে বহুতন্তু প্রসব করিয়া বিচিত্র জাল নির্ম্মাণ করে, শেষে সেই জললগ্ন খাদ্যকীট আহরণের জন্য ঊর্দ্ধাধঃ সন্তরণ করে। সেরূপ অনাদি জন্মকর্ম্মরূপ সুদীর্ঘ কার্য্যকারণ ভাব নিবদ্ধজীবগণ, আপন আপন কর্ম্ম ফলে ঊর্দ্ধাধঃ বহুভুবন পরিভ্রমণ করিতেছে। অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট উন্নতিশীল জীবগণের পক্ষে এই ক্ষুদ্র ধরণী কখনই যথেষ্ট ভোগনিবাস হইতে পারেনা। প্রভূত বলশালী প্রমত্ত গজরাজ নগণ্য শুক শাবকের ক্রীড়াকৌতুকে

কখনও চরিতার্থ হয় কি? কুরুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রপানে অতৃপ্ত, অমিতভোজী ভূষণ্ডীর পক্ষে ক্ষুদ্র মূষিকের শোণিত বিন্দু কখনই যথেষ্ট নহে। সেরূপ ভোগে অতৃপ্ত, আকাঙ্ক্ষায় আকুল, কল্পনায় আক্লিষ্ট জীবগণ সুধু ধূলাখেলায় ধূলায় পৃথিবীর অধিপত্যেই সন্তুষ্ট হইবে, এমন কথা কেমন করিয়া বলিব? ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য বস্তুর নির্ম্মাণ হয় না। বিলাতের জন্য ব্রাহ্মণ ভোজনের কুশাসন কেহ প্রস্তুত করে কি? ধূলিকর্দ্দম-প্রিয় নিকৃষ্ট জন্তুর জন্য কে ত্রিতল প্রাসাদে বায়ু সেবনালয় নির্ম্মাণ করে? সেরূপ কেবল পৃথিবীই যদি জীবের সর্ব্বস্ব হয়,—চিরকাল ধূলি কর্দ্দমে লুণ্ঠন ভিন্ন আর কোনও প্রকার উচ্চমঞ্চে আরোহণ বা উন্নতাবস্থা লাভই যদি জীবের ভাগ্যে না থাকে অথবা একেবারে অসম্ভব হয় তবে এ বিশাল বিশ্ব সাম্রাজ্যের কক্ষে কক্ষে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে এত সুন্দর খণ্ডরাজ্য,—আলোকময়ী বিচিত্রপুরীনিচয় নির্ম্মিত হইয়া কি জন্য?

গভীর রজনীতে পূর্ণচন্দ্রলোক ও অগণ্য নক্ষত্রালোকে নির্ম্মল আকাশ যখন ঝলসিতে থাকে, তখন মনোহর, যেন কোনও মহৈশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজের বিরাট রঙ্গালয়ে মহা সভা জমিয়াছে। তথায় যেন কোন বিশ্বমোহিনী সুরমন্দরী লম্বিত-চিকুরদাম অনন্ত আকাশে এলাইয়া বিশ্বকে মাতাইবার জন্য মহারঙ্গে নাচিতেছে; সুধাকর স্বয়ং সুধাপাত্র করে করিয়া অবিশ্রান্ত সুধা ঢালিতেছেন, বিশ্বব্যাপী মহাসমীর স্বহস্তে বিজন করিতেছে; আর সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া উপসংহারস্বরূপ অসংখ্য মণি মুক্তামালা ছড়াইয়া দিতেছেন, অথবা নর্ত্তকীর অতুলনীয় অঙ্গাভরণগুলি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পাঠক! তুমি একবার ঐ মহাসভা দেখিবে কি? ঐ মহানৃত্য নিরীক্ষণ করিবে কি? কেমন করিয়া দেখিবে? তোমার সামান্য চক্ষু অতদূরে উঠিবে কি প্রকারে? প্রকৃত রঙ্গালয় আকাশের অত্যুচ্চ শিখরে অনন্তধামে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে তোমার যাইবার সাধ্য নাই। মূল প্রকৃতির সে ত্রিলোকমোহননৃত্যে স্বয়ং বিশ্বপতি যাহা উপহারে দিতেছেন।

("বিচিত্রাণিজায়ন্তাম্"—বিচিত্র হউক—বিশ্ব হউক,—বিশ্বে প্রকাশ হউক, অনন্তবিশ্বের অনন্ত কেন্দ্রে অনন্ত অসংখ্য আলোক মণ্ডল হউক"—এরূপ সঙ্কল্পে প্রকৃতির দ্বারা যাহা সৃষ্ট হইতেছে) তাহার যে দুই চারিটী মুক্তা (জ্যোতিষ্ক পিণ্ড) মহামঞ্চ হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িতে

পড়িতে পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়া জমিতেছে, পৃথিবীর জীব তাহাই অনন্ত ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্র বা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল বলিয়া মনে করে। কিন্তু ঊর্দ্ধের সীমা কৈ? যাহা অত্যন্ত ঊর্দ্ধ মনে করি তাহার পরেও কত ঊর্দ্ধ আছে ঐ সুদূরস্থিত ক্ষুদ্র নক্ষত্রটীর উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলে, তখনও কত ঊর্দ্ধ দেখিব, ঊর্দ্ধোর্দ্ধে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত বিচিত্র গ্রহ উপগ্রহ দেখিতে পাইব। এইরূপ যত উঠিব, ততই দেখিব। এ সৌর জগতের পর আর এক সৌর জগৎ, তাহার পরে আর এক সৌর জগৎ। তাহার পরে—কত পরে আরও কত কোটি কোটি সৌর জগৎ সজ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইব। অতল স্পর্শ ব্যোম সমুদ্রের শেষ নাই—বিরাম নাই! অনন্ত ধাম ও অনন্তরত্ন অঙ্কে করিয়া এই অচিন্তনীয় মহান্, বিরাট মূর্ত্তি বিধাতার অতুল কীর্ত্তি মহাকাশ দণ্ডায়মান!

মহাকাশের বিশাল নিকেতনে যত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, সমস্তই জীবের ভোগের জন্য। জীব যাঁহার প্রেমে বিভোর যাঁহার ভাবে মাতোয়ারা;—যাঁহাকে দেখিবার জন্য যাঁহার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইবার আশায় অনন্ত যোনি পরিভ্রমণে আক্রান্ত, সেই ত্রিজগতের পরম বন্ধু, কৃপাসিন্ধু, বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান্, জীবকে স্বস্ব কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত পুরস্কার দিবার জন্য স্বহস্তে এসকল বিচিত্র ধাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জীব কর্ম্ম কর্ত্তা, ভগবান্ বিচার কর্ত্তা,—আমি প্রার্থী,—তিনি দাতা,—যেরূপ প্রার্থনা করিব, সেরূপ দান পাইব। সুতরাং জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষাই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

পৃথিবীর জীব—পার্থিব ভোগের আকাঙ্ক্ষায়, চেষ্টা ও ক্রিয়াবলে পৃথিবীতে যেমন উন্নত বা অবনত হয়, (পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু, নিকৃষ্ট পশু হইতে বুদ্ধিজীবী বানর, বানর হইতে মানুষ এবং রাক্ষসাদির ন্যায় অমার্জ্জিত প্রকৃতি, অসভ্য মানুষ হইতে ক্রমে মার্জ্জিত চরিত্র, নীতিবিশারদ আদর্শ, মানুষ হয়) সেরূপ আকাঙ্ক্ষা সুমার্জ্জিত হইতে হইতে পৃথিবীর ধুলা মাটী ভোগে জীব যখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারেনা,—বিশ্বরাজ্যের মহা সমৃদ্ধি ধ্যান করিতে করিতে পার্থিব ভোগ যখন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সেই শুভলগ্নে জীবের ঊর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে অতৃপ্ত-পিপাসা-বীজ যিনি বপন করিয়াছেন,—বিশ্বরাজ্যে অনন্ত ভোগ ধাম ও বিচিত্র ভোগ্যজ ত যিনি স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন, সেই বিধাতা স্বয়ং জীবের আকাঙ্ক্ষা সূত্র ধরিয়া তাহাকে তাহার উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত আসনে

উঠাইয়াছেন। এইরূপে বহুরাজ্য, বহুভুবন ভ্রমণ করিতে করিতে, বহুজন্মে সুবহু ভোগাস্বাদ করিতে করিতে জীবের ঊর্দ্ধগামী—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই যখন চরিতার্থ হয় না ;—মায়াময় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিতভোগ ও যখন ক্ষণস্থায়ী-তড়িৎ-প্রভার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর অথবা মরু-মৃগতৃষ্ণিকার-ন্যায় অলীক বলিয়া প্রতীয়মাণ হয় ; "আমি আকুল,—আমি আরও চাই" আরও চাই বলিয়া আকাঙ্ক্ষা যখন পাগলের মত অবিশ্রান্ত ছুটিতে থাকে ;—তখন ভোগের অনন্ত পারাবার যিনি, আশার অপার উৎস যিনি, শান্তির শীতল ছায়া যিনি, সেই দয়াময়—আনন্দময়—চিন্ময়—পূর্ণ পরাৎপর প্রভু কৃপা করিয়া প্রাণের জীবকে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লন। জীবের সকল আশা মিটিয়া যায়,—জন্মের মত সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়া জীব কৃতকৃত্যতা লাভ করে॥

হরিঃ ওঁ।

শ্রীতারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর।

জড় ভরত।

সমাজ যখন অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হয় তখন সদুপদেশও তাহার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। অনবরত নরকের মধ্যে থাকিয়া নারকীয় কার্য্যাদি করিয়া নরক ও ঐ কার্য্যাদি মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। মৈত্রহর (মেথর) সর্ব্বদা পূরীষবহনে বিষ্ঠা গন্ধকে অসহ্য দুর্গন্ধ বলিয়া মনে করে না। অধুনা আমাদিগের সেই দশা উপস্থিত। পাপকে পাপ বলিয়া মনে হয় না। এমন কি কেহ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও বুদ্ধির বিকারদোষে বুঝিতে পারি না। উপরন্তু পাপেই পুণ্য বুদ্ধি, অসতেই সৎজ্ঞান। পূর্ণ তমোগুণের অবতার হইয়া উঠিয়াছি। একবারও মনে উদয় হয় না যে, "যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার কার্য্য কি," "মূল্য কত।"

ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটী। সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটী পদার্থ। পদার্থের প্রকারভেদও অনন্ত কোটী। তন্মধ্যে অচেতন হইতে, চেতন (জীব)ই

শ্রেষ্ঠ। আবার অচেতন জীব হইতে যাহারা প্রাণবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। প্রাণবৃত্তি-বিশিষ্ট হইতে জ্ঞানশালী জীব প্রধান। আবার জ্ঞানবান হইতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ। সকলের সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিপুষ্ট নহে। বৃক্ষের স্পর্শেন্দ্রিয়-বৃত্তিই অধিক। স্পর্শবেদী বৃক্ষাদি হইতে রসবেদী (মৎস্য প্রভৃতি) জীব শ্রেষ্ঠ। রসবেদী হইতে গন্ধবেদী (ভ্রমর প্রভৃতি) জীব প্রধান। উহা হইতে শব্দবেদী সর্পাদি, সর্পাদি হইতে রূপভেদবিদ্ কাক প্রভৃতি। কাকাদি হইতে যাহাদিগের উভয় পার্শ্বে দন্ত আছে উহারাই শ্রেষ্ঠ। উহা হইতে বহুপদ জীব। বহুপদ হইতে চতুষ্পদ। চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ জীব (মনুষ্য) শ্রেষ্ঠ। একেবারে মনুষ্য জীবশ্রেষ্ঠ না বলিয়া এরূপে বলার তাৎপর্য্য এই যে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য।

সেই দেবদুর্ল্লভ-মুক্তির-সাধক-দেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি তাহার কার্য্য না করা যায়, তাহা হইলে কতদূর কর্ত্তব্যের প্রধান ত্রুটি হয় তাহা বলা যায় না। সামান্য নাম যশের স্পৃহায় প্রলোভিত হইয়া এ দেহের অবসান করা, আর কাচ মূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করা এক কথা। আবার নাম যশের স্পৃহাতেই বা কয়টা লোক তৎসাধক কার্য্যাদি করে? কেবল স্পৃহাই করে মাত্র।

আমরা একবারও ভাবিনা যে, 'আমাদিগের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি' জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? অনেক অলসরাজ বাক্যের বৈচিত্র্য বিস্তার করিয়া পাণ্ডিত্য ফলাইয়া আড়াইগজী কথায় বলিবেন—'অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এখানে চেষ্টা করা বৃথা' ইত্যাদি। স্বীকার্য্য, মায়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ বড় কঠিন; কিন্তু তাহা বলিয়া হাল না ধরিয়া কেবল খোদার নামে না নৌকা দরিয়ায় দিতে পারি না।

বলিতে পার না যে, তোমার কোন ক্ষমতা নাই। 'তুমি ক্ষুদ্র জীব'। ঐ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতিক্ষুদ্র বীজটী দেখিতেছ উহা দেখিয়া কি বলিতে পার যে উহারই মধ্যে বিশাল বট লুক্কায়িত আছে। কালে অঙ্কুরিত, দ্বিপল্লবিত ক্রমশঃ শাখা প্রশাখান্বিত হইয়া একটী বিশাল বট বিটপীতে পরিণত হইবে।

ভক্তচূড়ামণির ভাবাবেশের ভক্তি 'ভগবানে আত্মনির্ভর করিলে না হয় কি?' সত্য। তাহাও চেষ্টাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপাই মূল। সে কৃপালাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। গ্রহণ করিবার উপায়—ইচ্ছা তোমায় করিতে হইবে।

ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার দয়ায় কেহ বঞ্চিত নহে। দয়াময়ত্বের হানি ও পক্ষপাতিত্ব দোষ কিছুতেই আসিতে পারে না। তবে যদি আধার (বাটী) উবুড় করিয়া রাখ তাহা হইলে যতই বৃষ্টি হউক কেবল গড়াইয়া পড়িবে। চিৎ কর বাটী পূর্ণ হইবে। কৃপাবারি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ষিত হইতেছে। গ্রহণ না করিলে দোষী কে? আর আত্মনির্ভর যাহা কথায় কথায় মনকে চোক্ ঠারার ন্যায় বল তাহা মুখের কথা নহে। মনে মুখে এক চাই। মনে মুখে এক করিয়াই প্রহ্লাদ বিষ খাইয়া হস্তি-পদ-দলিত হইয়া পর্ব্বত-পতিত হইয়াও বাঁচিল। এই স্থলে একটি গল্প বলিব—

"একদিন কোন একটী ভক্ত ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া কোন স্থলে যাইতেছিলেন। তাঁহার চিত্ত ভগবানে একান্ত আসক্ত হওয়ায় বাহ্য বস্তু তত লক্ষ্য হইতেছিল না। সম্মুখে কোন রজকের ধৌত বস্ত্র রৌদ্রে দেওয়াছিল। তাঁহার তৎপ্রতি লক্ষ্য না থাকায় উহার উপর দিয়াই চলিয়া যাইতে ছিলেন। রজক দূর হইতে ইহা দেখিয়া তাহার বহু কষ্টের কার্য্য ধূলিসম্পক্তচরণের চিহ্নে নষ্ট হইল ভাবিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ছুটিয়া আসিল। এবং ঐ ভক্তকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। ভক্তের দুঃখে সুখে সমজ্ঞান। তিনি ভগবানে আকৃষ্ট থাকায় গ্রাহ্য করিলেন না, চলিয়া যাইলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ভোজনে বসিতেছেন। লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণপাত্রে অন্ন সজ্জিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভগবান আসনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। আবার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভো আপনি ভোজনে বসিতে যাইয়া হঠাৎ কোথায় যাইতেছিলেন আবার ক্ষণমধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ইহার কারণ কি?—নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন আমার একটী ভক্তকে এক রজক প্রহার করিতেছিল। ভক্তদের বিক্রীত পশুতে পশুস্বামীর ন্যায় আপনার উপর কোনই অধিকার নাই। তাহারা সমুদয় ভার আমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। সেইজন্য আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু দেখিলাম সে ভক্ত কিছুদূর যাইয়া ভাবিল যে, রজককে কিছু বলিলাম না, দু কথা শুনাইয়া দিয়া আসি। আমায় বিনা কারণে কেন প্রহার করিল। লক্ষ্মী, সে আর আমার অপেক্ষা করে নাই। সেইজন্য আমি আর যাইলাম না।" আমাদিগেরও আত্মনিবেদন ঐরূপ। সুতরাং কিছু হয় না। সেরূপ আমমোক্তার নামা দিতে পারি কি? আবার অন্য উপায় অবলম্বনেও উদ্ধার চেষ্টা করিব না ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় কি আছে?

আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্র অসংখ্য—অপার সাগর—সাগরের রত্নাদি তলদেশে—বহু অন্বেষণে পাওয়া যায়। শাস্ত্রজলধির বক্ষেই রত্নাদি শোভিত। তলদেশে আরও বহুমূল্য অমূল্য দ্রব্যাদি! থাকিলে কি হইবে তাহাতে একবার অক্ষিসংযোগও ঘটে না।

জীবের আদিতে কাম হইতেই সর্ব্বনাশ। বাসনা বা কামনাই সংসারের হেতু। আর বাসনা বা কামনা ত্যাগেই মুক্তি বা ভক্তি। দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও জটাজুট রক্ষা এবং চিমটা ধারণ করিলেই বা কৌপিন্যাং নব দেবতা, স্বীকার করিয়া ও অঙ্গে দ্বাদশ স্থান চিত্রিত করিয়া গৃহত্যাগ করিলেই কামনা ত্যাগ হয় না। এমন কি সমুদয় ত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইলেই বাসনা ত্যাগ হয় এমন নহে। বাসনা মনে, আসক্তি মনে। সংসারে জনক স্রক্‌চন্দনাদি উপভোগ করিয়াও অনাসক্ত ত্যাগী; আবার জড়ভরত সমুদয় ত্যাগ করিয়া, মহাতপস্যা করিয়া শেষে হরিণময়ী বুদ্ধিতে মধ্যজন্মে হরিণ হইয়া পশু যোনি লাভ করিলেন। অদ্য আমরা সেই জড় ভরতের (লোকে অলসের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে যাঁহার নামে বলে যেন জড় ভরত তাঁহার) উপদেশপূর্ণ, প্রীতিপদ, উপাদেয় উপাখ্যান লইয়া কিছু বলিব। উপাখ্যানটী বিষ্ণুপুরাণেই মধুরতর বোধ হয়। আমরা তাহাই অবম্বন করিব। 'পুরাণ' শুনিয়া দুঃখিত বা কুঞ্চিতভ্রূ হইবেন না। পৌরাণিক উপাখ্যান আরব্য উপন্যাস ভাবিবেন না। পুরাণের একটী অক্ষর ও (যাহা অতিশয়োক্তি বা বাহুল্য বলিয়া থাকেন) অসত্য নহে। আমি সাক্ষী নহি কিন্তু পাতঞ্জল-যোগসূত্র অবলম্বনে সমুদয় প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ভূমিকার বাহুল্য মার্জ্জনীয়।

অগ্রে যাঁহারা ভরতোপাখ্যান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগের জন্য উপাখ্যানটী বলিবার দরকার বোধ করি।

শ্রোতা মৈত্রেয় মুনি। বক্তা পরাশর। মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঋষে! সেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত ভরতের উপাখ্যান শুনিতে বড়ই অভিলাষ হইতেছে। তিনি বাসুদেবে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সুমহৎ তপস্যাচরণ করিয়াও

কেনই বা মুক্তিলাভ করিলেন না ইহা বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইহার নিশ্চয়ই কোন সুমহৎ কারণ থাকিবে। অতএব আমায় বলিয়া চরিতার্থ করুন।—

পরাশর বলিলেন—

শালগ্রামে পরম ভক্ত রাজা ভরত বাস করিতেন। তিনি অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি সমুদয় গুণে গুণিদিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, অনন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, বিষ্ণো, হৃষীকেশ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতেন। এই সমুদয় নামে এমনই নিষ্ঠা, আসক্তি ও অভ্যাস হইয়াছিল যে, স্বপ্নেও অন্য নাম মনে আসিত না। মনের সংযমে পরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সংসারের কোন বিষয়ই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। সর্ব্বদা ভগবদ্‌চিন্তা ও নাম বিদ্যমান ছিল।

একদা রাজা ভরত নদীতে স্নান করিয়া স্নানের অনন্তর কৃত্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময় একটী আসন্ন-প্রসবা হরিণী তথায় জলপানার্থ আগত হইল। তাহার জলপান প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শুনিয়া হরিণী ভয়ে লাফাইয়া উঠিল। সেই উচ্চারোহণে ও উল্লম্ফনে গর্ভচ্যুত হইল। অমনি সদ্যঃপ্রসূত হরিণ শিশুটি স্রোতোবেগে ভাসিয়া চলিল। হরিণীও গর্ভচ্যুতিদোষে মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

রাজা ভাসমান সেই হরিণ শিশুটিকে গ্রহণ করিলেন। নিজ আশ্রমে আনয়ন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পোষণ করিতে লাগিলেন। হরিণটি যতই পুষ্ট হইতে লাগিল রাজার ততই আনন্দ হইতে লাগিল। মৃগশিশু নিকটের তৃণ পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া ভ্রমণ করে। কখন দূর বনে যায়; আবার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা হরিণবালক দূরবনে যাইলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সর্ব্বদা ভাবেন—মনে করেন—হায় বোধ হয় শিশুটিকে আমার ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিল। অথবা সিংহে নিপাত করিল। আহা! এই সেই হরিণ শিশুর ক্ষুরের চিহ্ন। আমার কত প্রীতিউৎপাদক। আহা! সে আমায় শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা বাহু কণ্ডূয়ন করিয়া দিত। আর কি আমার ভাগ্য ফিরিবে? আহা! এই সেই অচির-উদ্যাত দশনের দ্বারা ছিন্ন কুশ কাশ সকল সাম্যা ব্রাহ্মণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

এইরূপে তিনি বড়ই ব্যাকুল থাকিতেন। আবার মৃগশিশু ফিরিলে প্রাণ

পাইতেন। কি আশ্চর্য্য! যে রাজা দুস্ত্যজ্য ঐশ্বর্য্য, স্নেহের তনয়, বন্ধু বান্ধবাদির মায়ারজ্জু কাটাইয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়াছেন আবার তিনিই এখন একটী হরিণ বালকে মমত্ববান। আর তিনি সংযমী নিঃসঙ্গ নহেন! আর সে কৃষ্ণ বিষ্ণো বলেন না। তাহার স্থল হরিণশিশু অধিকার করিয়াছে।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে হরিণাসক্তচিত্ত রাজার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইল, তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়িত। হরিণশিশুটি পুত্রের ন্যায় রাজার মুখে আকুল নয়নে তাকাইয়া আছে, রাজাও শিশুটির প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। আর ভাবিতেছেন "হায়! এতদিবস মাতৃহীন শিশুটিকে রক্ষা ও পোষণ করিয়া হিংস্রজন্তু হইতে বাঁচাইলাম। এখন আর কে ইহাকে রক্ষা করিবে।" এই ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

কর্ম্মের পরিণতি কোথায় যাইবে। "যং যং ভাবং স্মরন্ ত্যজন্ত্যন্তে কলেবরং।"

তিনিও হরিণভাব ভাবিত হইয়া কালঞ্জর গিরিতে, হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কোথায় অপুনর্ভব অথবা যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে, আর এই পশুযোনি, তবে ভগবদনুগ্রহে জাতিস্মর হইলেন। নিজ জাতিস্মরত্ব হেতু বড়ই দুঃখে থাকিলেন। নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া শালগ্রামে আসিলেন, শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক পত্র খাইয়া নিজের মৃগত্বেরহেতুভুত কর্ম্মের ক্ষয় করিলেন, এইরূপে মৃগদেহ ত্যাগ হইল। যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা নাশ হইল। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাপের প্রকার ভেদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি :—

পাপ দুইপ্রকার, অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মায় অবস্থিত থাকে, যাহার ভোগকাল উপস্থিত হয় নাই, অনাদি, অনন্ত, তাহাই অপ্রারব্ধ, আর যাহা ফলোন্মুখ ও যাহাতে নীচজাতি ও নীচ যোনিতে জন্ম করায় তাহা প্রারব্ধ। পদ্মপুরাণে এই দুই প্রকারকে চারি প্রকার বলিয়াছেন!

"অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং॥"

ফলোন্মুখ অর্থাৎ প্রারব্ধ, বীজের অর্থ বাসনাময় অর্থাৎ প্রারব্ধত্বের উন্মুখ কারণ, কূট অর্থাৎ বীজের কারণ; অপ্রারব্ধ পাপ যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই? এক কথায় বলিতে হইলে অপ্রারব্ধ আদি বীজ, কূট তাহার অঙ্কুর, বীজ পল্লবাদি, প্রারব্ধ পাপফলের প্রসরোন্মুখ বৃক্ষ। প্রায়শ্চিত্ত্যাদিতে পাপ নষ্ট হয় সত্য কিন্তু ঐ পাপ বীজ বর্ত্তমান থাকে। নতুবা পাপক্ষয়ের

পরক্ষণেই আবার পাপে প্রবৃত্তি হয় কেন? সেই বীজ নষ্ট করিতে পারিলেই আর পাপের ভয় থাকে না। ভগবানের নিবিষ্টচিত্তের সমুদয় পাপই অর্থাৎ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবীজ নষ্ট হইয়া যায়! ভক্তির প্রারব্ধহরত্ব পাপবীজ হরত্ব অপ্রারব্ধহরত্ব প্রভৃতি কতকগুলি গুণ আছে। কিন্তু যিনি সেই ভক্তি লাভ করিয়াছেন যিনি, প্রকৃত ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন তাঁহার আর ভয় নাই। উত্তরগীতায় আছে, মনুষ্যের পাপাদি অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়, জড়দেহ ত্যাগ করিয়া যাইলেও ঐ জীবের ততদিন পর্য্যন্ত অনুগমন করে—"যাবৎ তত্ত্বং ন বিন্দতি॥" তত্ত্বং ঈশ্বরতত্ত্বং জ্ঞান, মুক্তি বা ভক্তি যে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত না হয়।

ভরতের এই পাপ প্রারব্ধ। মৃগশিশু দর্শনে তাহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা, উত্তোলন, পালন, সর্ব্বদা রক্ষণ, অন্তে তন্মমত্ব প্রাপ্তি। যদি তিনি শিশুটীর অক্ষম অবস্থা পর্য্যন্ত পালন করিয়াই ত্যাগ করিতেন তাহা হইলেই তাঁহার উপযুক্ত হইত, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। সমুদয় রাজ্যসুখাদির মায়া ছাড়াইয়া হরিণের মায়ায় বদ্ধ হইলেন। হরিণ যোনির উৎপাদক প্রারব্ধ পাপের ক্ষয় ভোগান্তে। সেইজন্য মৃগ দেহে ভোগ করিয়া আবার যে তপস্বী সেই তপস্বী। এইবার "যোগাভ্রষ্টোঽভিজায়তে" যদি তিনি ঐ আসক্তি না করিতেন তাহা হইলে তপপূর্ণ না হইলেও পুনর্জন্মে কোন যোগীর কুলে বা ঐরূপে জন্মিতেন।

"ন প্রারব্ধস্য নাশোঽস্তি ত্রিষু লোকেষু কঞ্চন॥"

তাহা না করিয়া একটী জন্ম বৃথা দিলেন, একদিন বা একমাস অথবা দুই এক বৎসর নহে, একটী জন্ম কম আক্ষেপের বিষয় নহে।

ভরতের পূর্ব্বজন্মের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এইখানে শেষ করিয়া তত্ত্বপূর্ণ, প্রীতিপ্রদ রহস্যগণের সহিত আত্মতত্ত্বকথন প্রভৃতি অমূল্য উপদেশ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরামগতি দেবশর্ম্ম-বিদ্যাবিনোদ।

প্রভুপাদ কমলাকর পিপ্পাই।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর, অমিয় উপদেশ শ্রবণ করিয়া যে সকল মহাপুরুষ সংসার বন্ধন ছিন্ন ও সকল প্রকার ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের কৃপাকণা পাইবার জন্য দারুণ দারিদ্রব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রভুপাদ কমলাকর একজন উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি।

কমলাকর ব্রাহ্মণকুলে বাৎসগোত্রীয় শ্রোত্রিয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃদেব খালি-যুড়ি প্রদেশের ভূস্বামী ছিলেন। খালিযুড়ি সুন্দরবন প্রদেশের অন্তর্গত। কমলাকরের পিতা জমীদারদিগের ভিতর একজন প্রবল পরাক্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি কখন স্বাধীন ভাবে, কখন বা মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সে কালের বাঙ্গালীদের জীবন ছিল। এই যুগে বাঙ্গালীরা যেরূপ সজীবতা দেখাইয়াছেন, সেরূপ জীবিতভাব বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। খালিযুড়িপতি, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ব্রতকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমলাকর ইঁহার প্রথম এবং নিধিপতি দ্বিতীয় পুত্র। পুত্রদ্বয়ই বাল্যকালে প্রখর মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। কমলাকর বাড়িতে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে বেশ জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার জ্ঞানপীপাসা তৃপ্ত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম সে সময় বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে উচ্চারিত হইত; তাঁহার মতন অসাধারণ পণ্ডিত এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। কমলাকর বাসুদেবের নাম শুনা অবধি নবদ্বীপে একবার যাইবার তাঁহার বড় বাসনা হয়; পিতা কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্তরায়; তিনি বলেন, যাহা বিদ্যা হইয়াছে, রাজ্যশাসন করিবার পক্ষে, তাহা যথেষ্ট, দর্শনাদি পড়িয়া টুলো পণ্ডিত হইবার আবশ্যক নাই। কমলাকরের কিন্তু পিতার যুক্তি বড় ভাল লাগিল না। তিনি অবকাশ পাইলেই পিতার কাছে নবদ্বীপ যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেন। অবশেষে ছেলের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। পিতা, পুত্রের উপযুক্ত লোকের সহিত বিদ্যালাভের জন্য নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন।

(২)

কমলাকর নৌকা করিয়া যথাসময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। নবদ্বীপের তখন অপূর্ব্ব শ্রী, কল্পনারাজ্যের সম্রাট চূড়ামনী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জগদ্বিখ্যাত নিমাই, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ তখন অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের দূরতর প্রদেশ হইতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রগণ দলে দলে নবদ্বীপে আগমন করিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন।

কমলাকর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকদিগের কাছে অধ্যয়ন করিয়া নিমাইএর কাছে পাঠ সমাপ্ত করেন। নিমাই, কমলাকর অপেক্ষা বয়সে বেশী বড় না হইলেও কিন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ ছিলেন। সম বয়স্ক অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের বড় মনের মিলন হয়। ছাত্র পাঠ সমাপ্তির পর গুরুদেবকে একবার বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় যাইবার অবকাশ নাই, সময়ান্তরে যাইবেন বলিয়া মহাপ্রভু প্রতিশ্রুত হন। কমলাকর নবদ্বীপে কএক বৎসর অবস্থান করিয়া ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

কমলাকরের স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অনতিকাল পরে তাঁহার পিতা কালগ্রাসে পতিত হন। এখন কমলাকরের উপর রাজ্যশাসন পালন এবং শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ভার পতিত হইল, তিনি নিপুনতার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের কাছে তিনি যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার কাছে তাঁহার পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত রস বিরস বোধ হইতে লাগিল। বিষয় কার্য্য না করিলে নয় বলিয়া তিনি কিছু কিছু সময় সাংসারিক কার্য্য করিয়া অবশিষ্ট সময় পূজা অর্চ্চনা ও ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, এইরূপে কমলাকরের জীবনের কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হয়।

নবদ্বীপ হইতে কমলাকর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ভক্তবৎসল শচিনন্দন পাতকী জন পবিত্র করিবার জন্য সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর হরিনামে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিতে ছিলেন। ভগবান শচিনন্দন এরূপ প্রবলরূপে বঙ্গদেশকে আলোড়িত করিয়াছিলেন যে, সে আলোড়নে আমাদের দেশ হইতে কতকগুলি মহাপ্রাণ ধর্ম্মবীর আবির্ভূত হন। এই সকল পতিত-জনবন্ধু বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকের মধ্যে কেহবা সুদূর কুমারিকা প্রদেশে, অত্যুচ্চ

হিমালয় শিখরে অথবা আরব সাগরের তটে অবস্থান করিয়া পাষণ্ড মত খণ্ডন করিয়া জীবে দয়া, নামে মুক্তি প্রচার করেন। এরূপ কিম্বদন্তি যে এক সময় নিদাঘ কালে অলৌকিক তেজঃ সম্পন্ন কয়েক জন সন্ন্যাসী খালিযুড়ি নগরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে আসিয়া উপবেশন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অপর প্রভুবর নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে কমলাকরের কাছে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগের আগমন কথা জ্ঞাপন করিলেন। নিত্যানন্দ দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে দ্বারবানেরা তাঁহাকে কমলাকরের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়া পরিচারিকা দ্বারা কমলাকরের কাছে সম্বাদ প্রেরণ করেন। কমলাকর সে সময় পূজা করিতেছিলেন, পরিচারিকা একজন সন্ন্যাসীর আগমন কথা নিবেদন করিলে তিনি কোনরূপ ইঙ্গিত না করিয়া ধ্যাননিমগ্নই রহিলেন। নিত্যানন্দ, কমলাকর কর্ত্তৃক অর্চ্চিত না হওয়ায় ক্ষুন্ন হইয়া মহাপ্রভুর কাছে প্রত্যাগমন করিলেন। কমলাকর তাঁহাদিগের আগমন কথা অবগত হয় নাই বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারে নাই ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শান্ত্বনা করেন। ইত্যবসরে কমলাকর মহাপ্রভুর আগমন কথা অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদিগের কাছে গমন করিয়া অতি সমাদরের সহিত রাজবাটীতে আনয়ন করেন। কমলাকরের ঐকান্তিক যত্ন ও ভক্তি দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মনে মনে কমলাকরের উপর যে একটু ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। মহাপ্রভু প্রভৃতি খালিযুড়িতে কয়েক দিবস রহিলেন, সে সময় সে স্থানের লোকেরা পরম সুখে হরিনামামৃত পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু খালিযুড়িতে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া নীলাচলে গমন করিলেন। মহাপ্রভুর গমনের পর হইতে কমলাকরের হৃদয়রাজ্যে এক মহাবিপ্লব হইতে আরম্ভ হইল। একদিকে সংসারধর্ম্ম অপরদিকে বৈরাগ্যধর্ম্ম উভয়ে উভয়কে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কমলাকরের ধর্ম্মানুরাগ সংসারানুরাগকে অভিভূত করিয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যে আর তিনি মনোনিবেশ করিবার অবকাশ পাইতেন না, সর্ব্বদাই ভজন পূজন সংকীর্ত্তনেই সময় অতিবাহিত করিতেন।

প্রভুপাদ কমলাকর যে সময় একমনে ধর্ম্মচর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, সেই সময় তাঁহার জীবনে একই মহাপরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এরূপ কিম্বদন্তি যে

কমলাকর যখন নিশিথ নিদ্রায় অভিভূত, সেই সময় স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, "জাহ্নবীতটে একটি অরণ্যের মধ্যে একজন পরমভাগবত ব্রহ্মচারী ভগবান জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত আছেন, কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্যবশতঃ দেবসেবার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনায় তাঁহাকে এই সেবা কার্য্য জগন্নাথ দেব আদেশ করিতেছেন।" কমলাকর এইরূপ স্বপ্নদর্শনের পর অত্যন্ত অধীর হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কমলাকর স্বপ্নকালে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দর্শন করেন তাঁহার নাম ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ইনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম ভক্ত। ইনি বাল্যকালেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হন। নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ইনি নীলাচলে বহুদিবস অবস্থান করিয়া অতি কঠোরতার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ব্রহ্মচারীর একান্ত ইচ্ছা যে, ভগবানকে জাহ্নবীতটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশিষ্ট জীবন তাঁহার সেবায় যাপন করেন। মহাপ্রভু-ভক্ত ধ্রুবানন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথ কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া জাহ্নবীর পশ্চিমতটে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ধ্রুবানন্দ এই বিজন কাননে অবস্থান করিয়া পরম যত্নের সহিত দেবসেবা করিতে লাগিলেন তাঁহার বার্দ্ধক্যবশতঃ দেবসেবা ভালরূপে চলিবে না, এক মহতী চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিতে লাগিল। ভক্তবৎসল ভগবান ধ্রুবানন্দের উৎকণ্ঠা দেখিয়া প্রত্যাদেশ করেন যে, "খালিযুড়ির অধিশ্বর একজন পরম বৈষ্ণব তাহাকে আনয়ন করিয়া আমার সেবার ভার তাহার উপর ন্যস্ত কর সে সুচারুরূপে এ কার্য্য সম্পন্ন করিবে।" ধ্রুবানন্দ এইরূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া খালিযুড়িতে কমলাকরের কাছে সমস্ত কথা বর্ণনা করেন। কমলাকর স্বপ্নদর্শিত ব্যক্তিকে দর্শন ও তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কমলাকর যাহা খুঁজিতে ছিলেন এতদিন পরে তাহা পূর্ণ হইবার পথ উদ্ঘাটিত হইল। তিনি আত্মীয় স্বজন পরিবারবর্গের সহিত রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঈশ্বর চর্চ্চায় অভিনিবিষ্ট হইতে পারিবেন বলিয়া ঘোরতর দারিদ্রব্রত অবলম্বন করিলেন। কমলাকর স্বজনবর্গের অজ্ঞাতসারে রাজ্যসুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া জাহ্নবীতটে নিবিড় অরণ্যের মধ্যস্থ কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্রুবানন্দ কমলাকরের হস্তে জগন্নাথ দেবের সেবাভার অর্পণ

করিয়া কিছু দিবসের মধ্যে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজধামে গমন করিলেন।

ধ্রুবানন্দের মৃত্যুর পর কমলাকর জগন্নাথ দেবের পূজা অর্চ্চনার পর অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুশীলনে নিমগ্ন থাকিতেন। কমলাকরের রমণীয় আশ্রম বৈষ্ণব দিগের পরম প্রীতিপদ আবাস স্থলে পরিণত হইয়া উঠিল।

কমলাকরের গৃহ পরিত্যাগ করাতে খালিযুড়ি রাজভবন নিরানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠ নিধিপতি জেষ্ঠের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক সকল প্রেরণ করিলেন। লোকসকল কমলাকরের কোথাও সংবাদ না পাইয়া অবশেষে বর্ত্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত মাহেশ গ্রামের জঙ্গলের ভিতর আগমন করেন। এ স্থানে তাহারা রাজকুমার কমলাকরকে প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, কিন্তু তাঁহার কাছে গৃহে গমন প্রস্তাব করিলে যখন কমলাকর দৃঢ়তার সহিত তাহাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন তখন তাহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নিধিপতি লোক মুখে জ্যেষ্ঠের মনোবৃত্তি অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার কাছে গমন করিলেন এবং গৃহে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মানুশীলন করিবার জন্য অনেক পেড়াপিড়ি করিতে লাগিলেন কমলাকর কাহারও কথায় বিচলিত হইবার পাত্র নহেন, কমলাকর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না দেখিয়া নিধিপতি খালিযুড়ি হইতে পরিবারবর্গকে মাহেশে লইয়া আসিলেন, এবং যাহাতে জ্যেষ্ঠের মত পরিবর্ত্তন হয় সে বিষয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিধিপতির বাসনা পূর্ণ হইল না বরং জ্যেষ্ঠের ন্যায় সংসার বিরাগী হইয়া মাহেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কমলাকরের মাহেশে অবস্থানের সহিত এই স্থানের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া মনুষ্যের আবাস গৃহ নির্ম্মিত হইল। কায়স্থ্য ও বৈদ্য এবং অন্যান্য সৎ শূদ্র দলে দলে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। এই সময় কমলাকরের কুলপুরোহিত প্রাজ্ঞবর চণ্ডীবর সপুত্রে মাহেশে আসিয়া বাস করেন। চণ্ডীবরের পুত্রের নাম শ্রীকান্ত, ইনি "জগন্নাথ চরিত বর্ণন" নামক এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রনয়ন করেন, তাহাতে গ্রন্থকার কমলাকরের বিষয় অনেকটা বর্ণন করিয়াছেন। আমরা একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে কমলাকর গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। মাহেশে অবস্থান কালে

কমলাকরের চতুর্ভুজ নামে একই পুত্র ও রমা নাম্নী একই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। এইরূপ নিধিপতির বাণেশ্বর এবং রাধা নামে পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়। কাল সহকারে কন্যাদ্বয়ের বিবাহ কাল উপস্থিত হইল। একে কষ্ট শ্রোত্রিয় তাহাতে বিদেশ তার উপর আবার অর্থ বিহীন বৈষ্ণব পাত্রে কন্যাদ্বয় সমর্পণ করিবার একান্ত ইচ্ছা। এরূপ অবস্থায় কমলাকর অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভগবানই যাঁহাদিগের চিন্তার একমাত্র বিষয়, ভক্তপ্রাণ ভগবান তাঁহাদিগের চিন্তা অচিরে বিদূরিত করিয়া থাকেন। এই সময় একটী অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হয়, আজকালকার লোকের হৃদয়ে ইহা স্থান না পাইতে পারে কিন্তু যিনি এই ঘটনা কালে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন সেই মহামহোপাধ্যায় শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রণীত "জগন্নাথ চরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন ভগবান ব্রাহ্মণ বেশে কমলাকরের কাছে আসিয়া বলেন "যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব ইহারা দুই ভাই পরম বৈষ্ণব এবং প্রধান কুলীন ইহাদিগের সহিত তোমাদের কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দাও" ইহার উত্তরে কমলাকর বলেন আমি কষ্ট শ্রোত্রিয় ইহাদিগের সহিত আমাদের কন্যার বিবাহ কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণরূপী বলেন "আমার কথা অন্যথা করিওনা কল্যই তুমি তোমার পুরোহিত পাঠাইয়া তাহাদিগকে আনাইয়া বিবাহ দাও" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে কমলাকর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। পরদিবস এই উপদেশানুসারে কুলপুরোহিত শ্রীকান্তকে গঙ্গার অপর পার খড়দহে প্রেরণ করিয়া পরিণাম জানিবার জন্য ঔৎসুক্য সহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিয়াছেন "যে জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছে দেখ তোমাদের গৃহে কল্য প্রাতে একজন ব্রাহ্মণ আসিবেন তিনি তোমাদিগকে বিবাহ দিবার জন্য মাহেশে লইয়া যাইবেন, এ বিষয় অন্য মত করিওনা তথায় আমার বিগ্রহ দেখিতে পাইবে।" দুই ভাই এই রূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া উভয়ে স্বপ্নের কথা আলোচনা করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মাহেশে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ইহা ঐশ্বরিক ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া এ বিষয় কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন না

করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ পুরুষের ন্যায় শ্রীকান্তের পদানুসরণ করিলেন। কমলাকর পাত্র দ্বয় সহ শ্রীকান্তকে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া সেই রাত্রেই যথাবিহিত বিধানানুসারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করান। বিবাহের পরে যজ্ঞেশ্বর ও কামদেব নববধু সহ স্বগৃহে উপস্থিত হইলে সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন তরঙ্গ উত্থিত হয়। ঘটক-কুলনায়ক দেবীবরের সে সময়ে অসীম ক্ষমতা, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কুলীনগণ গৌরবান্বিত ও নিগৃহীত হইতেন। তিনি যজ্ঞেশ্বরের অজ্ঞাত কুলশীল কন্যার পানী পীড়নের কথা অবগত হইয়া যারপর নাই ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাদিগকে সামাজিক দণ্ড দিবার জন্য খড়দহে আগমন করেন। দেবীবর খড়দহে আসিয়াই যজ্ঞেশ্বর ও কামদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এ সময় ইঁহারা স্নান করিতে ছিলেন। দেবীবরের আগমন কথা অবগত হইয়া ইহারা বাড়িতে না গিয়া নিবিষ্ট মনে সমস্ত শরীরে "ঘটক" এই অক্ষর ত্রয় লিখিতে লাগিলেন। দেবীবরের আগমন কথা শুনিয়া ও যজ্ঞেশ্বর না আসাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গারতীরে তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হন এবং নিবিষ্ট মনে লিখিতে দেখিয়া কি লিখিতছ প্রশ্ন করেন। যজ্ঞেশ্বর, দেবীবর আসিয়াছেন দেখিয়া অতি সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন "আপনারাই আমাদের কুলমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন তাই সর্ব্বাঙ্গে আপনাদের নাম লিখিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি" যজ্ঞেশ্বরের কথা শুনিয়া দেবীবরের সমস্ত রাগ দূর হইয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে অধিকতর সম্মানিত এবং কমলাকরকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রভুপাদ কমলাকর গৌরাঙ্গ লীলার পঞ্চম গোপাল মহাবল গোপাল নামে অভিহিত হইতেন। রথ যাত্রার সময় সেকালে মাহেশে মহা সমারোহ হইত বৈষ্ণব সম্মীলন এবং হরিনাম সংকীর্ত্তনে এই স্থানকে পরম পবিত্র করিয়া তুলিত। এসময় মহাপ্রভুর ভক্তবর্গ ও অন্যান্য একাদশ গোপাল সমবেত হইতেন বলিয়া সেই সময় হইতে লোকসাধারণের এখনও এই মেলাকে "দ্বাদশ গোপালের মেলা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

কমলাকর একটি কিম্বদন্তী উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিব। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে সময় হরি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া সকলকে

উন্মত্ত করিয়া তুলিতেন—যখন সকলের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত সে সময় কমলাকরের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইতনা বলিয়া তিনি অত্যন্ত লক্ষিত হইতেন, পাছে সকলে তাঁহাকে অভক্ত বলে এই ভাবিয়া তিনি সূক্ষ্ম পিপ্পলী চূর্ণ চক্ষুতে ঘর্ষণ করিয়া জল বহির্গত করিতেন। কমলাকরের এই ব্যবহার অনেক ব্যক্তি মহাপ্রভুর কর্ণগোচর করেন। মহাপ্রভু একথা অবগত হইয়া বলিলেন "কমলাকর আমার পরমভক্ত যে চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হয় না সে চক্ষুতে পিঁপুল গুঁড়াই দেওয়া উচিত তাই ভক্তবর কমলাকর এইরূপে চক্ষুর দণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীকুঞ্জলাল রায়।

হিন্দু ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

(৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যার ২১৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

প্র। জাগ্রত অবস্থার সবিশেষ বিবরণ কি ?

উ। জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্-বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।

প্রথম পাদে (অবস্থা) আত্মা জাগরিত অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় আত্মার বাহ্য বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। যদি ইহার সাত অঙ্গ উনিশ মুখ। ইহা স্থূল ভুক ও বৈশ্বানর।

এই অবস্থায় সংবিৎ বাহ্য ব্যাপারে রত থাকে।

মস্তক, চক্ষুঃ, শ্বাস, দেহ, বস্তি, চরণ ও মুখ এই সাতটি অঙ্গ, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, ধারণেন্দ্রিয় (হস্ত) গমনেন্দ্রিয় (চরণ) বিসর্গেন্দ্রিয় (পায়ু) এবং জনেন্দ্রিয় এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান এই পাঁচটি প্রাণ বায়ু এবং মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনিশটি মুখ।

প্র। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার নাম কি ?

উ। দেহবদ্ধ আত্মার অপর নাম বিশ্ব, আর এই সকল দেহবদ্ধ আত্মার প্রভুর নাম বৈশ্বানর।

প্র। পরমাত্মাকে বৈশ্বানর বলা হয় কেন ?

উ। কারণ এই ভাবেই তিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন, পাপের ফল দুঃখ। পুণ্যের ফল সুখ। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিরাটপুরুষও বলে।

প্র। স্বপ্নাবস্থার বিবরণ কি ?

উ। দ্বিতীয় পাদ আত্মার স্বপ্নাবস্থা।

ইহারও সাতঅঙ্গ এবং উনিশ মুখ। ইহা প্রবিবিক্তভুক্ এবং তৈজস।

প্র। এ অবস্থায় জীব ও পরমাত্মার নাম কি ?

উ। সুপ্ত জীবাত্মার নাম তৈজস এবং পরমাত্মার নাম হিরণ্যগর্ভ।

জীবাত্মাকে তৈজস বলার কারণ এই যে এ অবস্থায় আত্মার আবরণ বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময় হয়।

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।
অস্যা বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু॥
যশ্চায় মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়ো
হমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্মং
তৈজস তেজোময়ো হমৃতময়ঃ
পুরুষঃ অয়মেব স যোহয়মাত্মা।
ইদমমৃতম্। ইদং ব্রহ্ম। ইদং সর্ব্বম্॥
বৃহদারণ্যাকোপনিষৎ ২। ৫। ৮

এই বিদ্যুৎ সর্ব্বভূতের মধু। সর্ব্বভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি এই বিদ্যুতে আছেন এবং এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ যিনি শরীরে আছেন (ইহারা উভয়েই মধু)। ইনিই আত্মা ইনিই অমৃত ইনিই ব্রহ্ম ইনিই সকল।

প্র। সুষুপ্তাবস্থা কিরূপ ?

উ। যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎসুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানধন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ।

যে অবস্থায় সুপ্তব্যক্তি কোন কামনা করেনা, কোন স্বপ্ন দেখেনা তাহাকেই সুষুপ্ত বলে। তৃতীয় পাদে আত্মা একীভূত প্রজ্ঞানধন, আনন্দময় আনন্দভুক চেতোমুখ ও প্রাজ্ঞ হন।

এই অবস্থায় জীবাত্মাকে প্রাজ্ঞ বলে ও পরমাত্মাকে ঈশ্বর বলে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের শাস্তা এবং সকলের উৎপত্তির স্থল। ইহা হইতে সকল উৎপন্ন হয় এবং ইহাতেই সকল লয় প্রাপ্ত হয়।

প্র। ঈশ্বর সর্ব্ববিধ সংবিদের সমষ্টি। সেনা সমবেত সৈন্য সমূহের নাম। সৈন্য সমষ্টি ব্যতীত সেনা কিছুই নহে। ঈশ্বরও কি তদ্রূপ সংবিৎ সমষ্টি মাত্র?

উ। না ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন। তাহা হইলে ঈশ্বর নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হন। কিন্তু ঈশ্বর তাহা নহেন তিনি পুরুষ কিন্তু তিনি সৎ তিনি পুরুষ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি পুরুষোত্তম। উদাহরণ দ্বারা ইহা সুন্দররূপে বুঝা যায়। মনুষ্যকে পিণ্ডাস্ত বলে কারণ ইহা অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ স্বরূপ। মানবশরীর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। তাহারা অতি সূক্ষ্ম এমন কি তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি এক ইঞ্চির তিনশত ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইহারা প্রত্যেকেই সজীব প্রত্যেকেরই জীবাত্মা আছে কারণ ইহাদের ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ ও জ্ঞান আছে। কিন্তু এই অসংখ্য জীবাণু প্রধান জীব মানুষের অধীন। মানব শরীরেই ইহাদের অবস্থান। মানবের জন্যই ইহাদের অস্তিত্ব। ইহারাই মানবদেহের সম্পূর্ণতা সাধন করে। কিন্তু যদিও মানবশরীর এই সকল কোষের দ্বারা গঠিত তথাপি মনুষ্যের সংবিৎ ও আত্মা এই সকল কোষ হইতে পৃথক। ঈশ্বরও তদ্রূপ সকল প্রাণীর অস্তিত্বই তাঁহাতে পর্য্যবসিত তিনিই সকলের আদি। তিনি আমাদের সকলের অন্তর্যামী পুরুষ। যদিও তিনি আমাদের সকলের সমষ্টি তথাপি তিনি ক্ষমতা জ্ঞান ও দয়ায় আমাদের বহু উচ্চে অধিষ্ঠিত। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছায় অনুরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যেমন প্রত্যেক কোষ মানবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য না করিয়া তাহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করিবে তদ্রূপ মানুষও ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইবে না।

যখন কোন কোষ মানুষের ইচ্ছার বিরোধী হইয়া কার্য্য করে তখন সেই কোষকে রুগ্ন বলা যায় এবং সে যদি ঐ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে না পারে তবে সে মানব শরীর হইতে দূরীকৃত হয়। সেইরূপ যে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে তাহাকে পাপী বলা হয় এবং তাহারও পরিণাম এই যে সে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

যখন কোন কোষ রুগ্ন হয় তখন মানব শরীর বেদনা অনুভব করে তদ্রূপ পাপীর জন্যও ঈশ্বর বেদনা অনুভব করেন।

প্র। তুরীয় অবস্থা কিরূপ?

উ। নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞংনোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং না প্রজ্ঞম্—অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্ম্যপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপাদানং শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।

যে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানের অভাব, আভ্যন্তর জ্ঞানের অভাব এবং বাহ্য আভ্যন্তর উভয়বিধ জ্ঞানের অভাব যে অবস্থায় জ্ঞানও থাকেনা, অজ্ঞানও থাকেনা, যাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, যাহার লক্ষণ নাই, যাহা অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ্য, যাহা আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়, যাহা দ্বারা জগৎ প্রভৃতি সকল প্রপঞ্চের উপশম হয়, যাহা শান্ত, শিব, অদ্বৈত তাহাই তুরীয়াবস্থা। ইহাই আত্মা। ইহাই বিজ্ঞেয়।

এই অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত একাত্ম-ভাব হয়।

প্র। এই চারি অবস্থার ভেদ কি?

উ। বিশ্ব এবং তৈজস কার্য্য কারণ বদ্ধ। প্রাজ্ঞ কেবল কারণ বদ্ধ। তুরীয় এই উভয়ের অতীত।

গৌড়পাদাচার্য্য কহিয়াছেন—

কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ।
প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ॥

প্র। প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে ভেদ কি?

উ। দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্যয়োঃ।
বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে॥

প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ে এই সমানতা যে উভয়েই অদ্বৈত জ্ঞান হয় কিন্তু প্রাজ্ঞে নিম্নাবস্থার কিছু অংশ থাকে সুতরাং তাহার অধঃপতনের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তুরীয়ে সে সম্ভাবনা নাই।

প্র। দৈবী ও আসুরী সম্পৎ কাহাকে কহে?

উ। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি র্জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবং॥
অহিংসা সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃশান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতি মানতা।
ভবতি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানংচাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

দেবী * * * * * * *

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো নসত্য তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পর সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তে শুচিব্রতাং॥
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগ পরমা এতাদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্সে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহংবলবান্ সুখী॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥
অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

গীতা ১৬ অঃ। ১—১৮

নির্ভীকতা, মনঃ শুদ্ধি জ্ঞান ও যোগে একাগ্রতা, দান, সংযম যজ্ঞ বেদাদি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি অপৈশুন, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, নম্রতা, বিনয়, তেজ, ক্ষমা, সন্তোষ, পবিত্রতা, নিরভিমানতা, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা এইসকল গুণ পাইয়া থাকেন।

যাঁহারা আসুরী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের দম্ভ দর্প অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান হয়। তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জানেনা। তাহাদের শৌচনাই, আচার নাই, সত্য নাই। তাহারা জগৎকে সত্যহীন, প্রতিষ্ঠা হীন, ঈশ্বর হীন বলে। তাহারা বলে কাম হেতু স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই সকলের উৎপত্তি, আর কিছুই নয়। এই মত অবলম্বন করিয়া এই সকল নির্ব্বোধ ভীষণ প্রকৃতি লোকেরা জগতের ক্ষয়ের জন্যই যেন আবির্ভূত হয়।

এই সমস্ত মদ্যমাংস প্রিয় লোকেরা দুষ্পূর কামনা আশ্রয় করিয়া এবং দম্ভ, মান ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মোহবশতঃ দুষ্কর্ম্মে রত হয়। মৃত্যুতেই যাহার অন্ত সেই অপরিমেয় চিন্তা ইহারা আশ্রয় করে। কামোপভোগেই ইহাদের পুরুষার্থ; এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই এইরূপ ইহাদের বুদ্ধি। ইহারা শত শত আশা পাশ দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এবং কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। অদ্য আমি ইহা লাভ করিয়াছি। এই অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইব। এই ধন আমার আছে। এই ধন আমার হইবে। আমি এই শত্রুকে হনন করিয়াছি, অপর শত্রুদিগকেও হনন করিব। আমি প্রভুত্বশালী, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, এবং আমিই সুখী। আমার সম্পত্তি আছে, আমি, মহা কুলীন এই সংসারে আমার সদৃশ আর কে আছে। আমি প্রতিষ্ঠালাভার্থ দান করিব, যজ্ঞ করিব এবং হর্ষপ্রাপ্ত হইব এইরূপ অজ্ঞানে ইহারা বিমোহিত। ইহাদের চিত্ত অনেকপ্রকার কামনায় বিভ্রান্ত; ইহারা মোহজালে আবৃত এবং

কামভোগে প্রসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে। তাহারা আপনাপনিই আপনাকে পূজ্য জ্ঞান করে। তাহারা অতিশয় অবিনয়ী এবং ধনগর্ব্বিত। তাহারা দম্ভসহকারে অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধপরায়ণ হইয়া এবং অসূয়া পরবশ হইয়া, নিজের ও অন্যের দেহস্থিত চিদংশরূপী আমাকে বিদ্বেষ করে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন।

উত্তরাখণ্ডে।

(৯ম সংখ্যার ২৮৮ পৃষ্ঠার পর হইতে)

"এক্ষণে আপনি প্রস্তর খানির উপর হস্তার্পণ করুন, কোন্ স্বরে ইহার উপযুক্ত স্পন্দন উৎপাদন করিবে দেখিবার জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন নলে স্বর সংযোগ করিব। আপনি যখন ইহার স্পন্দন অনুভব করিবেন, তখন আমাকে বলিবেন।"

চিন্তামণি প্রস্তরোপরি হস্তার্পণ করিলে, চাড়ায় চাপ দিবামাত্র যেমন গম্ভীর স্বর নির্গত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে মহাত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহাত্মা হাস্য মুখে কহিলেন—"আর ভয় নাই ভাই, এবার কেবল প্রস্তরের উপরই স্পন্দন প্রযুক্ত হইবে।"

যতক্ষণ চিন্তামণি প্রস্তরের কম্পন অনুভব করিতে না পারিলেন ততক্ষণ একখানির পর একখানি করিয়া পতর লাগাইয়া চাড়ার সাহার্য্যে উচ্চ হইতে উচ্চতর শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। তৎপরে মহাত্মা স্বহস্ত প্রদানে দুই তিনটি স্বর পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন প্রস্তর খণ্ড উপযুক্ত পরিমাণে কম্পিত হইতেছে, তখন কহিলেন—"প্রস্তরের উপযুক্ত স্পন্দন স্থির হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্য সম্পাদনার্থ ঘনীভূত কারক যন্ত্র যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিতে হইবে—ঘনীভূত স্পন্দন সর্ব্বতোভাবে প্রস্তর খণ্ডে প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।"

তদনন্তর তিনি, যে নলের শব্দে প্রস্তরখানি স্পন্দিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা দেখিয়া, নিকটস্থ তাক (shelf) হইতে তৎসংখ্যক একখানি পিত্তল বর্ণ পাতলা পাত আনিয়া ঘনীভূতকারক যন্ত্রের অতি নিকটে স্থাপন করিলেন ও

কহিলেন—"নল হইতে যত কম্পন উৎক্ষিপ্ত হইবে, এই পাতখানি প্রস্তরের প্রত্যেক পরমাণুতে তাহা সঞ্চালিত করিবে এবং এক আঘাতেই উহা চূর্ণ হইয়া যাইবে এই অভিপ্রায়ে যন্ত্রটি ও পাতখানি ঠিক খাটান হইয়াছে। এক্ষণে এই কাষ্ঠ মুদ্গর লইয়া পতরের উপর যথাশক্তি আঘাত করুন।"

"এক আঘাতেই চূর্ণ হইবে?—দেখাই যাউক," এই বলিয়া চিন্তামণি দৃঢ় হস্তে পতরের উপর মুদ্গর আঘাত করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, পতরখানিই ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া উহাতে একটি তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি নির্গত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ উৎপাদন করত প্রস্তরখানি ধূলিবৎ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। চিন্তামণি নিমেষশূন্যনেত্রে তাঁহার আঘাতের বিস্ময়কর ফল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা গম্ভীর ভাবে বলিয়া উঠিলেন "ঘনীভূত-সংহারক স্পন্দনের এই পরিণাম।"

চিন্তামণি নির্ব্বাক হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন, পরে শনৈঃ শনৈঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন বৈজ্ঞানিক শক্তিতে—কোন নিয়মে এই বিস্ময়োদ্দীপক ব্যাপার সম্পন্ন হইল?—এ ঘটনাটা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"স্বভাবতঃ এরূপ প্রশ্নই মনে উদিত হয়। আপনার ন্যায় বৈজ্ঞানিক ইহার বিজ্ঞান সম্মত উত্তর না পাইলে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ইহার উত্তর গুহ্যবিদ্যার উচ্চ অঙ্গের একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়। আপনি যেরূপ যদৃচ্ছাক্রমে বীজ হইতে বৃক্ষোৎপাদনাদি তথাকথিত বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পন্দন ক্রিয়ার পূর্ণ জ্ঞানই তৎ সমুদয়ের কারণ। আপনি অবগত আছেন যে, অনন্তদেবের এই বিশ্বসংসারের প্রত্যেক বস্তুই গতি সম্পন্ন—নিরন্তর অব্যাহত অনন্ত গতি বিশিষ্ট কিছুই গতিবিহীন নহে, থাকিতেও পারে না। যে সকল পরমাণু দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই নিরন্তর পরিবর্ত্তিত এবং পরস্পর অনবরত আকৃষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইতেছে। জগদ্ব্যাপী পরমাত্মা, সকলের মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সকলকেই মূল প্রদেশে—উর্দ্ধভাগে অর্থাৎ তাঁহার দিকে অবিশ্রান্ত গতিতে লইয়া যাইতেছেন। হিমালয়ের মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ এই পরমাত্মাকে পরব্রহ্মের ওজঃ বলিয়া বর্ণনা করেন।

"স্পন্দন দ্বারা এই বিশ্বব্যাপী ক্রিয়া নিরন্তর পরিচালিত। উহা বিবিধ সৃজন ও সংহারকারী এবং উহা গুহ্যবিদ্যা বিজ্ঞানেরই পরিজ্ঞাত।

"যাহাদ্বারা অনন্তকাল সংযোগ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে যাহা এই বিশ্ব-নির্ম্মাণের হেতুভূত তাহারই নাম সৃজনকারী স্পন্দন। এই স্পন্দন আদৌ পর-ব্রহ্মের ওজঃ সম্ভূত। সূর্য্যালোকও ইহা হইতে উৎপন্ন ;- ইহাই জীবজগৎ ও উদ্ভিজ্জ জগতের কারণ। ইহা দ্বারাই দিব্য বা পার্থিব যাবতীয় জীবদেহ ও অপরাপর বস্তুর উন্নতি কল্পে আনবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। ফলতঃ যে ক্রিয়া শক্তিকে আমরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি ইহা তাহাই। সমদমাদি গুণবিশিষ্ট স্থির মস্তিষ্ক হইতে ধীর গভীর চিন্তা দ্বারা যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, তাহাই সৃজনকারী সুতরাং সদ্বৃত্তিউত্তেজক স্পন্দন। সাধারণ সচ্চরিত্র লোকের মস্তিষ্কেরই এরূপ শক্তি। সমধিক আধ্যাত্মিক উন্নতিশালী তৃতীয় পর্য্যায় দীক্ষিত মহাত্মার মস্তিষ্কের শক্তি জনসাধারণের চক্ষে অপরিমিত। সেরূপ মস্তিষ্কের স্বেচ্ছাপ্রেরিত স্পন্দন শক্তি সন্দর্শন করিলেও সহসা বিশ্বাস হওয়া কঠিন! সে উপদেশও আপনি সত্বর লাভ করিবেন।

"কলহ, ক্রোধ, অসদ্বৃত্ত্যাদি প্রতিকুল উপাদান বা উচ্চরবসঞ্জাত স্পন্দনের নাম ধ্বংসকারী বা সংহারক স্পন্দন। উহাদ্বারা রোগোৎপত্তি হয়, উহাতে ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এখন রোগ কি দেখা যাউক ;—বিপরীত মেধা বিশিষ্ট অস্বাভাবিক চুম্বন-স্রোত-প্রদ এবং অযোগ্য পথে জীবন-বল-প্রয়োগ-কারী পরমাণু সমুহের প্রতিকুল সম্মিলনের নামই রোগ। তাহারা দৈহিক অনৈক্য সম্পাদন করিয়া অযথা তাপ উৎপাদন করে, তাহাকে জ্বর বলে; তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

"আপনি যে সকল স্ফটিক দেখিলেন, বিশুদ্ধ পদার্থকে সেইরূপ স্ফটিকে পরিণত করা সৃজনকারী স্পন্দনের অন্যতম কার্য্য। যে শক্তি প্রভাবে পরমাণু-নিচয় সংশ্লিষ্ট হইয়া স্ফটিকরূপে পরিণত হয়, ধ্বংসকারী স্পন্দনে সেই শক্তির বিশ্লেষণ হইয়া যায় ; এই চূর্ণীকৃত প্রস্তর তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

[ক্রমশঃ।

৩য় ভাগ।] চৈত্র, ১৩০৬। [১২শ সংখ্যা।

ওঁ

পন্থা

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

সত্যান্নাস্তি পরো ধর্ম্মঃ

মাসিক পত্র।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ও পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি সম্পাদিত।

১২০।২ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

	বিষয়	লেখকগণ	পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্রম্ ...	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ, ...	৩৫৩
২।	শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর ...	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)	৩৫৭
৩।	জড়ভরত ...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	৩৬০
৪।	আত্ম-সংযম ...	শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাস	৩৬৬
৫।	উত্তর কাশী ...	শ্রীযুক্ত কালীদাস ভট্টাচার্য্য ...	৩৭৪
৬।	সদিচ্ছা ও তাহার ফল	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ...	৩৭৭

"পন্থার" বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় ১৲ টাকা—মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ অতিরিক্ত শাস্ত্র গ্রন্থ ১ ফর্ম্মার জন্য সর্ব্বত্র ।০ চারি আনা অধিক লাগে।

নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

PRINTED BY JOGENDRA NATH CHUKERBUTTY.

at "Hari-Press", 133, Musjidbari Street ; Calcutta.

নিয়মাবলী।

১। কলিকাতায় "পন্থার" অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা, মফঃস্বলে ডাকমাশুল সমেত ১৵০ আঠার আনা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। অগ্রিম মূল্য না পাইলে পন্থা পাঠান হয় না। শাস্ত্র গ্রন্থ ১ কর্ম্মা অতিরিক্ত যাঁহারা লইবেন—সর্ব্বত্র।৵০ চারি আনা অধিক লাগিবে।

২। টাকা, কড়ি, পত্র, প্রবন্ধ, সমালোচনার জন্য পুস্তক ও বিনিময়ে সংবাদ ও মাসিকপত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইবেন। ষ্ট্যাম্প পাঠাইলে টাকায় /০ আনা কমিশন লাগিবে।

৩। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা পত্রে, পোষ্টকার্ডে অথবা মণি অর্ডারের কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।

১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত। প্রকাশক।

১। এখন হইতে যে মাসের "পন্থা" সেই মাসের মধ্যে কোন সময়ে প্রকাশিত হইবে। যদ্যপি কেহ পরের মাসের ১৫ইয়ের মধ্যে পত্রিকা না পান তাহা হইলে আমাদিগকে জানাইবেন।

২। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে আমরা ফেরত দিতে বাধ্য নহি।

৩। পত্রিকা না পাইলে অথবা পত্রিকা প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিলে আমাকে কিম্বা প্রকাশককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব।—কার্য্যাধ্যক্ষ। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের নিয়ম।

"পন্থায়" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৲ তিন টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৲ দুই টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১।০ এক টাকা চারি আনা লাগিবে অধিক দিনের অথবা বরাবরের জন্য হইলে পত্র লিখিলে অথবা আমাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়া থাকে।

ইংরাজিতে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে প্রতি পৃষ্ঠায় ৪৲ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠায় ২৷৷০ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠায় ১৷৷০ টাকা লাগিবে।

শ্রীললিতমোহন মল্লিক। কার্য্যাধ্যক্ষ—বিজ্ঞাপন বিভাগ। ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব। কার্য্যাধ্যক্ষ—সাধারণ বিভাগ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীমহেশচন্দ্র দাস। ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এজেণ্ট—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২১ নং সুখিয়া ষ্ট্রীট,

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত

সনৎসুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র।—মূল্য ১৲ এক টাকা।

ইহা শাঙ্কর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ মুদ্রিত হইয়াছে।

গুরুশাস্ত্র।—মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে, সংস্কৃত প্রেস ডিপজীটারীতে, ১২০।২ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, অধ্যাত্ম-গ্রন্থাবলী প্রচার কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

৩য় ভাগ। { চৈত্র, ১৩০৬ সাল। } ১২শ সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্।

(১)

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
যিনি এ বিশ্বের স্থিতি-প্রলয়-কারণ,
বিশ্বই যাঁহার রূপ করিছে কীর্ত্তন,
যিনিই স্বয়ং বিশ্ব, যিনি বিশ্বেশ্বর,
সেই গোবিন্দের পদে নতি নিরন্তর!

(২)

নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

জ্ঞান-মাত্র রূপ যিনি করেন ধারণ,
আনন্দই যাঁর রূপ করিছে কীর্ত্তন,
যিনি কৃষ্ণ, যিনি গোপী-মানস-রঞ্জন,
সেই গোবিন্দের পদে নতি সর্ব্বক্ষণ!

(৩)

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥
কমল-সদৃশ যাঁর নির্ম্মল নয়ন,
কমলের মালা যিনি করেন ধারণ,
কমল বিরাজ করে নাভিদেশে যাঁর,
কমলা-পতির সেই পদে নমস্কার!

(৪)

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
শিখিপুচ্ছে শোভা যাঁর মনোহর অতি,
মেধাশক্তি নিরন্তর যাঁর বলবতী,
স্বয়ং লক্ষ্মীর যিনি চিত্ত সরোবরে
হংস-রূপে কেলি সদা করেন আদরে,
রামচন্দ্র বলি যাঁরে ঘোষে ত্রিসংসার,
সেই গোবিন্দের পদে প্রণাম আমার!

(৫)

কংসবংশবিনাশায় কেশিচাণুরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥
কংশের বংশের যিনি ধ্বংসের কারণ,
শিবের আরাধ্য ধন যিনি সর্ব্বক্ষণ,
কেশিরে চাণুরে যিনি করেন সংহার,
সেই পার্থ-সারথির পদে নমস্কার!

(৬)

বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥
বেণুবাদ্যে যিনি সদা দক্ষ বিলক্ষণ,
করিলেন যিনি দুষ্ট কালীয় দমন,
বিচরণ হেতু সেই কালিন্দীর কূলে
অস্থির যাঁহার চিত্ত এই ভূমণ্ডলে,
চঞ্চল কুণ্ডল যাঁর কর্ণে অনিবার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৭)

বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥
গোপীর বদন-পদ্মে গাঁথিয়াই হার
কণ্ঠেতে ধারণ করা বিধান যাঁহার,
মনোহর নৃত্য যিনি করিয়া ধারণ
ভুলাইয়া দেন এই অনন্ত ভুবন,
ভক্তের পালনকারী যিনি অনিবার,
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার!

(৮)

নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে॥
পাপ-তাপ-বিনাশের যিনিই কারণ,
তুলিয়া ছিলেন যিনি গিরি গোবর্দ্ধন,
তৃণাবর্ত্ত-পূতনার যিনি বিনাশন,
ভক্তিভরে পূজি আমি তাঁহার চরণ!

(৯)

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমো॥

মমতা-বিহীন যিনি, যিনি মোহ-হীন,
নিষ্পাপ হইয়া যাঁর স্থিতি চিরদিন,
পাপীর পরম শুত্রু যিনি সর্ব্বক্ষণ,
যাঁহার সমান আর না রয় কখন,
পরাৎপর বলি যাঁরে ঘোষে ত্রিসংসার,
সেই শ্রীকৃষ্ণের পদে প্রণাম আমার !

(১০)

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥

তুমি হে পরমানন্দ, পরম-ঈশ্বর,
মোর প্রতি সুপ্রসন্ন হও নিরন্তর,
আধি-ব্যাধি-সর্প মোরে করেছে দংশন,
ওহে নাথ ! রক্ষা মোরে করহ এখন !

(১১)

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্গুরো ॥

হে কৃষ্ণ ! রুক্মিণীকান্ত ! ত্রিলোক-তারণ !
ব্রজনারীদের তুমি মানস-মোহন।
সংসার-সাগরে আছি মগ্ন অনিবার,
কৃপা করি তুমি মোরে করহ উদ্ধার !

(১২)

কেশবে ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥

তুমিই জীবের ক্লেশ কর নিবারণ,
তুমি দেব নারায়ণ, তুমি জনার্দ্দন !
তুমি হে পরমানন্দ, গোবিন্দ, কেশব,
বিপদে উদ্ধার কর আমারে মাধব !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি-এ

শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুর।

(৯ম সংখ্যার ২৮০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

প্রহরীগণ নির্দ্দয়রূপে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতেছেন, হরিদাসের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি স্বীয় মানস-মন্দিরে তাঁহার ধ্যেয় দেবতার মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তৎকালে তচ্চরণে সমাধিস্থ হইলেন সুতরাং এরূপ তীব্র প্রহারও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না ; ভগবান ভক্তকে রক্ষা করিলেন।

পাইকগণ নিষ্ঠুররূপে হরিদাসকে নির্য্যাতন করিতেছে; তাহাতে তিনি ব্যথিত নহেন। কিন্তু তাঁহাকে এইরূপ নির্য্যাতনের জন্য পাছে তাহারা ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়, তাই ভক্তপ্রবর হরিদাস ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছেন,—

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে এ সবার নহু অপরাধ ॥ বৃন্দাবন দাস।

কি মহান্ হৃদয় ! ভগবৎ-ভক্তি ব্যতীত মানুষকে এমন করিয়া দেবতা করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

কিছুতেই হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ না হওয়ায় পাইকগণ চিন্তিত হইল। কারণ পাইকগণ হরিদাসের দণ্ড শিথিল করিয়াছে, এই সন্দেহে গৌড়েশ্বর পাইকগণের জীবন দণ্ড করিবেন। মানুষ আপনার জীবন অপেক্ষা আর কিছুই মূল্যবান দেখিতে পায়না, যদিও এজীবন নশ্বর, তথাচ ইহাতে অদম্য টান, সুতরাং পাইকগণ আতঙ্কিত হৃদয়ে হরিদাসের চরণে নিবেদন করিলেন, যে তাঁহার মৃত্যু না হইলে তাহাদের আশু বিপদের সম্ভাবনা। তাহাদের আশঙ্কা দেখিয়া দয়ালচিত্ত হরিদাস তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন। "চিন্তা করিও না এই দেখ আমি মরি।" এই বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। তাঁহার জীবন ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া যেন বাহ্য জগতের নিকট হইতে বিদায় লইল, জীবনের চিহ্ন মাত্র রহিল না, পাইকগণ নিসংশয়চিত্তে মৃত জ্ঞান করিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট লইয়া নিক্ষেপ করিলেন। গৌড়েশ্বর তাঁহাকে কবর দিবার জন্য আদেশ করিলেন, কিন্তু নৃশংস-হৃদয় গৌড়াই কাজীর তাহাতে মন উঠিল না। মৃত হরিদাসের প্রতিও

তাঁহার বিদ্বেষ শতগুণে উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বলিলেন, "ইহার দেহ কবর দিবার যোগ্য নহে, হরিদাস মুসলমান হইয়াও হিন্দু হইয়াছিল। মহম্মদীয়ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিয়াছে—ধর্ম্মদ্রোহিতা ইহার প্রতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে—কবর দিলে এই দুষ্টের সমুচিত দণ্ড হইবেনা, অতএব ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হউক।" তাহার আবেদন গৌড়েশ্বর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পাইকগণ অবিলম্বে তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া কাজির হৃদয়ে আনন্দ দান ও তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল।

কাজি বিদ্বেষভাবে বলিলেও হরিদাসের দেহ যে কবর যোগ্য নহে, তাহা অতি সত্য কথা। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁহার স্পর্শ কামনা করেন। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।"

হরিদাস যবন হইলে কি হয় ভক্তি বলে তিনি মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত দিগেরও পূজ্য হইয়াছিলেন। গঙ্গাই তাহার যোগ্য, পবিত্রে পবিত্রতার সম্মীলন ঘটিল। গোড়াই কাজী বিদ্বেষ বুদ্ধিতে এ কার্য্য করিলেও—হরিদাসের যোগ্য সম্মান হইল—ভগবান তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

পাইগণ তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল তিনি তীরে উঠিলেন। যথা সময়ে এ সংবাদ গৌড়েশ্বরের নিকট পহুঁছিল; তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং অতীব নম্রভাবে হরিদাসের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রতি তিনি যে অবিচার করিয়াছিলেন তজ্জন্য ক্ষমা চাহিলেন। যথা—

সম্ভ্রমে মুল্লুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীর।
এ জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুই আইনু হেথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥
সকল তোমার সম শত্রু মিত্র নাই।
জানিলাম হও তুমি ঠাকুর গোসাঞি॥

চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা। চৈঃ ভাঃ।

তখন বহু যবন আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহাকে পীর জ্ঞান করিয়া সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিলেন ও নিজ নিজ হৃদয় হইতে হরিদাসের প্রতি তাঁহাদের যে বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল তাহা বিদূরিত করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তির জয় দেখাইলেন।

এই ঘটনার পর হরিদাস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপ ধামে আগমন করিলেন। নবদ্বীপের ভক্ত মণ্ডলীর নিকট তিনি বিশেষরূপে পূজিত হইতে লাগিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সম্মীলতালাভে তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে তচ্চরণে আত্মহারা হইলেন। ভগবান ভক্তের প্রতি কখন উদাসীন নহেন, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিদাসকে যথেষ্ট স্নেহ ও সম্মান করিতে লাগিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলে নবদ্বীপ অন্ধকার হইল। ভক্তগণের হৃদয় তদীয় বিরহ বজ্রাঘাতে শতধা হইয়া বিদীর্ণ হইল, হরিদাসের যন্ত্রণার সীমা রহিল না। হরিদাস "তৃণাদপি সুনীচেন" ভক্ত, তিনি যবন, সকলের অস্পৃশ্য ও তীর্থ স্থানে গমন, তাঁহার সঙ্গত নহে, ইহাই তাঁহার ধ্রুব ধারণা সুতরাং তিনি প্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলেন না। "প্রভু তুমিত নীলাচলে চলিলে আমার সেখানে যাইতে অধিকার নাই আমি নীচ জাতি আমার গতি কি হইবে?" এই বলিয়া প্রভুপদে প্রণত হইলেন।

কি দৈন্য! এরূপ না হইলে ভক্তের পবিত্র হৃদয় স্বর্গ নামে অভিহিত হইবে কেন?

হরিদাসের বেদনা তাঁহার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বুঝিলেন, তাই তিনি বলিলেন, "আমি তোমার জন্য জগন্নাথে একটি নির্জ্জন স্থান স্থির করিয়া রাখিব, পরে সে খানে যাইও।" তাহাই হইল, কিয়দ্দিন পরে হরিদাস নীলাচলে গিয়া নির্জ্জন কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রমতে "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ"—হইলেও

হরিদাস নিজেকে দীনাতিদীন জ্ঞান করিতেন। পাছে জগন্নাথ দেবের সেবকগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় তিনি মন্দিরের নিকট যাইতেন না। সমুদ্র স্নানে গিয়া জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়াই তিনি তৃপ্তি পাইতেন। কথিত আছে—হরিদাসকে দর্শন দিবার জন্য একদা ভক্ত-বৎসল জগন্নাথ দেব মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হরিদাসকে দর্শন দিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যহ হরিদাসকে দর্শন দিতে আসিতেন, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে, তিনি দূরে সরিয়া যাইতেন, আর বলিতেন "প্রভু আমি অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিয়া আমাকে অপরাধী করিও না।" শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সমগ্র ভক্ত মণ্ডলীকে লইয়া প্রসাদ ভোজন করিতে বসিতেন, তখন হরিদাসকেও আহ্বান করিতেন, কিন্তু হরিদাস সে স্থলে আসিতেন না, তিনি বলিতেন "আমি নীচ জাতি আমি ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যাইবার যোগ্য নহি, প্রভু ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া প্রসাদ ভক্ষণ করুন, আমাকে একমুষ্টি প্রসাদ বাহিরে দেওয়া হউক।" একমাত্র ভক্ত হৃদয়ই এরূপ দীনতার আবাস ভূমি। কঠোর সংসারে "তৃণাদপি সুনীচেন" এ নীতি অনেক সময় খাটে না সত্য, কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ-রাজ্যের যাত্রী, দীনতাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। শ্রীমৎ হরিদাসঠাকুরের দীনতা তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্য অনুকরণীয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী মুস্তোফী।
বোলপুর।

জড় ভরতের।

(১১শ সংখ্যার ৩০৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

দ্বিতীয় অংশ।

মানব যতদিন আত্মকৃত ত্রুটি, অন্তর্নিহিত পাপ স্বয়ং দেখিতে না পায় ততদিন প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু যখনই নিজ পাপকে পাপ বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তখন হইতেই তাহার সংস্কার আরম্ভ হয়। উত্তম ব্যক্তি, পাপীর দুর্গতি দৃষ্টে পাপ হইতে নিবৃত্ত হন। মধ্যম, পাপের বিষময় ফলের প্রারম্ভ

কালেই ক্ষান্ত হন, এবং অত্যন্ত সতর্ক থাকেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর পাপ-পথের অনুসরণ না করিতে হয়। আর অধম, পাপের সলিলে চিরনিমগ্ন হইয়া, লোক-নিন্দিত, লাঞ্ছিত, অবমানিত। অশান্তির-বৃশ্চিক-জ্বালায় দংশিত হইয়াও আশ্চর্য্য! পাপের মনোহর আকর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

ভরত উত্তম হইলেও এই মধ্যমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একবার পদস্খলন হইল। প্রকৃত পদস্খলন দ্বিতীয়বার হয় না। দ্বিতীয়বার যাহা হয় তাহা স্বেচ্ছাকৃত প্রবৃত্তি পরিতুষ্টি। তেজস্বী, অসীম-মনোবল-সম্পন্ন ভরতের আর তপশ্চ্যুতি হইবার পথ নাই। তিনি যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি সতর্কতার সহিত স্বকীয় সাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন। আত্মগৌরব, সম্ভ্রম, যোগীদিগের সাধনের প্রধান অন্তরায়।

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী চেৎ হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্ফুরতি শুচি রেতন্নমু মনঃ॥
... ..."

ধৃষ্টা চণ্ডালিনীস্বরূপ, প্রতিষ্ঠার আশা যদি হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ উত্তম প্রেম কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবে? দুষ্টা চাণ্ডালিনীর নর্ত্তন দুষ্ট স্থানে পবিত্র প্রেম কখনই উদয় হয় না।

"সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥
তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্॥"

আত্মতত্ত্ববিদ্ পরম ভক্ত সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিশারদ ভরতও নিজ কার্য্য উদ্ধার জন্য প্রতিষ্ঠাশা সুদূরে পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে সাধারণে নগণ্য, অশ্রদ্ধেয়, অজ্ঞ, বিপ্র-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত বাতুল বলিয়া বিবেচিত হন, সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। মলিন বাস পরিধান করিতেন। কুৎসিৎ অন্ন ভোজন করিতেন। প্রায়ই নির্ব্বাক্ অবস্থায় অবস্থান করিতেন। কখনও কিছু বলিলে একটি বাক্যের মধ্যে দুই চারিটি ব্যাকরণদুষ্ট অসংলগ্ন পদের প্রয়োগ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ভরতের এই ব্যবহারের মধ্যে যে অতি সুন্দর উপদেশ লুক্কায়িত, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মায়ান্ধ, অজ্ঞ অথচ

পণ্ডিতম্মন্য, আমরা আপনাকে অন্যথা প্রকাশ করিয়া থাকি। অজ্ঞানী, লোক সমক্ষে পরম জ্ঞানবান্, অসাধু নিয়ত পাপপরায়ণ শঠ, সাধারণে পরম সাধু-শিরোমণি বলিয়া পরিচয় দিয়া, অপরকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলাম ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া থাকে। বড়ই আশ্চর্য্য যে সে বুঝেনা যে এ বঞ্চনা অপরকে নহে। সে নিজেই বঞ্চিত হইতেছে। কেননা সে যেমন অপরের নিকট মিথ্যা পরিচিত, নিজের নিকট সেইরূপ অপরিচিত ও অন্যথা পরিচিত। আমি যে নির্ব্বোধ তাহা আমি বিশ্বাস করিনা। আমি যে পাপের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, প্রতি কার্য্যই যে আমার পাপের পূর্ণানুষ্ঠান, তাহা আমার মনে কখনও উদয় হয় না—পরন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আমি ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন ভুলিয়াও পাপাচরণ করি না। এইরূপেই আমরা আত্মবঞ্চিত হইয়া অমূল্য দেহের ও অমূল্য সময়ের অপব্যবহার করিতেছি। এই প্রকার আপনাকে অন্যথা কথনই চৌর্য্যবৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঈদৃশ কোন অপকার নাই—যাহা এই অপকার হইতে অধিক বলিতে পারা যায়। ইহা অভ্যন্তরস্থ হইয়া প্রধূমিত অগ্নির ন্যায় নিঃশব্দে সমুদায় সঞ্চিত ধন ভস্মসাৎ করে।

আমাদিগের মোহান্ধতা এইরূপ। আর পরমজ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগিপ্রবর ভরত, আপনাকে অজ্ঞ, ব্যাকরণাভিজ্ঞ, অভদ্র, শূদ্রসদৃশ বাতুল বলিয়া প্রকাশ করিতেন। আমাদিগের এই তিল পরিমাণে তাল বিরচন আর ভরতের এই তাল হইতেও তাল পরিমাণে, তিল হইতেও তিলবিরচন, কত অন্তর, তাহা অবধারণ করাও কঠিন। হায়! কবে আমরা ঈদৃশ সদ্দৃষ্টান্তানুসরণ করিয়া ইহার শতাংশের একাংশও আচরণ করিতে পারগ হইব? কবে আমরা আমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম ও পাপানুষ্ঠান প্রভৃতির নিরপেক্ষ পক্ষপাত বিরহিত হইয়া সম্যক্ বিবেচনা করিতে পারিব, ও পরদোষ দর্শনের ন্যায় আত্মদোষও সেইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইব। বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে না পাইয়া সর্ষপ পরিমিত পরদোষ দর্শন-স্বভাব ত্যাগ করিয়া সর্ষপপরিমিত আত্মদোষ দর্শন শিক্ষা করিব? আমাদিগেরও শুভদিন আসিবে। এই আক্ষেপ শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণিক না হইয়া কিছু অধিক সময় স্থায়ী হইলেই কার্য্যকারক হয়। আমাদিগের যেদিন এই আক্ষেপ কেবল মুখনির্গত বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরি না হইয়া অনুতপ্ত অন্তরের অভ্যন্তর হইতে, উৎস হইতে উত্থিত হইবে, সেই দিনই আমাদিগের

সংস্কারের শুভদিন, সেই দিনই আমাদিগের এই মোহময়ী রজনীর অবসানান্তে সুখময় ঊষার বিমল বিভাত।

ভরতকে সকলেই অকর্ম্মণ্য বাতুল স্থির করিল। তিনি শাক অন্নাদি ভোজনে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছিলেন। ভরতকে সংস্কারবর্জ্জিত দেখিয়া সকলে সৌবির রাজের বিষ্টিযোগ্য (বিনা বেতনের ভৃত্য হইবার উপযুক্ত) বিবেচনা করিল।

"সায়ং প্রাত র্যদা সন্ধ্যাং যে বিপ্রা ন উপাসতে।
তান্ স্বেষু ধার্ম্মিকো রাজা শূদ্রকর্ম্মসু যোজয়েৎ॥"

অতএব এই নিয়মের অধীনে ভরতও শূদ্রকৃত্যে নিয়োজ্যরূপে বিবেচিত হইলেন। উক্ত বচন যদি আজিও প্রয়োজিত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের প্রায় চৌদ্দ আনা ব্রাহ্মণের স্কন্ধদেশ কিছু শক্ত ও ব্রণাঙ্ক (ঘাটা-) যুক্ত দেখিতাম।

রাজার গুপ্ত অন্বেষণ ও প্রজাদিগকে ধর্ম্মে বিনিযোজনাই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ। প্রজাদিগের পাপ সংক্রামক রোগের ন্যায় রাজাকে প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রজাদিগের পুণ্য সঞ্চিত হইলে তাহারও অংশভাগী হইয়া থাকেন। এই সমুদায় পূর্ব্ব নৃপতিগণ বিশেষই জানিতেন। সৌবিররাজ, 'দুঃখ-বহুল জ্বালাময় দ্বেষ হিংসার উষ্ণতায় উষ্ণ, পাপভবন এই সংসারে জীবের কিসে মঙ্গল হয়' এই প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়া স্বয়ং মীমাংসা করিতে না পারিয়া সকল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলদেবের নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন। সৌবিররাজের এই আচরণও এই চিন্তা নৃপতিদিগের প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত উপদেশ। তাঁহার শিবিকা বাহকদলে ভরতকে অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইল। মহাত্মা ভরত এই পাপের ভোগ ভিন্ন ক্ষয় নাই ভাবিয়া নিঃশব্দে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজাকে কপিলের নিকট লইয়া চলিলেন। রাজা অল্পদূর যাইতে না যাইতেই গতি বৈষম্য উপস্থিত দেখিয়া বাহকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সকলে এক বাক্যে নূতন বাহকের অক্ষমতা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতে লাগিল।

রাজা প্রচ্ছন্নরূপী ভরতকে স্থূলকায় বলিষ্ঠ তথাপি বাহন কার্য্যে অশক্ত দেখিয়া শ্লেষপূর্ণ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

রাজা—

কিং শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে॥

ওহে বাহক! তুমি কি শ্রান্ত হইয়াছ? (হইতে পার) অতি অল্প দূরই শিবিকা লইয়া আসিয়াছ। তুমি কি পরিশ্রমকষ্ট সহ্য করিতে পার না? (তোমার না পারাই সম্ভব) যেহেতু তোমায় বেশ স্থূল ও বলবান দেখিতেছি।

বাহকরূপী ভরত মধুর স্বরে তত্ত্বপূর্ণ বাক্যে উত্তর করিলেন,—

নাহং পীবান্ ন চৈবোঢ়া শিবিকা ভরতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি ন চায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে॥

(রাজন্!) আমি স্থূল নহি, আপনার শিবিকার বাহকতাও করি নাই। আমি শ্রান্তও হই নাই। আর আমার কোন কষ্টই নাই।

রাজা—

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানস্যাপি শিবিকাত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্॥

(বাহক! অসম্বদ্ধ প্রলাপবৎ কি বলিতেছ?) আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি তুমি স্থূল; আর এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে। (আর ইহাও) নিশ্চয়, যে শরীরধারীদিগের ভারবহন কার্য্যে কষ্টও অনুভব করিতে হয়। (তবে তুমি এরূপ বলিতেছ কেন?)

বাহক—প্রত্যক্ষং ভবতা ভূপ যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাৎ বিশেষণম্॥

হে নৃপতে! তুমি প্রত্যক্ষ যাহা (দেহ বা জীব অথবা পরমাত্মা) দেখিতেছ; অগ্রে তাহাই বল, পশ্চাৎ তাহার যাহা বিশেষণ তাহা বলা উচিত। (তোমার কথায় আদৌ বিশেষ্য স্থির নাই অথচ বিশেষণের স্রোত চলিতেছে দেখিতেছি)

ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যস্যাপি চ সংস্থিতা।
মিথ্যৈতদ এতু ভবান্ শৃণোতু বচনং মম॥

আর তুমি যে বলিলে তুমি শিবিকা বহন করিতেছ, এখনও স্কন্ধে ইহা অবস্থিত; এ সমুদায় মিথ্যা ভুল, কেন তাহা শ্রবণ কর—

ভূমৌ পাদযুগস্যাস্থা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
ঊরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্॥

বক্ষঃস্থলং তথা বাহূ স্কন্ধৌ তোদর সংস্থিতৌ
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোঽত্র কিং কৃতঃ।
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্তুপলক্ষিতম্।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা।

* * * * * * * *

আত্মা শুদ্ধো হ্যক্ষরঃ শান্তো নির্গুণ প্রকৃতেঃ পরঃ
প্রবৃদ্ধ্য পচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু।
যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবোপচয়ে। নৃপ
স্তদা পীবান সীত্যীথং কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্।

ভূপাদ জঙ্ঘা কট্যূরু জঠরাদিষু সংস্থিতে।
শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমত্বয়া॥

তদান্যে জন্তুভির্ভূপ শিবিকোত্থো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুম গৃহোত্থোঽপি পৃথিবী সম্ভবো হ্যপিবা॥

* * * * * * * * *

যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং যদ্দ্রব্যো ভূত সংগ্রহঃ।
ভবতো মেঽখিলস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ॥

রাজন্! আমি যে শিবিকা বহন করিতেছিনা, উপরন্তু তুমি যে শিবিকায় অধিষ্ঠিত, শিবিকা যে তোমার এ সমুদয়ায় মিথ্যা, তাহা তোমায় স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছি—

দেখ আমায় শিবিকা বাহক বলিতেছ; আমি কৈ? ভূমিতে পাদদ্বয় অবস্থিতি, সেই পাদদ্বয়ের উপরি জঙ্ঘাদ্বয় সংস্থিত, আবার জঙ্ঘাদ্বয়ের উপরি ঊরুদ্বয় সংস্থাপিত, তাহার উপরি উদর, উদরের উপরি বক্ষঃস্থল, তাহার দুইপার্শ্বে বাহুদ্বয়, উদর সংস্থিত উহার মধ্যদেশের দুই পার্শ্বে দুই স্কন্ধ, আর সেই স্কন্ধের উপরি শিবিকা; ইহাতে আমার কষ্ট কি? কাহার স্কন্ধে কে অবস্থিত একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। আর শিবিকার উপর যে শরীর দেখিতেছি, যাহাকে তুমি বলা যাইতেছে এবং যাহাকে আমি বলিতেছ এই তুমি আমি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আত্মা শুদ্ধ, অক্ষর, নির্গুণ, শান্ত, প্রকৃতির পর, ইহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যদি হ্রাস ও বৃদ্ধি নাই তবে হে রাজন্! আমায় স্থূল বলা তোমার অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ মিথ্যা আর তাহা কোন যুক্তিতেই বা বল।

মৃত্তিকা, পাদ, জঙ্ঘা, কটী, উরু, জঠর, উপরি উপরি ইহার অবস্থিত তাহার উপর শিবিকা অধিষ্ঠিত থাকায় যদি ভার বোধ হইতে আমার হয় তবে সে ভার তোমারও অপরের ও না হইবে কেন? মদ্ব্যতিরিক্ত স্কন্ধে স্থিত ভার যদি আমার হয়, তবে সকলেরই তাহা না হইবে কেন? আর সংবদ্ধ শিবিকার ভার যদি আমার বলিয়া বোধ হয় তবে পর্ব্বতাদি সমুদায়ের ভারই আমার কেন না বলিতেছ? আরও দেখ শিবিকার তোমার আমার সকল দেহধারীর ভৌতিকত্ব সম্বন্ধে সকল সমান; তাহা হইলে শিবিকা তোমার কিরূপে? তুমি শিবিকার, কি আমি তোমার, কি তুমি আমার, ইহার কিছুই নিয়ামক নাই।

"এবমুক্ত্বাভবন্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজ।"

শ্রীরামগতি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

আত্ম-সংযম।

দেহকে ব্যাধিশূন্য করিয়া সুস্থ ও সবল করিতে হইলে যেমন শারীরিক ব্যায়ামের আবশ্যক, সেইরূপ মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্যে তত্তদ্‌বিষয়ের ব্যায়ামের অর্থাৎ অনবরত চর্চ্চা ও আলোচনার একান্ত আবশ্যক। শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা শরীরের মাংসপেশি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেরূপ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, সেইরূপ প্রতিনিয়ত মানসিক চিন্তা দ্বারা মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া গিয়া মন সুদৃঢ় ও সবল হয় এবং গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট হওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়।

এই সংসার পাপ পুণ্য, সুখদুঃখময়। শোকে তাপ, সংযোগ বিয়োগ, হর্ষ বিষাদ, হিংসা প্রলোভন ইত্যাদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের যাবতীয় অন্তরায়, অথচ উপকরণগুলিই এই ভব পাঠাগারে বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাজে

থাকিয়া, গৃহাশ্রমে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই সমস্ত উপকরণের দারুণ ঘাত প্রতিঘাত আমাদিগকে অবিরত সহ্য করিতে হইতেছে, এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাও লাভ হইতেছে। চরিত্র সুগঠিত না হইলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়ার আশা করা বৃথা। আমি যেমন সুবর্ণের পরীক্ষক, প্রলোভনও সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের পরীক্ষক। অগ্নিতে দগ্ধীভূত না হইলে সোনার ভাল মন্দ যেরূপ টের পাওয়া যায় না, সেইরূপ নানা প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে পতিত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধার না পাইলে সাধুচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধক তৈয়ার হয় না, সাধক হইতে হয় (An adept becomes, he is not made) অর্থাৎ কেহকে কেহ সাধক করিয়া তুলিতে পারে না, অনবরত অনুশীলন দ্বারা স্বীয় সাধন-বলে আপনা হইতে সাধক হইতে হয়। সাধককে সুপক্ক আম্র-ফলটীর ন্যায় হইতে হইবে। আম্রফলের বহির্ভাগটী সুকোমল শাঁসে ও সুমিষ্টরসে পরিপূর্ণ। কিন্তু অভ্যন্তরে বীজের সুকঠিন আঁটি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেইরূপ, আমরা পরদুঃখে দয়ার্দ্র চিত্ত হইব, অপরের শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, দেখিয়া আমাদের মন প্রাণ করুণারসে সিক্ত হইবে, অথচ নিজের প্রতি আবার তেমনি কঠোর আচরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ আপনা ভুলিয়া পরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। আপনার সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনে, শোকতাপগ্রস্তের মর্ম্মবেদনা অপনয়নে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে, তবেই সাধনায় সফলকাম হওয়ার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকে। মুনিগণ নানারূপ বিমোহনকারী প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়া ও বিশেষ অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্য সহকারে তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া চরমে কিরূপে আত্ম-সংযমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইতেন, অদ্য তাহার একটি পুরাতন আখ্যায়িকা বর্ণনা করিব।

পুরাকালে মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। মহাতপা অষ্টাবক্র সেই কন্যার রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! তুমি একবার উত্তর দিকে গমনকরত একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস, তাহা হইলেই আমি তোমাকে কন্যাদান করিব।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "মহাত্মন্ উত্তর দিকে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, বলুন। আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তাহাই করিব।

মহর্ষি বদান্য কহিলেন, "বৎস! তুমি অলকাপুরী হিমালয় অতিক্রম করিয়া কৈলাস-পর্ব্বতে ভগবান্ ভূতভাবনের বাসস্থান অবলোকন করিবে। তথায় সিদ্ধ, চারণ, বিবিধ মুখ প্রমথ ও দিব্যাঙ্গ-রাগ-সম্পন্ন পিশাচগণ মহাদেবের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক হর্ষভরে নৃত্য গীতাদি করিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে। উহার পূর্ব্বে ও উত্তর দিকে ছয় ঋতু, কালরাত্রি এবং দেব ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই ভবানীপতি বিভূতিভূষণের উপাসনার নিমিত্ত নিয়ত তথায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া গমন করিতে করিতে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক রমণীয় বন অবলোকন করিবে। তথায় এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তাহাকে দর্শনকরত পরম যত্নসহকারে তাহার সৎকার করিয়া পুনরায় এই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেই আমি তোমাকে কন্যা দান করিব।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভগবন্ আপনি আমাকে যাহা অনুমতি করিলেন, আমি নিশ্চয়ই তাহা সম্পাদন করিব।"

মহাতপা অষ্টাবক্র বদান্যকে এই কথা বলিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ-চারণ-সেবিত হিমাবতে উপস্থিত হইয়া পুণ্যবতী বহুদা-নদীর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া বিমল কুশ-শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক পরম সুখে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস তথা হইতে প্রস্থান করিয়া কৈলাশ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তথায় মহাত্মা কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বার, মন্দাকিনী নদী ও নলিনীদল সমাচ্ছন্ন সরোবরশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন, ধনাধিপতি কুবের অষ্টাবক্রের আগমনবার্ত্তাশ্রবণে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বহু সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া যথাযোগ্য অতিথি সৎকার করিলেন। বিবিধ বেশধারিণী, পরম রূপলাবণ্যবতী উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, রতি, সুহাসিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নানারূপ হাব ভাবের সহিত মনোহর নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ শ্রুতি মধুর বিবিধ বাদিত্র বাদন আরম্ভ করিল; তাহার সুমধুর ঝঙ্কারে প্রাণমনবিমোহিত হইতে লাগিল। এই-রূপ দৈব পরিমাণে একবৎসর তথায় অবস্থানকরত তথা হইতে বহির্গত

হইয়া কৈলাস, মন্দর ও সুমেরু প্রভৃতি বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন; তৎ-পরে কিরাতরূপী মহাদেবের স্থান প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে প্রণামকরত পবিত্র হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ যাইতে যাইতে মৃগ পক্ষী সমাকীর্ণ, নানারূপ ফলপুষ্প সমন্বিত রমণীয় এক কানন তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ অরণ্যে দিব্য এক আশ্রম ছিল, ঐ আশ্রমে বিবিধ রত্নবিভূষিত নানাপ্রকার পর্ব্বত, মনোহর সরোবর ও অন্যান্য বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই সমুদয় পদার্থের অলৌকিক শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই আশ্রম মধ্যে কুবেরপুরী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সর্ব্বরত্নময় অনির্ব্বচনীয় ও অলোক-সামান্য এক পুরী দেখিতে পাইলেন। এই পুরীর পার্শ্বদেশে নানারূপ মণিকাঞ্চন ভূধর ও সুবর্ণবিমান সমুদায় বিরা-জিত রহিয়াছে। মন্দার-কুসুম-সমালঙ্কৃত মন্দাকিনী কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, এবং হীরক ও নানাবিধ মণি সমূহ প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছিল।

এই পুরীমধ্যে বিচিত্র-মণি-তোরণ-সমালঙ্কৃত, বিবিধ-মুক্তাজাল-জড়িত মনো-হর গৃহ সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। মহামতি অষ্টাবক্র এই সমুদায় সন্দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন করি কি?" পরে পুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ভিতরে কেহ আছে কি? আমি অতিথি! যে কেহ এই পুরমধ্যে থাক, আসিয়া আমার সমুচিত সৎকার বিধান কর।

এই কথা বলামাত্র রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সাতটী কন্যা, অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যে আগ্রহসহকারে পুরের বাহির হইল। মহর্ষি অষ্টাবক্র এই শুচিস্মিতা, পীনোন্নতপয়োধরা, বিলোল-কটাক্ষযুক্তা সাতটী কন্যার মধ্যে যখন যেটীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেইটী তাঁহার মনপ্রাণ হরণ করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের রূপলাবণ্য দর্শনে কিয়ৎক্ষণ নিতান্ত বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া পরিশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তবিকার পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর কন্যাগণ অতি মৃদুমধুরস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহি-লেন, "ভগবন! আপনি এই আকাশ মধ্যে প্রবেশ করুন।" কন্যাগণ এই কথা

কহিলে, অষ্টাবক্র তাহাদের রূপমাধুরী ও গৃহসৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত অভিলাষী হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবিষ্ট হইয়া শুভ্র-বস্ত্র-পরিধানা সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা পর্য্যঙ্কনিষণ্ণা এক বর্ষীয়সীকে নিরীক্ষণ করিয়া 'জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই বৃদ্ধাও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। অষ্টাবক্র তথায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখলাভ করার পরে রমণীদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "হে অঙ্গনাগণ! তোমাদের মধ্যে যে রমণী অতি জ্ঞানবতী ও ধৈর্য্যশালিনী তিনি ব্যতীত অপর সকলে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

মহর্ষি অষ্টাবক্র ইহা কহিবামাত্র কামিনীগণ কেবল একা সেই বৃদ্ধাকে তথায় রাখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। রজনী সমাগতা হইলে মহর্ষি অষ্টাবক্র এক দুগ্ধফেননিভ মনোহর শয্যায় শয়ন করিয়া সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, "ভদ্রে! রজনী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে, অতএব তুমিও এখন শয়ন কর।" কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, সেই বর্ষীয়সী দুরন্ত শীত ব্যপদেশে কলেবর কম্পিত করিয়া মহর্ষির শয্যায় আগমন করিল। মহর্ষি তাহাকে স্বীয় শয্যায় সমাগত দেখিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাকরত তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু মহর্ষি কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাহাকে তদাবস্থা দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল, "ভগবন! পুরুষ স্পর্শে নারীদিগের স্বভাবতঃই ধৈর্য্য লোপ হইয়া থাকে। আমি আপনারে স্পর্শ করিয়া অনঙ্গশরে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি, এখন আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন! এই ধন রত্নাদি যাহা কিছু নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনি সেই সকলের ও আমার অধীশ্বর হউন। এই রমণীয় কানন মধ্যে আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। আপনি প্রফুল্লমনে আলিঙ্গন করিয়া চরিতার্থ করুন। আমি আপনাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার বাসনা পূর্ণ করুন।"

বৃদ্ধা এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা করিলে, অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভদ্রে! আমি কদাচ পরস্ত্রী স্পর্শ করি না। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ পরদার মর্ষণকার্য্যকে অতি দূষনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি বিষয় ভোগে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

ধর্ম্মানুসারে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য; এখন তুমি ধর্ম্মার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া এই ব্যাপার হইতে বিরত হও।" তখন বর্ষীয়সী কহিল, "ভগবন! আপনি এইস্থানে কিয়দ্দিন অবস্থিতি করুন, কালক্রমে সম্ভোগ সুখের আস্বাদন গ্রহণে সমর্থ হইবেন।"

বৃদ্ধা এই প্রকার অনুরোধ করিলে, অষ্টাবক্র তদীয় বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তোমার যতদিন ইচ্ছা হইবে, ততদিনই আমি এইস্থানে অবস্থান করিব!"

তৎপর দিবা অবসান হইলে বৃদ্ধা মহর্ষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "ভগবন্! ঐ দেখুন, দিবাকর অস্তগিরিশেখরে অধিরোহণ করিয়াছেন, এখন আমাকে আপনার কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বলুন।" তখন মহর্ষি স্নানার্থ জল আনয়ন করার জন্যে বলিলে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ দিব্য সুগন্ধি তৈল ও স্নানবস্ত্র আহরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল। তাহা শেষ হইলে মহর্ষি সেই বৃদ্ধার সঙ্গে স্নানাগারে গমন করিয়া অতি বিচিত্র অভিনব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, বৃদ্ধাও তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া ঈষদুষ্ণ সলিল দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইতে লাগিল। মহর্ষি সেই কদুষ্ণ সলিল এবং বৃদ্ধার কোমল করস্পর্শে পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্নান করিতে করিতে রজনী যে অতিবাহিত হইয়া গেল, তাহা তিনি কিছুই টের পাইলেন না। অনন্তর তিনি আপন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ ভাস্কর সমুদিত হইয়াছেন। তখন তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার কি মোহ উপস্থিত হইল?" অনন্তর অনতিকাল বিলম্বে তিনি সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া বৃদ্ধারে কহিলেন, "ভদ্রে! এখন আমি কি করিব?" তখন অমৃত তুল্য সুস্বাদু অত্যুৎকৃষ্ট অন্ন তাহার সম্মুখে উপনীত হইল। মহর্ষি তাহার রসাস্বাদন করিতে করিতে দিবা অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর পুনরায় সন্ধ্যাসমাগমে বৃদ্ধা আপনার ও মহর্ষির নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, মহর্ষি স্বীয় শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, এবং বৃদ্ধাও তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া পরে অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় মহর্ষির শয্যায় গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন অষ্টাবক্র তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে পরস্ত্রী সংসর্গে

আমার কোন মতেই ইচ্ছা হয় না, অতএব তুমি শীঘ্র এই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শয্যায় গমন কর।

বৃদ্ধা অষ্টাবক্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দুঃখিত মনে তাঁহাকে কহিলেন, "ভগবন! আমি স্বতন্ত্রা, আমার সহিত সহবাস করিলে আপনার কোনরূপ প্রত্যবায় হইবে না।"

অষ্টাবক্র কহিলেন, "ভদ্রে! ভগবান প্রজাপতি কহিয়াছেন যে অবলাজাতির স্বাধীনতা নাই। দেখ, স্ত্রীজাতিকে কুমারাবস্থায় পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীজাতি মাত্রেই পরাধীন। তবে তুমি স্বাধীন হইলে কিরূপে?"

বৃদ্ধা কহিল, "দ্বিজবর! আমি কুমারাবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছি। আমি কন্যা, অতএব আপনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন।"

বৃদ্ধা এই কথা কহিবামাত্র মহর্ষি অষ্টাবক্র তাহাকে রূপযৌবনসম্পন্না ষোড়শীর ন্যায় অবলোকন করিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই কামিনী ইতঃপূর্ব্বে অতি জীর্ণা শীর্ণা ছিল, এখন দিব্যবস্ত্রাভরণ ভূষিতা যুবতীর রূপ ধারণ করিয়াছে, না জানি অতঃপর আবার কোন্ রূপ ধারণ করে। যাহা হউক, একান্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য-সহকারে আমি কামকে নির্য্যাতন করিব, কখনই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। আমি যে সত্য করিয়াছি, তাহা প্রতিপালন করিয়া নিশ্চয়ই সুন্দরী সুপ্রভার পাণিগ্রহণ করিব।"

অনন্তর মহর্ষি অষ্টাবক্র সেই কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত স্বীয় রূপ পরিবর্ত্তন করিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর।" কামিনী কহিল, "মহর্ষে! কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, সকল লোকের স্ত্রীপুরুষগণই কামাবিষ্ট হইয়া থাকে। তুমি পরদারনিরত কি না, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি তোমায় পরীক্ষা করিলাম। তুমি স্বীয় নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া সমুদয় লোক পরাজয় করিয়াছ। আমি উত্তর দিক।

অপর যে সাতটী কন্যা দেখিয়াছ, তাহারা দিগঙ্গনাগণ। তোমাকে রমণী চাপল্য দেখাইবার নিমিত্তই আমি বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। ইহলোকে বৃদ্ধারাও কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। আজি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় বাঞ্ছিত বদান্য কন্যাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

তদনন্তর মহাত্মা অষ্টাবক্র তদীয় অনুমতি গ্রহণক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মহামতি বদান্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বদান্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! যে যে স্থানে গমন করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছ, তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক আমার নিকট কীর্ত্তন কর। অষ্টাবক্র আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া মহর্ষি বদান্য হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "বৎস! তুমি কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে কন্যাদান করিতে কোন আপত্তি নাই। এখন শুভলগ্নে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ কর।" মহর্ষি বদান্য এই রূপ অনুজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা অষ্টাবক্র যথাবিধি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

মায়াবিনী বাসনার নানাপ্রকার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও মোহিনী শক্তি আছে। তাহার নিকট সু, কু, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, এ সমস্তের ভেদ বিচার নাই, সকলকেই এই কুহকিনী বিমোহিত করে। কদাকারকে যে সে অনাদর করিবে এরূপ মনে করিও না; সকলের উপরই তাহার সমদৃষ্টি এবং সমান প্রভাব। লোক অষ্টাবক্রই হউক, আর পঞ্চাবক্রই হউক, কামিনী যুবতীই হউক, আর অশীতি পরা বৃদ্ধাই হউক, মনবিমোহিনী কামনার মোহমন্ত্রে তাহাকে মুগ্ধ এবং দীক্ষিত হইতে হইবেই হইবে। তবে কি এই কুহকিনীর ছলনা ও মোহজাল ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই?

আছে বই কি! জীবনের লক্ষ্য স্থির কর, হৃদয়স্থিতা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সত্য প্রতিজ্ঞ হও। প্রথমতঃ আত্মসংযম অভ্যাস কর, পরে শনৈঃ শনৈঃ অথচ দৃঢ় পাদবিক্ষেপে জীবনের সেই ধ্রুব তারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হও। শত শত, সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন এবং প্রলোভনের সামগ্রী সম্মুখে পতিত হইলেও তৎপতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে কৃতসংকল্প হও। যদি সত্য ভ্রষ্ট না হও, তবে পরিণামে ভগবান বদান্যকন্যা সুপ্রভার সঙ্গে সম্মীলিত হওতঃ পরমানন্দ লাভ করিয়া দুর্লভ মানবজীবন সফল করিতে সমর্থ হইবে

শ্রীসুদর্শন দাস।

উত্তর কাশী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তরবাহিনী গঙ্গার উপকূলে অসি বরুণায় পরিবেষ্টিত মহাদেবের কাশীপুরী বিরাজিত, ইহা হিন্দুমাত্রেই জানেন, কিন্তু উত্তর কাশীর নাম হয়ত অনেকেই শুনেন নাই। উত্তর কাশী হিমালয় পর্ব্বতের তলদেশে অবস্থিত। উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম "উত্তর-কাশী" হইয়াছে।

এই উত্তর কাশী টিহরী রাজধানী হইতে ৩০ ক্রোশ পূর্ব্ব-উত্তর-কোণে অবস্থিত, টিহরি হইতে বরাবর গঙ্গার ধার দিয়া গঙ্গোত্তরী পর্য্যন্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কৃত প্রশস্ত রাজপথ আছে। পথটা এক্ষণে অনেক কালের বেমেরামতিতে স্থানে স্থানে এরূপ দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, যাত্রীদের পক্ষে সে পথে যাওয়া প্রাণশঙ্কট ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পথ দিয়া উত্তর কাশী যাইতে হয়।

কথিত আছে, ঋষিগণ যখন কলিকালে কাশী অন্তর্হিত হইবেন, শুনিলেন, তখন তাঁহারা সকলে ত্রস্ত হইয়া মুক্তি লালসায় হিমালয় প্রদেশে গিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। আশুতোষ ও তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা কিজন্য আসিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঋষিগণ কহিলেন, "কলিকালে কাশী অন্তর্হিতা হইবে এইরূপ শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি কলিকালে পৃথিবী পাপাক্রান্ত হইলে পর মনুষ্যদিগের কাশী বিনা কি উপায় হইবে। যাহাদিগের অন্য গতি নাই তাহাদিগের বারাণসীই গতি।' তাহাতে মহাদেব কহিলেন, "যখন পাপবাহুল্য ও পৃথিবী যবনাক্রান্ত হইবে তখন আমি হিমালয় প্রদেশে কাশীসহ সকল তীর্থের সমন্বয় করিব, সেই খানেই ব্রাহ্মণগণের বাস হইবে। এই আমার স্থান অনাদিসিদ্ধ, এখানে গঙ্গাকে উত্তর বাহিনী ও ইহা অসি বরুণায় পরিবেষ্টিত। কাশীতে যে সকল তীর্থ আছে সকলই সেখানে থাকিবে; অতঃপর আমি সেইখানেই বাস করিব। কলিকালে যখন কাশী অন্তর্হিতা হইবেন এবং যবনেরা প্রবল হইবে তখন ইহারই নাম কাশী সংজ্ঞা হইবে ও ইহা মুক্তিদায়িনী হইবে। পাপিষ্ঠেরা আমার মায়ায় বিমোহিত

হইয়া আমার এই পরম গোপনীয় স্থান জানিতে পারিবেনা। যাহারা ধর্ম্মজ্ঞ, সদাচার-সম্পন্ন, সুশীল ও সত্যবাদী তাহারাই কেবল ইহা দেখিতে পাইবে। জন্মান্তরে যদি মহৎ তপস্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলেই আমার পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে অন্যথা নহে। এই ক্ষেত্র পঞ্চক্রোশ ব্যাপী, এখানে বিশ্বেশ্বর এইরূপ খ্যাত আমার লিঙ্গ-মূর্ত্তি আছে। যে কেহ রুদ্রাভিষেক করে, সে আমার অনুচরতা প্রাপ্ত হইয়া আমারই সহিত সুখে বাস করে।

পাঠক দেখিলেন এই উত্তর-কাশী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেঅবস্থিত কাশী প্রদেশের ন্যায় উত্তর-বাহিনী গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে সংস্থিত, ইহাও তাহারই ন্যায় অসি, বরুণায় পরিবেষ্ঠিত এবং এখানে কাশীপতি বিশ্বনাথ বিরাজ করিতেছেন, এখানে অন্নপূর্ণার কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই, তবে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল প্রোথিত আছে, স্থানীয় লোকে ইহাকে শক্তি কহে। এই শক্তিই অন্নপূর্ণার যন্ত্র স্বরূপ, এবং এই যন্ত্রেই অন্নপূর্ণার পূজা হইয়া থাকে। এখানে মণিকর্ণিকার ঘাট আছে, এবং ব্রহ্মা কুণ্ড, বিষ্ণু কুণ্ড, ও রুদ্র কুণ্ড নামে কয়েকটী কুণ্ড আছে; এই সকল স্থানে এবং অসি-বরুণার-সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। রুদ্র কুণ্ডের উপরে রুদ্রেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে ও এই স্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক উদ্ধার হয়। ইহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে স্কন্দ নারদকে বলিয়াছেন যে, এই তীর্থ প্রাপ্তি হইলে তাহার গয়ায় যাইবার প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু যে যাইবে সে নিজ কুলের সহিত নিরয়গামী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, যাহার পক্ষে এই তীর্থ প্রাপ্তি অসম্ভব সেই কেবল গয়ায় যাইতে পারে।

এখানে অনেক দেবতা ঋষি, মুনি, প্রভৃতি তপস্যা করিয়াছেন তাঁহাদিগের তপস্যার স্থান সকল এক একটি তীর্থ বিশেষ। এই খানেই জমদগ্নি-তনয় রামচন্দ্র তপস্যা করিয়া ছিলেন, সেই তপস্যা-স্থলে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। জড় ভরতের সমাধি-মন্দির এই খানেই বিদ্যমান। এই সকল স্থানে গমন করিলে ও ইহাদের আখ্যান শ্রবণ করিলে ক্ষণেকের জন্যও শোক তাপ ও সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতে হয় এবং হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

স্থানীয় লোকে ইহাকে বারাহাট বলিয়া থাকে। কিরূপে এই নামের উৎপত্তি

হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সম্ভবতঃ ইহা বারণাবতের অপভ্রংশ এইরূপ অনুমান করা যায়, কারণ ইহারই অনতিদূরে লাক্ষেশ্বরের মন্দির আছে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে যে, এই খানেই পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জতুগৃহে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটি স্থানও দেখাইয়া থাকে। এই মন্দির প্রাঙ্গনটী ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। এপ্রদেশে ইষ্টক মেলা অসম্ভব, সামান্য আবশ্যকীয় মৃৎপাত্রই সহজে মেলে না। লাক্ষেশ্বরেয় মন্দিরে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দেখিয়া অনুমান হয়, যে ইহা কোন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করিয়া গঠিত হইয়াছে। লাক্ষেশ্বর এই নামটীও জতুগৃহের স্মরণোপচায়ক সন্দেহ নাই।

মণ্ডীর রাজা বলবীর সেন এই লাক্ষেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় এই সর্ব্বজন-অবিদিত পুরী প্রকাশিত হইয়াছে। বলবীর সেন কর্ত্তৃক ইহা প্রকাশিত হইবার পর এখনও অর্দ্ধশতাব্দিও গত হয় নাই, কিন্তু কত ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ ইহারই মধ্যে এই খানে সাধুদিগের বাসের জন্য কত ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্তের জন্য প্রতিবৎসর এখানে সদাব্রত ও সত্রালয় খুলিয়া থাকেন। পাটিয়ালার মহারাজা একটি সদাব্রত দিয়া থাকেন, এবং কলিকাতা নিবাসী মাড়ওয়ারীগণ হৃষিকেশের কম্বলীবাবার প্ররোচনায় একটি সদাশ্রয় প্রতি বৎসর স্থাপনা করিয়া থাকেন। ইহাকে সাধারণতঃ কলিকাতার সত্রালয় বলিয়া থাকে। এই সত্রালয়ের সাধুগণ যথাভিরুচি আটা, চাউল, ডাইল, মসলী ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যাদিও প্রাপ্ত হন অথবা প্রস্তুত করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ইচ্ছা করিলে আহার করিতে পারেন। অনেকে রুটী ডাইল লইয়া গিয়া নিজ নিজ কুটীরে ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তাঁহার সেইরূপই সেবা করা হইয়া থাকে। তাঁহারা ওখান হইতে যাইবার সময় পাথেয় স্বরূপ দুই তিন দিনের আহারীয় তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। যে সকল মহাত্মা এইরূপে সাধুদিগের সেবা করিতেছেন তাঁহারা যে সাধুদিগের কতদূর আশীর্ভাজন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই তীর্থে সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাত্রীই অধিক ; এই জন্যই বোধ হয় এখানে পাণ্ডা সংখ্যা বিরল। যে সকল পাণ্ডারা আছে তাহারা অন্য তীর্থস্থানের ন্যায় ততদূর অর্থগৃধ্নু নহে। যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। টিহরী

মহারাজার প্রদত্ত প্রত্যেকেরই অল্প বিস্তর ব্রহ্মোত্তর জমী আছে, তাহাতেই আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হয় না, ইহার যৎকিঞ্চিৎ লাভ হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।

সদিচ্ছা ও তাহার ফল।

কর্ম্ম-ক্ষেত্র-রূপ এই সংসার রণক্ষেত্র। যদি এই রণক্ষেত্রে আসিয়াছ তবে কাপুরুষের ন্যায় কখনও ভগ্নোৎসাহ হইও না।

২। প্রথম উদ্যম নিষ্ফল হইলেও হতাশ না হইয়া সৎ-সঙ্কল্প সাধনে নিরন্তর চেষ্টা করিবে।

৩। সঙ্কল্প সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম্বন্ধে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে।

৪। যথা সাধ্য জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।

৫। যাহা করিবে তাহা সুচারু ও সম্যক্‌ভাবে সম্পন্ন করিবে এবং নিরন্তর এই কথা স্মরণ রাখিবে যে, অজ্ঞানতা বরং ভাল কিন্তু কপটতা চিরদিনই ঘৃণার্হ।

৬। মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিবে, শক্তি সঞ্চয় করিবে, এবং সৎকার্য্য সাধনে সেই শক্তি প্রয়োগ করিবে।

৭। নিশ্চয় জানিও সৎকর্ম্মের সৎফল এবং অসৎকর্ম্মের অসৎফল অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্য প্রথমে কল্পনা করে ; ইচ্ছা-বল প্রয়োগ না করিলে উহা কল্পনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, কল্পনায় অবিরাম ইচ্ছা-বল-প্রয়োগ আবশ্যক। ইচ্ছাশক্তি যে পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, কার্য্যের সফলতাও প্রায় সেই অনুপাতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কপটতা ঘৃণার্হ, কেবল তাহাই নহে, কপটতায় ইচ্ছাশক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখে সুতরাং কৃতকার্য্যতায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। সরল অন্তঃকরণে সৎকার্য্যে-ইচ্ছার প্রকৃষ্ট বলপ্রয়োগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে কার্য্য করিলে নিষ্ফল হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা ঐশ্বরিক বিধি। মনদ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া গভীর চিন্তাদ্বারা কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবে, এবং মনকে অটল রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। আরব্ধ কার্য্যে সমুদয় ইন্দ্রিয় প্রয়োজনমত আপনাপন শক্তিসহ প্রযুক্ত হইলে নিষ্ফলতার বিঘ্ন-

স্বনা ভোগ করিতে হয় না। সরল বলবতী-ইচ্ছায় কার্য্য-সফলতা সম্বন্ধে আমরা দুই একটি ঘটনার উল্লেখ এস্থলে করিব।

বর্দ্ধমান জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামে এক ধনবান বণিক বাস করেন। তিনি পরোপকার ব্রতধারী; বিশেষতঃ কাহাকেও সৎপথে আনিতে পারিলে তিনি পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অনেকবার অনেক বিষয়ে তিনি বিফল প্রযত্ন হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি কখন নিরস্ত বা হতাশ হয়েন নাই। প্রকৃত কার্য্য হইলে বরং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিয়া থাকেন।

প্রায় দশ বার বৎসরের কথা শ্রেষ্ঠীর ভবনে দস্যুবৃত্তি হইবে বলিয়া একটা জনরব হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, শ্রেষ্ঠী কোন উপায় অবলম্বন করেন কিনা দেখিয়া, দস্যুবৃত্তি করিবে বলিয়া, দস্যুগণ নিজেই ঐ জনরব তুলে। ক্রমে ডাকাইত আজ পড়ে কা'ল পড়ে এইরূপ হইল। শ্রেষ্ঠীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপও নাই। একদা তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বলিলেন "তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ—ডাকাইত পড়িবে শুনিতেছ না।"

শ্রেষ্ঠী। "আমার বাটীতে ডাকাইত পড়িবে কেন?"

শ্রেষ্ঠী পত্নী। "ডাকাইতের কি আর ইহার বাটী উহার বাটী বিচার আছে? লোকে জানে অনেক টাকা আছে। তুমি পুলিশে সংবাদ দেও আর লোক নিযুক্ত কর।"

শ্রে। "ডাকাইত পড়ে তখন দেখা যাইবে।"

শ্রে, প,। "পড়িলে তখন কি করিবে?"

শ্রে। "তাহাদিগকে ফিরাইব, ভদ্রলোক করিব।"

শ্রে, প,। "তুমি সর্ব্বনাশ করিবে।"

শ্রে। "তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে গিয়া প্রাণ যায় সেও ভাল। জানিব সৎকর্ম্মের উদ্যোগে প্রাণান্ত হইল। তাহাদিগকে বাধা দিয়া দণ্ড দেওয়াইয়া বিশেষ ফল কি? এ কার্য্যে যদি প্রাণ যায় তাহাতেও নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। তাহারা হয়ত আমাকে সবংশে বিনাশ করিবে। কিন্তু আমার ব্যবহারে, আমাদিগের মৃত্যুরপরও অন্ততঃ তাহাদিগের মনে এমত একটা আঘাত লাগিবে যে, তাহারা অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথ অবলম্বন করিবে।

শ্রে, প,। "এই কি তোমার বিবেচনা, প্রাণ যাওয়া কি ভাল?"

শ্রে। "যাহাতে পরিণামে মঙ্গল সম্ভাবনা তাহাতে প্রাণ যাওয়াও মঙ্গল।"

ফলতঃ কোনমতেই শ্রেষ্ঠী পত্নী বা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রায় বিচলিত করিতে পারিল না। ক্রমে সকলেই ডাকাতির দিবস অনুমান করিল। দিবাভাগেই ভৃত্য ও আত্মীয়গণ শ্রেষ্ঠীকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে শ্রেষ্ঠী দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগের দ্বারা পঞ্চাশ ষাটিজনের উপযুক্ত উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করাইলেন। সাধারণতঃ নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে জগৎ নিস্তব্ধবেশ ধারণ করিলেই দস্যুগণ আপনাপন অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে। ঐ সময় উপস্থিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই পাচকদ্বয় বিদায় চাহিল। শ্রেষ্ঠী তাহাদিগের দ্বারা পরিবেশন করাইয়া, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা একটি প্রশস্ত গৃহে সমুদয় খাদ্য পাত্র পরিবেশন করিয়া চলিয়া গেল—দ্বার মুক্ত রহিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই চূণকালীমাখা, লেংটিপরা, লাঠি, তরবারি হস্তে কতগুলি দৃঢ়কায় সবল পুরুষ আলোক লইয়া বিকট-ধ্বনি করিতে করিতে মুক্ত দ্বারে শ্রেষ্ঠী ভবনে প্রবেশ করিল। শ্রেষ্ঠী গৃহদ্বার খুলিয়া কহিলেন "আইস।"

ইহা শুনিয়া পুরোবর্ত্তী ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হইল। তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন কহিল "ফিরিলি যে?"

পুরোবর্ত্তী উত্তর করিল "আইস বলে যে!"

দস্যু যতই দুর্দ্দান্ত হউক না কেন এ অবস্থায় "আইস" এই বলিয়া আহ্বান করিলে, তাহারা সহসা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির তাহাই ঘটিয়াছিল।

পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল "কয় জন আছে—হাতে তলোয়ার বন্দুক আছে কি?"

পুরো। "একজন মাত্র আছে—হাতে কিছু নাই।"

"তবে ভয় কি?" এই বলিয়া পশ্চাৎস্থ ব্যক্তি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিল। আরও কয়েকজন পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইল।

শ্রেষ্ঠী অবিচলিতভাবে তাহাদিগকে কহিল "আইস—বারান্দায় ঘড়ায় জল আছে ঘটি করিয়া লইয়া পা ধোও, ধুইয়া এই পার্শ্বের ঘর খোলো।"

একজন দস্যু। "কেন এত আদর কেন?"

শ্রেষ্ঠী। "আমি এখানে একাকী আছি—হাতেও কিছু নাই। তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমার কথাটাই কেন শুননা।"

পশ্চাৎ হইতে আর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিল "দেখতো ঘরে কি

আছে।" এই বলিয়া সেই ঘরের দ্বার খুলিয়া দেখে, নানাবিধ সুখাদ্য পরিবেশন করা অনেকগুলি পাত্র রহিয়াছে। দেখিয়া সে রুদ্ধস্বরে কহিল "শালা আমাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার অভিপ্রায় করিয়াছ।"

শ্রেষ্ঠী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন। "পাগল, এই আমি আছি, এই ঘরে আমার পুত্র আছে—যে পাত্র হইতে ইচ্ছা আমাদিগকে খাইতে দেও। এই বিড়ালটা রহিয়াছে খাওয়াইয়া দেখ বিষ আছে কি কি আছে।"

"দাঁড়া আমি দেখি" এই বলিয়া আর একজন গৃহাভ্যন্তরে অবলোকন করিয়া কহিল "তোমার ছেলের বিয়ের বৌভাত খাইতে আসিয়াছি যে, এত আদর অভ্যর্থনা?"

শ্রেষ্ঠী পূর্ব্ববৎ স্বরে কহিলেন। "আমার কথাগুলি মন দিয়া শুন। তোমরা বাপু ডাকাইত নহ—কেবল পেটেরজ্বালায় এইরূপ কার্য্য করিতেছ। হয়তো অদ্য সমস্তদিন তোমাদের মধ্যে অনেকের আহার হয় নাই—বাড়ীর লোকের খাওয়া দাওয়া তো পরের কথা।"

বাস্তবিকই তাহাদিগের অনেকের সমস্ত দিন মধ্যে এক এক অঞ্জলি পুষ্করিণীর জল ব্যতীত আর কিছুই উদরস্থ হয় নাই। অশিক্ষিত ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে উত্তম উত্তম আহারীয় বস্তু উপস্থিত থাকিলে এবং তাহারা ভোজনার্থ বারংবার অনুরুদ্ধ হইলে, আহারে নিবৃত্ত থাকা অতীব কঠিন কথা।"

"হাঁ—আমাদের বিষ খাওয়াইয়া উহার লাভ কি? আমার আজ সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই। তোরা না খা'স আমি খাইব" এই কথা বলিয়া একজন আহারে বসিয়া গেল। উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হইয়া তাহার উদরস্থ হইতে দেখিয়া আরও কয়েকজন লোভ সংবরণ করিতে পারিল না—আহারে বসিয়া গেল। উপাদেয় সামগ্রী রসনা পরিতৃপ্ত করিয়া যাহাদের ক্ষুধা শান্তি করিতেছে, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে না কিম্বা কেহ মুখ বিকৃত করিতেছেনা দেখিয়া অবশিষ্ট সকলেই সেই সকল সামগ্রীর সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিল।

কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবারণ হইলে, অনেকের চক্ষে জল আসিল—তাহারা আর আহার করিতে পারে না দেখিয়া শ্রেষ্ঠী কহিলেন "তোমাদের হইয়াছে কি? চক্ষে জল কেন? আহার কর না।"

তন্মধ্যে একজন ফুঁকরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিল "আমরা এমত লোকের বাড়ীতেও ডাকাইতি করিতে আসিয়াছি!"

শ্রেষ্ঠী তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া কহিলেন "বুঝা গিয়াছে, আজ খাইতে হইবে না। বারান্দায় জল আছে মুখ হাত ধোও।"

ক্রমে সকলেই উঠিয়া আচমন করিলে, শ্রেষ্ঠী তাহাদিগকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিলেন, তাহারা প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রেষ্ঠী একতোড়া কুঞ্জিকা ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"এই চাবি লও; ইচ্ছা হয় আমার সিন্দুক বাক্স খুলিয়া যাহা আছে লইয়া যাও, ইচ্ছা না হয় সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার কথা শুন।"

"আবার তোমার জিনিষ লইব—কি বলিবে বল।" এই বলিয়া সকলে আসি দিয়া দাঁড়াইল।

"তোমরা সম্ভবতঃ আমার নিকট আপনাপন নাম ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক। নাম জানিবারও আমার আবশ্যক নাই। কিন্তু এক একটা নাম প্রয়োজন। এই বলিয়া শ্রেষ্ঠী প্রথম ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন—"তোমার নাম থাকিল এক, তোমার নাম দুই, তোমার নাম তিন ইত্যাদি—নামগুলি মনে করিয়া রাখ। তোমাদের সর্দ্দার কে?"

একজন বলিল "আমি।"

তখন শ্রেষ্ঠী এক খান খাতা লইয়া তাহার উপরদিক হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ১, ২, ৩, করিয়া দস্যু সংখ্যক সংখ্যা লিখিলেন এবং কহিলেন "এক তুমি কি ব্যবসা করিতে এবং কি জন্য ডাকাইত হইয়াছ?"

১। মহাশয়, আমার একযোড়া গরু ও একখান লাঙ্গল ছিল। আমি চাষ করিয়া খাইতাম। মহাজন গরু লাঙ্গল বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। মজুর খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ না হওয়ায় দস্যুদলভুক্ত হইয়াছি।"

শ্রেষ্ঠী। "এক যোড়া গরু ও একখান লাঙ্গলের মূল্য কত? তোমার কত টাকা হইলে মাস চলে?"

১। গরু লাঙ্গল ৩০৲ টাকা হইলেই হয়, আর পরিশ্রম করিলে ছয় সাত টাকায় মাস চলে।"

শ্রেষ্ঠী। "আচ্ছা, লাঙ্গল গরুর ৩০৲ টাকা এবং মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ৩৫৲ টাকা একুনে ৬৫৲ টাকা।"

এই বলিয়া "একের" নামে ৬৫৲ অঙ্কপাত করিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে তাহাদের হিসাবানুযায়ী টাকা ফেলিয়া সর্ব্বসমেত প্রায় দ্বিসহস্র

মুদ্রা হইল। কয়েকজনের চাকুরী বৃত্তি ছিল তাহাদিগকে আপনার ভৃত্য রূপে নিযুক্ত করিবার মানস করিলেন।

তিনি পুনরায় কহিলেন "দেখ আমি তোমাদিগকে এই টাকা ঋণস্বরূপে প্রদান করিতেছি। তোমাদের শস্য হইলে পরিশোধ করিও। কদাচ দস্যুবৃত্তি করিও না। আবশ্যক হইলে অর্থাৎ সংসারে কষ্ট হইলে আমার নিকট আসিও, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব।"

যাহারা পূর্ব্বে চাকুরী করিত তাহাদিগকে কহিলেন "তোমরা আমার বাটীতে চাকুরী করিবে। এখন অভিপ্রায় কি বল। আর ডাকাতি করিবে?"

সকলেই। "এই নাকে কানে খত মহাশয়, আর না, ডাকাতি করিয়া যে সুখ তাহা টের পাইয়াছি। তবে এরূপ ব্যথা না পাইলে ছাড়িতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আর ডাকাতি করিব না—আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

শ্রেষ্ঠী। "আর এক কর্ম্ম কর; উত্তম করিয়া মুখের চূণ, কালী ধৌত কর এবং লেংটি ছাড়িয়া এই সকল কাপড় পর।"

সর্দ্দার। "কেন?"

শ্রেষ্ঠী। "ভদ্রলোক—ভালমানুষ সাজিয়া যাও। এ বেশে গেলে লোকে সন্দেহ করিবে।"

তাহারা চূণকালী ধুইয়া, নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া, শ্রেষ্ঠীকৃত তালিকানুযায়ী টাকা লইয়া প্রস্থান কালে কহিল। "আমরা উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া স্থানটা পরিষ্কার করিয়া দেই।"

শ্রেষ্ঠী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন—"না আমার ভৃত্যেরা পরিষ্কার করিবে। তোমরা দল বাঁধিয়া যাইও না একে একে চলিয়া যাও।"

এই ব্যাপারে রাত্রি অবসান হইয়া আসিল। শ্রেষ্ঠীর নিযুক্ত ভৃত্যেরা তথায় অবস্থান করিতে লাগিল, অবশিষ্টের অধিকাংশ চলিয়া গেলে, সসৈন্যে দারগা সাহেব দ্বারদেশে উপস্থিত! যাহারা সেই সময়ে বাহির হইতেছিল, দারগা সাহেব তাহাদিগকে কহিলেন;—"তোরা কা'রা—কোথা গিয়াছিলি?"

একজন উত্তর দিল। "আমরা বাবুর খাতক, বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, খাইতে গিয়াছিলাম।"

তাহাদিগের পরিচ্ছদ, সাহস ও কথা বার্ত্তায় দারগা সাহেব কিছু বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া মুক্তদ্বারে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বত্রই

পুরাতন দস্যুগণ প্রায় পুলিশের অনেকের নিকট পরিচিত। ভৃত্যবেশে অবস্থিত দুই একজনকে তাহারা দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিল। দারগা সাহেব তাহাদিগকে কহিলেন। "তোরা কা'রা?"

একজন। "মোরা বাবুর চাকর গো।"

দার। "না, তোরা ডাকাত।"

তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিত তাহার দণ্ডও ভোগ করিয়াছে, এক্ষণে সেই অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছে এবং আর ডাকাতি করিবে না স্থির করিয়াছে, তাহারা এই কথা জ্ঞাপন করিল।

ইহাতে দারগা সাহেবের মনে শ্রেষ্ঠীর উপর দারগা সাহেবের সন্দেহ হইল, শ্রেষ্ঠীর উত্তর শুনিবার এবং তাঁহার মুখরাগ পরিবর্ত্তন হয় কি না, দেখিবার জন্য, তিনি শ্রেষ্ঠীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়, রাত্রে আপনার বাটীতে ডাকাতি হইয়াছিল না?

শ্রেষ্ঠী অবিকৃত মুখরাগে উত্তর করিলেন "হাঁ ডাকাতেরা ডাকাতি করিয়া চলিয়া গেল এখন আপনারা ডাকাত ধরিতে আসিয়াছেন?"

দার। "আমাকে তো কেহ সংবাদ দেয় নাই।"

শ্রেষ্ঠী। "ডাকাত পড়িলে কি সংবাদ দেওয়া যায়? আচ্ছা যদি আপনি সংবাদ নাই পাইলেন তবে এখন কিজন্য আসিলেন।"

দার। "জনরব শুনিয়া আসিয়াছি।"

শ্রেষ্ঠী। "এখন কি জনরব, জনরব-মাত্র বোধ হইতেছে, না ডাকাতির কিছু লক্ষণ দেখিতেছেন?"

দার। "এই সকল লোককে আমরা ডাকাত বলিয়া জানি—ইহারা এখানে কেন? আর যাহারা চলিয়া গেল তাহারাই কে?"

শ্রেষ্ঠী। "ইহারা কোন সময়ে দস্যু ছিল বটে। এক্ষণে তাহাতে সুখ নাই বলিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছে। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা আমার খাতক, আমার বাড়ীতে খাইতে আসিয়াছিল।"

দার। "এত রাত্রে নিমন্ত্রণ?"

শ্রেষ্ঠী। "চাষের সময়ে চাষা-লোক দিবসে আসিলে কার্য্য ক্ষতি হয় এজন্য রাত্রে আসিয়াছিল। ছোট রাত্রি আহারান্তে গল্প করিতে করিতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বের ঐ ঘরে উহারা খাইয়া গিয়াছে দেখুন।"

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস্তবিকই কতকগুলি উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে দেখিয়া দারগা হতবুদ্ধি হইয়া চলিয়া গেলেন, মনে মনে শ্রেষ্ঠীকে ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া সন্দেহ হইল।

তদবধি সেই সকল দস্যু সত্য সত্যই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎপথে থাকিয়া সুখে জীবনযাপন করিতেছে।

উপদেশ, সদ্ব্যবহার, ভীতিপ্রদর্শনাদি বিবিধ কারণে অনেক সময়ে অনেক দস্যুদল তত্তৎকালে অসদ্বৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ হয় নাই, এ প্রকার অনেক কথা শুনা গিয়াছে। কিন্তু এককালে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ সৎপথ অবলম্বন করিতে কখনও শুনা যায় নাই। এরূপ হওয়ার কারণ কি?

আপন বাটীতে দস্যুবৃত্তি হইবে শুনিয়া শ্রেষ্ঠীর মনে এই প্রশ্ন উঠিল, লোকে কিজন্য দস্যুবৃত্তি করে। চিন্তাদ্বারা স্থির করিলেন, সংসারে কার্য্যদক্ষতা ও সদুপদেশের অভাবই ইহার কারণ। তখন তাহাদিগের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল। নিরন্তর চিন্তায় সেই ইচ্ছার বল সঞ্চিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে ফিরাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফিরাইবার জন্য প্রাণান্ত সর্ব্বস্বান্ত পণ করিলেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। প্রগাঢ় চিন্তার পর কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। সেই সরল প্রবল ইচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞা, সেই গাঢ় চিন্তার পরিণাম পাঠকগণ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন।

দস্যুরা শ্রেষ্ঠীর ব্যবহারে তাঁহার বাটী হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও উহাদের অভ্যস্ত অসদ্বৃত্তি পরিত্যাগ করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর প্রবল সরল ইচ্ছাশক্তিতে এমত একটি স্পন্দন উৎপাদন করিয়া তাহাদিগের হৃদয়-তন্ত্রী আহত করিয়া দিল যে তাহাদিগের দস্যুবৃত্তির প্রবৃত্তি এককালেই ধ্বংশ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই অসৎ পথাবলম্বীগণকে সৎপথে লইয়া যাইবার এইরূপ পথই প্রশস্ত পথ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।